একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

EKTI ADVUT MAMLA

A Crime Novel

by

DR. PANCHANAN GHOSAL

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট :
দেবদত্ত নন্দী

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ,
১৩৭১ সাল

এইদিন থানার অফিসে বসে নিবিষ্টমনে বকেয়া কাজকর্মগুলি সেরে ফেলছি। কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাবার জন্যে ছুটিরও দরখাস্ত করেছি। এই জন্য নূতন কোনও মামলার তদন্ত আমি নিজের ফাইলে নিই নি। শেষ করণীয় কাজটি সেরে ফেলে উঠবার জন্য প্রস্তুত হবো, এমন সময় সহকারী ভক্তিবাবু এক ব্যক্তিকে আমার সামনে এনে দাঁড় করালেন। এই আগন্তুক এমন একটি খবর আমাকে দিলেন—যা কোনও এক পাকা-পোক্ত অফিসার ভিন্ন অন্য কারু পক্ষে তদন্ত করা সাধ্যাতীত। আমি ভদ্রলোকের বক্তব্যটি ধীরভাবে শুনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার চাইলাম। তারপর তাঁর সকরুণ বিবৃতিটি থানার প্রাথমিক সংবাদ বহিতে লিপিবদ্ধ করে নিলাম। ওই সংবাদদাতার প্রয়োজনীয় বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার নাম খগেন্দ্র সরকার, বাপের নাম শ্রীনীহার সরকার—আদিবাস * * *, জিলা অমুক। আমি অমুক রাস্তার অতো নম্বর বাড়িতে থাকি। আমি আমার সম্পর্কিত ভগিনী কুমারী অমুক রানীর এই রাস্তার অতো নম্বরের বাড়িতে এইদিন এমনি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে পড়ি। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি যে, সেখানে একটা আজব কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। এই বাড়িতে এই সম্পর্কিত ভগিনী একাই বসবাস করেন। তাঁর বর্তমানে বয়স এই আন্দাজ মতো সাঁয়ত্রিশ হবে বোধ হয়। তিনি এই শহরের কোনও এক ফার্মের স্বর্গত অংশীদারের একমাত্র কন্যা। এইদিন তিনি তাঁর অফিস সম্পর্কিত এক তরুণ বন্ধুকে তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। এঁরা একত্রে সাতটা আন্দাজ সময়ে বাড়ি ঢুকছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ সেখানে এসে কি একটি দগ্ধকর তরল পদার্থ এই ছেলেটির মুখে ফেলে তার মুখটা পুড়িয়ে দেয়। এর পর সেই লোকটা আমার ঐ ভগিনীর ২৭০৲ টাকা সমেত ভ্যানিটি ব্যাগটা ঐ আহত যুবকটির হাত হতে ছিনিয়ে নেয়। ঘটনাচক্রে এই সময় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনার কথা শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি তাড়াতাড়ি একজন স্থানীয় ডাক্তারকে ঐ যুবক লোকটির চিকিৎসার জন্য ডেকে দিয়ে এই থানায় এই ঘটনা সম্পর্কে এজাহার দিতে এসেছি।"

বাপ রে বাপ রে বাপ! ঘটনাটি যে সাঙ্ঘাতিক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এমন সর্বনাশের কাজ করলো? সত্যই এটা একটা নিছক রাহাজানি, না

প্রেমঘটিত প্রতিশোধ? এই প্রেমিক তার প্রেয়সীর কোনও ক্ষতি না করে শুধু কি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ঘায়েল করে গেল? কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে প্রেয়সীর ব্যাগটাই বা সে কেড়ে নেবে কেন? তবে এই ব্যাগটা যদি আহত যুবকটি ঐ মেয়েটিকে ইতিপূর্বে উপহার দিয়ে থাকে তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। অতি দ্রুতগতিতে মনের মধ্যে সম্ভাব্য কয়েকটি থিওরি ভেবে নিয়ে আমি আবার একবার সংবাদ-দাতার দিকে চেয়ে দেখলাম। ভদ্রলোকের মুখটা যেন একটা মৃত মানুষের মতোই পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। তার সমস্ত দেহটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। ভদ্রলোক আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করে এসেছেন। এছাড়া তাঁর সংবাদ অনুযায়ী আততায়ী বহু পূর্বেই সরে পড়েছে। অতএব এই সংবাদদাতাকে জেরা করে আরও কয়েকটি তথ্য জানবার জন্য কিছুটা কালক্ষেপ করলে কোনও ক্ষতি নেই। আমি এইবার তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে নিতে মনস্থ করলাম। আমাদের এইসব প্রশ্নোত্তরগুলি যথাযথভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আপনার কয়েকটা কথা আমাদের ঠিক বোধগম্য হলো না, মশাই। আপনি বলছেন যে আপনার ভগ্নীর ভ্যানিটি ব্যাগটা আততায়ী লোকটা ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই ভ্যানিটি ব্যাগটি আপনার ভগ্নীর হাত হতে ঐ আহত যুবকটির হাতে উঠলো কি করে? তাছাড়া এতখানি বয়সে আপনার এই ভগ্নীর বিবাহাদি কার্যটি সেরে নেন নিই বা কেন?

উঃ—আজ্ঞে! ওদের ইণ্টারন্যাল ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নই। এই সব বিষয়ে আপনারা আমার এই ভগ্নীটিকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিতে পারবেন। এখন সম্পর্কিত বড় ভাই হয়ে এ সব কথা তাকে জিজ্ঞাসাই বা করি কি করে? এছাড়া আমার এই ভগিনী একজন ধনী মহিলা ও নিজে নিজেদের ব্যবসা দেখাশুনা করেন। এই সব বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় এতোদিন হয়তো বিয়ে-থার জন্য চিন্তা করার তিনি সময় পান নি।

প্রঃ—আপনি তো বললেন যে আপনি ঐ গৃহস্বামিনীর সম্পর্কিত ভ্রাতা হন। কিন্তু আপনাদের এই সম্পর্ক কোনও রক্তগত না কুটুম্বঘটিত তা আমাদের একটু জানালে ভালো হয়। আপনার বয়েস দেখছি চল্লিশের অনেক উপরে উঠেছে। আপনার ঐ ভগিনীর তাহলে বয়স কত?

উঃ—আজ্ঞে, এই মেয়েটি আমার গ্রামসম্পর্কিত ভগিনী। ওঁর সঙ্গে আমার কোনও রক্তজ বা কুটুম্বিতার সম্পর্ক নেই। তবে ছেলেবেলা থেকে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আছে। তাই সময় পেলে মধ্যে মধ্যে ওঁর বাড়িতে আমি

বেড়াতে যাই। আমার ঐ সম্পর্কিত বোনের বয়সও প্রায় সাঁয়ত্রিশ হবে আর কি?

প্রঃ—ওঃ! তাহলে তিনি তাঁর বাড়িতে একাকী থাকেন বলে তাঁকে দেখাশুনা করবার ভার আপনি নেননি? আচ্ছা, এখন আপনি আমাদের আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ঐ আহত যুবক-লোকটিরও কি আপনাদের মতোই বয়স হবে?

উঃ—আজ্ঞে না। এই যুবকটির বয়স আন্দাজ চব্বিশ-পঁচিশ হবে; এমন কি তার বয়স তেইশও হতে পারে। তাকে দেখলে তো খুবই ছেলেমানুষ মনে হয়। তার সঙ্গে কোথায় কি ভাবে তাঁর আলাপ হয়েছে তা আমি জানি না। তবে যতদূর জানি একই ফার্মের সঙ্গে এঁরা উভয়ে যুক্ত আছেন। যতদূর শুনেছি ওদের পিতারা এই ফার্মের পার্টনার।

প্রঃ—এঁ্যা! তাই নাকি? ওদের বাবারা পরস্পরের ব্যবসা সম্পর্কিত পার্টনার? ওরা নিজেরা তাহলে কি? আচ্ছা, থাক এখন ও সব কথা। এই সুযোগে এখন আমি আপনাকে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করবো। আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে, না, আপনি বিপত্নীক বা চিরকুমার? এই সব কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি বলে রাগ করবেন না। এই সব তদন্তে আমাদের সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জেনে নেওয়ার নিয়ম আছে। তাই এই সব আজে-বাজে কথা অবান্তর জেনেও তা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি।

উঃ—আজ্ঞে একটি সন্তানের জন্মের পর প্রায় দুই বৎসর পরে আমি বিপত্নীক হই। অবশ্য আমি বিদেশে গিয়ে পরে পুনর্বিবাহ করেছিলাম। দুই বৎসর পূর্বে বারো বছর ঘর করার পর তিনিও গত হয়েছেন। সম্প্রতি আমি আখেরের চেষ্টায় পুনরায় কলকাতায় ফিরে এসেছি। মাত্র দুইমাস পূর্বে হঠাৎ একদিন আমার পূর্বপরিচিতা এই মেয়েটির সঙ্গে রাজপথে দেখা হয়ে যায়। এর পর থেকে তার এখানকার বাড়িতে আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকি। আজকে ওর ওখানে একটু সময় কাটাতে গিয়ে এই রকম এক বিপদে পড়ে গেলুম।

ভদ্রলোকের আমতা আমতা করে কথা বলার ভঙ্গি গোড়া হতেই আমার ভালো লাগেনি। এই সংবাদদাতার সঙ্গে এই গৃহস্বামিনীর অন্য কোনও সম্পর্ক থাকাও অসম্ভব নয়। তার মনে এতো পাপ না থাকলে—থেকে থেকে সে ভয়ে এমনভাবে চমকে উঠেই বা কেন? এরপর তাকে আমাদের এই সব সন্দেহের বিষয় না জানিয়েই আমি একজন সহকারীর সঙ্গে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

আমার সহকারীকে সঙ্গে করে রাত্র আট ঘাটকার মধ্যে আমি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়ে দেখলাম যে সেখানে এক তাজ্জব ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অবাক হয়ে আমি পরিলক্ষ্য করলাম যে একটি সুন্দর সুবেশ নিটোল যুবক এই বাড়ির সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সাংঘাতিক আহত অবস্থায় শুয়ে আছে। তার মুখের উপরকার চোখ দুটোই শুধু পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখের ঢলঢলে অপরাংশে বিশেষ কোনও ক্ষত দেখা যায় না। তবে তার চোখ দুটো বিনষ্ট করতে গিয়ে চোখের আশপাশের কিয়দংশ একটু আধটু পুড়ে গিয়েছে এই যা। আরও আশ্চর্য হলাম আমি একটি সেবাপরায়ণা মহীয়সীমন্ত নারীর তার প্রতি দরদ দেখে। এই মেয়েটি তাঁর সঞ্চিত ধনভাণ্ডার প্রায় উজাড় করে এই ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য অর্থব্যয় শুরু করে দিয়েছেন। প্রায় পাঁচ-ছয়জন ডাক্তার নানা ঔষধপত্র সহ সেখানে উপস্থিত। এঁদের দুই-একজনকে দুশো টাকারও উপর ফিস্ দিয়ে সেখানে ডেকে আনা হয়েছে। এঁদের ব্যবহারের জন্য তাঁর নিজের প্রাইভেট গাড়িটি তো তিনি ছেড়ে দিয়েছেনই, উপরন্তু BLT 44 (C) নম্বরের একটা ট্যাক্সিও এঁদের ব্যবহারের জন্য এখানে দাঁড় করানো রয়েছে। সবচেয়ে আমি আশ্চর্য হলাম সেই মেয়েটির আন্তরিক সেবার আতিশয্য দেখে। তিনি যেন তাঁর সমস্ত মায়া, মমতা ও আগ্রহ উজাড় করে তাঁর প্রেমাস্পদেরই বুকের উপর তার সবটুকু ঢেলে দিতে চান। তাঁর ব্যস্ততা ও ছুটাছুটি যেন তাঁর মায়ের বা বোনের স্নেহকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভদ্রমহিলা তাঁর পুরাতন বন্ধু খগেন সরকারকে এই ঘটনার সম্বন্ধে থানায় খবর দেবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তাই প্রতি মুহূর্তেই বোধ হয় তিনি সেখানে আমাদের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। সেইজন্য আমাদের সেখানে দেখে কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়ে তিনি সেই হতভাগ্য অচৈতন্য যুবকটিকে সেবা করার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে মুখের উপর আঙুল রেখে ইশারায় আমাদের চুপ করতে বললেন।

'তুমি ভাই ওঁদের পাশের ঘরে নিয়ে বসাও', ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে স্থির-দৃষ্টি রেখে তাঁর এই পুরাতন বন্ধু খগেন সরকারকে অনুযোগ করে বললেন, 'ডাক্তারবাবুরা চলে গেলে আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করবো। এখান থেকে আমি উঠলেই ও কেঁদে উঠবে। এখনও জ্ঞান ওর একটু আধটু আছে।'

'তা তো বুঝলাম, ম্যাডাম,' একটু এগিয়ে গিয়ে ম্যাডামকেও আমি অনুযোগ করে বললাম, 'এটা যখন একটা সাংঘাতিক পুলিশী মামলা—তখন একে এখানে আপনার হেপাজতে রাখা নিরাপদ হবে কি? কে বলতে পারে যে বাড়ির চিকিৎসাতে ফল বিপরীত হবে না? এখন ভগবান না করুন, বলা তো কিছু যায়

না। ওর একটা ভালো মন্দ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ওদের বাড়িতেও তো একটা খবর দেওয়া দরকার। আমরা ওকে কোনও একটা সরকারী হাসপাতালে পাঠাতে চাই।'

'এঁ্যা! এ—একি বলছেন আপনি? হাসপাতালে গেলে ও তো বাঁচবেই না'—আমার এই প্রস্তাবে আঁতকে উঠে ভদ্রমহিলা আহত ছেলের গলাটা আঁকড়ে ধরে বলে উঠলেন, 'ওর মধ্যে এখন এমন একটা মানসিক অবস্থা এসে গিয়েছে যে ও একটুখানিও আমাকে দেখতে না পেলে শিউরে উঠছে। এই অবস্থায় একে এখান থেকে সরিয়ে নিলেই বরং ও বাঁচবে না।'

ভদ্রমহিলার এই সব উক্তিতে উপস্থিত ডাক্তাররা একটু হকচকিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে দেখলেন। তবু তাঁরা জানতেন না যে এই যুবকটি ঐ প্রায় বিগত-যৌবনা ভদ্রমহিলার কোন আত্মীয় নয়। এদিকে আমার সন্ধানী দৃষ্টি ভদ্রমহিলার চোখের মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তস্তলের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে গিয়েছে! আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, ভদ্রমহিলার চোখের জলের ফাঁকে ফাঁকে একটা হিংস্র ক্রূর দৃষ্টি থেকে থেকে ফুটে উঠছে। এই সময় একজন ডাক্তার যুবকটিকে ঘুম পাড়াবার জন্যে মরফিয়া ইন্‌জেকশন দিচ্ছিলেন। আমি ভীত-চকিত হয়ে মহিলাটির ক্রূর দৃষ্টির উপর থেকে আমার দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ করলাম। ভদ্রমহিলার এই ক্রূর দৃষ্টি আমার সন্ধানী দৃষ্টিকেও যেন প্রতিহত করে দিতে চায়! মোটের উপর এই মহিলাটি ও সেই সঙ্গে তাঁর বন্ধুটির উপর আমার বারে বারে সন্দেহ জাগছিল। কিন্তু অহেতুক সন্দেহের কোনও কারণ আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এরা যদি সন্দেহমান মানুষই হবে, তাহলে এমনভাবে প্রাণঢেলে এরা ঐ মৃত্যুমুখী যুবকটিকে সেবা করবেই বা কেন? নিজের এই অহেতুক সন্দেহে নিজেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি, কিন্তু তবুও আমার মনের সহজাত বৃত্তি আমাকে তাদের উপর বিরূপ করে রাখে। এইরূপ এক অদ্ভুত অনুভূতি জীবনে কোনও দিন বোধহয় এমনভাবে আমি অনুভব করিনি।

'আচ্ছা! তাহলে আমি পাশের ঘরে গিয়েই বসছি', একটু কিন্তু-কিন্তু করে আমি ভদ্রমহিলাকে জানালাম, 'ডাক্তারবাবুদের কাজ হয়ে গেলে ওঁদের নিয়ে ওখানে একবার আসবেন। এ সময় আপনাদের বিরক্ত করা উচিত হচ্ছে না তা জেনে ও বুঝেও আপনাদেব এই একটু বিরক্ত করা ছাড়া আব উপায়ই বা কি? এই রাহাজানি মামলার তদন্তের জন্য কয়েকটা বিষয় আপনার কাছ হতে জেনে নেওয়া বিশেষ করে দরকার হয়েছে।'

ভদ্রমহিলাটিকে এই কথা কয়টি গভীরভাবে শুনিয়ে দিয়ে আমি তাঁর দিকে ও

একবার উপস্থিত ডাক্তারদের দিকে চেয়ে দেখলাম। এর পর ঐ মহিলাটির সেই পুরানো বন্ধুটির সঙ্গে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে এসে বসে এই মামলা সম্পর্কে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য অনেক কিছুই ভাবতে শুরু করে দিলাম। পাশের ঘরে পর্দার ফাঁকে সেই অচৈতন্য যুবকাট ও তার সেবারত বান্ধবীকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু তবু কেন জানি না আমার মনে হয় যে সে যেন বাঘিনীর মতো তার দ্বারাই নিহত হরিণটিকেই হারানোর আশঙ্কায় থেকে থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে। আমার এ-ও মনে হলো, একে বোধ হয় আমার অন্তরাত্মা অন্য কোনও এক কারণে অপছন্দ করছে। তাই তার মধ্যে এতো সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে বরদাস্ত করতে পারছি না।

প্রায় আরও এক ঘণ্টার পর প্রথম আমার ঘরে এলেন এই ডাক্তার দলের প্রধান ডাক্তার অমুক দট। আমি যে তাঁকে এই ব্যাপারে অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করবো তা তিনি স্বভাবতই বুঝেছিলেন। তাই তিনি আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে দেখে নিজেই তাঁর বক্তব্যটুকু জিজ্ঞাসিত হবার আগেই গড় গড় করে বলে গেলেন। খুব সম্ভবত তাঁর অন্যত্র আরও অনেক কল্‌ ছিল। তাঁর পক্ষে এইখানে আমার সঙ্গে অধিকক্ষণ কালাপহরণ করা সম্ভব নয়। তাঁর এই ধরনের মামলার ব্যাপারে আপন কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তাই নিজ হতেই এই রোগীর রোগের কারণ সম্বন্ধে অকুণ্ঠিতচিত্তে যেটুকু জানাবার তা জানিয়ে দিয়ে গেলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর অভিমতটুকু আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'আমি ভাল করেই এই রোগীকে পরীক্ষা করেছি। খুব সম্ভবত ভিরোল জাতীয় তরল বিষের একটা শিশি এর দুইটা চোখে কেউ ঢেলে দিয়েছে। এর ফলে তার চক্ষুর মণি দুটি গভীরভাবে পুড়ে গিয়েছে। এ ছাড়া এর মাথার পিছনে একটা ছেঁচড়ানোর দাগ দেখা যায়। যতদূর বুঝা গেলো যে প্রথমে একে ধাক্কা দিয়ে মাটির উপর ফেলে দেওয়া হয়। তারপর অতর্কিতে এর চোখ দুটোর উপর এই শিশি হ'তে তরল বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এর শরীরের অন্য কোনও স্থানে খুব বেশি আঘাতের চিহ্ন না থাকায় মনে হয় যে শুধু এর চোখ দুটোই অন্ধ করে দেওয়া আততায়ীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তবে অপরাধীদের বিবিধ রূপ কার্যপদ্ধতির সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে যে অর্থাপহরণের সময় যাতে আততায়ীকে সে চিনতে না পারে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে প্রথমে সে এর চক্ষু দুটোই অন্ধ করে দিয়েছে। তবে এ সব বিষয় অপরাধ-বিজ্ঞানীরাই ভালো করে বলতে পারেন। চিকিৎসকদের এটা আদপেই বিবেচ্য বিষয় নয়।'

এই বিশেষ অভিমতটি জানিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু অন্যান্য ডাক্তারদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তখনও আমাদের যা জানবার তার সবটুকু জানা হয় নি। তাই আমি তাঁর পথ অবরোধ করে এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি বিষয় জেনে নিলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আচ্ছা, ডাক্তারবাবু! আপনাকে আমি আর দুটো মাত্র প্রশ্ন করবো। এর কি এই জন্যে জীবনহানির কোন সম্ভাবনা আছে? অন্য কথা হচ্ছে এই যে, এ কি ওর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পেতে পারবে? না, এ চির জন্মের মতো অন্ধ হয়ে গেল?

উঃ—আমার মনে হয় যে যারা একে আঘাত হেনেছিল তারা একে সংহার করতে চায়নি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে তাদের উদ্দিষ্ট কার্য উদ্ধারের জন্য এর প্রয়োজনও হয় নি। তবে সে যাই হোক না কেন, এর জীবনহানির কোনও আশঙ্কাই নেই। তবে এর দৃষ্টিশক্তি এ কোনও দিনই ফিরে পাবে না। এর চক্ষু-রত্ন সম্পূর্ণভাবে চিরদিনের মতোই নষ্ট হয়ে গেলো।

'এঁ্যা! ডাক্তারবাবু, এর জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই তো?' হঠাৎ ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো মহিলাটি ছুটে এসে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর চোখ দুটো যায় যাক্, কিন্তু এর জীবন তো থাকবে? আজ থেকে আমিই চিরদিন ওর চক্ষু হয়ে থাকবো। কিন্তু আপনারা দেখবেন ডাক্তারবাবু! ওর জীবনের কোনও ক্ষতি যেন না হয়। এর জন্য আমার শেষ সম্বল গহনাগুলো পর্যন্ত খোয়াতে রাজি আছি।'

আমি এইবার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মহিলাটির চোখের ও ঠোঁটের কোণে একটা তৃপ্তির হাসি। ভদ্রমহিলা যেন একটা যুদ্ধজয় বা অনুরূপ কোনও এক অসাধ্য-সাধন করে ফিরে এলেন। ডাক্তাররা সকলে একে একে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। ওদিকে রোগী মরফিয়া ইন্‌জেকশনের গুণে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। এই সুযোগে আমি এই ভদ্র মহিলাটিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। এই মামলা সম্পর্কে তাঁর বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'আমার নাম প্রমীলা চৌধুরী। পিতার নাম ৺রজত চৌধুরী। পূর্বে আমি ২নং বোলাড স্ট্রিটে থাকতাম। সম্প্রতি মাস ছয় হলো আমি এইখানে বাসা নিয়েছি। আমি অমুক অফিসের অন্যতম মালিকের পুত্রী। এই ছেলেটি আমার এই অফিসেরই এক পার্টনারের পুত্র। সেই সুবাদে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। অবসর সময়ে আমি তাকে অফিসের কাজকর্ম শেখাতাম। জয়েণ্ট-স্টক অফিসে আমার বয়স লেখানো আছে আটত্রিশ। কিন্তু আসল বয়স আমার তার চেয়ে অনেক কম। এদানী দুঃখে, কষ্টে ও রোগে আমার দেহটা মুষড়ে পড়েছে। এই জন্যই আমার

বয়সটা লোকের কাছে একটু বেশিই দেখায়। এইদিন আমার অফিস হতে একটু আগে বেরিয়ে দুজনায় মিলে সিনেমায় গিয়েছিলাম। প্রায় আটটার সময় সিনেমা ভাঙার পর আমি একে নিয়ে আমার বাড়ি ফিরি। গেটেতে তার হাতে আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে দিয়ে সেটা নিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে বলি। এর পর আমি আমাদের বাড়ির উঠানের গেটটা বন্ধ করছিলাম। ঠিক ঐ সময় আমি ঐ ছেলেটির তীব্র আর্তনাদ শুনে ছুটে গিয়ে দেখলাম যে সে হাউমাউ করে কাঁদছে। তার মুখের উপর সদ্য অ্যাসিড্ পড়ার মতো পোড়া দাগ। ঠিক এই সময়ই আমার এই গ্রাম সুবাদে দাদা এখানে এসে উপস্থিত হন। আমরা দুজনে একে ধরাধরি করে বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে ওনাকে তখুনি একজন ডাক্তারকে এখানে ডেকে আনতে বললাম। এই ডাক্তার এখানে এসে রোগীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যাওয়ায় আমি টেলিফোনে আরও ক'জন বড়ো ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই।'

এই ভদ্রমহিলা তাঁর এই দীর্ঘ বিবৃতিটুকু শেষ করলে আমি তাঁর ঘরের এক কোণে ন্যস্ত টেলিফোন যন্ত্রটির দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলাম এবং বুঝলাম যে গাড়ি, বাড়ি ও টেলিফোন—তিনই তো এঁর আছে। কিন্তু এঁর বাড়িতে সেই অনুপাতে বেয়ারা, চাকর ও পাচক কই? তাদের কাউকে এখানে ছুটাছুটি করতে না দেখে আমি একটু অবাক হলাম। তবে ঔষধপত্র বা পথ্যাদি কেনবার জন্য তাদের এসময় বাইরে থাকা অসম্ভব নয়। এইবার আমি ধীরভাবে ভদ্রমহিলার এই বিবৃতিটি শুনে নিয়ে সেটি ত্বরিত-গতিতে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলাম। তিনি তাঁর এই বিবৃতিটিতে ইচ্ছে করেই বহু ফাঁক রেখে গেলেন কিনা তা বুঝা গেল না। কিন্তু এর মধ্যে যে বহু ফাঁক রয়ে গিয়েছে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই সব ফাঁকগুলি জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা পূরণ করে নেওয়া ও সেই সঙ্গে এর ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি অবান্তর প্রশ্ন তুলে এঁদের মনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করা। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি যা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি তার যা যা উত্তর দিয়েছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! প্রথমেই আমি আপনাকে একটা অপ্রিয় বিষয় জিজ্ঞেস করবো। আমি লক্ষ্য করেছি যে এই সাংঘাতিক মামলার বিবৃতির প্রথমাংশে বারে বারে আপনি আপনার বয়েস নিয়ে বেশি মাথা ঘামালেন। একটু সাবধানে থাকলে মানুষ তার বয়স কিছুকাল ধরে রাখতে যে পারে এ কথা সত্য। কিন্তু সত্যই কি আপনার বয়স অত কম? আপনার বয়সের প্রশ্ন আপনি অসতর্ক মুহূর্তে নিজেই ইচ্ছে করে তুলেছেন। তাই আপনার এই একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করতে আমি সাহসী হলাম।

উঃ—আজ্ঞে, আমার বয়েস সম্বন্ধে আমি আদপেই মিথ্যে বলি নি। আমাকে বাইরে থেকে একটু বেশি বয়সের বলে মনে হলেও আমার বয়েস অতো নয়। আমার জন্মের তারিখ, সাল ইত্যাদি আমার কাছে লেখা আছে। কিন্তু এতো কথা আমি আপনাদের বলতেই বা যাঁবো কেন? আপনি এখন অন্য কোনও কথা থাকলে আমাকে তা জিজ্ঞেস করুন।

প্রঃ—আজ্ঞে, ম্যাডাম! আর একটা অন্যায় প্রশ্ন আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো। আপনার বয়স যে সত্যই খুব কম, তা তো নয়। কিন্তু এতখানি বয়সেও আপনি অবিবাহিত আছেন। এদিকে আপনার পোষ্যবর্গের অভাব হলেও আপনার ধনদৌলতের কোনও অভাব নেই। তাহলে—

উঃ—আমাকে এমনভাবে অপমান করবার আপনাদের কোনও অধিকাব নেই। আমার এতো বেশি বয়েস হয় নি যে আমার বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে! এক এই মামলার বিষয় ছাডা অন্য কোন অবান্তর প্রশ্ন আমাকে দয়া করে আপনারা করবেন না।

প্রঃ—থাক, ম্যাডাম, ওসব কথা এখন। কাবও বয়েস বেড়ে যাবার মধ্যে আমি দোষ কিছু দেখি না। এর জন্যে শুধু শুধু আপনি রাগ করছেন কেন? আচ্ছা! এখন আপনি বলুন তো—ভ্যানিটি ব্যাগটা এই ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন কেন?

উঃ—এই ছেলেটি প্রায়ই সন্ধ্যাব পর আমাদের এই বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এই বাড়িতে আমি একা থাকি বলে এ পাডার কয়েকটা ছোকরা তার এখানে আসা অপছন্দ করতো। এই ছেলেগুলো আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবতো তা ভগবানই জানেন। এতো রাত্রে আমাদের দুজনাকে পডশীরা কেউ একত্রে দেখে তা আমি চাইনি। এইজন্য তাকে আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে যেতে বলে আমি এ বাডির উঠানের গেটটা বন্ধ করছিলাম।

প্রঃ—এ কথা কিন্তু আপনি পূর্বে আমাকে বলেন নি। যাক্. আপনার এ কৈফিয়ৎ আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিলাম। এই ছেলেটির সঙ্গে আপনার প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তা আমি এখ্নি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো না। এখন আমাকে আপনি শুধু এইটুকু বলুন যে আপনাদের উঠানের এই গেটটা আপনি বন্ধ করবার সময় পেয়েছিলেন কিনা। না, তার আগেই এই ছেলেটির চীৎকার শুনে সেটা বন্ধ না করেই আপনি বাড়ির ভিতর দৌড়ে গিয়েছিলেন? এই ছেলেটিকে তার আততায়ী ঠিক কোথায় আক্রমণ করেছিল? আপনাদের বাড়ির এই প্যাসেজের উপরে, না আপনাদের বাড়ির ভিতরে সে আক্রান্ত হয়েছিল?

উঃ—আজ্ঞে! আমি আমাদের বাড়ির এই প্যাসেজের গেটটি বন্ধ করে মুখ ফেরাবামাত্র ঐ ছেলেটির চীৎকার শুনতে পাই। ততক্ষণে সে আমাদের বাড়ির ভিতরের দুয়ারের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। আমার একতলার ফ্ল্যাটের দুয়ারের উপরেই এই ঘটনা ঘটে। এই সময় আমার নির্দেশ মতো সে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চাবি নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলছিল।

প্রঃ—ও, আপনি তাহলে আপনার ভ্যানিটি ব্যাগের অধিকার দেওয়ার সঙ্গে তার ভেতর হতে চাবি বার করবার অধিকারও তাকে দিয়েছিলেন? থাক, এতে আপনার আর লজ্জারই বা কি আছে? বিশেষ করে আপনি যখন নিজেকে আজও প্রায় ওর মতোই ছেলে মানুষ মনে করেন। কিন্তু এখন বলুন দিকি আপনি এর আততায়ীকে একটুক্ষণের জন্যও খুঁজেছিলেন কিনা? আপনি পাড়ার লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে চেঁচামেচি করেছিলেন কি?

উঃ—আজ্ঞে! আমি ততক্ষণ এই আহত ছেলেটির প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে এ কথা তখন আমার মনেই আসেনি। এছাড়া এই ব্যাপারে এই পাড়ার বিপথগামী ছোকরা গুণ্ডাদেরই আমি সন্দেহ করছিলাম। এইজন্য আমরা ভয়ে একটিবারও চেঁচিয়ে উঠতে সাহস করি নি। আশা করি, এই আততায়ীকে খুঁজে বার করে আপনি সেই শয়তানের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

প্রঃ—এই ছেলেটির আততায়ীকে আমরা হয়তো খুঁজে বার করতে পারবো। কিন্তু এজন্য আমাদের সঙ্গে ঘুরাঘুরি করে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে। আপনার এই দ্বিতল বাড়ির উপরের ফ্ল্যাটটির বাইরের দুয়ারে তো একটা বড় তালা লাগানো রয়েছে দেখছি। আশা করি এখানে বহুদিন কোনও ভাড়াটিয়া নেই। এ বাড়িতে ঢুকবার ও বেরুবার তো একটা মাত্র প্যাসেজ। আপনি আততায়ীকে এখান দিয়ে বার হয়ে যেতে তো দেখলেন না। তাহলে এর চোখ দুটো নষ্ট করে দিয়ে কোন্ দিক দিয়ে সে পালালো?

উঃ—আজ্ঞে! আপনাদের সঙ্গে এখন ঘুরাঘুরি করবার আমার সময় কই? এখন ঘরে বসে সেবা করে আমাকে একে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। এই আকস্মিক বিপদে আমার এখন মাথা ঠিক নেই। অতোশতো আর এখন আমি ভাবতেও পারছি না। আমি এইবার ঐ ছেলেটির কাছে গিয়ে একটু বসবো। ঐ দেখুন, ঘুমের মধ্যেও সে চমকে চমকে উঠছে। আপনারা না হয় কাল এখানে একবার আসবেন। আমি তাহলে চললুম—

প্রঃ—থামুন। আর একটা প্রশ্ন শুধু আমি আপনাকে করবো। আপনি কি

এর আততায়ীরূপে কাউকে সন্দেহ করেন? আপান তো বললেন যে আপনার গাঁয়-সুবাদে এই ভাইটির সঙ্গে অনেকদিন পর এই কোলকাতায় দেখা হয়েছে। এ ক-বছর তিনি কোথায় কি করতেন ও কিভাবে কার সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তা নিশ্চয়ই আপনার জানা নেই। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম এই যে—

উঃ—আপনারা কি শেষে এই নিরীহ ভদ্রলোককে নিয়ে পড়লেন না কি? দয়া করে মিছামিছি আর ওনার পিছনে লাগবেন না। এখন ওঁকে দিয়েই আমাকে ডাক্তার-বাদ্য ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। একটা অসহায় রোগা নিয়ে একজন মেয়েছেলের পক্ষে এতো দিক সামলানো কঠিন। ওঁকে এখন আমার সাহায্য করবার জন্যে এখানে বিশেষ দরকার। ওঁকে যা জিজ্ঞেস করবার তা এই বাড়িতেই বসে জিজ্ঞেস করুন। ওঁকে নিয়ে আপনারা এখান-ওখান ঘুরাফিরা করলে আমার এদিকে দেখাশুনা করবে কে?

প্রঃ—তা এই রোগী নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট আপনাদের পোয়াবার দরকারই বা কি? ওর নিজেরও তো বাড়ি-ঘর-দোর ও আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের এখানে ডেকে পাঠিয়ে তাদের হাতেই একে সঁপে দিচ্ছেন না কেন? এই ছেলেটির পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা জানা থাকলে তা আমাদের বলুন। আমরা তাদের খবর দিয়ে এখুনি এখানে নিয়ে আসবো।

উঃ—না না না, এখন ও কোথাও যাবে না। আমাকে ছাড়া ও কোথাও থাকতে পারবে না। এর মা-বাপ ধনী হলেও কিছুদিন হলো একে ত্যাজ্যপুত্র করে পশ্চিমের এক শহরে গিয়ে বসবাস করছে। সম্প্রতি কালে কিছু সময় মামার বাড়িতেই এই ছেলেটি থাকতো। ওর মামা-মামীরা কোনও দিনই ওকে যত্ন-আত্তি করে নি। এদানী এই ছেলেটি কলকাতার এক হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করছিল। আমি চেষ্টা করে আমাদের অফিস হতে ওর জন্য অ্যালাউন্স বার করে দিয়েছি। এই অ্যালাউন্সের টাকাতেই ওর এখানে থাকা ও খাওয়া দাওয়া চলে। এ ছাড়া আমাদের অফিসে ওর কাজ শেখারও আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ওর বাবার মতো আমরাও এই অফিসের মালিক হওয়ায় তিনি এতে বিশেষ কোনও আপত্তিও করতে পারেন নি। এখন ওর ওই অবস্থা দেখে কেউই ওকে তাদের গলগ্রহ করে তাদের বাড়িতে রাখবে না। এখন চিরদিনের মতো ওর ভার বোধ হয় আমাকেই নিতে হবে। প্রথম প্রথম এর জন্য হয়তো ওরা একটু আধটুকু হা-হুতাশ করবে। কিন্তু বেশি দিন—

বাংলাদেশে প্রবাদ আছে যে মায়ের চেয়ে মাসীদেরই বেশি দরদ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও এই প্রবাদটি সত্য হলে নিশ্চয়ই আমি মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু এই

বিশেষ ক্ষেত্রে ছেলেটির উপর এই মহিলাটির দরদ নির্ভেজাল বলেই মনে হলো। এইখানে একটি প্রশ্ন বারে বারে আমার মনে উঁকি দিতে লাগলো—এইটিই যদি সত্য হয়, তাহলে এই ছেলেটির আততায়ীর উপর এর কোনও ক্রোধ দেখা যাচ্ছে না কেন? এতক্ষণ আমাদের সংবাদদাতা ভদ্রলোক খগেন সরকার প্রমীলা দেবীর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ এইবার তিনি একটু এদিক ওদিক চেয়ে কি ভাবলেন। তার পর পাশ কাটিয়ে চট করে তিনি রোগীর ঘরে ঢুকে পড়লেন। বেশ বুঝা গেল যে এই ভদ্রমহিলা তাঁর এই পাতানো ভাইটির একাকী রোগীর ঘরে প্রবেশ করা পছন্দ করলেন না। এদিকে আমাদের সঙ্গে কথা শেষ না করে তাঁর পিছু পিছু সেই ঘরে চলে যাওয়া ভালো দেখায় না। অথচ রোগীকে তাঁর হাতে একাকী ছেড়ে দিতেও যেন তিনি নারাজ। ভদ্রমহিলা মুহুর্মুহু পর্দার ফাঁকে রোগীর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। এর পরে তিনি একটু অশান্ত হয়ে উঠে ভদ্রলোককে সম্বোধন করে বললেন, 'আরে—ও—ও—দাদা ভাই! তুমি এখন ওঘরে কি করছো? এঁদের কাছে একটু দাঁড়িয়ে কথাবার্তা কও।' কিন্তু তাঁর কাছ হতে কোনও উত্তর না পেয়ে ভদ্রমহিলা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এইবার এক-এক পা করে রোগীর ঘরের দিকে একটু এগিয়ে গেলেন। এঁদের এই আচরণ আমার ও আমার সহকারীর নজর এড়ায় নি। কিন্তু এতো শীঘ্র এতটুকু মাত্র দেখে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাই আমি এই সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে সহকারী অফিসার ভক্তিবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে একবার চেয়ে দেখলাম। আমার সহকারী অফিসার ভক্তিবাবুও বোধ হয় এই একই খাতে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। আমরা পরস্পরের সহিত দৃষ্টি দ্বারা ভাব বিনিময় করবার পূর্বেই ভদ্রমহিলা, 'একটু বসুন, আমি আসছি,' বলে ডান পাশের রোগীর ঘরে ঢুকে পড়লেন। আমরা দুয়ারের পর্দার তলাকার ফাঁক দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই দেখলাম এক জোড়া পুরুষের পা ঘুরে এই মহিলাটির পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো। তার পর তিনি অনুচ্চকণ্ঠে অনুযোগ করে মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আর একে তাহলে এখানে রেখে কি হবে? ওকে ওদের নিজেদের বা মামার বাড়ি পাঠিয়ে দাও না।' হঠাৎ এই সময় ঘরের পর্দার উপর একটা কঙ্কণধারী কোমল হাতেরও ছায়া পড়লো। দুইটি মনুষ্য দেহের ছায়া অনুধাবন করে আমি বুঝলাম যে ভদ্রমহিলা এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতাকে কনুই-এর গুঁতা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিলেন। তারপর স্পষ্ট নারীকণ্ঠের চাপা ঝঙ্কার তুলে ভদ্রমহিলা মৃদুস্বরে বললেন, 'অতো উতলা হয়ো না। আগে এই ঝামেলা সামলাই—তারপর ও সব ভাববো। কিন্তু খবরদার ওর আর কোনও ক্ষতি তুমি করতে পারবে না।' এর একটু পরেই পুরুষকণ্ঠের একটি অধৈর্য জিজ্ঞাসা আমাদের কানে এসে পৌঁছোয়—

'এর কোন ক্ষতি আমি করতে চেয়েছি? তবে, তোমার প্রতিজ্ঞা কিন্তু তোমাকে রাখতে হবে। একে নিয়ে এতো মাতামাতি আমার কিন্তু ভালো লাগে না।'

অতি মৃদুস্বরে কথাবার্তার মাত্র অসংলগ্ন কয়েকটি টুকরা পর্দার ওপার হতে আমাদের কানে ভেসে আসে। বুঝা যায় যে এই গ্রাম সম্পর্কিত ভাই-বোনের মধ্যে এই আহত যুবকটিকে এখানে রাখা নিয়ে বিরোধ বেধেছে। আমরা এও বুঝতে পারি যে মহিলাটির কাছে এই ভদ্রলোকের প্রয়োজন এইবার ফুরিয়ে গিয়েছে! আরও আশ্চর্য এই যে, মহিলাটি তাঁর এই ভাইটিকে ঐ আহত যুবকটির ধারে কাছে যেতে দিতেও এখন নারাজ।

আপন মনে আমি এঁদের এই অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে অনেক বিষয় চিন্তা করছিলাম। তাহলে কি এখানে প্রেমের ও প্রীতির মধ্যে বিরোধ বেধেছে? নারীর অদম্য প্রেম হয়তো এখানে বাৎসল্যের রূপ নিয়ে ভিন্ন খাতে বইতে চেয়েছে। আর এই প্রেম-বন্যার ভোল বদলানো নূতন রূপ নিজেদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করায় এই পুরুষ স্বভাবতই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এইরূপ এক মনোবৃত্তির জন্যই বোধহয় সিংহীকে এড়িয়ে সিংহ নিজের শাবককেও সংহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। সিংহের এই মনোভাব বোঝে বলেই স্নেহান্ধ সিংহী তার শাবককে পুংসিংহের ক্রোধ হতে আড়াল করে রাখতে যত্নবান হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সত্যই কি এই তুলনাটি গ্রহণযোগ্য? না, আমার উর্বর মস্তিষ্কের এটা একটা কষ্টকল্পনা? আমি এর পর কোনও কথা না ব'লে একবার সহকারী অফিসারের দিকে চেয়ে দেখলাম। তার পর ঐ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা রোগীর ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলাম।

এই আহত যুবকের পিতামাতার কিংবা তার মাতুল বা অন্যান্য আত্মীয়দের ঠিকানা এঁদের নিকট হতে সংগ্রহ না করতে পারলে এই মামলার তদন্তের গোড়া পত্তনের কার্যই বাকি থেকে যাবে। আমি ভাবছিলাম যে আর দেরি না করে ডাকাডাকি করে ওঁদের বাইরে আনা যাক। এদিকে এই ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকটিও আমাদের অধিকক্ষণ এমন ভাবে পার্লারে বসিয়ে রাখাও বোধহয় উচিত মনে করেন নি। নিজেদের অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকলেও পুলিসকে সামলানোর বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা একমত ছিলেন। এক একটু পরেই দেখা গেল যে এঁরা জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে রোগীর ঘর হতে বার হয়ে এলেন।

'আজ্ঞে! এই রোগীর বাড়িতে আর বেশিক্ষণ আপনাদের বিরক্ত করবো না,' আমি আড়চোখে প্রাথমিক সংবাদদাতা ভদ্রলোকের তখনকার পরিবর্তিত চেহারাটা একবার দেখে নিয়ে গৃহস্বামিনী ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবীকে বললাম, 'এখন দয়া করে এই আহত যুবকটির মামাদের বাড়ির ও তার পিতামাতার বাসস্থানের ঠিকানা

আপনারা আমাদের বলুন। ক'দিন পরে এই আহত যুবক একটু সুস্থ হলে এই ঘটনা সম্পর্কে ওর বিবৃতি আমরা এখান থেকে নিয়ে যাবো।'

'ওর মামার বাড়ির বা কোনও আত্মীয়ের ঠিকানা তো আমার জানা নেই', ভদ্রমহিলা প্রমীলাসুন্দরী দেবী মুখটা ফ্যাকাশে করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'এই যুবকের বাবা মা তো আজকাল আর কলকাতাতে আসেনই না। ওদের কাশী শহরের বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক আমার মনে পড়ছে না। ছেলেটির পিতা হচ্ছেন এখানে আমাদের এই ফার্মের একজন সিনিয়ার পার্টনার। তাঁদের এই একমাত্র পুত্রটি সম্প্রতি তার পিতার ত্যাজ্যপত্র হলেও ভবিষ্যতে সে-ই তার বাবার বদলে এখানকার অংশীদার হবে। অন্তত ভবিষ্যতে এইরূপ কোনও বিরোধ ঘটলে অন্যান্য কয়েকজন পার্টনারের সঙ্গে জোট বেঁধে এরই অধিকারকে আমরা সাপোর্ট তো করবোই। এই সব বুঝে ওর বাপ-মা আমার ওপরও রেগে আগুন হয়ে আছেন। ওঁদের সম্বন্ধে যা বলবার তা তাঁদের এই ছেলেটিই ভালো হয়ে উঠে আপনাদের বলবে. আখন।'

অবস্থাদৃষ্টে আমরা স্বভাবতই ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম—আরে বাপ রে, বাপ রে বাপ! ভদ্রমহিলা যে আমাদের অগাধ জলে ফেলে দিলেন। অতি কষ্টে আমরা তাঁর কাছ হতে কলকাতায় যে হোটেলটিতে এই যুবকটি এদানী বসবাস করতো তার ঠিকানাটা মাত্র সংগ্রহ করতে পারলাম। এর পর আরও পীড়াপীড়ি করার পর ভদ্রমহিলার ফার্মের ঠিকানাটাও আমরা সংগ্রহ করলাম। এই সংবাদদাতা ভদ্রলোকের বর্তমান বাসস্থান উত্তর কলকাতার একটি বাসা-বাড়ির ঠিকানাটা অবশ্য ইতিপূর্বেই সংগ্রহ করা গিয়েছে। এই মামলার তদন্ত সম্পর্কে মাত্র এইটুকু মাল-মশলা এই দিন সংগ্রহ করে আমরা এঁদের এই বাড়ির ভিতর থেকে বার হয়ে এলাম। এর পর এই বাড়ির আশ-পাশ একটু ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখে নিতে শুরু করলাম।

একটা অপরিসর রাজপথের উপর এই দ্বিতল বাড়িটির অবস্থান ছিল। এই বাড়ির বাম দিক ও পিছন ঘিরে—বাড়ির পাঁচিলের এপারে একটা অপরিসর এল্ (L) শেপড্ ব্লাইণ্ড প্যাসেজ দেখা যায়। বাড়িতে ঢুকবার রাস্তাটি উহার ডান পাশ ঘেঁষে সম্মুখের রাজপথে এসে পড়েছে। বাড়ির গেটের মধ্য দিয়ে কিছুটা দূরে এলে বাড়ির দরজা দেখা যায়। এই দরজা থেকে একটা সিঁড়ি চলে গিয়েছে এই বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটে। এই সিঁড়ির পাশের দরজা দিয়ে এই ভদ্রমহিলার একতলার ফ্ল্যাটে ঢুকতে হয়। এই বাড়ির ওপর ফ্ল্যাটের দরজায়. ইতিপূর্বেই আমি একটা ঝুলানো তালা দেখে এসেছি। তাহলে এই

পলাতক আততায়ী কি এই বাড়ির পিছন দিককার পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল? আমি ও আমার সহকারী এইবার এই বাড়ির পিছনের ব্লাইণ্ড প্যাসেজের উপরে এসে দাঁড়ালাম। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে এই বাড়ির পিছন দিকেও একটা কম্পাউণ্ডওলা দ্বিতল বাড়ি রয়েছে। কিন্তু এই উভয় বাড়ির সীমা নির্দেশক উঁচ পাঁচিলের মধ্যস্থলে একটা বন্ধ দরজা রয়েছে কেন? এই শক্ত কাঠের দরজাটা পিছনের বাড়ির দিক থেকে টেনে বন্ধ করা ছিল। অনুমানে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রয়োজন মতো এই মধ্যকার দরজা খুলে মানুষ এবাড়ি-ওবাড়ি যাতায়াত করে থাকে। কিংবা এমনও হতে পারে যে এই দুই বাড়ি প্রথমে একই পরিবারের সম্পত্তি ছিল। এর পরে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যাওয়ায় এই উভয় বাড়ির মধ্যকার এই দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ডিঙি মেরে এই মধ্যবর্তী পাঁচিলের ওপারে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম যে ওপারের বাড়িটাতেও আপাতত কোনও লোক-জন বাস করে না। তবে ওটি কোনও এক মহা ধনী ব্যক্তির বাড়ি বলেই মনে হয়।

আমরা এই বাড়ির আশে-পাশে অনেকক্ষণ ধরে ঘুবাঘুরি করছিলাম। হঠাৎ এইবাব আমরা উপরে মুখ তুলে লক্ষ্য করলাম যে এই বাড়ির সেই রহস্যময়ী মহিলাটি কখন এই বাড়ির দোতলায় উঠে পিছনের একটা ঘরের জানালা দিয়ে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছেন। আমাদের উপর দিকে চাইতে দেখা মাত্র তিনি বিদ্যুৎ গতিতে তাঁর মুখটা সরিয়ে নিলেন। কিন্তু জ্যোৎস্নার উদ্ভাসিত আলোকে তাঁর জলজলে মুখটা চিনে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধে হয় নি। আমরা বুঝতে পারলাম যে উপরের ফ্ল্যাটটির চাবিও তাহলে এই মহিলাটির হেপাজতে আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি চলে গেলেন, না, ঐ আহত যুবকটিকে একা ফেলে এসেছেন বলে তিনি চলে গেলেন তা বলা শক্ত। এই সম্বন্ধে আমি আমার সহকারীর সঙ্গে একটু আধটু আলোচনা করবো মনে করছি, এমন সময় হঠাৎ পিছনে এক জনের পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে, সেই সংবাদদাতা ভদ্রলোক খগেন সরকার কখন নিঃশব্দে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা অবাক হয়ে ভাবলাম যে এই মরণাপন্ন রোগীকে একা তার ঘরে ফেলে এঁরা অন্তত একটুখানির জন্যও আমাদের উপর নজর রাখার জন্যে সময় করে নিতে পেরেছেন। এঁদের এই হাবভাব এই সাংঘাতিক ঘটনাটিকে যেন ক্রমশই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলছিল।

'আজ্ঞে! এই আপনাদের তদন্তে আমি একটু সাহায্য করতে এলাম', একটু ভড়কে গিয়ে ভদ্রলোক খগেন সরকার আমাদের বললেন, 'আমার মনে হয় এধারকার

পাঁচিল ডিঙিয়ে আততায়ী লোকটি পালাতে পারে নি। এই পিছনের বাড়িটাতে আপাতত কেউ বাস না করলেও ওপারের রাস্তার ধারের ঘরে এদের দরোয়ান-চাকর পাহারা থাকে। আমার স্থির বিশ্বাস যে এই পাড়ারই বদমায়েস ছেলেদেরই কাজ এটা। এরা এই বাড়িতে ঢুকবার এই প্যাসেজের ডান দিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকবে। এই সব বেপরোয়া দুর্দান্ত গুণ্ডারা পাড়ার লোক হওয়ায় এপাড়ার কোনও লোক সাহস করে এদের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে না।'

'হুম্। এ সব হচ্ছে আমাদের বিবেচ্য। এদিকেও আমরা তদন্ত করবো বই কি।'—আমি এই ভদ্রলোকটির উপর এইবার স্থির দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু একটা কথা আপনি আমাদের বলুন তো। এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা এতক্ষণ আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি না বলেছিলেন যে সম্প্রতি বহু কাল পরে আপনার সঙ্গে এই ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবীর দেখা হয়ে যায়? আচ্ছা। আপনার সঙ্গে কি তার এই পাড়াতেই দেখা হয়ে ছিল? তাই যদি হয় তাহলে শহরের এই অঞ্চলে আপনি এই দিন কেন এসেছিলেন বলতে পারেন?'

আমার এই শেষের কয়েকটি কথা যেন ভদ্রলোককে একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে। তিনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকবার শিউরে উঠলেন। আমি জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলোকে স্পষ্ট লক্ষ্য করি যে তাঁর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠছে! কাউকে কোনও কথা না বলে তিনি পাঁচিলের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমিও এদিকে যাকে বলে নাছোড়বান্দা যে করেই হোক কথা আমি তাকে বলাবোই।

'দাঁড়ান! চোখ দুটোতে কি যেন একটা পড়লো। আপনি দাঁড়ান একটু, এ দুটো রগড়ে নি',—ভদ্রলোক চোখ দুটো দুই হাতে রগড়াতে রগড়াতে উত্তর করলেন, 'এখানে সেই দিন একটা ব্যক্তিগত কারণে আমি এসেছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এই মামলার কোনও সম্পর্ক নেই, মশাই। আমি এইখানে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি খুঁজতে এসেছিলাম কিন্তু তাঁদের বাড়িটাড়ি ঐ দিন আমি খুঁজে পাই নি। উপরন্তু মধ্য থেকে এক অশান্তিতে পড়ে গেলাম। আচ্ছা, স্যার! তাহলে এইবার আসি আমি। আর কতক্ষণ এখানে থাকবো বলুন? এদিকে দশটা তো বাজতে চললো—'

এতো রাত্রে এই ভদ্র পাড়ায় সম্যকরূপে সরজমিন তদন্ত করার সুযোগ সুবিধে খুব বেশি নেই। এদিকে এই শীতের রাত্রে আশ-পাশের বাড়িগুলোর দরজা জানালা একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! অগত্যা সহকারীর সঙ্গে থানায় ফিরে এসে আমি এই মামলার স্মারকলিপিটি লিখে ফেলতে মনস্থ করলাম। এই ঘটনা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনের পরিশেষ স্বরূপ আমি নিম্নলিখিত রূপ একটি মন্তব্য লিখেছিলাম—

'এই মহিলাটির হাব-ভাব ও কথোপকথন হ'তে আমি তিনটি বিষয় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষ্য করেছি। প্রথমত, সে চায় যে যেরকম করেই হোক এই আহত যুবকটি প্রাণে বেঁচে থাকুক। দ্বিতীয়ত, সে যদি অন্ধ হয়ে যায় তো ভালোই, তাতে বরং তার সুবিধে ছাড়া অসুবিধে নেই। অর্থাৎ সে চাইছে যে অন্ধ হয়ে এই হতভাগ্য যুবকটি বেঁচে থাকুক। তৃতীয়ত, এই মহিলাটির আশা যে এই যুবকটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় তার কাছেই চিরকাল থেকে যাবে। তার এই অবস্থায় তার বাড়ির লোকেরাও একে গলগ্রহ মনে করে এই ব্যবস্থায় সানন্দে সায় দেবে। এর চতুর্থ ইচ্ছা মনে হলো যে, এই যুবকটির আততায়ী ধরা পড়ে সে তা আদপেই চায় না। এই জন্য আমি এই বিশেষ লাইনে আরও তদন্ত করে যাবো ঠিক করেছি। এই যুবকটির প্রতি এই মহিলাটির অদম্য ভালবাসা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার এই ব্যবহারের মূল কারণ সম্বন্ধে বিশেষ রূপে বিবেচ্য। এখনও পর্যন্ত আমি এই বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারি নি। এই ছেলেটির আত্মীয়-স্বজনের সহিত এখনও কোনও সংযোগ স্থাপন করতে পারি নি। তাদের ঠিকানা ওখানকার কেউই বললো না বলেই আমাদের এই অসুবিধা। তদুপরি এই যুবকটিও এখনও বাক্‌শক্তিহীন হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে থাকায় একে জিজ্ঞাসাবাদ করাও সম্ভব নয়। এদিকে রাত্রি হয়ে যাওয়ায় ওখানকার পাড়া-পড়শীদেরও এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি। আরও তদন্ত সাপেক্ষে মতামত প্রকাশে বিরত থাকাই আমি শ্রেয় মনে করছি।'

॥ ২ ॥

প্রত্যূষে উপরের কোআর্টার হ'তে নিচের আফিসে নেমে দেখলাম, উর্ধ্বতন অফিসারের পরিদর্শনের পর কল্যকার এই সাংঘাতিক মামলার ডাইরিটা আজ ভোরে থানাতে ফিরে এসেছে। উর্ধ্বতন অফিসার প্রভাতবাবু ডাইরির পাতায় কোনও মন্তব্য লেখেন নি। তবে একটা পৃথক শ্লিপে আমার কল্যকার অভিমত সম্পর্কে একটা মন্তব্য লিখে তিনি এই ডাইরির সঙ্গে তা সংযুক্ত করে রেখেছেন। তাঁর সেই মন্তব্যটির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'এই মামলা সম্পর্কে আপনার অভিমতটি পড়ে কৌতুক অনুভব করলাম। কিন্তু আমার মতে আপনার মনকে প্রি-ডিসপোসড্ (চিত্তপ্রস্তুতি) করে রাখা উচিত হবে না। এই মামলার তদন্তে মনকে নিরপেক্ষ না রাখতে পারলে কারও উপরই আপনি সুবিচার করতে পারবেন না। আগে থেকে একটা ধারণা মনে ভেঁকে বসলে ঐ

ধারণার অনুযায়ী তদন্ত চালাতে ইচ্ছা হয়। এই অবস্থায় ঐ মহিলাটির দোষগুলিই সদা-সর্বদা আপনার চোখে পড়বে। কিন্তু আপনার চোখে তার নির্দোষিতার প্রমাণগুলি ধরা পড়বে না। এই মহিলাটির এই বিষয়ে একান্তরূপে নির্দোষী হওয়া অসম্ভব নয়।'

আমাদের বড়-সাহেবের এই মন্তব্যটি পড়ে আমি বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। সাধারণত মানুষ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—সাধারণ ও অসাধারণ। এই অসাধারণ মানুষের মধ্যে পড়ে মহাপুরুষ ও অপরাধীরা। এদের মতিগতি ও রীতিনীতি সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত না হওয়ারই কথা। এই জন্যে সাধারণ মানুষ যা করে বা বলে তা এদের নিকট আশা করা অন্যায় বৈকি! কে জানে, হয় তো আমি একজন দয়াবতী নারীর প্রতি অবিচার করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটা প্রশ্নের সদুত্তর আমি কিছুতেই খুঁজে পাই না। এই দরদী মহিলাটি ঐ আহত যুবকের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে নারাজ কেন? এমনি উল্টাপাল্টা চিন্তার পর আমি ঐ পাড়ায় কিছুটা গোপনে তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করলাম।

এই দিন হাতে অন্য কোনও কাজ না থাকায় আমি ভাবছিলাম যে প্রাতর্ভ্রমণ করতে করতে ঐ রহস্যময়ী মহিলাটির বাড়ির আশে-পাশে ছদ্মবেশে একটু ঘুরা-ফিরা করে আসবো কিনা! এইরূপ একটা অদ্ভুত মামলার গোপন তদন্তের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার মতো এক দীর্ঘদেহী অফিসারের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে ছদ্মবেশে ঘুরা-ফিরা করার মধ্যে অসুবিধা প্রচুর। এই অবস্থায় অবাঞ্ছনীয় মানুষ সন্দেহে নাগরিকদের কাছে নিগ্রহের সম্ভাবনা তো আছেই; এমন কি, এই অবস্থায় নিজেদের বিভাগের লোকেরাও আমাদের না জেনে না চিনে বেকায়দায় ফেলে দিয়ে থাকে। কল্যকার ডাইরিখানার পাতা উল্টাতে উল্টাতে ভাবছিলাম—গোপন তদন্তের সময় একজন সহকারী অফিসারকে সঙ্গে নেবো কিনা। এমন সময় ইউনিফর্মপরিহিত অবস্থায় জনৈক সহকারী সুবোধ রায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

'কালকের সেই মামলার ডাইরিটা পড়ছেন বুঝি?' আমার সামনেকার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে বসে পড়ে সহকারী সুবোধবাবু বললেন, 'স্যার, এই মামলাটা সত্যই এক দুর্বোধ্য মামলা। আমি ওপাড়ার খবর একটু-আধটু রাখি। ওদের পাড়ার লোকেদের কাছেও এই মহিলাটি রহস্যময়ী। ভদ্রমহিলা রাস্তার ধারের জানলাগুলো কোনও দিন ভুলেও খুলেন না। পাড়ার লোকজনের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার তো কোনও প্রশ্নই নেই! তবে সাজ-সজ্জার চটকের তাঁর অন্ত নেই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে নিজের একটা দামী প্রাইভেট কার ওঁর গ্যারেজে আছে, তা সত্ত্বেও মাসিক বাঁধা মাহিনায় ওঁর একটা ট্যাক্সিও আছে।

প্রায়ই এই ট্যাক্সিটা করে তিনি অফিসে যান এবং অফিস থেকে ফিরে আসেন। পরন্তু পাড়ার লোকে মধ্যে মধ্যে তাঁকে পায়ে হেঁটেও বাড়ি ফিরতে দেখেছেন। পাড়ার লোকের কাছে শুনেছি যে, তাঁর বাড়িতে কোনও ঝি-চাকরও কেউ কোনও দিন দেখে নি। অথচ উনি বাড়িতে একটা টেলিফোন রেখেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওর দ্বিতল বাটীর ওপরতলায় কোন ভাড়াটে নেই। কিন্তু তবুও মধ্যে মধ্যে বাড়ির দ্বিতলের ঘরগুলোর বন্ধ সার্শির ওপার থেকে আলো দেখা যায়। আমার মনে হয় এই বাড়ির মালিক বা কেয়ার-টেকারকে খুঁজে বার করলে রহস্যের একটা মীমাংসা হতে পারে।'

'এঁ্যা? বলো কি? তুমি তো দেখছি ও পাড়ার অনেক খবরই রাখো,' আমি সহকারীর নিকট হতে এই মামলা সম্পর্কে কয়েকটি নূতন তথ্য শুনে বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তুমি যখন এই ব্যাপারে এতোই ওয়াকিবহাল তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়েই ওদের পাড়াটা একবার ঘুরে আসা যাক।'

থানার সামনে ড্রাইভার সমেত একটা পুলিশ ট্রাক যথারীতি প্রস্তুত ছিল। আমাদের তাতে উঠে বসতে দেরি হয় নি। দুজনে গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে সেটা থামিয়ে দিলাম। আমি ইউনিফর্ম-পরিহিত সহকর্মীকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে তাকেই অপেক্ষা করতে বললাম। ট্রাক থেকে নেমেও তাঁকে আমি নিম্নস্বরে তাঁর পরবর্তী কর্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়ে—আর একবার তাঁকে আমি বললাম, যদি দরকার হয় তো হুইস্‌ল দেবো। হুইস্‌লের আওয়াজ শুনে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে আমাকে উদ্ধার করো।' তাবপর সেখানে সহকারীকে অপেক্ষমান রেখে ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে আমি ঐ মহিলাটির বাড়ির সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম।

ভোরের আলোয় এই দ্বিতল বাড়িটা সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়। এই বাড়ির দ্বিতলের সব কয়টি জানলা 'এইদিন বন্ধ দেখতে পাই। উপরের ফ্ল্যাটটি খালি থাকায় ওখানকার জানলাগুলো খোলা থাকার কথা নয়। কিন্তু উপরের ফ্ল্যাটের মতো একতলের জানলা-দরজাগুলো ভিতর হতে বন্ধ কেন? ইতিমধ্যে দেখতে দেখতে তো সাতটা বেজে বিশ মিনিট হয়ে যায়। তাহলে দেখা যায় যে সত্যই ভদ্র মহিলার বাড়িতে কোনও ঝি বা চাকর নেই কিংবা এমনও হতে পারে যে তাদের এখনও সেখানে আসবার সময় হয়নি। ইতিমধ্যে ঐ আহত ছেলেটি টেঁশে গেলে তা জানাই যেতো। তা হলে এই ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পাড়া মাত করে চীৎকার শুরু করে দিতেন।

আমি আপন মনে ভদ্রমহিলার বাড়ির সামনে পায়চারি করছিলাম এমন সময়

হঠাৎ সামনের বাড়ির বারান্দায় কয় ব্যক্তির একটা চাপা হাসির শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। এং বাড়ির উপরের বারান্দা হতে কয়জন নারীর সম্মিলিত কণ্ঠের এই হাসির টুকরা ভেসে আসছে। বেশ বুঝা যায় যে আমাকে উপলক্ষ করেই এই হাসির উৎপত্তি। আমি বিরক্ত হয়ে প্রথমে এই বাড়ির পুরুষদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবো ঠিক করলাম। ঐ বাড়ির নিচের বৈঠকখানা ঘরটি খোলাই ছিল। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ির মালিক ও তাঁর বন্ধুস্থানীয় এক ভদ্রলোক এই সময় এই ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন।

'আবার ঐ ভদ্রমহিলার বাড়ির সামনে ফিরে এসেছেন', ভদ্রলোক আমাকে দেখে খেঁকরে উঠে বললেন, 'এখন আবার এই বাড়িতে আসেন কেন? এই গৃহস্থ পাড়া মশাই। আপনাদের ব্যক্তিগত ঝগড়া বা মারপিটের মধ্যে আমরা নেই। সাক্ষী-টাক্ষী আমরা কারুর হয়েই দেব না।'

'আরে, এ আপনি কি বলছেন মশাই?' আমি বিব্রত হয়ে ভদ্রলোকের অনুযোগ করে বললাম, 'কৈ! আমার সঙ্গে তো এখানে কারুর মারপিট বা ঝগড়া হয় নি? আমি আপনাদের নিকট হতে সামনের বাড়ির মহিলাটি সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছি। আমার একজন আত্মীয় যুবককে কিছুকাল হতে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি গোপনে সংবাদ পেলাম যে, সে এখানকার একজন স্বাবলম্বিনী মহিলার বাড়িতে লুকিয়ে আছে।'

'এ্যাঁ! সর্বনাশ!'—আমার এই সব কথা শুনে ভদ্রলোক তাঁর বন্ধু ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তবে ওটা ছেলেধরার একটা আড্ডা! ওদের বাড়ি ভাড়া দিয়ে তাহলে তো মুশকিলে পড়লাম। শেষে আমাদের নিয়ে না পুলিশে এই ব্যাপারে টানাটানি করে। কিন্তু খুব বেশি ছেলে-ছোকরাকে তো ওঁর ঐ বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দেখি নি। তবে হ্যাঁ, একটা অল্প বয়সের যুবককে মাস চারেক আগে কয়েকবার এখানে যাতায়াত করতে দেখেছি বটে! একজন মাত্র বয়স্ক লোককে সম্প্রতি আমি ভদ্রমহিলার বাড়িতে কয়েকবার ঢুকতে দেখেছি। কিন্তু এই দু'জন ছাড়া আর কোনও পুরুষ মানুষকে তো ভদ্রমহিলার বাড়িতে ঢুকতে আমরা দেখি নি। তবে হ্যাঁ, কালকের রাত্রে কয়েকটা মোটরকার রাতভোর ওঁর ঐ বাড়িতে এসে থেমেছে। আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়েই শব্দ হতে তা বুঝতে পারছিলাম। এতো মশায় রাতের ঘটনা। রাত্রের ব্যাপারটা ঠিক বুঝি নি। কিন্তু—তার পর দিন সকালে ফুটপাথের ওপর ঘটলো এক মারপিট! হঠাৎ দেখি ঐ ভদ্র মহিলা বেরিয়ে এসে সেই মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে কলহে মেতেছেন। পথের উপর সে কি কাণ্ড বাপ-রে-বাপ! মহিলাটির সে কি দাপট রে বাবা!

এতোদিন মহিলাটিকে কম বয়সের মনে হতো। এই দাপাদাপির সময় ভদ্র মহিলার রূপ বেরিয়ে পড়লো। ওঁর দাপাদাপিটা আমাদের জানলার ওপারে ফুটের উপর হচ্ছিল বলে ওঁর বয়সটা ঠিক ভাবে বুঝা গেল না। তবুও আমার মনে হয় যে বয়স ওঁর নিশ্চয়ই চল্লিশের ওপাবে পৌঁচিয়েছে। পরে ভদ্রমহিলা বাড়িতে ঢুকলে ওই ভদ্রলোকও দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করলেন।'

এমনিভাবে নিজেদের মধ্যেই কিছুক্ষণ বাক্যের ও ভাবের আদান-প্রদানের পর উভয় ভদ্রলোকই আমাকে ঐ ভদ্রমহিলার কাছেই এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর করবার উপদেশ দিলেন। তখুনি ভদ্রলোক দুজনার নিকট আত্মপরিচয় দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি নি। তবে তাঁদের উপদেশটা আমার মনঃপূত হয়েছে। আমি ধীরে ধীরে তাঁদের বাড়ি হতে বেরিয়ে পড়ে ভদ্রমহিলার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় হঠাৎ চার জন লোক কোথা থেকে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওরা আবার কারা তা বুঝতে পারলাম না। এ ভাবে আক্রান্ত হয়ে ভীত হওয়ার চেয়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম অধিক। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমি আপন কর্তব্য ঠিক করে তাদের উপর প্রতি-আক্রমণ শুরু করে দিলাম।

'আরে সকাল থেকে পাড়ায় এ সব কি?' আমার এই বিপদে এই বাড়ির ভদ্রলোক দুজন বেরিয়ে চীৎকার শুরু করলেন, 'আরে দাদা, ওপরে গিয়ে থানায় এখুনি ফোন করে দাও। পুলিস! পুলিস!'

ভদ্রলোকদের আর পুলিস ডাকবার প্রয়োজন হয় নি। অদূরে পুলিশ ট্রাকে উপবিষ্ট সহকারী দূর হতে আমার এই বিপাক দেখতে পেয়েছিলেন। মোটর ট্রাকটি সজোরে চালিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। ইউনিফর্ম পরিহিত সহকারীকে দেখা মাত্র আততায়ীয় দল নিমেষে অলি-গলি দিয়ে উধাও হয়ে গেল। ইতিমধ্যে গণ্ডগোল শুনে পাড়ারও বহু লোক সেখানে এসে উপস্থিত হয়। আশে পাশের প্রতিটি বাড়ির একতল ও দ্বিতলের জানলায় ও বারাণ্ডায় কুলনারীরা পর্যন্ত ভিড় জমিয়ে দঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু স্থানীয় কোনও ব্যক্তিই এই আততায়ীদের কোনও হদিস দিতে পারে না। কিন্তু এত গোলমালের মধ্যেও ভদ্রমহিলা মিস্ প্রমীলা দেবীর এক তলার ফ্ল্যাটের একটি জানলাও খুলে না।

আমাকে পুলিস বলে বুঝা মাত্র বিপদের আশঙ্কায় পাড়ার লোকেরা যেমনি ত্বরিত গতিতে সেখানে জমা হয়েছিল, তেমনি ত্বরিত গতিতেই তারা যে যার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমরা এ-গলি ও-গলিতে ছুটাছুটি করে এই হামলাকারীদের ধরবার জন্যে বহু খোঁজা খুঁজি করে শুধু হায়রান হলাম মাত্র। অত শীঘ্র তারা কেমন করে কিভাবে কোথা দিয়ে উধাও হয়ে গেল তা আমরা

অনুমান পর্যন্ত করতে পারলাম না। অগত্যা আমি সহকারীকে নিয়ে সেই সামনের বাড়ির বাইরের ঘরটার মধ্যে আর একবার ঢুকে পড়লাম। ভদ্রলোক ও তাঁর বন্ধুবর তখনও তাঁদের সেই বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন।

'এইবার আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি একজন ছদ্মবেশী পুলিস অফিসার', আমি ভদ্রলোকদ্বয়কে আশ্বস্ত করে বললাম, 'প্রথমে আপনাদের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় না দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এখন দয়া করে আমাকে আপনাদের একটু সাহায্য করতে হবে।'

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক তাঁর ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে উঠলেন। আমাকে পুলিস অফিসার জেনে তিনি বারে বারে তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমাও চাইলেন। এর পর আমার অনুরোধে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতিও তিনি প্রদান করেছিলেন। তাঁর সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীঅমুক, পিতার নাম ৺অমুক। এই বাড়ির আমি মালিক এবং এইখানেই সপরিবারে আমি বসবাস করি। এই সম্মুখের বাড়িটি আমার এক বন্ধুর। সম্প্রতি সপরিবারে তিনি কাশীবাসী। আমিই এই বাড়ির ভাড়া-টাড়া আদায় করে তাঁকে পাঠাই। ঐ বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটটি খালি নেই। তবে ওটা বন্ধই থাকে। এক ব্যক্তি ওটা ভাড়া করে ভাড়ার টাকা নিয়মিত মনি অর্ডার করে পাঠায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওখানে তারা বসবাস করলো না। প্রায় ছয়মাস এইভাবে চললেও মধ্যে মধ্যে ঐ ফ্ল্যাটে আলোও জ্বলতে দেখা গিয়েছে। নিচের ভদ্রমহিলাটি আট মাস হলো এখানে এসেছেন। ভাড়া-টাড়া অবশ্য তিনি নিয়মিতই দিয়ে থাকেন। অন্তত এই ব্যাপারে তাঁর ওপর আমার কোনও অভিযোগ নেই। তবে হাঁ হাঁ এই—তাহলে সব কথা খুলেই আপনাকে বলতে হলো। ভদ্রমহিলা একাই তাঁর ফ্ল্যাটে থাকেন। শুনেছি মোটা টাকা বেতনে কোন অফিসে তিনি চাকুরি করেন। আবার কখনও কখনও এও শুনি যে গোটা অফিসটার উনিই হচ্ছেন মালিক। বয়েস তাঁর গড়িয়ে পড়লেও নিজেকে তিনি এখনও ছেলেমানুষ মনে করেন। এতো সাজগোজের ঘটা এই বয়সে কোনও মহিলার মধ্যে আমি দেখি নি। প্রথম প্রথম তাঁর চাল-চলন ভালোই দেখতাম। কিন্তু মাসে দুই আগে উনি ওঁর হাঁটুর বয়সী একটি যুবক সঙ্গে করে প্রায় তাঁর এই বাড়িতে ফিরতেন। এই ব্যাপারে পাড়ার ছেলেরা মধ্যে মধ্যে ওঁদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এই সম্বন্ধে তিনি কয়েকবার আমার কাছে অভিযোগও করে গিয়েছেন। তবে ওই ছেলেটির সহিত তাঁর প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাকে তিনি ভেঙ্গে কিছু বলেননি। আর আমিও তাঁদের ঐ সব বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। আজ সকালে আমি প্রতিদিনের অভ্যাস মতো এ

ঘরের জানলা খুলে বসে আছি। এমন সময় একটি আধা-বয়সী ভদ্রলোক এসে তাঁর দরজায় বহুক্ষণ ধরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। অনেক পরে ভদ্রমহিলা বার হয়ে এসে তঁকে নিম্নস্বরে কি সব বললেন। কিন্তু তা সত্বেও ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ছিলেন। কিন্তু ঐ ভদ্রমহিলা বোধহয় তাঁকে অন্যসময় সেখানে আসতে বলছিলেন। এমনি কথা কাটাকাটির পর তাঁদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি মারপিট শুরু হয়ে গেল। খুব নিবিড় সম্বন্ধ না থাকলে এমনি ধাক্কাধাক্কি মারপিট হতে পারে? ভদ্রলোক মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যেতে যেতে ঐ ভদ্রমহিলাকে শাসিয়ে গেলেন—"আচ্ছা! তাহলে আমি পুলিসে সব কথাই খুলে বলবো।" ভদ্রমহিলাটিও প্রত্যুত্তরে রাগে গজ-গজ করতে করতে তাঁকে জানালেন, "এতে আমার চেয়ে তোমারই ক্ষতি হবে বেশি। কিন্তু তা ব'লে আমিও জেন এখানে নিঃসহায় নই। এখুনি ওদের আমি টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি।" এর পরেই ভদ্রমহিলার আবার স্বরটা নরম হয়ে এলো। তিনি জানলা হতে মুখ বাড়িয়ে মোলায়েম স্বরে তাঁকে বললেন—"আচ্ছা! তাহলে বেলা আটটা নাগাদ একবার এসো। আমি আমার শেষ কথা তোমায় জানিয়ে দেবো।"

এদের বচসার মধ্যে মাত্র এই কয়টি উক্তিই আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম। এর একটু পরে আপনাকে ওঁর বাড়ির সামনে পায়চারি করতে দেখে আমরা মনে করেছিলাম যে সেই আগের লোকটাই বুঝি নির্লজ্জের মতো আবার ওঁর বাড়িতে ফিরে এসেছে। এর পর আপনাকে আমার বাড়ি ঢুকতে দেখে মনে করছিলাম ঐ লোকটা বুঝি এবার আমাকে সাক্ষী খাড়া করতে চায়। যাই হোক মশাই আমার এই ভুলের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। তবে পরের কথায় আমাদের কান না দেওয়াই ভালো। কিন্তু মজা দেখতে আমাদের ছেলেমেয়ে পর্যন্ত যে দোরগোড়ায় ভিড় জমায়। ওদের জন্যই না যত কিছু আমাদের ভাবনা।'

ভদ্রলোকের এই বিবৃতিটি আমাদের সমস্যা না কমিয়ে বরং আরও বাড়িয়ে দিলে। এখন এই বাড়ির ওঁপরের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া সেটা ভাড়া নিয়ে সেখানে বাসই বা করে না কেন? উপরন্তু অপরের ভাড়া করা সেই ফ্ল্যাটের দুয়ারের চাবি এই ভদ্রমহিলার হেপাজতেই বা থাকে কি করে? আজ সকালের আগন্তুক তা'হলে কে? ভদ্রমহিলার কোনও পূর্ব-প্রেমাস্পদ—না সে ঐ আহত যুবকের কোনও আত্মীয়? এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে খবর পেয়ে তার কোনও আপনার লোকের পক্ষে তার খোঁজে সেখানে আসা অসম্ভব নয়। এদিকে ভদ্রলোকের এই বিবৃতি হতে জানা গেল যে তিনি কল্যকাব দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন নি। তা'হলে বোঝা যায় যে ঐ যুবককে খুব সাবধানেই আক্রমণ করা হয়েছিল। আমি ধীরভাবে ভদ্রলোকটির বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করে তাঁর নিকট হতে আরও কয়েকটি

তথ্য সংগ্রহ করতে মনস্থ করলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এই বাড়ির উপরতলার ভাড়াটিয়ার সঙ্গে নিচের তলার ঐ ভদ্রমহিলার কি কোনও সম্পর্ক আছে? ওপর তলার ভাড়াটিয়ার নাম-টাম কিন্তু আমাকে আপনার বলতে হবে।

উঃ—আজ্ঞে! নিচের এই ভদ্রমহিলাই তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের জন্য ফ্ল্যাটটা ভাড়া করেছিলেন। কোট-প্যান্টলুন পরা এক ভদ্রলোককে তিনি আমার কাছে নিয়েও এসেছিলেন। দুটো ফ্ল্যাটের ভাড়াই নিয়মিত পেয়ে যাচ্ছিলাম বলে ওদের নিয়ে আমি বেশি মাথা ঘামাই নি। ঐ নবাগত ভদ্রলোকের কার্ডে তাঁর নাম লেখা ছিল, এইচ. ডট. কাশীপুর। যাকগে যাক্! আর কি কথা আছে বলুন মশাই।

প্রঃ—আর মাত্র একটি কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। আপনি মনে করে বলুন সম্প্রতি রাত্রে ঐ ওপরের ফ্লাটে আপনি আলো জ্বলতে দেখেছিলেন কিনা? দিনের বেলায় ভিতরে লোকজন আছে কিনা তা বোঝা না গেলেও রাত্রে আলো জ্বললে তা বোঝা যায়।

উঃ—আজ্ঞে! এই আমাকে আপনি মুশকিলে ফেললেন মশাই। মনে হচ্ছে কাল সন্ধ্যায় যেন ওপরের ঐ ফ্ল্যাট হতে আলো বেরুতে দেখেছিলাম। হ্যাঁ। এখন তো ওখানকার সব ভুতুড়ে কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে, মশাই।

প্রঃ—আচ্ছা, মশাই! কাল সন্ধ্যের সময় ওদের বাড়িতে যে একটা মর্মান্তিক রাহাজানি হয়ে গেল তার কোনও খবর আপনি বা আপনাদের পাড়ার অপর কেউ শুনেছেন কি?

উঃ—এ্যাঁ! রাহাজানি? রাহাজানি-টাহাজানি আবার কোথায় হলো? কালকে কয়েকটি মোটর ওদের বাড়িতে রাত আটটা আন্দাজ সময়ে দেখেছি বটে। কিন্তু রাহাজানির কোনও খবর আমরা শুনিনি তো। এ পাড়ার ছেলেরা যে একটু দুষ্ট সে কথা ঠিকই; কিন্তু কারুর বাড়ি চড়াও করে রাহাজানি তারা করবে না। আমি বেলা চারটা থেকে কয়জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে এই ঘরে ছিলাম। কোনও চেঁচামেচি হলে কি তা আমরা শুনতাম না? না না, মশাই! ও সব ওদের মিথ্যে কথা। ওরকম মহিলা ভাড়াটিয়া আমি আর রাখতে চাই না। ওকে এখান থেকে আপনারা উঠিয়ে দিতে পারেন, মশাই!

এই ভদ্রলোকের এই শেষ মন্তব্য হতে বুঝা যায় যে তিনি ইতিমধ্যেই এই মহিলাটির ওপর যে কারণেই হোক বিরূপ হয়ে উঠেছেন। এই মহিলাটির বিরুদ্ধে তাঁর

পক্ষে দুই-একটি সত্য মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব ছিল না। কাল রাত্রে আটটা আন্দাজ সময় এই বাড়ির সামনে ডাক্তারদের কয়েকটি মোটরই তিনি দেখে থাকবেন। কিন্তু রাহাজানির মতো এতো বড়ো একটা ঘটনা তাঁর বাড়ির সামনে ঘটলেও তিনি এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না কেন? এই ভাবে আক্রান্ত হলে মানুষের পক্ষে তো পাড়া মাত করে চেঁচামেচি শুরু করার কথা। তা হলে কি নিজেদের জীবনের চেয়ে লোক-লজ্জার বিষয়টিই ওদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল? এ ছাড়া আমার উপর এখানে আজ অতর্কিতে হামলা করলোই বা তাহলে কারা?

আমি ও আমার সহকারী এইবার ধীর পদবিক্ষেপে রাস্তার এপারে এসে ভদ্রমহিলার দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভদ্রমহিলা সহজে দরজা খুলতে নারাজ ছিলেন। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, দরজার পাল্লার ভিতরকার একটা স্বল্প পরিসর ছিদ্রের ওপারে একটা অগ্নিবর্ষী চোখ ফুটে উঠলো। পরে বোধ হয় আমাকে ওপার থেকে দেখে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর চোখ দুটো এতক্ষণে শান্ত করে তিনি দরজা খুলে বাইরে এসে বললেন, 'ওঃ আপনারা এসেছেন! আসুন আসুন। এই জখমী ছেলেটি এখন ভালোই আছে। ও বাবা, কালকের ঘটনা মনে পড়লে শরীরটা এখনও পর্যন্ত শিউরে ওঠে! আপনারা এই নিষ্ঠুর আততায়ীর কোনও খোঁজ-খবর করতে পারলেন? এই জঘন্য পাড়াটায় আর থাকতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। এই ছেলেটি একটু ভালো হলেই আমি ওকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাবো। একটু আগে রাস্তায় কি একটা গোলমাল শুনে আমার বুকটা অকারণে এখনও পর্যন্ত টিপ্ টিপ্ করছে। মনের জোর আগেকার মতো আর আমার একটুকুও নেই।'

এই সময় আমি সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করলাম যে ভদ্রমহিলা বারেক আমার দিকে, বারেক আমার সহকারীর দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পরে আমাদের ভাবগতিক দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। তাঁর আমসির মতো ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখটা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

ভদ্রমহিলা আবেগভরা কণ্ঠে এই আহত ছেলেটির বর্তমান স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে আমাকে সঙ্গে করে তাঁর পার্লারে এসে একটা সোফায় আমাদের বসতে বললেন। আশ্চর্যের বিষয় যে বাইরে আমার উপর এতক্ষণ যে হামলা চলছিল তার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানতে পারেন নি; কিংবা এমনও হতে পারে যে জ্ঞানপাপীর মতো হয়তো তিনি রীতিমতো সব জেনে-শুনেও তা বেমালুম চেপে গেলেন। আমরা এ সম্বন্ধে তখুনি তাঁকে কোনও জেরা করা প্রয়োজন মনে করি নি। আমরা দুজনা

আসন গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করে দিলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—যাক, তাহলে এই ছেলেটি আরোগ্যের পথেই চলেছে। ডাক্তারবাবুরা কি রাত্রে আর একবার ওকে দেখতে এসেছিলেন? আমাদের মতে কিন্তু ওকে এখন কোনও একটা হাসপাতালে পাঠালেই ভালো হয়। সময়মতো চিকিৎসা হলে ওঁর চোখ দুটো রক্ষা পেলেও পেতে পারে।

উঃ—আজ্ঞে! ওর চোখের আশা তো ওঁরা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন। তবুও ডাক্তার সেন একজন চক্ষু-বিশারদকে নিয়ে বিকালের দিকে আসবেন বলেছেন। রাত্রি দুটোর সময় সেন সাহেবের সহকারী ওঁকে দেখে আরও একটা ইনজেকশন দিয়ে গেলেন। ওঁকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। হাসপাতালের চেয়ে ঢের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানে আমি করছি। প্রয়োজন হলে দশ হাজারের উপর টাকা আমি ওঁর জন্যে খরচ করবো।

প্রঃ—এরকম সহৃদয়তা কারুর মধ্যে আছে বলে কল্পনাও করা যায় না। একটা বাইরের লোকের জন্য আপনি কি কষ্টই না করছেন! তার চেয়ে ওঁকে ওঁর কোনও আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিন না?

উঃ—আজ্ঞে! ওঁর এখানকার আত্মীয়রা ওকে বোধ হয় ত্যাগই করেছে? তা ছাড়া তাদের ঠিকানাও আমি জানি না। তবে এইটুকু আমি জানি যে ওঁর পিতা এখন তাঁদের কাশীর বাড়িতে বসবাস করছেন। কিন্তু কাশী শহরের বাড়ির ঠিকানাটা তো আমি এখুনি আপনাদের মনে করে বলতে পারছি না। ছেলেটি ভালো হয়ে উঠলে তাদের ঠিকানা খুঁজে বার করা যাবে। এখনও তো ছেলেটি ভালো করে কথাই বলতে পারে না। আহা! বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমার চেয়ে ও আর কত ছোটই বা হবে!

আমি ভদ্রমহিলাটির এই শেষের কথাটি শুনে ভ্রূকুঞ্চিত করলাম, কিন্তু মুখে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করলাম না। ভদ্রমহিলার এই বয়েস-ভীতি তাৎপর্যপূর্ণ। কিংবা এটা তাঁর একটা মুদ্রাদোষও হতে পারে। আমি এইবার সরাসরি তাঁর প্রতিবেশী অমুক বাবুর বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। বেশ বুঝা গেল যে আজ সকালের মারপিটের প্রথম ঘটনাটি আমি জেনেছি শুনে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে শান্তভাবে ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি দিলেন। তাঁর দীর্ঘ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'আজ্ঞে! কোনও কথা আমি আর আপনাদের কাছে গোপন করবো না।

বাল্যকালে একটি লোকের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা-বার্তা হয় ।কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র ভালো না হওয়ায় আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করি। এর পর লোকটি কিছুদিন আমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়িয়ে শেষে নিরস্ত হয়। এ প্রায় বহু বৎসর আগেকার ঘটনা। ইতিমধ্যে লোকটা বিবাহাদি ক'রে কয়টি পুত্রের জনকও হয়েছে। লোকটা তার সমস্ত দোষ শুধরে সংসারী হতে পেরেছে শুনে আমি খুবই আনন্দিত হই। অন্তত আমাকে না পাওয়ার জন্যে তার জীবনটা যে নষ্ট হয়নি - এটা ছিল আমার কাছে একটা মস্ত সুখের কথা। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন রাস্তায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। আমার সঙ্গে সঙ্গে সে সেদিন আমার এ বাড়িতে আসে। এরপর থেকে প্রায় সে রাত্রের দিকে আমাদের বাড়িতে এসে পূর্বেকার বহু কথা তুলতো। হাজার হোক আমি একজন মেয়ে লোক তো বটে ; এখনও আমার বয়স এমন কিছু বেশি হয় নি। এই ভাবে রাত্রে তার পক্ষে এখানে আসা যে দৃষ্টিকটু তা সে বুঝেও বুঝতে চাইতো না। উপরন্তু সে আমার আপত্তি সত্ত্বেও বহু পূর্বেকার ভুলে যাওয়া কথাগুলো বারে বারে আমার সামনে বলতে চাইতো। আমার বাড়িতে আমার সহকর্মী এই যুবকটির আগমন সে বরদাস্ত করতে পারতো না। কালকে এই যুবকের উপর সেই আততায়ীর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই ঐ লোকটিকে আমাদের বাড়ির কাছে দেখতে পাই। সে হয়তো জানতো না যে ইতিমধ্যে আমাদের এই মহা বিপদ ঘটে গিয়েছে। তাই এই সময় সে আমাকে পুনরায় উত্ত্যক্ত করে তুলতে এসেছিল। গত রাত্রে জোর করে আমি তাকে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ ভোর হতে-না-হতে সে আবার এখানে এসে হাজির। আমার উপর তার দাবী নাকি এখনও সর্বাগ্রে। উঃ, কি ভয়ঙ্কর আস্পর্ধা ও আজে-বাজে কথা! আজ তাই মাথা আর আমি ঠিক রাখতে পারি নি। আমার আশঙ্কা ছিল যে প্রতিশোধ নেবার জন্যে হয়তো সে থানায় গিয়ে এই ছেলেটি ও আমার সম্বন্ধে কয়েকটা মিথ্যে বলে আসবে। যাক্ তাহলে সে-রকম আত্মঘাতী সাহস তার হয়নি। আপনারা দয়া করে যেন তার একটা কথাও বিশ্বাস না করেন।'

ভদ্রমহিলার এই অতিরিক্ত বিবৃতিটি সাবধানে লিপিবদ্ধ করে আমি ভাবলাম— কোথাকার জল কোথায় এলো। শেষে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে আসল সাপটি কে? ঐ ভদ্রলোক না এই ভদ্রমহিলা? তবে এই ভেবে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, এদের দুজনার বিভেদ যখন হয়েছে, তখন এই মামলার কিনারা আর বেশি দূরে নেই। কিন্তু ভদ্রলোক এই ব্যাপারে থানায় যেতে সাহসী হলো না কেন? এই সম্পর্কে আরও কিছুটা চিন্তা করে আমি ভদ্রমহিলাকে

জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকটি তথ্য জেনে নিতে সচেষ্ট হলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! একটা কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো। কোনও লজ্জা না করে উত্তর দেবেন কিন্তু। যতদূর বুঝা গেল আপনার ঐ তথাকথিত প্রেমিকটির আপনার উপর আগ্রহ আজও পর্যন্ত কমে নি। তা'হলে তার মধ্যে কি এই আহত যুবকটিকে উপলক্ষ করে হিংসার উদ্রেক হয়েছিল? আপনার ঐ তথাকথিত লোকটি প্রতিশোধ নেবার জন্য লোক মারফৎ এই ঘটনাটি ঘটিয়ে দেয় নি তো?

উঃ—আজ্ঞে! তার মধ্যে লালসা থাকলেও ভালোবাসা নেই। তাই অতোটা বেপরোয়া সে হবে না। এর উপর তার রাগ হলেও হতে পারে। কিন্তু এ জন্য হিংসে তার মধ্যে আসবে না। এতো বড় জঘন্য কাজে যে সে হাত দেবে তা আমার মনে হয় না। এতো সাহস, ধৈর্য ও সামর্থ্য তার নেই। এইসব দস্যুপনা কোনও পেশাদারী দস্যুরাই করে। এইদিকে তদন্ত চালিয়ে আপনাদের কোনও লাভ হবে না।

প্রঃ—দেখুন! কিসে লাভ হবে—কিসে বা হবে না, তা বলা বড়ো শক্ত। কিন্তু ঐ লোকটিকে আমাদের এখুনি এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন মনে হলে তাকে আমাদের গ্রেপ্তারও করতে হতে পারে। দয়া করে তার নাম ও ঠিকানাটা আমাকে বলবেন কি?

উঃ—আজ্ঞে! তার নাম জানলেও তার এখনকার ঠিকানা আমি জানি না। ওদিকে আর বেশি তদন্ত দয়া করে করবেন না। তাহলে আমার অপবাদের আর সীমা থাকবে না।

প্রঃ—এইবার আমি আর একটিমাত্র প্রশ্ন আপনাকে করবো। উপরের ফ্ল্যাটটি কার বেনামে আপনি ভাড়া নিয়েছেন বলুন তো? এতো টাকা মাসে গুনে আপনার কি কিছু লাভ আছে? এতো টাকা আপনি পানই বা কোথা থেকে? আমি ওপরের এই ফ্ল্যাটটি একবার দেখতে চাই।

উঃ—আপনি এই সম্পর্কে ভুল খবর পেয়েছেন। ওপরের ঐ ফ্ল্যাটটির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কাশীপুরের জমিদার অমুক রায়ের স্ত্রী আমার সহপাঠিনী। প্রয়োজন মতো কলকাতায় থাকার জন্যে ওঁরা একটা বাড়ি খুঁজছিলেন। এঁরা আমার মাধ্যমে এই ফ্ল্যাটটি ভাড়া করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাশীপুর গ্রামে সরিকদের সঙ্গে মামলা বাধায় এই কয়মাস তাঁরা কলকাতায় আসতে পারেন নি। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য ওঁরাই এই বাড়ির ভাড়া গুনে যাচ্ছেন। এই ফ্ল্যাটের চাবি অবশ্য আমার কাছেই গচ্ছিত আছে। জমিদারীর কাছারির লোকেরা কলকাতায়

এলে ঘর-দোর পরিষ্কার করে চলে যায়। সাধারণত তারা এখানে বসবাস করে না। তবে কালে-ভদ্রে যে দুই-একরাত্রি এখানে থাকেনি তাও নয়।

প্রঃ—হুম্। তাহলে কাল রাত্রে কি ওদের কেউ ওপরের ঐ ফ্ল্যাটে এসেছিল? আপনাদের সামনের বাড়িটির মালিকের কাছ হতে শুনলাম যে তিনি কাল সন্ধ্যায় ওপরের ঐ ফ্ল্যাট হতে আলো বেরুতে দেখেছিলেন। শুনেছি গ্রামাঞ্চলের জমিদাররা ডাকাত গুণ্ডাদের পুষে থাকে। ওদের কলকাতায় জমা করে পরে গ্রামে নিয়ে যায়। আপনিই তো বলছেন যে ওদের সঙ্গে গ্রামের সরিক-দারদের মামলা চলছে। এখন এই মামলাবাজ সরিকদের ঠাণ্ডা করবার জন্য এই ফ্ল্যাটটা গুণ্ডা আমদানীর একটা ক্যাম্পরূপে ব্যবহার হচ্ছে না তো? এমনও তো হতে পারে যে ঐ গুণ্ডারাই এখানকার এই সব অনিষ্টেরও মূল।

উঃ—আজ্ঞে, এসব কি কথা আপনি বলছেন? ওদের দেশে ভুঁইয়ে লাঠিয়ালের কি অভাব আছে? কলকাতা থেকে ওঁরা গুণ্ডাদের দেশে নিয়ে যাবেন কেন? তবে ওঁদের আমলারা কেউ কেউ কয়েকবার দু-এক দিনের জন্য এখানে থেকে গিয়েছেন। সম্প্রতি আমার সহপাঠিনী লীলা রায় ও তাঁর জমিদার স্বামী হাইকোর্টের মামলা উপলক্ষে কলকাতায় এসে মাত্র দুদিন এখানে ছিলেন। তবে হ্যাঁ। কলকাতায় ওঁদের চার-পাঁচটা ট্যাক্সি চলে। কয়েকটি বড় বস্তিও ওঁদের এই শহরে আছে। এই ব্যবসা দেখা-শুনা করার জন্যে ওঁদের একজন ম্যানেজারও আছেন। তিনি নিউ-তাজমহল হোটেলের একটা ঘরে থাকেন ও মধ্যে মধ্যে মনিবের ফ্ল্যাটটা ঝাড়াপোঁছা করেও যান। প্রয়োজন হলে ওঁকে টেলিফোন করলেই উনি আমার ব্যবহারের জন্য ওঁদের একটা ট্যাক্সি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রঃ—হুম্। এই ট্যাক্সির প্রশ্নই আমি করতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা। এই ঘটনা সম্বন্ধে যাঁকে থানায় প্রাথমিক সংবাদ দিতে পাঠিয়েছিলেন তিনি এখন কোথায়? আপনার সঙ্গে আজ সকালে যিনি মারপিট করে গেছেন তিনি আর উনি একই ব্যক্তি নন তো? দু'জনার নাম তো একই দেখছি—

উঃ—আজ্ঞে। না, হ্যাঁ। ওরা—না না ওরা দু'জনে এক ব্যক্তি নয়। আশ্চর্য। এদের নাম একই তো বটে। থানায় আমি যাকে পাঠিয়েছিলাম সে হচ্ছে আমার এক গ্রাম সম্পর্কিত ভাই। এই বিপদ দেখে যাওয়ার পর সেও তো আর এলো না। কলকাতার ঠিকানাও আমি জানি না ছাই। সেই জন্যে আমার সহপাঠিনীর কলকাতার ম্যানেজারকে আসার জন্যে নিউ-তাজমহল হোটেলে আজ ফোন করেছি। কিন্তু তিনিও তো এখনও পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছলেন না।

প্রঃ—আচ্ছা। আপনার ঐ গ্রামের নামটা কি। বলুন তো এইবার? আরও

একটা বিষয় আপনাকে আমাদের জানাতে হবে। আপনাদের অফিসের বাড়িটা কোথায়, আর তার বর্তমান মালিকই বা ক'জন? শুনেছি যে আপনার নিজের একটা গাড়ি আছে। অথচ আপনি অপরের ট্যাক্সি আনান কেন?

উঃ—আজ্ঞে! আমার গাড়ি খারাপ হলে ট্যাক্সি দরকার হয়। এখন আমার জীবন-বৃত্তান্ত আপনাদের একটু শুনতে হয়। আমাদের ঐ অফিসটার সাহেবী নাম হলেও ওটার কোনও সাহেব মালিক নেই। ওটার অংশীদারদের মধ্যে আমার স্বর্গত পিতাও ছিলেন একজন। আর আমি হচ্ছি আমার স্বর্গত পিতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং আমি আমাদের অফিসের শুধু দেখাশুনা করি না, আমি সেখানকার একজন অংশীদারও বটে। আমাদের ফার্মের অধীনে দুটো চা-বাগান ও অন্যান্য দুই-তিনটে ফ্যাক্‌টরি আছে। আমার চাকুরি ও মুনাফা বাবদ মাসে আমার ১৭০০৲ টাকা আয় হয়। এখন আত্মীয় বলতে আমার বিশেষ কেউই অবশিষ্ট নেই। তাই ভুলে থাকবার জন্যে আমি এই শহরতলীতে বাসা নিয়েছি। বাড়ির গাড়ি খারাপ হলে আমি ট্যাক্সি করে কর্মস্থলে যাই। এ পাড়ায় নিজেকে একজন স্টেনো-টাইপিস্ট বলে পরিচয় দিই। আমার এই পরিচয় বোধ হয় আমি আপনাকেও কাল দিয়ে থাকবো। বস্তুত আমি অফিসে টাইপিস্ট ও স্টেনোদেরই খবরদারি করে থাকি। আচ্ছা! এই সব বিষয় কাল আপনাদের আমি বলেছি তা মনেও পড়ে না। আমার মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

প্রঃ—আজ্ঞে! কাল আপনি যা আমাদের বলেছিলেন, আজকে তার চেয়ে অনেক কমই বললেন। আপনার জীবন-কাহিনী শুনে আশ্চর্য্যই হতে হয়। কিন্তু আসল কথা তো আপনি আমাদের বললেন না? আপনার গ্রামের নামটা কি? এই সঙ্গে ওনাদের দুজনার দেশের ঠিকানাও আমাদের জানা দরকার।

উঃ—আমাদের গ্রাম ছিল পদ্মা নদীর ধারে। এখন সমস্ত গ্রামটাই নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। আমাদের গ্রামবাসীরা সারা ভারত জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামে গিয়ে কারুর খোঁজ-খবর করার আপনাদের পক্ষে সুবিধে নেই। আপনি তো আমার সেই গ্রাম সম্পর্কিত ভাই ও আজ সকালের এই কেলেঙ্কারীর নায়কের ঠিকানা চান? ঐ নচ্ছার লোকটির সঙ্গে বহুকাল পূর্বে দার্জিলিং শহরে আমার আলাপ হয়েছিল। তারপর কয় যুগ পরে এই সেই দিন তার সঙ্গে এখানে হঠাৎ দেখা হলো। তারা এখানে আবার এলে তখুনি আপনাদের টেলিফোনে জানিয়ে দেবো। এই ছেলেটি আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত আমি অফিসে যাবো না। আমাকে আপনারা এই বিষয়ে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি ওদের উভয়ের কারুরই ঠিকানা জানি না। এদের আমার এখানে বেশি

যাতায়াত আমি পছন্দ করি নি। তাই তাদের ঠিকানাও আমি জানতে চেষ্টা করিনি। তাদের দুজনার নাম ও পদবী একই শুনে আপনারা আশ্চর্য হচ্ছেন ; কিন্তু এর মধ্যে দৈব-চক্রের একটা আশ্চর্য ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

প্রঃ—না না। আপনার কোনও উক্তিই আপাতত আমরা অবিশ্বাস না করলেও আপনার কাছ হতে কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি উত্তর চাই। এখন আপনাকে এই আহত যুবকটির সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গতা কতদূর হয়েছে তা আমাদের জানাতে হবে। এ ছাড়া এই যুবকের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও আমাদের একটু কথাবার্তা বলা দরকার। তাদের ঠিকানাটা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। এতোক্ষণে আপনার পক্ষে তাদের খবর দিয়ে এখানে আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

ভদ্রমহিলাকে এই শেষ প্রশ্নটি করে আমরা অধীর আগ্রহে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু এর কোনও সদুত্তর তাঁর মুখে যোগায় না। আমরা মুখর হলেও তিনি নিরুত্তর থাকেন।

আমরা ভাবছি যে এর উত্তর পাওয়ার পর এই বাড়ির একতল ও দ্বিতলের ফ্ল্যাট ও ওদের আশে পাশের অলিগলির অবস্থান ভালো করে একবার দেখে নেবো। এই সঙ্গে আমরা এও ভাবছিলাম যে, আজ সকালে আমার উপর বিনা দোষে যারা আক্রমণ করেছিল তারাই বা তা'হলে কারা ? এই সম্বন্ধে ভদ্রমহিলাকে ও পাড়া-পড়শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করাও দরকার। কিন্তু এতোগুলো করণীয় কাজ একদিনে সমাধা করা সম্ভব নয়। আমার এই দিনের আততায়ীটির খোঁজ-খবর করার পরে এই বাড়িটার উভয় ফ্ল্যাটই খানাতল্লাশ করার কথাও যে আমরা না ভাবছিলাম তা নয়। এই সব করণীয় কাজ শুরু করার পূর্বে আমরা ভদ্রমহিলার শেষ উত্তরের জন্য তখনও প্রতীক্ষা করছি, এমন সময় পাশের ঘর হতে ঘুমন্ত আহত যুবকটি জেগে উঠে কেঁদে ডেকে উঠলো—'ডলি, ডলি ! কোথায় তুমি ? এসো—'

আহত যুবকটির এই কাতর আহ্বান কানে যাওয়া মাত্র ভদ্রমহিলা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আমাদের এই শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠলেন,—'এই যে মণি ! এই তো আমি। পাশের ঘরে বসেই আমরা অনুভব করলাম যে তিনি একজন সেবাব্রতী নারীরূপে যুবকটির শয্যার একপাশে গিয়ে বসলেন। আমরা বাইরের এই ঘরে বসে দুজনার নাম ধরাধরি করে এই ডাকের বাহার শুনে অবাক হয়ে যাই। এই বর্ষিয়সী মহিলা ও তাঁর হাঁটুর বয়সী এই যুবকের পারস্পরিক সম্বন্ধটা তাহলে কি ? আমি ও আমার সহকারী পরস্পর পরস্পরের দিকে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলাম। কিন্তু তখুনি এই সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা আমরা সমীচীন মনে করি নি।

'এই তো এক গোলমেলে ব্যাপার, স্যার'—সামনের ঘরটার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমার সহকারী অফিসার কনকবাবু নিম্নস্বরে বললেন, 'এদের মধ্যে সম্পর্কটা তো যেন একটু মধুর মধুর বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা এতোদূর গড়ানোর পর এই মহিলাটিকে সন্দেহ করার আমাদের কি কোনও কারণ আছে? আমার মনে হয় এঁদের এই সব দৃষ্টিকটু ব্যাপারে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। এই স্বাবলম্বিনী ধনী মহিলাটির উপর একাধিক ব্যক্তির আগ্রহ থাকা অসম্ভব নয়। সম্প্রতি ওঁর ঐ যুবক-প্রণয়ী অপর সকলকে হটাবার উপক্রম করার জন্যেই এইরূপ এক অঘটন ঘটে থাকবে। তাই—'

সহকারী অফিসার কনকবাবুর মন্তব্য হতে বুঝা যায় যে এই বিভিন্ন বয়সী নরনারীর পরস্পরকে নাম ধরাধরি করে সম্বোধন করতে শুনে তিনি ধরে নিয়েছেন যে এঁদের সম্পর্কটা মধুরতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে দিন-কাল এ দেশেও দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। ছাত্রাবস্থার দিনগুলি আমার সহকারীর মতোই আজও মনে পড়ে। একটি মাত্র ছাত্রী কলেজে আমাদের ক্লাশে ভর্তি হয়েছিল। এই মেয়েটিকে ঘণ্টা পড়বার আগে কোনও দিনই আমরা ক্লাশে এসে বসতে দেখিনি। ক্লাশ শেষ হলে প্রফেসারের সঙ্গে সঙ্গেই সে বাইরে বেরিয়ে যেত। আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, মেয়েটি একাকিনী সিঁড়িতে উঠতো। তার সিঁড়ির উপরকার ধাপে না উঠা পর্যন্ত আমরা নিচে অপেক্ষা করতাম। এই কলেজ-স্কুলের বিষয় বাদ দিলেও পথে-ঘাটেও পুরুষ জন-সাধারণ মেয়েদের কম সম্মান দেখাতো না। এক বধূকে তাঁর স্বামী সহ ট্রামে উঠতে দেখলে ট্রামসুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে আসন ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার সুযোগ্য সহকারী ভুলে গিয়েছেন যে, সেই রাম বা অযোধ্যা আজ আর নেই। ঠিক এইভাবে এই যুগে বন্ধুত্বও বয়সের মাপকাঠি অনুযায়ী আর গড়ে উঠে না। স্ত্রী-পুরুষের নিবিড় বন্ধুত্বও আজ আর দোষণীয় বলে বিবেচিত হয় না। এই সেদিন রাজপথে একই পাঠ্যশ্রেণীর জনৈক ছাত্রীকে তার সহ-পাঠী ছাত্রকে তুই-তোকারি করে কথা বলতে শুনে আমিও ঠিক আমার এই সহকারী কনকবাবুর মতো অবাক হয়ে চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু এদিকে যে মানুষের নাম মহাশয়, যা সয়ানো যায় তাই সয়। ক্রমশ এই সব দৃষ্টিকটু বিষয় ক্রমাগত দেখে ও শুনে আমার মন আজ এ বিষয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু আমার সহকারী কনকবাবু মফঃস্বল অঞ্চলে দীর্ঘদিন কাটানোর পর এই সবে এই মহানগরীর এই থানাতে বহাল হয়েছেন। তাই প্রতি পদে আমাকে তাঁর সাবেকী মনকে সংযত করে দিতে হয়।

'উহুঁ উহুঁ, এতো শীঘ্র কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না,

সামনের ঘরের দিকে আমিও আর একবার চেয়ে দেখে উত্তর করলাম, 'আজ-কাল বড়ো-ছোটো ও মেয়ে-পুরুষের মধ্যে সমবয়স্কদের মতো বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে বাধা কোথায় ? এই অবস্থায় এই ধাঁচের ও জাতের বন্ধুদের মধ্যে এইভাবে নাম ধরাধরি করা আজকাল চলছে। আমাদের এখন তদন্ত করে জানতে হবে যে এই মহিলাটি কিরূপ ধনী - সেই তুলনায় এই হতভাগ্য আহত ছেলেটি আরও বেশী ধনী কিনা। একজন ধনীর পক্ষে অপর এক ধনীকে ঘায়েল করে আরও ধনী হওয়ার জন্য চেষ্টা করা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া এদের সকলেরই পক্ষে একই অপদলের দলী হওয়াও অসম্ভব নয়। এখন এই ভদ্রমহিলার স্বগ্রাম, অফিস ও সেই সঙ্গে এই আহত যুবকের নিজ-বাড়িতে আমাদের খোঁজখবর করতে হবে। তা ছাড়া ভদ্রমহিলার সহপাঠিনী জমিদার-গিন্নী ও তাঁর স্বামীর ডেরাতে, আমাদের এই মামলার সংবাদ-দাতার ঘর-বাড়িতে ও নিউ তাজমহল হোটেলে—এখনো খোঁজ-খবর করা হয় নি। আরে, আমাদের এই অদ্ভুত মামলার তদন্ত তো এখনও শুরুই হয়নি।'

'তা হলে এখন কি করবেন, স্যার,' সহকারী আমার কাছে তাঁর চেয়ারটা আরও একটু সরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মতে এই মহিলাটিকে আর বেশী আস্কারা দেওয়া ঠিক নয়। এই আহত যুবকটিকে হাসপাতালে পাঠাতে ইনি এখনও নারাজ। ইতিমধ্যে এই ছেলেটির একটা ভালো-মন্দ কিছু হয়ে গেলে এই সম্বন্ধে আমাদের দায়ী করে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। আমার মনে হয়—আমাদের অ্যামবুলেন্স আনিয়ে জোর করে এই আহত যুবককে হাসপাতালে পাঠানো উচিত হবে।'

'এ-সব কথা যে আমিও ভাবিনি তা নয়,' আমার সহকারীর এই যুক্তিপূর্ণ উপদেশ মেনে নিয়ে আমি উত্তর করলাম, 'শহরের এক প্রধান হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারকে দিয়ে ইনি এই যুবকটির চিকিৎসা করাচ্ছেন। আজকেই এখানে একজন নার্স ও সহকারী ডাক্তারেরও এসে পড়বার কথা। এখন এই আহত যুবককে জোর করে হাসপাতালে পাঠাতে গিয়েই যদি ওর একটা ভালোমন্দ হয়ে যায় ? উহুঁ, এই যুবকটির আসল অভিভাবকদের খুঁজে না বার করা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। তা ছাড়া এই মামলাতে এখন কি আমাদের মাত্র একটা সমস্যা ? এদিকে আমাদের আজকের মধ্যেই আমার উপর আজকের আক্রমণকারী গুণ্ডাদের খুঁজে বার করতে হবে। এটা একটা পৃথক ঘটনা হলেও শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে এরও গুরুত্ব কম নয়। সেই জন্য এই ভদ্রমহিলার এই বাড়িটা আগাগোড়া তল্লাশ করার ঝুঁকি আজ আর আমি নিতে চাই না। অবশ্য এই কাজটা আজই সেরে ফেলতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এতোগুলো কাজ একসঙ্গে করতে গেলে কোনটাই সুষ্ঠুভাবে

করা যাবে না। এই মহিলাটিকেও যে আমরা এই ব্যাপারে কিছু কিছু সন্দেহ করছি, তা আগে-ভাগে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত মনে করছি না।'

আমরা পার্লারে বসে কয়েকটি বিষয়ে এমনি এলোমেলো আলোচনা করে চলেছি, এমন সময় সামনের ঘরের দুয়ারের পর্দাটা ঈষৎ নড়ে উঠলো। অনুমানে আমরা বুঝলাম যে, আহত যুবকটিকে ঘুম পাড়িয়ে ভদ্রমহিলা এইবার তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর মাথার এলোমেলো চুল কপালের উপর তুলে দিতে দিতে ও তাঁর শাড়ির আঁচলটা কাঁধের উপর তুলে নিতে নিতে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে আমাদের বললেন, 'অনেকক্ষণ এখানে আপনাদের আমি বসিয়ে রেখেছি। এখনই কি আপনারা ওর এই মামলা সম্পর্কে একটা বিবৃতি নিতে চান? কিন্তু ওর উপর মরফিয়ার এফেক্ট এখনও তো কাটে নি। সাত-আট দিনের মধ্যে ও আপনাদের এই ঘটনা সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

এই আহত যুবকটির বর্তমান মানসিক ও দৈহিক অবস্থাতে তার কোনও বিবৃতি গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। এ সম্বন্ধে ভদ্রমহিলার সহিত আমরা একমতই ছিলাম। এই বিষয় তাঁকে আশ্বস্ত করে আমরা অন্য কয়েকটি প্রশ্ন তাঁকে করবো ভাবছিলাম। এমন সময় বাইরে একাধিক মোটরের থামবার আওয়াজ আমাদের কানে এলো। এর একটু পরেই কয়জন ডাক্তার ও দুইজন নার্স সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এতো ডামাডোলের মধ্যে আর কোনও তদন্ত চালানো এখানে সম্ভব হলো না। অগত্যা বাধ্য হয়ে ভদ্রমহিলা ও ডাক্তার এবং নার্সদের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা পাড়ায় সকালে আমার উপর আক্রমণকারী গুণ্ডাদের খোঁজে বার হয়ে গেলাম।

এই বাড়ি হতে বার হয়ে আসবার সময় বাড়িটা আর একবার ভালো করে দেখে নিলাম। এই বাড়ির দ্বিতলের ফ্ল্যাটটার প্রতিটি জানলা আগেকার মতোই বন্ধ। সেখানে কোন জনপ্রাণী নেই বলেই মনে হয়। এর পর রাস্তার উপর বেরিয়ে এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকবার প্রবেশ-পথটিও ভালো করে দেখে নিলাম। পকেটে আমাদের উভয়েরই কয়েকটা কাগজ পূর্ব হতেই রাখা ছিল। এইখানে একটা কাগজ বার করে এই প্রবেশ-পথ সমেত একটা নকশা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এঁকে নিলাম। বাড়িটার ডান দিকে একটা পাঁচিল-ঘেরা সরু প্রবেশ-পথ বাড়ির দুয়ারের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। এই দুয়ার দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেই দেখা যায় একটা বড় চাতাল। এই চাতালের এক দিক হতে একটা সিঁড়ি দ্বিতলের উপর উঠে গিয়েছে। আর তার অপর দিকে রয়েছে নিচের ফ্ল্যাটে ঢুকবার একমাত্র দরজা। এই সাধারণ প্রবেশপথের প্রবেশমুখে একটা রেলিং দেওয়া দরজা দেখা যায়—সাধারণত এইটে খুলে তবে এই বাড়ির প্রবেশপথে পা বাড়ানো সম্ভব।

'এই যুবকের আততায়ী হয় এই প্রবেশ পথে—নয় এই বাড়ির দ্বিতলে পূর্ব হতেই অপেক্ষা করছিল', একটু চিন্তা করে আমার সহকারী অফিসার বললেন, 'তা না হলে এতো অতর্কিতে বাইরে থেকে কেউ এসে তাকে আক্রমণ করতে পারতো না। আজ সকালে আপনাকে যারা অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল, খুব সম্ভবত ঐ আততায়ী লোকটি ছিল এই দলেরই একজন বেপরোয়া সদস্য। এখন কথা হচ্ছে এই যে, এরা কেন এই ভাবে এই আহত যুবকটিকে আক্রমণ করে শুধু তার চোখ দুটো নষ্ট করে দিল। এই 'কেন'র উত্তরের সুমীমাংসা না করা পর্যন্ত এই মামলার কিনারা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।'

'হুম্! কিন্তু এখানে অন্য একটা কথাও আমাকে ভেবে দেখতে হবে',—সহকারী অফিসারের এই মতটি ধীরভাবে শুনে আমি উত্তর করলাম, 'এই যুবকের আততায়ী যদি এই দলের লোক হয় তা' হ'লে তো সে তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে নিরাপদে সরে পড়েছে! এখন আবার নূতন করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওরা সদলবলে আমাকে খামকা আক্রমণ করতে এলো কেন? এখন সকালে যে ভদ্রলোকটিকে এই মহিলা অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই লোকটি ব'লে ভুল করে ওরা যদি আমাকে আক্রমণ করে থাকে—তাহলে তো তা এক সাংঘাতিক ঘটনা! তাহলে বুঝতে হবে এই ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করবার জন্যই তারা পূর্ব হতে এখানে মোতায়েন ছিল। আমার এই অনুমান সত্য হলে এই মহিলা তাজমহল হোটেলে ফোন করে ওদের সাহায্যের জন্য এখানে ডাকিয়ে এনেছেন। কিসের মধ্যে কি যে আছে, তা কে জানে বাবা? এই সব ঘটনার আদ্যোপান্ত ভাবলে গাটা যেন শিরশির করে ওঠে। এখন থানায় ফিরে গিয়ে আরও বেশি করে লোকজন নিয়ে এসে তবে এখানে তদন্ত করা উচিত মনে হচ্ছে।'

আমরা এই বাড়ি থেকে বাইরে বড় রাস্তায় নেমে দেখলাম যে সামনের বাড়ির নিচের ফুটপাথে পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক লোকের ভিড় জমে গিয়েছে! এদের মধ্যে সামনের বাড়ির দুজন ভদ্রলোকও দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদের মধ্যে একজনও ছেলে-ছোকরাকে দেখা যায় না। আমাদের নিকটে আসতে দেখে এঁদের একজন মুরুব্বি গোছের লোক ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের নমস্কার জানিয়ে আপ্যায়িত করতে শুরু করলেন।

'আরে! মশাই আপনাদের শরীরে কোথাও আঘাত লাগে নি তো!' ভদ্রলোক বেশ ব্যস্ততা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একেবারে দিনের আলোকে পুলিশের উপরেই ওরা চড়াও হলো! ওরা স্যার একজনও কিন্তু এপাড়ার কোনও লোক নয়। ঐ বাড়ির ঐ মহিলাটিই বোধ হয় ফোন করে ওদের ডেকে এনেছে।

আমাদের পাড়ার ছেলেপুলেদের কিন্তু এজন্য টানাটানি করবেন না। তারা ভয়ে সকাল থেকে আর বাড়ির বাইরে বেরুতে চায় না।'

'তা হয়তো আপনাদের কথাই সত্যি', আমি আরও একটু এগিয়ে এসে ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করে উত্তর করলাম, 'না না—এজন্য খামকা ওদের উপর কোনও উৎপীড়ন হবে না। তা ছাড়া কেউ পুলিশ বলে চিনে আমাকে আক্রমণ করেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মশাই! এমনও তো হতে পারে যে ওঁর এই বাড়ির সামনে এতো বাজে ঝামেলা এপাড়ার ছেলেরা স্বভাবতই পছন্দ করে নি। তাই আমাকে এই বাড়ির একজন নূতন অতিথি ব'লে ভুল বুঝে তারা একটু উত্তম-মধ্যম' দাওয়াই-এর বন্দোবস্ত করেছিল। তা যাই হোক মশাই! এই ব্যাপার নিয়ে আমি খুব বেশি হৈ চৈ করবো না। এখন দয়া করে পাড়ার ছেলেদের দুই-একজনকে এখানে ডেকে আনুননা। সেদিনকার সেই রাহাজানি সম্বন্ধে তাদের দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।'

ভদ্রলোক আমার কথায় নূতন করে বোধ হয় প্রমাদ গুণলেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন এই পাড়ার একজন প্রধান মুরুব্বি। লোকের বিপদে-আপদে তিনি পথ দেখিয়ে থাকেন। এই সম্ভাব্য বিপদে নিজে ভয় পেলে তাঁর চলবে না। নিমেষের মধ্যে তিনি এই বিষয়ে আপন কর্তব্য ঠিক করে নিলেন।

'আরে! তাতে আর অসুবিধে কি আছে,' ভদ্রলোক এই বার অনুনয় করে আমাদের বললেন, 'তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কষ্ট না করে বাড়ির ভিতরে আসুন। আপনারা একটু চা-টা খেয়ে জিরিয়ে তো নিন। তারপর না হয় ওদের কাউকে কাউকে ডাকিয়ে আনা যাবে অখন।'

তদন্তে এসে এই সব চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করাই ভালো, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করলেও অসুবিধা আছে। এইঅবস্থায় লোকের পেটের কথা বার করা দায় হয়ে উঠে। আমরা ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলাম। আমাদের ঘিরে সেখানে একটা বড়ো ভিড় জমে গিয়েছে। কয়েকটি গরম সিঙ্গাড়া ও চা'র সদ্ব্যবহার করার পর উপস্থিত ভদ্রলোকদের নিকট আমরা অতি আপনার জন হয়ে উঠলাম। এদের অনেকেরই ধারণা যে পূর্বেকার ডাকাতদের মতো পুলিশকেও একবার নুন খাওয়াতে পারলে তারা তাদের কোনও ক্ষতি করবে না। আমাদের এ অনুমান মিথ্যে হয় নি। একটু পরে দেখলাম পাড়ার অনেক যুবক ও বালক একে একে সেখানে এসে উপস্থিত হচ্ছে। এতক্ষণে আমাদের বন্ধু ভেবে এদের অনেকে আমাদের নিকট তাদের মনের আগল খুলে দিলে। আমি উপস্থিত যুবকদের দিকে

চেয়ে চেয়ে তাদের বেশভূষা চালচলন হতে বুঝতে চেষ্টা করলাম যে এদের মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদ লোক কে হতে পারে। এদের মধ্যে একজনকে আমার বেশ একটু সরেস ও চৌকষ বলে মনে হলো। আমি পরে জেনেছিলাম যে এই ছেলেটিই ছিল এই পাড়ার ছেলেদের একজন অবিসংবাদী নেতা।

'কি হে খোকা! এদিকে একবার এসো, ভাই,' আমি ওই ছেলেটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—'তোমাদের এই পাড়ায় একটা ক্লাব আছে না? ওই ক্লাবের সেক্রেটারির নাম কি?'

'আজ্ঞে—আজ্ঞে'—একটু মাথা চুলকে ছেলেটি উত্তর করলো, 'একটাই ক্লাব আছে এ পাড়ায়। এর সেক্রেটারি হচ্ছি আমি। কিন্তু, এ কথা কেন, স্যার—'

এ ভাবে আমার পূর্ব অনুমান সত্য কিনা তা কৌশলে যাচাই করে নিয়ে তাকে আমি কাছে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। এই যুবকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আমার নাম সতীশচন্দ্র নিয়োগী। পিতার নাম ধীরেন নিয়োগী, হাল সাং নং……। গ্রাম ও পোঃ ও জিলা অমুক। আমি এ পাড়ার ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন। এই পাড়ার ড্রামা ক্লাবেরও আমি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। এ পাড়ার ছেলেদের আমি সব সময়েই সৎপথে পরিচালনা করে থাকি। এদের কাউকে কোনও রাজনীতিতে বা রকবাজিতে আমি যোগ দিতে দিই নি। এ রাস্তার ওপারের ঐ বাড়িটার ভিতরে আমরা কোনও দিনই যাই নি। আজ্ঞে, না। ওদের ওখানে ক্লাবের চাঁদা আমরা কখনও চাই নি। আমরা যতদূর জানি একজন ভদ্রমহিলা একাকিনী এই বাড়িতে এক তলায় বসবাস করেন। এই বাড়ির দ্বিতলে কখনও কখনও আমরা আলো জ্বলতে দেখেছি। তবে প্রায় সব দিনই ঐ বাড়ির উপরের তলার জানলাগুলো বন্ধই থাকে। এই ভদ্রমহিলা পূর্বে পায়ে হেঁটে সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফিরে আসতেন। পরে তাঁকে একটা নীল রঙের প্রাইভেট গাড়িতেও যাতায়াত করতে দেখেছি। ইদানী কিন্তু তিনি একটা নূতন ট্যাক্সি করেই বাড়িতে ফিরে আসতেন। আজ্ঞে হ্যাঁ! এই ট্যাক্সির নম্বর BLT(C) 40। একজন কুচকুচে কালো বাঙালী বুড়ো ড্রাইভার এই ট্যাক্সিটা চালিয়ে আনে। আমরা কয় মাস আগে মাত্র বার চারেক আমাদের বয়সী স্যুটপরা এক ছেলেকে সন্ধ্যের দিকে ওঁর সঙ্গে এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি। ইদানী আবার একজন বয়স্ক লোকও মহিলাটির বাড়ি যাতায়াত করতেন। এই মহিলাটি খুব সেজেগুজে বাড়ি হতে বার হতেন। কিন্তু বাড়ির বারান্দার দিকের কোন জানলা তিনি খুলে রাখতেন না। আমরা স্যার—পরের বাড়িতে কে আছে বা না আছে, তার কোনও

খবর রাখতে চাই না। তাই এর বেশি আমরা ওদের সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারবো না।'

আমি উপরোক্ত বিবৃতিটি অনুধাবন করে বুঝলাম যে এই বাড়ির সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও তার নিবৃত্তি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে বয়স্ক ব্যক্তিদের চেয়ে সে ঐ মহিলাটির চালচলন আরও বেশি লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো। এ ছাড়া সে বহু তথ্য ইচ্ছে করেই হয়তো পুলিশকে জানালে না। এই জন্যে আমি তাকে একটু জেরা করে প্রকৃত সত্য জেনে নিতে মনস্থ করলাম। এই সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রঃ—তুমি এ পাড়ার একজন খুবই ভালো ছেলে, তা আমিও ভাই বুঝি ও স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে তো চোখ-কান বন্ধ করে তুমি পথ চলতে পারো না। এ বাড়ির ভিতরে কি ঘটে বা না ঘটে, তা তোমার না জানারই কথা। কিন্তু এই বাড়ির সামনে রাস্তায় কোনও ঘটনা ঘটলে তা তোমাদের চোখে তো পড়বে। এখন বলো দেখি, কালকে রাত্রে এই বাড়ির সামনে কোনও ঘটনা তুমি ঘটতে দেখেছিলে কিনা ?

উঃ—আজ্ঞে। কালকে ওঁর বাড়ির সামনে বা ভিতরে কোনও ঘটনা ঘটেছিল কিনা তা আমি জানি না। তবে কাল সন্ধ্যা সাতটা আন্দাজমতো সময়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এই বাড়ির ভদ্রমহিলাকে আমাদের সমবয়সী স্যুট-পরা একটা ছেলেকে সঙ্গে করে তাঁদের এই বাসাবাড়ির দিকে যেতে দেখেছিলাম। এইদিন ভদ্রমহিলার হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল। এই ছেলেটিকে প্রায় চার মাস আগে মাত্র দশ বা বারো বার এই বাড়িতে এই মহিলাটির সঙ্গে আমি আসতে দেখেছি। কিন্তু মধ্যে বহু দিন আমাদের কেউই এই ছেলেটাকে এদিকে কখনও দেখি নি। তবে দিন দশ-বারো আগে আমি একজন আধাবয়সী ভদ্রলোককে সর্ব প্রথম এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা ট্যাক্সি করে এই বাড়িতে আসতে দেখেছিলাম। এর পর তাঁকে রোজই সন্ধ্যার পর এই বাড়িতে আমি আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। এই দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকেই আমরা কখনও এই বাড়িতে আসতে দেখি নি। তবে হ্যাঁ, কাল রাত্রে বহু মোটর গাড়ি করে বহু লোককে আমরা এই বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখেছি। এতো ভিড় এবাড়িতে পূর্ব আমরা কোনও দিনই দেখি নি।

প্রঃ—আচ্ছা! তাহলে তুমি তো দেখছি ঐ বাড়ি সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখো। কিন্তু কে কতোবার এ বাড়িতে এলো বা গেল তা তুমি একা এতো

খবর রাখলে কি করে? এছাড়া আরও একটা বিষয় তোমাকে মনে করে বলতে হবে। তুমি যা আমাকে জানালে তা তো নিচের ঐ ভদ্রমহিলাটির ফ্ল্যাট সম্বন্ধে। এখন এই বাড়ির দ্বিতলের ফ্ল্যাটটি সম্বন্ধে কোনও খোঁজ-খবর কোনও দিন তোমরা করেছো কি?

উঃ—আজ্ঞে স্যার! আমি নিজে এখানকার তো সব খবর একা রাখতে পারি না। তবে এই বাড়িটার এ পাড়ায় 'ভুতুড়ে বাড়ি' বলে একটা দুর্নাম আছে। এই জন্যে আমাদের ক্লাবের ছেলেরা এখানে নূতন কিছু দেখলেই তা আমাকে জানিয়ে দিয়ে থাকে। প্রায় দুই মাস আগে দুই বা তিন রাত্রি আমরা এই বাড়ির দ্বিতলে আলো জলতে দেখেছিলাম। তবে ঐ সময় এই বাড়িটা সম্বন্ধে আমারা কেউই এতো বেশি মাথা ঘামাতাম না। সেই জন্য ওখানে কে এলো বা গেল তা আমরা জানবার চেষ্টা করি নি। তবে হ্যাঁ, এই বাড়ির পিছন দিকেও একটা ছোট গেট আছে। এই গেটের দরজা খুলে স্বচ্ছন্দে আর একটা বাড়ির কম্পাউণ্ডে যাওয়া যায়। আমাদের ক্লাবে বিচকে নামে একটা ছেলে আছে। সে দিনকতক এদের এই রহস্যের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ সব জানতে পেরে তাকে আমি একবার খুব বকে দিই। তা বলে বিচকেকে আপনারা মন্দ ছেলে বলে ভুল করবেন না। তার মতো সত্যবাদী সচ্চরিত্র ও পরোপকারী ছেলে কম দেখা যায়। তার কাছে আমি শুনেছি যে এই মহিলাটি তাঁর এই বাড়ি হতে সেই বাড়িতেও গিয়ে থাকেন। এই বাড়ির পিছনের সেই বাড়িটার কম্পাউণ্ডের ওদিক থেকে গাড়ি যাবার মতো দুপাশে পাঁচিল ঘেরা একটা লম্বা রাস্তা একেবারে একটা দূরের বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। অতো দূরে আমাদের এ পাড়ার লোকেদের যাতায়াত নেই। তাই সেদিককার কোনও খবর স্যার আমরা রাখি না। এই বিচকের কাছে আমি শুনেছি যে ঐ মহিলাটি এই দুটো বাড়ি প্রায় এক করে নিয়েছেন। আমার মনে হয় এর পিছনের বাড়ির লোকেরা প্রয়োজন হলে এদিকের এই বাড়ির উপরের তলায় এসে থাকে। ওরা আমাদের এই রাস্তা দিয়ে এ বাড়ির ওপরতলায় কখনও উঠেছে বলে মনে হয় না। আমাদের এই বিচকের আসল নাম হচ্ছে বেচারাম সরকার। সে আমাদের এই পাড়াতেই তার মেসোমশাই-এর বাড়িতে থাকে। মধ্যে সে একটু-আধটু গোঁয়ারগোবিন্দ হয়ে গিয়েছিল। আমি চেষ্টা করে তাকে ও তার দলের চার-পাঁচটা ছেলেকে এখন ভালো ছেলে করে তুলেছি।

এই যুবকটি তার এই উক্তি শেষ করা মাত্র সেখানে একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ একজন বৃদ্ধা মহিলা বাড়ির ভিতরে যাবার দরজাটি ঈষৎ ফাঁক করে বলে উঠলেন—'আরে! বিচকের নামে পুলিশের কাছে এ কি সব আজে-বাজে

কথা বলছিস? তুই বেশি দুষ্টু, না বিচকে বেশি দুষ্টু রে। যা তা একজনের নামে বললেই হলো?' আমি আড়চোখে চেয়ে এই বৃদ্ধা মহিলাটিকে ভালো রূপেই চিনে নিতে পারলাম। আজ সকালে এই বাড়ির উপরের বারান্দায় জন চারেক তাঁর নাতনীর ন্যায় স্বল্পবয়স্ক মেয়ে আমাকে দেখে 'কি নির্লজ্জবাবা' বলে হেসে উঠলে ইনিই তাদের ধমক দিয়ে চুপ করিয়েছিলেন। আমি বৃদ্ধা মহিলার দিকে মুখ তুলে চাইতেই তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির ভিতর অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে এঁকে ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সত্যকার খবর হয়তো কিছু কিছু জানা যেতে পারে। কিন্তু এখন আর তাঁকে ডাকাডাকি না করে এই পাড়ার এই নেতৃস্থানীয় যুবকটিকে আমি পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম।

প্রঃ—আরে এ সব কি কথা তুমি আমাদের শোনাচ্ছো হে। কৈ এ বাড়ির কেয়ার-টেকার এই ভদ্রলোক তো এতো কথা আমাদের বলেন নি? তাহলে মহিলাটির এই বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে অপর এক বাড়ির মধ্যে দিয়ে একেবারে দূরের অপর আর এক রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যায়? আমরা তো এতোক্ষণ এই বাড়িটা ভালো করে দেখে এলাম। কৈ এরকম কোনও খোলা দরজা তো আমাদের নজরে পড়লো না?

উঃ—আজ্ঞে! আমাদের এই মেসোমশায়ের ওটা আর নিজের বাড়ি তো নয়। উনি ওঁর এক বন্ধুর হয়ে ঐ বাড়ির ভাড়ারই শুধু ব্যবস্থা করে থাকেন। উনি নিজে কোনও দিনই ওঁর ঐ বাড়িতে কি ঢুকেছেন না কি! এদিককার এই বাড়ির পাশের প্যাসেজটার শেষের দিকে একটা উঁচু পাঁচিল তোলা আছে। তাই আপনারা এই বাড়ির পিছনের দরজাটা একেবারেই আবিষ্কার করতে পারেন নি। এদিকে বিচকে ও তার দলবলের তো অগম্য কোনও জায়গা নেই। ওদের মুখে শুনেছি যে মধ্যে মধ্যে বহু লোক মোটরে করে সোজা সেই পিছনের কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়িতে চলে আসেন। ওঁদেরই কেউ কেউ দরকার হলে এই দুই বাড়ির মধ্যকার দরজা দিয়ে এধারকার এই বাড়ির দুতলাতে এসেও বাস করে গিয়েছেন। এই জন্য এ পাড়ার লোকেরা এই বাড়ির দুতলায় মাঝে মাঝে আলো জ্বলতে দেখলেও সেখানে এদিককার রাস্তা দিয়ে অন্য কোনও মানুষকে কখনও ঢুকতে দেখেন নি। কিন্তু আমাদের এই বিচকে হচ্ছে, স্যার, একজন রহস্য-সিরিজ পড়া ছেলে। তাই সে আনাচে-কানাচে ঘুরে ও পাঁচিলে উঠে এই সব রহস্য বার করতে পেরেছে। আমাদের এই মেসোমশাইকে ঐ সব কথা কতবার আমরা বলেছি, কিন্তু তিনি বিচকের এই সব কথা বাজে কথা বলে কানেই তুলতে চান নি।

'আরে বাপরে, বাপরে বাপ। এ সব কথা তা হলে সত্যি ?' আমাদের এই যুবক সাক্ষীর মেসোমশাই ভদ্রলোক এই সব কথা শুনে বলে উঠলেন, 'আমার বন্ধুটি তো পুণ্যভূমি বেনারসে বসে সুখেই আছেন। এদিকে তাঁর উপকার করতে গিয়ে আমি যে বিপদে পড়ে গেলুম। তাহলে সর্বনেশে এক মেয়ে লোককে ওর বাড়িটা আমি ভাড়া দিয়ে বসেছি! বাড়ির মধ্যে দিয়ে পথ করে একেবারে এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা পর্যন্ত ওরা পথ করে নিয়েছে। এতো কথা জানলে আজ সকালেই আপনাকে সব কথা খুলে বলতাম, মশাই। দেখবেন যেন এই ব্যাপারে আমি আবার —'

'না না। এতে আপনার কোনও বিপদ নেই', এই ভদ্রলোককে আমি আশ্বস্ত করে বললাম, 'এখন এই বাড়ির মালিক আপনার ঐ বন্ধুর পরিচয়টা আমাকে দিতে হবে। দরকার হলে আমাদের একজন অফিসার বেনারসে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসবে।'

'তা এসব বিষয় আমি স্যার আপনাকে এখুনি জানাচ্ছি', আমার এই প্রশ্নে ভদ্রলোক একটু কিন্তু-কিন্তু করে উত্তর করলেন, 'কিন্তু সে ভদ্রলোকও একজন সজ্জন লোক। তাঁর নাম হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়। তিনি আমার এক পূর্ব সহপাঠি। আমার এ বাড়িতে আসবার আগে থেকেই তিনি ওঁর ঐ বাড়িতে বসবাস করতেন। সংসারে থাকার মধ্যে তাঁর ছিল —তিনি নিজে, তাঁর বারো বৎসরের একটি কন্যা। এঁর জীবনের প্রথমটা অবশ্য আমার মনে নেই। এতোদিন পরে তাঁকে দেখলে আমি চিনতেও বোধ হয় পারবো না। হঠাৎ একদিন শুনলাম তাঁর অপুত্রক শ্বশুর বেনারসে বহু টাকার সম্পত্তি রেখে মারা গিয়েছেন। সেখানে তাঁর বিপুল সম্পত্তি দেখা-শুনা করবার কোনও নির্ভরযোগ্য লোক নেই। এদিকে ওঁরাই ঐ সব সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিক। তাই ভদ্রলোক তাঁর শাশুড়ীর অনুরোধে এই বাড়ির ভার আমার উপর দিয়ে সপরিবারে বেনারস রওনা হয়ে গেলেন। সেও আজ হতে চললো প্রায় আট-দশ বৎসর আগেকার কথা। সেই থেকে তাঁর এই বাড়িতে ভাড়াটে থাকলে মাসে মাসে আমি তাঁকে ভাড়াই পাঠিয়ে যাচ্ছি, এইটুকু যা—'

আমি এতক্ষণ ধীরভাবে এঁদের এই সব বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছিলাম। এইবার আমি কলমের গতি থামিয়ে সহকারীর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালাম। আমার সহকারীও এই সব নতুন তথ্য অবগত হয়ে কম আশ্চর্য হন নি। এতোগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের সহিত সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে হয়। তবু আমার সন্দিগ্ধ মন বোধ হয় অকারণে এদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্রের খোঁজ করতে চাইছিল। কিন্তু আমি ঔপন্যাসিক নই যে সুবিধামতো এদের

একসূত্রে গেঁথে একটা চমকপ্রদ কাহিনীর সৃষ্টি করবো। আমি একজন পুলিশ কর্মচারী বিধায় আমাকে শুধু তদন্ত করে বার করতে হবে যে সত্যই এদের মধ্যে পারস্পরিক কোনও সম্পর্ক আছে কিংবা তা নেই। কিন্তু এই সব ঘটনার মধ্যে কোনও যোগাযোগের সম্ভাবনার চিন্তা করা মাত্র আমি আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম। কোন প্রকারে মনের আশঙ্কা মনেই চেপে রেখে আমি এই ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বললাম, 'আচ্ছা মশাই! আপনার নিজের এই বাড়িটা তো একটা তিনতলা বাড়ি। আমরা এর উপরকার ছাদে উঠে চারিদিকে একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই।' আমার এই প্রস্তাবে ভদ্রলোকের অমত করার কিছুই ছিল না। বরং এ'বিষয়ে আমাদের একটু সাহায্য করতে পাবার সুযোগ পেয়ে তিনি কৃতার্থ বোধ করলেন। তিনি আনন্দে আমার এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে উত্তর করলেন, 'তা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এতে আর আপত্তির কি আছে? এই ত্রিতলের ছাদের উপর হতে চিলের ঘরের উপরকার ছাদে উঠবারও একটা সিঁড়ি আছে। একেবারে চারতলায় উঠে আপনারা বহু দূর পর্যন্ত একটা মোটামুটি চাক্ষুষ জরিপ করে নিতে পারবেন।'

আমি সহকারী কনকবাবুকে নিয়ে একেবারে এই বাড়ির ছাদের উপর উঠে ভদ্রমহিলার বাসাবাড়ির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম। ওঁদের ওই বাড়ির পিছনের পাঁচিল-ঘেরা প্রাঙ্গণযুক্ত বাড়িটাও এখান হতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই দুইটি বাড়ির মধ্যভাগে সীমা নির্দেশক একটি পাঁচিল আছে। যতদুর বোঝা যায় এই পাঁচিলটি ওপারের বাড়িরই অধিকারভুক্ত। এ পারের বাড়ির মালিক ঐ পাঁচিলের গায়ে নিজস্ব কোনও সীমা নির্দেশক পাঁচিল তৈরি করার প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু এতো দূর থেকে এই মধ্যবর্তী পাঁচিলের মধ্যকার দরজা খোলা আছে কিনা তা বুঝা যায় না।

আশে-পাশে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক রহিত আরও বহু বাড়ি দেখা যায়। চারিদিকে চক্রাকারে বাড়ির-পর-বাড়ি উঠেছে। বাড়ির সারির যেন আর শেষ নেই। দুরদিগন্ত বিস্তৃত উঁচু-নিচু পর্বত শ্রেণীর ন্যায় দ্বিতল ও বহুতল রঙবেরঙের বাড়ির সার। এদের এক সারির পিছনে আর এক সারি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি, একতলা বাড়িগুলি পর্যন্ত আপন-মহিমায় বড় বড় বাড়ির মধ্যে মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। সহ অবস্থানের এমন দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যায় না। এই পরস্পরের সহিত বিবাদহীন মূক বাড়িগুলি যেন অনন্তকাল হতে একই ভাবে একই স্থানে দাঁড়িয়ে তাদের আশ্রিত ও আশ্রিতাদের জন্য উর্ধ্বমুখী হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

আমি বহুক্ষণ ধরে মুগ্ধ হয়ে এই প্রাসাদ-সাগরের দিকে চেয়ে রইলাম। তার পর নিজেকে জোর করে এই সুখাবেশ থেকে মুক্ত করে নিয়ে আবার সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। তবে এবার আর সাদা চোখে নয়। আমার পকেটে একটা বাইনাকুলার ছিল। এটির সাহায্যে প্রমীলা দেবীর বাড়িটার ভিতরের অংশ দেখা না গেলেও ওপারের বাড়িটার ভিতরের অংশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। আমি বাইনাকুলার চোখে রেখে এতো দূর হতেই দেখতে পেলাম, ওপারের বাড়ির দ্বিতলের ঘরগুলি ঝাড়-পোঁছ করা হচ্ছে। কয়েকজন লোক ঘরে ঘরে আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত। আমার এই যান্ত্রিক চক্ষের সামনে ওখানকার প্রাঙ্গণের পার্শ্বের একটা গ্যারেজ হতে একটা গাড়ি বার করাও হলো। এর পর দুই জন লোক এই গাড়িখানা ধোয়া-ধোয়ি করতে লেগে যায়। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে এই বাড়ির কোনও ধনী মালিক বা বাসিন্দার আগমনের সম্ভাবনায় এই বাড়িটিকে আসবাবপত্র ও যানবাহন সহ উৎসব-মুখর করে তুলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। . এখান হতে ওপারের বড় রাস্তাটি ও ঐ বাড়ির দুইটা গেট অতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। হঠাৎ এই সময় আমি লক্ষ্য করলাম, একটি ট্যাক্সি ওপারের রাস্তা দিয়ে এসে ঐ বড় বাড়ির একটা গেটের মধ্য দিয়ে তার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছে। এই ট্যাক্সিখানা ধীরে ধীরে এই উভয় বাড়ির মধ্যকার পাঁচিলের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এই ট্যাক্সিখানা থেকে নেমে এলেন মোচওয়ালা ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের পেশীবহুল দীর্ঘদেহী একজন ভদ্রলোক। ট্যাক্সি গাড়িটা থেকে নেমেই তিনি আশে-পাশে লোকজনদের ধমকা-ধমকি শুরু করে দিলেন। তাঁর গলার আওয়াজ এতোদুর থেকে শুনা না গেলেও তাঁর তর্জনী হেলন ও আস্ফালন হতে বুঝা যাচ্ছিল যে তিনি ওখানকার লোকজনদের শাসন শুরু করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি শান্ত হয়ে অপর কয়জনকে বোধহয় কিছু উপদেশ দিতে শুরু করে দিলেন। তাঁর সহাস্য মুখের বিকশিত দাঁতগুলো রৌদ্র কিরণোজ্জ্বল হয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। আমি এতো দুরে দাঁড়িয়েও উপলব্ধি করতে পারলাম যে তাঁর মনের যা কিছু মেঘ তা কেটে গিয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে এখন তিনি খুশ মেজাজী হয়ে উঠেছেন। ভদ্রলোক সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে তাদের করণীয় কাজগুলো সম্বন্ধে যথাযথভাবে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে ট্যাক্সিখানাতে উঠে বসতেই সেখানা একটু পিছিয়ে এসে ওপারের বড় রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। এই সময় ওদের বাড়ির দ্বিতলের সার্শির একটা বৃহৎ অংশে এক ঝলক রৌদ্র কিরণ প্রতিফলিত হয়ে এই ট্যাক্সির পিছনে এসে পড়ছিল। এই রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোকে আমি পরিষ্কারভাবে

দেখতে পেলাম যে এই ট্যাক্সির পিছনের নম্বর-প্লেটেই লেখা রয়েছে BLC (C) 44। এই নম্বরটি নজরে পড়া মাত্র অস্ফুটস্বরে আমার মুখ থেকে বার হয়ে এলো, 'সর্বনাশ! এই নম্বরের ট্যাক্সিটাই তো এধারের এই বাড়ির এই মহিলাটিও ব্যবহার করে থাকেন! তাহলে, তাহলে কি—'

আমি বিমুগ্ধনেত্রে আশে-পাশের নিচু বাড়িগুলি আর একবার দেখে নিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে এই বাড়ির একতলের বৈঠকখানায় এসে দেখলাম যে, সেখানে ইতিমধ্যে পাড়ার আরও বহু লোক এসে জমা হ'য়েছে। ওদিকে রাস্তার উপর সেই মহিলাটির বাড়ির সামনে ডাক্তারদের যে গাড়িগুলো দাঁড়িয়েছিল সেগুলি এখন আর সেখানে সেই। খুব সম্ভবত ডাক্তার ও নার্স আপন আপন কর্তব্য শেষ করে এতক্ষণে একে একে বিদায় নিয়েছেন। রহস্যময়ী মহিলাটির বাড়ির এধারের জানলাগুলো বন্ধ থাকায় সেখানে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তা বুঝবার উপায় নেই। আমি সেইদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দেখলাম যে এঁদের বসবার ঘরের ভিড়ের সকল লোকেই এইবার আমার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক। এই ভিড়ের মধ্যে পল্লীর বহুনিন্দিত বালক বিচকে ওরফে বেচারামও ছিল। এতক্ষণে পড়শীদের কাছে সাহস পেয়ে এই কৌতূহলী বালকটিও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখানকার এক ব্যক্তি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'আমারই নাম স্যার, বেচারাম সরকার। আমাকে আপনি খুঁজছিলেন, স্যার? তাই আমি খবর পেয়েই এখানে এলাম!'—বিচকে ওরফে বেচারাম হাত কচলাতে কচলাতে আমাকে বললে, 'এখানকার এই বাড়ি দুটোর অনেক খবর আমি আপনাকে দিতে পারবো। আমি খুবই ভালো গোয়েন্দার কাজ করতে পারি। আমাকে আপনাদের পুলিশে একটা কাজ জুটিয়ে দিন না, স্যার।'

আমি ধীর-স্থিরভাবে বিচকে ওরফে বেচারামের দিকে চেয়ে দেখলাম। একটি শ্যামল দোহারা স্বাস্থ্যবান তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চপলমতি ষোল-সতের বৎসরের বালক। তার বেশ-ভূষার ন্যায় তার মান-অপমানের কোনও বালাই আছে বলে মনে হয় না। মুখে-চোখে তার একাগ্রমুখী বুদ্ধি ও সাহস। এই সাহস ও বুদ্ধি বহুমুখী না হওয়ায় সাধারণ লোক তা উপলব্ধি করতে পারে না। এই একাগ্রমুখী সাহস ও বুদ্ধি মাত্র একটি পথেই পরিচালিত হতে পারে। তাই ভুল পথে তা পরিচালিত হলে এই সব ছেলের একাগ্রমুখী সাহস দুঃসাহসে ও বুদ্ধি দুর্বুদ্ধিতে পরিণত হয়ে যায়। আমি ভালো করে এই ছেলেটিকে আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করে বুঝে নিলাম যে এই মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছেলেটিকে বাক-প্রয়োগ দ্বারা বাগে আনতে পারলে তাকে দিয়ে অসাধ্য সাধনও করা যেতে পারবে। এতগুলো

লোকের মধ্যে একমাত্র বিচকের দ্বারাই আমাদের এই তদন্তের কাজের একটা সুরাহা করা যাবে। এই জন্য এখানকার অন্যান্য লোকদের কাছে বাজে কথা আমার আর শুনতে ইচ্ছে করছিল না।

'তা ভাই এ তো খুবই ভালো কথা, খোকা। তোমার মতো ওস্তাদ ছেলেই তো আমরা চাই', আমি খুশি হয়ে উঠে বেচারাম ওরফে বিচকের পিঠটা সস্নেহে চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'তাহলে আজই তুমি আমার সঙ্গে এসো। থানায় আজই তোমাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি।'

এরপর আর দেরি না করে আমি ও আমার সহকারী অফিসার বেচারাম ওফরে বিচকেবাবুকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠে পড়লাম। কিন্তু ও পাড়ার অনেক লোকই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। এদের ধারণা এ ব্যাপারে আমি বেচারামকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করলাম।

'তাহলে কি স্যার ওকে আপনারা অ্যারেস্ট করলেন?' এঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে বিনয় করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা তো ওকে নির্দোষ বলেই জানি। তাই যদি বলেন তো আমরা কেউ ওর জামিন হয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারি।'

আজকে সকালে আমার উপর আক্রমণের জন্য এদের অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, এই উপলক্ষে এপাড়ারই কয়েকজনকে বেছে বেছে আমরা ধরে নিয়ে যাবো। শাসনতান্ত্রিক কারণে কখনও কখনও দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে এইরূপ ধরপাকড় করার অন্যায় রেওয়াজ থাকলেও তাদের এই দিনকার এইরূপ এক আশঙ্কা ছিল অমূলক। পাড়ার ছেলেরা কেউই যে আমার উপর আক্রমণের জন্য দায়ী নয় তা আমরা ইতিমধ্যেই বুঝে নিতে পেরেছিলাম।

'কেন আপনারা মিছে মিছে ভয় করছেন বলুন তো?' আমি বিরক্তির সহিত গাড়িতে উঠে তাদের আশ্বস্ত করে বললাম, 'আপনাদের এই বেচারাম ওরফে বিচকে এ পাড়ার ভালো ছেলে না হলেও ও হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে বেশি কাজের ছেলে। এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অন্যান্য আপদ-বিপদ না হলে তা আপনারা কোনও দিনই বুঝতে পারবেন না। এর বাড়ির লোকদের বলে দেবেন যে এ এক্ষুনিই থানা থেকে ফিরে আসছে।'

এদিকে তার বাড়ির লোকেরা তাকে ফিরিয়ে নিতে খুব ব্যস্ত ছিল তা আদপেই আমাদের মনে হলো না। আমরা ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছিলাম যে এই বিচকে হচ্ছে এক পরাশ্রয়ী গলগ্রহ, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত এক দুঃখী বালক। এতোদিন সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে চোর-ডাকাতদের দলে যে নাম লেখায় নি তা বোধ

হয় এর অন্তর্নিহিত সহনশীলতা ও মহানুভবতার পরিচায়ক। এই বিচকে ওরফে বেচারামকে নিয়ে ভ্যানে উঠা মাত্র ভ্যান থানার পথে এগিয়ে চললো। এই চলন্ত গাড়ি থেকেই আমরা শুনতে পেলাম বিচকের ভক্ত শিষ্যবর্গ কাতরস্বরে চেঁচিয়ে উঠছে, 'এই, বিচকেদারে ধরে নিয়ে গেল!' খোদ বিচকেও যে আমাদের খুব বিশ্বাস করছিল তা নয়। সে-ও আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে আমাদের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলো।

আমরা এইদিনকার মতো তদন্ত শেষ করে থানায় ফিরে দেখলাম যে থানার ঘড়িতে প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে। আমি আমাদের এই বিচকেকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে তার খাবার জন্যে এক ভাঁড় রাবড়ি, বড়ো বড়ো রসগোল্লা ও কয়েকটা সন্দেশ আনিয়ে নিয়ে তাকে বললাম, 'এই নাও ভাই! এগুলো খেয়ে নাও। আরে এতে কি? আমি তো বলেছি তোমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবো।' বিচকে এতো যত্ন-আত্তি বোধ হয় জীবনে কোনও দিনই কারুর কাছে পায় নি। এতোগুলো সুস্বাদু খাবার সামনে দেখে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়লো। আমার বারংবার অনুরোধে অতি সন্তর্পণে সে খাবারগুলোতে হাত দিয়েও তা সে চেষ্টা করেও মুখের দিকে এগিয়ে নিতে পারছিল না। কিছুক্ষণ আঙুলের ডগা দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করে সে বলে উঠলো, 'আমাকে কিন্তু, স্যার, কেউ এতো সব খেতে দেয় নি। কোনও বাড়িতে নেমন্তন্ন হলেও ওরা আমাকে সেখানে নিয়ে যায় না। আমাকে বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে ওরা বাড়িতেই রেখে বের হয়।'

আমি এতক্ষণে বিচকের প্রতি অপুলিশ-সুলভ সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছি। এই সহানুভূতির মধ্যে আমাদের স্বভাবসুলভ কোনও কৃত্রিমতা ছিল না। এর কারণ এই বালকটির প্রতি আমি ইতিমধ্যে করুণাপ্লুত হয়ে গিয়েছি।

'ওঃ তাই না কি? তাহলে তো তোমার বড্ড কষ্ট', আমি অকৃত্রিম সহানুভূতির সহিত তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে তো পড়াশুনাও তোমায় ওখানে হয় না। ওরা তোমাকে এতো কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তুমি ওদের ওখানে থাকো কেন ভাই?'

'আজ্ঞে! ওরা হচ্ছে আমার বাপ-মার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। ওদের অবস্থাও যে খুব ভালো তা নয়। তারা আমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করবেই বা কি করে?' কথা ক'টি বলে বেচারাম একটা রসগোল্লা হতে আরও একটা ছোট্ট টুকরা সন্তর্পণে ভেঙে নিলে। বোধহয় সে বহুক্ষণ ধরে আমেজ করে এই দুর্লভ খাবারগুলো একটু একটু করে খেতে চায়। এই নূতন ভাঙা টুকরোটা সে তার দাঁতের ফাঁকে গলিয়ে দিয়ে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে বলে চললো—'ওরা কতো কষ্ট করে তবে নিজের ছেলেদের স্কুলে পাঠায়। আমাকে স্কুলে পাঠাবার মতো এতো পয়সা ওদের

কোথায়? তা ছাড়া ওদের ছেড়ে আমি আসবোই বা কি করে। এতদিন তো ওরা আমাকে যত্ন করে আশ্রয় দিয়েছে, অতো গরীব হওয়া সত্ত্বেও ওরা আমাকে খেতে দিয়েছে। আমি না হলে ওদের বাজার-টাজার সব করে দেবে কে? না না। ওদের আমি ছেড়ে যেতে পারবো না। তবে ওনাদের ছোট ছেলের সাহায্যে আমি একটু-আধটু ইংরাজী ও ভালোভাবে বাংলা শিখে নিয়েছি। আমি পাড়ার ক্লাবে যাই ওখানকার লাইব্রেরির বই পড়তে। ওদের ওখানে অনেক রহস্য-সিরিজের বই আসে। এই সব বইয়ে কতো গোয়েন্দার গল্পও আমি পড়েছি। তাই আপনাদের পুলিশের কায আমি ভালো করেই করতে পারবো।'

আমার কাছে সিক্রেট সার্ভিসের কিছু টাকা মজুত ছিল। তা থেকে ত্রিশ টাকা আমি এই ছেলেটির মুঠির মধ্যে গুঁজে দিলাম। এই তিনখানা দশ টাকার নোট তার মুঠির মধ্যে মড় মড় করে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে বোধ হয় সে তার উত্তাপ অনুভব করছিল। এর একটু পরে সে হাত খুলে মুঠিতে তিনখানা দশ টাকার নোট দেখে বিস্ফারিত নেত্রে সেইদিকে চেয়ে রইল। এর পর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে সে বলে উঠলো—'ও বাবা! এতো টাকা? আমি তো ছোট ছেলে। এতো টাকা আমি কি করবো? এ—একি আমাকে আপনি দিলেন?'

'আচ্ছা! তোমার পড়া-শুনা ভালো লাগে, না তোমার হাতের কায শেখা ভালো লাগে?' আমি সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি যদি কোনও ফ্যাক্টরিতে হাতের কাজ শিখতে চাও তো বলো। তবে তোমাকে আমাদের এই তদন্তেও একটু সাহায্য করতে হবে। তোমাকে আনাচে-কানাচে সন্তর্পণে ঘুরে জেনে আসতে হবে—তোমাদের পাড়ার এই ভদ্রমহিলা তাঁদের বাড়ির পিছনকার বাড়িটাতে যাতায়াত করেন কিনা? তা ছাড়া ওদিককার ঐ কম্পাউণ্ড-ওয়ালা বাড়িটাতে ঝাড়পোঁছের কাজ চলছে। সেই বাড়িতে নূতন কেউ এলো কিনা···তাও তোমাকে জেনে আসতে হবে। অবশ্য এ সব কাজের জন্য তুমি আরও অনেক টাকা আমাদের কাছ হতে পাবে।'

'আজ্ঞে! তা এ এমন কি আর কঠিন কাজ, বেচারাম এইবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমাকে বললো, 'এই রহস্য জানবার চেষ্টা করছিলাম বলেই না পাড়ায় আমার এতো বদনাম। সব মেয়েদেরই আমি নিজের মা-বোনের মতো দেখে থাকি। আমি এই ভদ্রমহিলার পিছনে কয়দিন ঘুরেছি বটে! কিন্তু সত্যি বলছি এতে একেবারে আমার কোনও মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না। এই ভুতুড়ে বাড়ি দুটোর রহস্য

জানবার জন্যেই আমি এতো সব করেছি। কিন্তু এ সব কাজের জন্য আমি আপনাদের নিকট হতে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। এ যা দিয়েছেন এই তো অনেক টাকা। এ-ও আমি নিতাম না। কিন্তু কিন্তু কেন নিলাম তা আমি আপনাদের পরে একদিন জানাবো।'

আমি এই নির্লোভ নিষ্পাপ বালকটির দিকে মুগ্ধ নয়নে একবার চেয়ে দেখে লজ্জায় মুখটা কিছুক্ষণের জন্যে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলুম। আমরা অবশ্য কোনও সমাজ-সংস্কারক নই। আমরা হচ্ছি বেতনভুক পুলিশ অফিসার। তাই নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্যে এমন এক নিষ্কলঙ্ক উদ্যোগী তরুণমতি ভাবপ্রবণ বালককেও এক জঘন্য ইন্‌ফরমার-এর কাজে দীক্ষিত করে তুলতে হচ্ছে। চোর-ডাকাতদের হাতে ও পড়লে তারা তাকে চোর ডাকাত করতো। এখন পুলিশের হাতে পড়ায় ওদেরই অপর পিঠ গুপ্তচরের কাজে ওকে শিক্ষিত করে তোলা হলো, এই যা তফাৎ। আমি এইবার ক্ষুণ্নমনে সরকারী নথিপত্রের জন্য এই সুকুমারমতি বালকের একটি বিবৃতি সাবধানে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে দিলাম। কাউকে গোয়েন্দার কাজে নিযুক্ত করতে হলে সরকারী কানুনমতে তাদের জীবনী ও ইতিবৃত্ত নথিভুক্ত করার রীতি আছে। তার এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আমার নাম শ্রীবেচারামকে সরকার আমাদের নবাবী উপাধি ছিল সরকার। আমার বর্তমান বয়স ষোল বৎসর। আমাদের গ্রাম ছিল পদ্মা নদীর ধারে। সেখানে আমি পিতামাতার সঙ্গে বাস করতাম। আমার বাবা কলকাতায় কাজ করতেন। মধ্যে মধ্যে ছুটিতে তিনি বাড়ি আসতেন। মাঝ দরিয়ায় ইস্টিমার এসে থামলে আমি মার সঙ্গে ছোট পানসী নৌকা করে এগিয়ে যেতাম। আমাদের এই ছোট নৌকা ঢেউ-এর তালে লাফাতে লাফাতে ইস্টিমারের গায়ে লাগলে আমার বাবা ইস্টিমারের গায়ে লাগানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমাদের নৌকায় এসে উঠতেন। এরপর আমার বয়স যখন আট বছর তখন গ্রামের ধারে পদ্মা নদীর কিনারা ভাঙতে শুরু করে দিলে। তখন আমাদের পুরা গ্রামটাই পদ্মানদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাবা খবর পেয়ে মা'কে ও আমাকে নিয়ে এই শহরে চলে এলেন। আমাদের গ্রামের মাটিকে মা আমার বড্ড ভালোবাসতেন। কিছুদিন পরে শোকে মুহ্যমান হয়ে তিনিও চলে গেলেন। বাবা তো সকালে বেরিয়ে কতো রাত্রে বাড়ি ফেরেন। আমি একা একা বাড়িতে মা'র জন্যে আর কতো কাঁদবো বলুন তো? এর পর বাবা একদিন আমাকে এই আত্মীয়দের বাড়িতে রেখে কোথায় চলে গেলেন। এদের কাছে শুনেছি তিনি আবার বিয়ে করে এখন

শ্বশুর বাড়িতেই থাকেন। কত দিন যে তিনি আমার কোনও খবর নেন নি তা আমার মনেও পড়ে না। এঁরা বলেন তো—তাঁর কোনও ছেলে নেই এইরূপ এক মিথ্যা ব'লে তিনি পুনর্বিবাহ করেছেন। পাছে তারা জানতে পারে যে তাঁর একটি ছেলে আছে, এই ভয়ে উনি ভুলেও এদিকে পা' বাড়ান না। কিন্তু, স্যার, আমার বড্ড তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করে। আমি তাঁকে মনে মনে ভক্তি করি। তাঁর এতো সব অসুবিধে না থাকলে নিশ্চয়ই তিনি এসে আমাকে আদর করে যেতেন। আমার বাবা এখন কোথায় থাকেন তা ওনাদের মতো আমারও জানা নেই।”

এঁ্যা! এই ছেলেটা বলে কি? তাহলে এরও গ্রাম পদ্মা নদীর ধারে ছিল! এই রহস্যময়ী নারীর গ্রামটিও তো এদের গ্রামেরই মতো পদ্মা নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছে। এই মহিলাটির এই বালকের পিতার গ্রামবাসী হওয়াও অসম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় এই বালকটির পিতাকে খুঁজে বার করতে পারলে এই মহিলার গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য তাঁর কাছ হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই সাংঘাতিক রকম কেসের নিখোঁজমন্য সংবাদ-দাতার সম্বন্ধেও অনেক কিছু তাঁর কাছ হতে আমরা জেনে নিতে পারবো। মনে মনে এই নূতন পথে তদন্ত-করবো ঠিক করে আমি বালকটিকে এই মামলা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা খোকা! এদের ওপর তোমার দৃষ্টি তো সজাগ ছিল। তা'ছাড়া তুমিও পাড়ায় বেশি ঘুরাফিরা করো। এখন মনে করে বলো তো, যে বয়স্ক লোকটি ঐ মহিলাটির বাড়ি সম্প্রতি আনাগোনা করতো তাকে কি তুমি দেখলে চিনতে পারবে? লক্ষ্মী সোনা ভাই! একটু মনে করে তার চেহারা কি রকম তা আমাদের বলে দাও।

উঃ—আজ্ঞে! ওঁকে পাড়ার অনেকেই ভালো করে দেখেছে। আমি ওঁকে শুধু একবার মাত্র পিছন দিক হতে দেখেছি। আমি যে ওঁদের ঐ বাড়ির রহস্যের সন্ধানের তালে আছি, তা বোধ হয় উনি জানতে পেরেছিলেন। তাই আমাকে দূর হতে দেখা মাত্র উনি ফুট করে ওনার ঐ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তেন। এর পর উনি এদিককার এই রাস্তা দিয়ে এই বাড়িতে কখনও আর ঢুকেছিলেন বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত এর পর থেকে উনি এই বাড়ির পিছনের বাড়ির মধ্যে দিয়ে এই বাড়িতে এসেছিলেন ব'লে মনে হয়। একদিন আমার এক বন্ধুর ত্রিতলের ছাদে উঠে ওঁর মতো একটা লাল আলোয়ান গায়ে লোককে ঐ পিছনদিককার বাড়িটার কম্পাউণ্ডের ওপর দিয়ে ওপারের রাস্তায় আমি বেরিয়ে যেতেও দেখেছিলাম।

ঐ লোকটার চেহারা কিন্তু দূর হতে ঠিক আপনার চেহারার মতো মনে হয়। ঠিক হুবহু আপনার মতো ভদ্রলোকের লম্বা চেহারার গড়ন দেখলাম। এই লোকটিকে কিন্তু আমার খুব ভালো মনে হয়নি। তবে ওঁর মুখটা আমি ভালো করে দেখে নিতে পারি নি।

প্রঃ—হুঁ। আচ্ছা, আর একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। আজকে শুনলাম একটা আধাবয়সী লোকের সঙ্গে ওখানে সকালের দিকে ঐ রহস্যময়ী নারীর একটা দারুণ বচসা হয়ে গিয়েছে। এই সময় কি তুমি ওদিকটায় গিয়েছিলে? তুমি কি ও লোকটাকে অন্যদের মতো দেখেছিলে?

উঃ—আজ্ঞে! পাড়ার লোকেদের মুখে শুনেছি যে আজ সকালে এই মহিলাটির সঙ্গে একটা লোকের রাস্তার ওপর বচসা হয়েছিল। এই লোকটা নাকি ওঁর বাড়িতে ঢুকে কি সব আজে-বাজে বলেছিলেন। তাই এই মহিলাটি ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই তাঁকে বাড়ি হতে বার করে দেন। আমি খবর পেয়ে তখুনি ঐ দিকে ছুটে আসছিলাম। ভদ্রলোক বেশিক্ষণ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করতে চান নি। আমি এখানে এসে পৌঁছবার আগেই ভদ্রলোক সরে পড়তে পেরেছিলেন। আপনি ওঁর বাড়িতে সামনের একটি বাড়ির বৈঠকখানায় বসেছিলেন। ঐ বাড়ির মেয়েরা ওপরেব বারান্দা থেকে ওনাদের কথা কাটাকাটি শুনেছে। এরপর শুনলাম যে ঐখানেই কারা আবার আপনাকে আক্রমণ করেছিল। তবে ওদের ভাগ্য ভালো যে আমি তখন অনুপস্থিত ছিলাম। ওঁদের আপনি একবার এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। পাছে ওঁদের এই ব্যাপারে সাক্ষী দিতে হয়, সেই জন্য ওঁরা এসব কথা কাউকে ভেঙে বলছেন না। আমাদের পাড়ার সম্পর্কিত বড়-ঠানদিও এই সময় ওঁদের এই বারান্দায় বসেছিলেন। অন্তত তিনি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করবেন। আচ্ছা! আমি ঐ বাড়ির বুড়ী-ঠানদির কাছ হতে গোপনে এসব কথা জেনে আসবো এখন।

এদের পাড়ার এই এজমালী বুড়ী-ঠানদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আমাদেরও যে ইচ্ছে না ছিল তা নয়। কিন্তু এতো শীঘ্র তাঁকে এই ব্যাপারে টানাটানি না করা ভালো মনে হলো। এদিকে আমাদের এই নূতন সংগৃহীত বালকসুহৃদ বিচকেকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন আমি করবো মনে করেছিলাম। এমন সময়ে ওদের পাড়ার প্রায় দশ-বারো জন ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের উপস্থিতি আমাদের বুঝিয়ে দিল যে বহুজননিন্দিত বালকটির পাড়ায় জনপ্রিয়তাও কম নয়। অনুমানে বুঝলাম যে এঁরা বালকটি গ্রেপ্তার হয়েছে সন্দেহে তাকে মুক্ত করতে এসেছেন।

'আরে মশাই, আপনাদের একটু বিরক্ত করতে আসতে হলো'—এঁদের দলের একজন এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'সাধে কি এখানে আমাদের আসতে হলো, মশাই! আমার মাতাঠাকুরাণী ওকে নিজের নাতির সামিল মনে করেন। তিনি পাড়া মাত করে সকলের দোরে দোরে গিয়ে এই ছেলেটাকে ছাড়াবার জন্যে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন যে আমরা ওকে জামিনে খালাস করে আনবার জন্যে আপনাদের এখানে উমেদারী করতে আসতে এক প্রকার বাধ্যই হয়েছি।'

এই ভদ্রলোকদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম যে যার কেউ নেই তার জন্যে আছেন বোধ হয় স্বয়ং ঈশ্বর। তাই প্রয়োজন হলে তিনি এমনি কত নিঃসম্পর্কীয় ঠানদি প্রভৃতির মূর্তি ধরে বিপদের দিনে এগিয়ে এসে থাকেন। এদিকে থানার ঘড়িতে প্রায় দুটা বাজতে চলেছে। আর এখানে বেশিক্ষণ দেরি করা চলে না। আমরা এই বালকটিকে সানন্দে তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে ইশারায় জানালাম যে, কাল যেন সে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। তারপর এই অভ্যাগতদের তাদের এতটা কষ্ট স্বীকারের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে আহারের জন্য থানার উপরের কোআর্টারে উঠে এলাম। সেই সঙ্গে মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে সুবিধা মতো একদিন এই বুড়ী ঠান্‌দিটিকেও এই ব্যাপারে কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে অখন। এই সময় আমাদের এ কথাও মনে হচ্ছিল যে, এতো লোক এই বালকটির জন্য আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে, কিন্তু। এর আশ্রয়দাতারা একবারও এর জন্য খোঁজখবর করলে না কেন? খাওয়া-দাওয়া সময়ে এত ভাবলে চলে না। তাই তখনকার মতো সকল চিন্তায় ক্ষান্ত দিয়ে আমরা যে যার বাসায় উঠে এলাম।

॥ ৩ ॥

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কালকেকার অসমাপ্ত তদন্তের বিষয়টুকু প্রথমে মনে পড়ে গেল। শয্যার উপরে শুয়ে শুয়েই ভাবছিলাম—কোথায় কোথায় আজ তদন্ত করা যাবে। একবার মনে হলো বেচারামের আশ্রয়দাতাকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে আসা যাক। তাদের সাহায্যে বেচারামের গুণধর পিতাঠাকুরকে খুঁজে বার করা যাবে। আবার ভাবলাম—তাতে এমন খুব বেশি লাভ হবে কি? পরক্ষণেই আবার আমার মনে হলো, একজন সহকারী অফিসারকে আজই বেনারস শহরে পাঠিয়ে দিলে কি রকম হয়! সেখানে গিয়ে ঐ মহিলার বসত বাড়ির আসল মালিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করারও তো বিশেষ প্রয়োজন। ভদ্রলোকের

এখানকার বন্ধুর মুখে শুনলাম তাঁরও একটি পুত্র না কন্যা আছে। তার এখনকার বয়স তো হিসাব মত ষোলো বা সতের হবে। এদিকে এখানকার ঐ জখমী যুবকেরও তো এই একই বয়েস। এদের দুজনার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই তো? এ ছাড়া ওপারের প্রাঙ্গণওয়ালা বাড়িটাতেও একবার খোঁজ-খবর করা দরকার। তারপর ট্যাক্সি নং BLC (C) 44 মালিককেও তো আমাদের একবার চাই। তাহলে নিউ তাজমহল হোটেলেই প্রথমে আমরা ধাওয়া করি। অসতর্ক মুহূর্তে এই ভদ্রমহিলা নিউ তাজমহল হোটেলের নাম যে কেন করলেন তাই বা কে জানে? হয়তো কালকার সেই ও-বাড়িতে দেখা মোচওয়ালা তদারককারী বাবুটিরও সেখানে সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। এদিকে আমাদের এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতাকেও তো খুঁজে বার করতে হবে। ঐ আহত যুবকটির অভিভাবকদের তো এখানে কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। তাদেরও তো আমাদের খুঁজে বার করা দরকার। ওখানকার রহস্যময়ী মহিলার অফিসে আজ একবার হানা দিলে কি রকম হয়! এ ছাড়া ঐ মহিলার সেই জমিদার-পত্নী বান্ধবীটির ও তাঁর জমিদার-স্বামীর মতিগতি সম্বন্ধেও আমাদের ওয়াকিবহাল হতে হবে। তাহলে আজ কোন্ দিকের তদন্ত আমাদের প্রথম আরম্ভ করা উচিত হবে?

এমনি অনেক কথাই আমি শুয়ে শুয়ে ভেবে চলেছি। আমার চিন্তার যেন কোনও শেষ নেই। শেষবেশ আমি ঠিক করলাম যে, আজকে তাজমহল হোটেলের তদন্তটাই শেষ করে আসা যাক। এমনি কতো সব চিন্তাতে মাথাটায় এক ঝাঁক পোকা কিলবিল করে উঠছে। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘরে দেওয়ালের দিকে নজর পড়ে গেল। দেওয়ালের ঘড়িতে দেখা যায় যে প্রায় সাতটা বাজতে চলেছে। সরকারী অফিসার কনকবাবুকে সাতটার আগেই অফিসে আসতে বলেছি। এতক্ষণ হয়তো তিনি সেখানে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি আর দেরি না করে তড়াক করে শয্যা ছেড়ে উঠে মেঝের উপর দাঁড়াই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশভূষা করে নেওয়া আমাদের নিকট এক অতি সহজ ব্যাপার। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্যে এই ক্ষমতা অভ্যাস দ্বারা আমাদের অর্জন করতে হয়েছে। মাত্র দুই মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আমি বেশভূষা শেষ করে দ্রুতগতিতে দরজা খুলে বার হতে যাচ্ছি, এই সময় দরজার ওপার হতে আমাদের গৃহ-ভৃত্য গরম চায়ের একটা ট্রে নিয়ে আমার শোবার ঘরে ঢুকছিল। আর একটু অসাবধান হলেই হয়তো উভয়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে চায়ের পেয়ালা ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যেতো। আমি তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ইশারায় তাকে এগুলো নিচেকার অফিস ঘরে নিয়ে আসতে বললাম। এর পর

তর তর করে আমি সিঁড়ি ব'য়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। এদিকে হতবিহ্বল গৃহ-ভৃত্যটিও সেই একই ভাবে ট্রে হাতে আমার পিছু পিছু আসে। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যে আজকের মধ্যেই এই মামলার রহস্যের একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলবো। এক প্রকার লাফাতে লাফাতে নেমে আফিসে এসে দেখলাম—সহকারী কনকবাবু ইতিমধ্যেই সেখানে এসে গিয়েছেন। একটু লজ্জিত হয়ে হয়ে আসন গ্রহণ করামাত্র গৃহভৃত্য চায়ের ট্রেটি আমাদের উভয়ের মধ্যবর্তী টেবিলের উপর রেখে দিলে। গৃহভৃত্য ভিকুরাম আপন কর্তব্য শেষ করে ফিরে যাচ্ছিল। আমি মধ্যপথে তাকে থামিয়ে সহকারী কনকবাবুর জন্যেও ঝটপট আর এক কাপ চা এখানে দিয়ে যাবার জন্য আদেশ করলাম। কালকার এই অদ্ভুত মামলাটা চিন্তা করতে মাথা ধরে গিয়েছে। এক্ষুনি একটু গরম চা পেটে পড়লে সুফল ফলতে পারে। কিন্তু সহকারী অফিসারের জন্য আর এক কাপ চা এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত লোভ সংবরণ করাই ভালো। এর একটু পরে সহকারীর চায়ের কাপ এসে পৌঁছানো-মাত্র আমরা উভয়ে প্রাতঃকালীন চা পান করতে করতে আমাদের এই মামলার বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিলাম।

'একটা বিষয় আমার বার বার মনে হচ্ছে, স্যার,' আমার সহকারী চায়ের এক চুমুক শেষ করে বললেন, 'এই মহিলাটি ঐ সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত যুবকটিকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে একাই আছেন। ওঁর বাড়িতে একটা ঝি-চাকরও দেখলাম না। কয়েকজন ডাক্তারও আসছেন বটে; কিন্তু কিছুক্ষণ থেকে তাঁরাও চলে যাচ্ছেন। ওপরের ফ্ল্যাটেও তো কেউ থাকে না। উনি নিজের বাড়িতে নিজে সর্বেসর্বা। ওঁকে সাহায্য করবার মতো চতুষ্পার্শ্বে কেউই নেই। তা' ছাড়া ওঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারও তো আছে। ওঁদের বাজার-হাট বাইরে থেকে কে করে আনে! এদিকে বড় রাস্তার দিককার দরজা জানলা তো ওঁদের সব সময়েই বন্ধ থাকে। কোন ঝি-চাকর বা বাজার-সরকারকে তো ও-পাড়ার কেউ-ই ওঁর এই বাড়িটাতে আজ পর্যন্ত ঢুকতে দেখলো না। ইদানীং তো উনি তাঁর ঐ রোগীর সেবাতেই ব্যস্ত আছেন। এর মধ্যে একদিনও তিনি বাড়ি থেকে বার হন নি যে কোনও হোটেল-টোটেল থেকে উনি খাওয়া-দাওয়া করে আসবেন। তার উপর রোগীর পথ্য, আহার্য ও ঔষধ-পত্রও তো কেউ-না-কেউ ওঁকে এনে দেয়। কিন্তু এ-সব কার্য কখন কোন্ পথে হয়ে থাকে, এইটেই আমাদের প্রথমে জানা উচিত মনে হচ্ছে। আমার মতে আর গোপন তদন্ত না করে সোজা-সুজি ওঁকে এই ব্যাপারে আমাদের চ্যালেঞ্জ করে জিজ্ঞেস করা উচিত হবে।'

'আরে! এই সব প্রশ্ন আমার মনেও যে না জেগেছে তা নয়,' আমি সহকারী

অফিসারকে আশ্বস্ত করে উত্তর করলাম, 'তবুও আমি ইচ্ছে করেই ওঁকে এ-সব বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিনি। আমাদের প্রশ্নের খেই থেকে আমাদের অভিসন্ধি উনি জানতে পারলে আমাদের পক্ষে এই সাংঘাতিক মামলা আদালতে প্রমাণ করবার জন্যে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হবে। তা না হলে কবে আমি এদের ক'টা আস্তানাই খানাতল্লাশ করে সেগুলো একেবারে তছনছ করে ফেলতাম। এই মামলার ব্যাপারে এই ভদ্রমহিলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী কিনা তা এখনও আমরা নির্ধারণ করতে পারিনি। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করাই উচিত হবে। এখন চলো আজ নিউ-তাজমহলের তদন্তটা সেরে আসি গে—'

মামলা সম্পর্কে এমনি কথাবার্তা আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে আমরা উঠে পড়ছিলাম। এমন সময় আমাদের বেচারাম ওরফে বিচকে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। আমরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম যে বেচারাম এক অদ্ভুত বেশভূষা করেছে। তার পরনে একটা লাল গেঞ্জি ও একটা কালো হাফপ্যান্ট। কিন্তু পায়ে তার কোনও জুতো নেই। তার বাম হাতে একটা রঙিন ছোট থলে ও ডান হাতে একটা দশ টাকাব নোট।

'আরে বেচারাম এসে গেছো ভাই তুমি! তা হঠাৎ এতো সকালে এখানে? বেচারামের উপস্থিতিতে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার হাতের মুঠির মধ্যেকার এই দশ টাকা মাত্র বেঁচেছে? আমাদের কাছ হতে তো তুমি ত্রিশ টাকা নিয়েছিলে। তা'হলে এর মধ্যে কুড়ি টাকাই তুমি খরচ ক'রে ফেলেছো?'

'আজ্ঞে! আপনাদের কাছ হতে আমি টাকা-কড়ি চাইতে আসি নি,' বেচারাম ওরফে বিচকে একটু মৃদু হেসে উত্তর করলো—'তবে আপনাদের দেওয়া ত্রিশ টাকা কালই আমি খরচ করে ফেলেচি। আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি যে আমি আমার এক দূরসম্পর্কীয় পিসেমশাই-এর বাড়িতে থাকি। আমার পিসেমশাই সম্প্রতি এতো অসুস্থ যে তিনি উঠে-হেঁটে আর বেড়াতে পারেন না। এদিকে আমার বৃদ্ধ পিসীমা কস্মিনকালে বাড়ি হতে কোথাও বার হননি। তাঁদের ছোট ছোট ছেলেরা তাদের স্কুল নিয়েই ব্যস্ত। এদানীং ওদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়ে যাওয়ায় বাজারে ঠিক এই ত্রিশ টাকাই দেনা হয়ে গিয়েছিল। পাওনাদারদের তাগাদার বহরে আমার মনে হতো—কারও কাছে ঐ ক'টা টাকা কেড়ে নিয়ে তা এদের দিয়ে দিই। এমন সময় ভাগ্যগুণে এই ক'টা টাকাই আপনাদের কাছ হতে অযাচিতভাবে আমি পেয়ে গেলাম। ওদের যা কিছু দেনা তা আপনাদের ঐ

টাকা ক'টা দিয়ে আমি শোধ করে দিয়েছি। তবে সেই সঙ্গে আপনাদের কাজটাও যে করিনি তা মনে করবেন না।'

'বটে বটে। তাহলে আমাদের কাজও তুমি কিছু করেছো,' আমি এইবার উৎসুক হয়ে বেচারামকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন এই দশ টাকা ও এই রঙিন থলেটা নিয়ে চলেছো কোথায়? পিসেমশাই পিসীমাদের জন্যে বাজার করে আনতে?'

'কি-ই যে স্যার আপনি বলেন?' একটু ক্ষুণ্ণ মনে বেচারাম উত্তর করলে, 'ওঁরা কি আর রোজ দশ টাকার মতো বাজার করতে পারেন? আপনাদের এই মামলার একটা সুরাহা করবার জন্যেই আমি এই বাজার-সরকারের কাজ নিয়েছি।'

আমরা দুজনাই বেচারামের এই হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তি শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরে তার কাছে সকল কথা শুনে আমি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলাম, 'সাবাস ভাই বেচারাম! তোমার এই উপকার আমরা জীবনে ভুলব না।' তারপর আদর করে বেচারামকে কাছে বসিয়ে তার একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে দিলাম। তার এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"কাল এখান থেকে ফিরে গিয়ে বিকালের দিকে আপনাদের কাজ করবো ঠিক করলাম। এদিকে এই মহিলাটির বাড়ির রাস্তার দিকের জানলা ও সেই সঙ্গে ওঁদের বাড়ির প্রবেশ-পথেরও ছোট দরজাটা বন্ধ দেখা গেল। এদিকটা উনি এমন ভাবে আঁট-সাট করে বন্ধ রেখেছেন যে একটা মাছি ঢোকবারও উপায় নেই। তাই এই বাড়ির পিছনের বাড়িটার ওপারের রাস্তায় এসে আমি উপস্থিত হলাম সেখানে এসে দেখি সেই কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ির সদর গেটে ইতিমধ্যেই একজন দরোয়ান মোতায়েন হয়েছে। আমাকে দেখে দরোয়ানবাবু খেঁকরে উঠে বলে উঠলো—'এ ছোকরা, এখানে চাও কি?' এর কি উত্তর হবে তা আমার আগে থেকেই ভাবা ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার এই প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'একটা নকরী-টকরী দরোয়ানজী।' খুব সম্ভবত এই বাড়ির নূতন আগন্তুকরা একটা নোকরের জন্যে একে ব'লে রেখেছিল। আমার কথা শুনে দরোয়ানজী খুশি হয়ে তার হাতের খৈনিটা মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললো, 'ঠিক হ্যায়। নোকর একঠো হামাদের জরুরত আছে।' এরপর সে আমাকে নিয়ে একেবারে এই বাড়ির মালিকানীর কাছে এনে উপস্থিত করলো। আমি এই সুযোগে তাঁর কাছে কান্নাকাটি করে বললাম, 'মাজী। আমার বাপের খুব অসুখ। মধ্যে মধ্যে আমাকে বাড়ি যেতে দিলে আমি সকাল, সন্ধ্যে ও দুপুরেও আপনার সব কিছু কাজই করতে পারবো।' আমার এই নূতন মনিবানী এতে গররাজি না হয়ে আমাকে কুড়ি টাকা মাসিক মাইনেতেই বহাল করে নিলেন আর সেই সঙ্গে আমাকে এই সব নূতন

পোশাকও আনিয়ে দিলেন। আমাকে মধ্যে মধ্যে ফাই-ফরমাশ খাটা ও সকাল-সন্ধ্যায় অতিথি এলে তাদের চা-খাবার সরবরাহ করার কাজ দিয়েছেন। এখন এই ক'টা টাকা তিনি আমাকে দিয়ে এক জোড়া সাদা মোজা ও সাদা হাফ শার্ট কিনে নিতে বললেন। এইসব পোশাক পরে আমাকে ওঁর অতিথিদের সামনে জলখাবার ও পান সিগারেট নিয়ে আসতে হবে। এখন এতে আমি আমার পিসেমশাইকে টাকা দিয়ে ও সেই সঙ্গে আপনাদেরও খবর দিয়ে সাহায্য করতে পারবো।"

এই তুখোড় বালক বেচারামের বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করে আমি সহকারীর দিকে চেয়ে একটা স্বস্তির হাসি হেসে নিলাম। আমার সহকারী অফিসারও এই রকমের একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে—এই আদর-যত্নের কাঙ্গাল কারও কাছ হতে মায়ের মতো আদর-যত্ন পেয়ে একেবারে আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। ভাবপ্রবণ মানুষেরা ছোট-বড়ো সব এক রকমই হয়ে থাকে। আজ এরা যেটা মনে-প্রাণে সত্য মনে করে যাবে, কাল সেটা তাদের কাছে মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়ে উঠে। এদের কাছ হতে যদি কিছু আদায় করবার থাকে তা তাড়াতাড়ি আদায় করে নেওয়াই শ্রেয়। আমি আমাদের এই বালক ইনফরমারের দিকে ভালো করে একবার স্নেহের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে তাকে এই সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নেবো ঠিক করলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আচ্ছা খোকা! তোমার আশ্রয়দাতা পিসেমশাই-এর জন্য তোমার চিন্তার তো অন্ত নেই। কিন্তু তোমার এখনও পর্যন্ত জীবিত বাবাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে হয় না? তিনি এখন কোথায় আছেন তার খবর কি তুমি একটুও রাখো?

উঃ—গত ছয় বছর হলো আমার বাবার কোনও খোঁজ নেই। আমরা পিসেমশাই-এর সঙ্গে আগে যে বাড়িতে থাকতাম, সেটা ইমপ্রুভমেন্ট-ট্রাস্ট ভেঙ্গে ফেলায় আমরা এখানকার এই বাড়িতে উঠে আসি। এখানকার এই বাড়ির ঠিকানা জানলে বাবা হয়তো আমাকে একবার নিশ্চয় দেখে যেতেন। পিসেমশাই তাঁর শরীর ভালো থাকার সময় ওঁর অনেক খোঁজ করেও ওঁকে খুঁজে পান নি। ওঁর নূতন শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাও তিনি পিসেমশাইদের বলেন নি। আমার বাবার কথা মনে পড়লেই আমার চোখে জল আসে বাবু। আপনারা পারবেন কি—আমার বাবার খোঁজ-খবর করে তাঁকে খুঁজে বার করতে। আমি আপনাদের

এই মামলার রহস্য সন্ধান করে দেবো। কিন্তু তার প্রতিদানে আপনাদের আমার বাবাকে খুঁজে এনে দিতে হবে কিন্তু—

আমি এই সময় মনে মনে ভাবছিলাম যে, হায় রে, অবোধ-বালক! তোমার নিরুদ্দেশ পিতাকে এই মামলাতে যে আমাদেরও চাই। তোমার অজ্ঞাতে তোমাকে দিয়েই তাঁকে আমরা খুঁজে বার করবো। কিন্তু কেন তাঁকে আমরা চাই তা জানলে তুমি কি আমাদের এই বিষয়ে সাহায্য করবে? বস্তুত পক্ষে এই বালকটির পিতার সম্বন্ধেও আমার একটা অহেতুক সন্দেহ এসেছিল। কিন্তু এই সন্দেহের কোনও ভিত্তি থাকুক বা না থাকুক, তা তখনও পর্যন্ত আমি আমার সহকারীকেও প্রকাশ করি নি। আমি আমার মনের কথা মনেই চেপে রেখে এই বালকটিকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম।

'তা ভাই, এ আর এমন কঠিন কি কাজ। তিনি আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাঁকে আমরা খুঁজে বার করবোই।' আমি বালক বেচারামের গালের উপর গড়িয়ে পড়া একফোঁটা চোখের জলের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে উত্তর করলাম, 'এখন তোমাকে আমাদের আরও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তুমি এই সুযোগে ওদের ঐ বাড়ির পিছন দিকটা ভালো করে দেখে নিয়েছো তো?'

উঃ—তাতে আর কি আমার কোনও ভুল হয় নাকি! আমি প্রথম হতেই তো এই তালেই ছিলাম। ওঁদের এই উভয় বাড়ির মধ্যবর্তী পাঁচিলটার মাঝখানে একটা বড়ো দরজা ওঁরা সম্প্রতি ফুটিয়ে নিয়েছেন ব'লে মনে হলো। এই পাঁচিলটি এই বড়ো বাড়ির পাঁচিল ব'লেই এটা তাঁরা সহজে তৈরি করতে পেরেছেন। এই বাড়ি দুটোর অবস্থান এমন যে—ওপার থেকে এপারে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তা জানা দুষ্কর।

প্রঃ - আচ্ছা! তোমার এই নূতন মনিবানীর বয়েস কতো? আর একটা কথা হচ্ছে এই যে ও বাড়িতে সেই ভদ্রমহিলা কি একবারও ঐ মধ্যবর্তী দরজা খুলে এ বাড়িতে এসেছিলেন? তুমি ভাই যখন ওদের বাড়িতে ঢুকতে পেরেছো, তখন এই সব একটু তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উঃ—আজ্ঞে! এখনও পর্যন্ত এঁদের কাউকে এবাড়ি-ওবাড়ি করতে আমি দেখিনি। তবে বড় বাড়ি থেকে একজন আধাবয়সী ঝি ও একটা বুড়া চাকর ওই ছোট বাড়িতে কয়েকবার আনাগোনা করেছে। আমার মনে হয় স্যার, ওরাই ঐ ছোট বাড়ির মহিলাটির বাজার-হাট সব করে দিয়ে থাকে। এই দুই বাড়ির গিন্নীদের মধ্যে খুব বেশি ভাব-সাব থাকা অসম্ভব নয়, স্যার। এতো আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই তো একবেলার বেশি ওদের বাড়িতে আমি ঢুকি নি। কিন্তু

বেশিদিন ওদের বাড়ি আমি চাকরের কাজ করতে পারবো না। আপনি না বলেছিলেন যে—একটা ফ্যাক্টরিতে মাসে ৫০্ টাকা মাইনেতে আমার কাজ শেখবার ব্যবস্থা করে দেবেন? এখন হতেই ঐ চাকরিটা আমার জন্যে ঠিক করে রাখুন। কয়েকমাস টাকা জমিয়ে একবার আমি বাংলার বাইরে গিয়ে আমার বাবাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো। আমার এখানকার পিসীমা বলেন যে তিনি নিশ্চয় উত্তর ভারতে কোনও শহরে বসবাস করছেন। তাঁকে একটিবার দেখা দিয়ে প্রণাম করেই আমি চলে আসবো। কালকে বাবু আমার মা-বাবা দুজনাকেই স্বপ্নে দেখেছিলাম। আরও কতোদিন আমি তাঁদের এমনি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি, তাই—

এই বালক বেচারামের এই সব উক্তি হতে আমি অন্তত এইটুকু বুঝেছিলাম যে, এই ভাবপ্রবণ কর্তব্যপরায়ণ বালককে নিজেদের তাঁবে রাখবার জন্যে দুটি মোক্ষম অস্ত্র আমাদের হাতে আছে। এর একটি হচ্ছে তার বাবাকে খুঁজে বার করার আশা দেওয়া, আর অপরটি হচ্ছে কোনও ফ্যাক্টরিতে বেশি মাইনেয় ওর কাজ শেখার ব্যবস্থা করা। এই দুইটি বিষয়ে আশা দিয়ে এই ছেলেটিকে বহুদিন আমরা আমাদের তাঁবে রাখতে পারবো। তবু আমাদের [সাবেকী] তৃতীয় অস্ত্র স্বরূপ আমি আমাদের সিক্রেট সার্ভিস ফণ্ডের আরও ত্রিশটা টাকা টেবিলের ড্রআর হতে বার করে তার হাতে তুলে দিলাম। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে সে টাকা ক'টা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'না স্যার, এখন আর টাকার আমাদের দরকার নেই। যদি কখনও দরকার হয় তাহলে চেয়ে নেবো, আখুন।' এই অদ্ভুত সহায়ককে যথাযথভাবে আরও কয়েকটা উপদেশ দিয়ে আমি তখনকার মতো তাকে বিদায় দিলাম। তারপর তার চলার পথের দিকে একবার স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি সহকারীকে উদ্দেশ করে বললাম, 'এমন নির্লোভ ইন্‌ফরমার একজন যোগাড় করা পুলিশ অফিসারদের পক্ষে নিশ্চয়ই একটি সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে।' সহকারী অফিসার কনকবাবুকে এই কথাটা অম্লান বদনে বলতে পারলেও মনে মনে আমি ভাবলাম—সত্য কি এই বালকটি একজন পুলিশ নিযুক্ত মামুলী ইন্‌ফরমার? না, একে কোনও এক অজ্ঞাত ঐশ্বরিক শক্তি দুষ্টের দমনের জন্য তাকে উদ্বেলিত করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন?

'আমার কিন্তু আরও একটা কথা মনে হচ্ছে। এইটির হয়তো কোনও মূল্যই নেই, কিন্তু তবু এইটে কাল থেকে বারে বারে আমার মনে উঠছে,' আমি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গভীরভাবে চিন্তা করে সহকারী-অফিসার কনকবাবুকে বললাম, 'এই ছেলেটা যেমন তার জন্ম-দাতা বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তেমনি ওর বাবাও

বোধহয় ওকে খুঁজে ফিরছে। এই ছেলেটির সম্পর্কিত পিসীমার কথা সত্যি হলে আমি ধরে নিচ্ছি যে এর বাবা প্রায় আট বছর পরে এই শহরে ফিরেছেন। ইতিমধ্যে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কল্যাণে 'মহল্লাকে মহল্লা' সাফা হয়ে গিয়েছে। খুব সম্ভবত ভদ্রলোক এদিকে তাঁর এই ছেলেটিকে খুঁজতে এসেই এই মহিলাটির খপ্পরে পড়ে গিয়ে থাকবেন। আমার মনে হচ্ছে যে মহিলাটির সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়া মাত্র তাঁর এই ছেলের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি তাঁর ছেলের সন্ধান পাবার আর বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নি। ইতিমধ্যে ঐ আহত যুবকটি মধ্যপথে এখানে এসে উভয়ের মধ্যে একটা অনর্থ বাধিয়ে দিয়ে থাকবে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে আমাদের এই মামলার নিখোঁজ-মন্য প্রাথমিক সংবাদদাতাটি প্রকৃত পক্ষে কে হতে পারে? ইনি ছাড়া আর একজন মধ্যবয়স্ক লোকের কথাও আমরা কাল শুনে এলাম। এই লোকটিকেই বা এই ভদ্রমহিলা এমন করে কাল সকালে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন কেন? আশা করা যায় যে এই অপমানিত লাঞ্ছিত ব্যক্তি ও আমাদের এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা একই ব্যক্তি নয়। কিন্তু যদি তা হয় তা'হলে আমাদের এই মামলার কিনারা হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নয়। পূর্বরাগ কখন কার মধ্যে কিভাবে কতখানি জেগে উঠবে তা কেউই বলতে পারে না।'

'আপনি কি সব আজে-বাজে ভাবছেন, স্যার! কতকগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সূত্রে গেঁথে আপনি অযথা একটা রীতিমতো উপন্যাস তৈরি করে ফেলেছেন, আমার সুযোগ্য সহকারী কনকবাবু প্রতিবাদ করে আমাকে বললেন, 'আমাদের এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতার মধ্যে এইরূপ কোনও ঈর্ষা বা দ্বেষ থাকলে তিনি এই ছেলেটির আহত হওয়ার ব্যাপারে সেইদিন এতো ছুটাছুটি করে বেড়াতেন না।'

সহকারী-অফিসার কনকবাবুর এই অভিমতের মধ্যে যে যুক্তি নেই তা নয়। তবু বারে বারে আমার মনে হয় যে এই রহস্যময়ী নারীটি এতো সহজ পথের যাত্রিনী কিছুতে হতে পারেন না। আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে এই বেচারামকে বিদায় দিয়ে অন্তত তিনটি জায়গায় গিয়ে এই মামলার তদন্ত সম্পর্কে এখুনি জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার, যথা নিউ-তাজমহল হোটেলের লোক-জনদের, বেচারাম ওরফে বিচকের মেসোমশাইদের এবং বিচকেদের সেই এজমালী ঠানদিদিকে। আজই এই তিন স্থানে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো ঠিক করলাম।

আমাদের বেচারামকে যথাযথ উপদেশ সমেত বিদায় দিয়ে আমি প্রথমে বেচারামদের পাড়ার সেই এজমালী ঠানদির বিবৃতি গ্রহণের জন্য তাঁদের বাড়িতে

এসে উপস্থিত হলাম। এই বৃদ্ধ বয়সেও আমাদের এই ঠান্‌দিদি আমাদের সম্মুখে এসে বিবৃতি দিতে প্রথমে রাজি হন নি। তাঁর সেই একই কথা এই যে তাঁর বাপ-পিতামহের দেউড়ি কস্মিনকালে কোনও দারোগা বা সিপাই-শান্ত্রী পার হতে পারে নি। আর আজ তাঁদের সেই সাবেকী পরিবারের মানুষ হয়ে তিনি ঐ সব আজেবাজে মানুষদের সামনে বার হয়ে আসবেন! তিনি যে কতবড়ো মানীগুণী ঘরের মেয়ে, তা এই শহুরে মানুষগুলোর বোঝাবার ক্ষমতা নেই। এই সব আস্পর্ধার কথা কোনও দারোগা তাঁর বাপের বা শ্বশুরবাড়ির সাবেকী কর্তাদের কাছে উত্থাপন করলে এতোক্ষণ নাকি তাঁরা তাঁদের গাঁয়ের দ-এর মধ্যে তাদের গুম করে দিতেন, ইত্যাদি। এই বৃদ্ধা মহিলার এই গজগজানি শুনে আমাদের মতো তাঁর বাড়িতে লোকেরাও রীতিমতো বিব্রত হয়ে উঠছিলেন। অতি কষ্টে তাঁরা তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমাদের সামনে তাঁকে বার করে আনতে পারলেন। এর পর আমি তাঁকে ঠাকুমা ও ঠানদি প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করা মাত্র তিনি স্বাভাবিকভাবেই খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'ও বাবা! তুমি দারোগা? সেই কবে ছোটবেলায় একবার আমি গ্রামেতে হংসেশ্বর দারোগাকে দেখেছিলাম। কিন্তু তুমি তো ভাই একটা বাচ্চা ছেলে। দারোগার তো ইয়া বড় গোঁফ থাকবে। তা'ছাড়া দারোগাদের মতো তোমার ভুঁড়ি কই? এঁ্যা? এসব ঠাট্টা নাকি?' এইভাবে এই পাড়ার এজমালী ঠাকুমা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলে আমরা অতি সহজেই তাঁর একটি বিবৃতি নিতে পেরেছিলাম। তাঁর সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'আমি অমুক গ্রামের জমিদারদের বড় তরফের বড় কর্তার প্রথম কন্যা। মৃতেশপুরের জমিদারদের ঘরে আমার বিবাহ হয়। আমার বয়েস তখন এই সবে মাত্র দশ বছর হবে। আমার আমলে হাতিগুলো বিক্রয় হয়ে যায়। তবে বাবা, হাতি বাঁধার গাছগুলো আমাদের আমলেও সেখানে পোঁতা ছিল। কতো বাঁকা-বাঁকা ভারী তরোয়াল আমার বধূ বয়সে সে বাড়িতে দেখেছি। যে সব ভারী বড়ো বাঁকা তরোয়ালগুলো নিয়ে পূর্বপুরুষরা লড়াই জিতেছে, সেগুলো কিনা অখদ্যে নাতিগুলো চোখের সামনে পুরনো লোহার দরে বিক্রি করে দিলে! শেষে বাবা সব খুইয়ে আমার এই ছোট ছেলেটার হাত ধরে এই শহরের বাসায় উঠেছি। এখানে না আছে দেব-দেবতার পূজা, না আছে গো-ব্রাহ্মণের সেবা। শেষে কি-না এখানে পুলিশের হামলাও দেখতে হলো। বাড়ি চড়াও হয়ে মানুষ জখম করা তো কস্মিন কালে শুনি নি। অবশ্য ঠেঙাড়ে গাঁয়ের পথে-ঘাটে এমন সব ঘটনা কতো ঘটেছে।'

আমরা ইচ্ছা করে এই ঠাকুমা বুড়ীকে তাঁর মনের ও প্রাণের কথা কিছুক্ষণ ধরে বলে যেতে দিলাম। এইভাবে মনের কথা অনাবিলভাবে বলে যেতে তাঁর মনটা বেশ হাল্কা হয়ে ওঠে। এই সুযোগে আমি এই মামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা ঠাকুমা! কাল সকালে আমি ঐ ভদ্রমহিলার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র তোমার নাতনীরা সব তোমাদের এই বাড়ির বারাণ্ডার ওপর হতে অমনভাবে হেসে উঠলো কেন?

উঃ—তা বাবা ওরা ছেলেমানুষ তো! তুমি একবার তো মারধর খেয়ে চলে গেলে। আরে বাবা ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নায় মরি! মেয়েলোকের হাতে পুরুষ মার খেলে! তা তুমি এখান থেকে তো চলে গিয়েছিলে। কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে ফিরে এলে কেন? পুলিশের লোক ব'লে তোমরা যা খুশি তা তো করতে পারো না। একটা কিছু সাংঘাতিক অপরাধ নিশ্চয়ই ওখানে করেছিলে। তবে যদি ওখানে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে মার খেয়ে থাকো তো সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে প্রথমবার অতো সব অন্তরের কথা দুজনায় মিলে কইলে কেন। কিন্তু বাবা, তোমাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে যারা গেল, তারা তাহলে আবার কারা?

আমাদের এই সাক্ষীর এই বিবৃতি শুনে উপস্থিত সকলে হকচকিয়ে গিয়ে আমার দিকে বারে বারে তাকিয়ে দেখছিল। এইরূপ এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ইতিপূর্বে আমি আর কোনও দিন পড়িনি। আমি ও আমার সহকারী কনকবাবু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে কোথাও একটা 'কমেডি অব এরার' হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে তা'হলে ঐ ভদ্রমহিলা কর্তৃক লাঞ্ছিত ভদ্রলোকটির সহিত আমার আকৃতির কম বা বেশি সাদৃশ্য ছিল। তা না হলে ঐ আক্রমণ-কারীদের ন্যায় এই বৃদ্ধা সাক্ষিনীটিও এই একই ভুল করবে কেন? আমি মনের এই সব চিন্তা চেপে গেলেও মুখ চোখ লজ্জায় আমার লাল হয়ে উঠছিল। এতোগুলো লোক তাহলে আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করছে নাকি? কিন্তু তবুও আসল বিষয় খুলে না ব'লে একরকম দম বন্ধ করে আমি এই সাক্ষিনীকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দিলাম।

প্রঃ—আপনি বোধ হয় আমার চেহারার সঙ্গে আরেক জনের চেহারাটা একটু গুলিয়ে ফেলেছেন। আচ্ছা ঠাকুমা। প্রথমে আমার মতোন চেহারার যে লোকটাকে ঐ মহিলাটি অপমান করে তাড়িয়ে দিলে না—সেই লোকটির সঙ্গে ঐরকম ঝামেলার আগে ঐ মহিলাটির কি কি প্রাণের কথা হয়েছিল?

উঃ—তা জানি না বাবা তোমরা দুজনা এক বা ভিন্ন লোক কি না? তবে তোমার চেয়ে লোকটা বয়সে অনেক বড়োই হবে মনে হয়। তা তেইশ গণ্ডা বয়েস তো আমার হতে চললো। তা আমার চোখের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। তা বাবা এতো লোকের সামনে এ সব কথা আমি বলতে পারবো না। বুড়ী হলেও লজ্জা সরমের মাথা তো আমি এখনও খাই নি।

এই বৃদ্ধা মহিলার এবংবিধ উক্তির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। আমার অনুরোধে উপস্থিত ছোট-বড় সকলে দূরে চলে গেলে আমি এই বৃদ্ধা মহিলার এই সম্পর্কিত বাকি বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করে নিলাম। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"কাল সকালে আমি এ বাড়ির নাতনীদের নিয়ে এই বাড়ির বারান্দার উপর বসেছিলাম। এমন সময় তোমার মতো মোটা-সোটা দশাসই একটা লোক ঐ ভদ্রমহিলার বাড়ির একটা জানলাতে টোকা দিল। একটু পরেই দেখলাম যে ঐ ভদ্রমহিলা চোখ রগড়াতে রগড়াতে জানালার ধারে এসে জানলা খুললে। ভদ্রলোককে এই সময় বাইরের রাস্তায় দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে সে বললো, 'এতো সকালে এখানে তোমার আসার কি দরকার? আমি তো আমার মনের আসল কথা বলে দিয়েচি?' ভদ্রলোকটি বোধ হয় এতোখানি শুনতে হবে তা আশঙ্কা করে নি। ঐ মহিলাটির এই কথায় জানলার রেলিঙটা মুঠা করে ধরে দাঁতগুলো কড়মড় করে ভেঙচে উঠে সে বলে উঠলো, 'তুমি যে কতোবড় স্বার্থপর শয়তানী তা আমি কল্পনা করতে পারি নি। এই যদি তোমার মনে ছিল তাহলে এতো আশার বাণী আমাকে শুনালে কেন? আমাকে স্পষ্টা-স্পষ্টি বললেই পারতে যে তোমাকে দিয়ে শুধু একটা সাংঘাতিক কাজ করিয়ে নিতে চাই। আমি বোধ হয় সত্য সত্যই এই দিন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! তা না হ'লে এই কাজ এমন-ভাবে আমার মতো এক নিরীহ লোক করবে কেন? কি কুক্ষণেই না আমার সন্তানের আস্তানা খুঁজতে এসে তোমার সঙ্গে এতোদিন পরে আবার দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত জীবনটা আমি তোমার জন্যেই না নষ্ট করলাম! এতো দিন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে নূতন জীবন শুরু করতে চেয়েছিলাম; ঠিক সেই শুভ মুহূর্তেই তুমি আমাকে আবার এক মহানরকে এনে ফেলে দিলে। আচ্ছা, আমিও তোমাকে দেখে নেব।' এতক্ষণ এই ভদ্রমহিলা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে এই ভদ্রলোকের এই সব সুধামাখা বাণীগুলোকে গলাধঃকরণ করছিল। এইবার হঠাৎ সে পিছন ফিরে কি একটা দেখে নিয়ে সদর দরজা ঘুরে বাইরে এসে চীৎকার করে বলে উঠলো, 'অপরাধ আমি করালেও তা কিন্তু করেছো তুমি

নিজে। তুমি মনেও ভেবো না যে এতে পার পাবে তুমি। এখন তুমি এখান থেকে এখুনি বেরিয়ে যাও, বলছি!' ভদ্রলোক কিছুটা তাঁর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করার পর লোকজন জড় হচ্ছে দেখে সরে পড়ছিল! হঠাৎ এইবার কি ভেবে মহিলাটি তার কাঁধটা ধরে নাড়া দিয়ে বলে উঠলো, 'আচ্ছা! আমি ভেবে দেখবো আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারবো কি না? এখন সারা রাত জেগে মাথা কি ঠাণ্ডা রাখা যায়! তুমি না' হয় আজ সকাল আটটা আন্দাজ একবার এদিকে এসো। এই বাড়ির এই বজ্জাত ভদ্রমহিলার এই সব নূতন কথার উত্তরে ঐ নির্লজ্জ লোকটা বললে—'ঘুরে আসবার জায়গা কাছে-পিঠে আমার কোথায়? তোমার এখানে যখন আমার স্থান নেই, তখন না হয় ঐ দূরের পার্কটায় একটু বসে জিরিয়ে আসি। কিন্তু আজই আমি তোমার কাছ হতে একটা পাকা কথা চাই।' এই কয়েকটা কথা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে ঐ লোকটা টলতে টলতে এক দিকে চলে গেল।

'এদের এই পিরীতের ঝগড়া আমার বুঝতে আর বাকি থাকে নি। তাড়াতাড়ি নাতনীদের ধমকে ভেতরে পাঠিয়ে ওদিকে চেয়ে দেখি যে লোকটা গুড় গুড় করে চলে চেতে যেতে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, 'আবার তোমার খপ্পরে আসবো? আমার ছেলেটাকে খুঁজে পেলে এবার তাকে নিয়ে শুধু সুখী হবো। এই জীবনে আমি অনেক পেয়েছি। আবার আমি অনেক হারিয়েছিও, আর নয়—'

'কিন্তু এত সত্ত্বেও সেই সকাল আটটার সময়েই আবার লোকটা ফিরে এলো মনে করে আমরা অবাক হয়ে যাই। অবিশ্যি আমরা তোমাকেই সেই লোকটা বলে ভুল করেছিলাম। তা এখন সত্য-মিথ্যা অন্তর্যামী গুরু নারায়ণই জানেন। এই জন্যে এই নির্লজ্জপনা দেখে নাতনীগুলো একেবারে হেসে ফেটে পড়ে। এই সব দেখে শুনে শেষে আমাদের বৌঝিগুলোও না গোল্লায় যায়।'

এই বৃদ্ধা মহিলা সাক্ষিনীর এই বিবৃতি শেষ হলে আমি ও আমার সরকারী কনকবাবু পরস্পরের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এতো লোকের সামনে নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময় করা সম্ভব ছিল না। তাই চোখের চাউনির সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের অভিমত অবগত হয়ে সোজা-সুজি সেখান হতে আমাদের বেচারাম ওরফে বিচকের রুগ্ন পিসেমশাই এর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম।

ছোট দ্বিকক্ষযুক্ত একটি একতল গৃহের একটি অন্ধকার কক্ষে বেচারামের রুগ্ন প্রৌঢ় পিসেমশাই শুয়েছিলেন। তাঁর পায়ের দিকে বসে তাঁর বর্ষীয়সী স্ত্রী তাঁর শুশ্রূষা করছিলেন। পাশের অনুরূপ একটি কক্ষে তাঁদের দুইটি ছেলে চীৎকার করে পড়া মুখস্থ করছিল।

আমি ধীরভাবে কান খাড়া করে এদের পড়ার বহর একটুখানি অনুধাবন করে

নিলাম। না, এরা পড়া-শুনা ভালোভাবেই করছে। যাদের লেখা-পড়া হবার তাদের তা এমনিতেই হয়ে থাকে। কোনও ভালো বা মন্দ পরিবেশ তাদের মানুষ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয় বলে মনে হয় না।' এইরূপ এক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই এরা লেখাপড়া করে চলেছে। তবু এদের মধ্যে থেকেও লেখাপড়া শেখা হলো না শুধু আমাদের এই বিচকে ওরফে বেচারামের। সারা জীবনটাই বৃথা অপরের ফাইফরমাশ খেটে সে কাটিয়ে দিলে। সম্প্রতি তাকে দিয়ে এই ফরমাইশ খাটানোর ব্যাপারে যথা-বিহিতরূপে আমরাও যোগ দিয়েছি। মনটা আমাদের ত্বরিতগতিতে ওদের পড়ার শব্দের দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে আমরা এই বিচকের পিসেমশায়ের উপর ন্যস্ত করলাম। এঁদের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে যেন এতোদিনে একটু স্বস্তির রেখা ফুটে উঠেছে। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরে জেনেছিলাম যে বিচকে তাঁদের সংসারে এতদিনে সাচ্ছল্য ফিরিয়ে আনতে পারার জন্যেই তাঁদের এই আনন্দ। এখন এই বিচকে তাঁদের আর কোনও এক গলগ্রহ পোষ্য নয়। তাঁদের আশা এই যে বিচকের দৌলতে তাঁরা এক দিকে বহু অপমানের হাত হতে বাঁচলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের ছেলেগুলোরও পড়াশুনা করে মানুষ হবার একটা উপায় হলো। বেচারাম তাঁদের আমাব সম্বন্ধে কি বলেছিল তা জানি না। আমাকে দেখে খুশিতে মাথা নেড়ে তাঁর স্ত্রী মাথার কাপড়টা আরও একটু কপালের উপর টেনে দিলেন। আর ভদ্রলোক নিজে দুই হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমাদের বিচকেকে তাহলে তুমিই বাবা সৎপথে এনে চাকুরি দিয়ে মানুষ করে তুলেছো?' এঁদের এতদিনের অবহেলিত বিচকে কোনও দিনই অসৎপথে ছিল কি'না জানি না। আমি এঁর এই কথায় মাথা নেড়ে একটু হেসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দিলাম। তাঁর এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আজ্ঞে! এই বিচকে হচ্ছে আমার এক স্বর্গত দূর সম্পর্কীয় ভগ্নীর একমাত্র পুত্র। এই ছেলেটা আমাদের সংসারের জন্য অনেক কিছুই করেছে। কিন্তু আমরা বাবা ওর জন্য তেমন কিছুই আর করতে পারি নি। এই মহাপাপ আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এর বর্তমান বয়স হবে ষোলো বা সতের। ওর আট বছর বয়সে মা মারা গেলে ওর বাপ আমাদের কাছে ওকে রেখে চলে যায়। এই সময় আমরা সানকিভাঙা লেনে বসবাস করতাম। এর বছর কয় পরে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট থেকে এই মহল্লাটা ভেঙে ফেললে আমরা এই বাসায় উঠে এসেছি। আমরা শুনেছি যে বেচারামের বাপ এলাহাবাদে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে। কিন্তু এর মধ্যে সে একদিনও তার এই ছেলের খোঁজ-খবর আর

নেয় নি। সম্প্রতি তার সেই স্ত্রীও নাকি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছে। কয়েকদিন আগে সানকিভাঙা পাড়া থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে দেখতে এসেছিল। তার কাছে শুনেছিলাম যে মাসকয়েক আগে ওর বাপ একবার ওপাড়ায় তার এই ছেলের জন্যে খোঁজ করে গিয়েছে। ওপাড়ার লোকেরা আমার ঠিকানা না দিতে পারলেও আমরা যে এই অঞ্চলে উঠে এসেছি তা তাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু সে তো কৈ আর এদিকে একবারটির জন্যে পা দিলো না। হয়তো সে মত পালটে পূর্বের ন্যায় আবার উধাও হয়ে গেলো। তবে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা না হওয়ায় আমাদের সঠিক ঠিকানা হয় তো সে পায় নি। আজ্ঞে হাঁ, হাঁ, এ কথা ঠিক। ওদের গ্রাম পদ্মার ভাঙনে ভেঙে গিয়েছে।'

ভদ্রলোকের এই বিবৃতিটুকু আমাদের তদন্তকে যেন সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিলে। কিন্তু তাহলে কি এই সাংঘাতিক ও মর্মান্তিক অপরাধের প্রকৃত হোতা বিচকেরই এই অপদার্থ পিতা? এইরূপ এক সন্দেহ পূর্বেও একবার আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। কিন্তু তখনও আমি এমন কোনও প্রমাণ পাই নি, যাতে এইরূপ এক স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারা যেতে পারে। পদ্মা নদী তো বহু লোককেই ভিটামাটি ছাড়া করেছে। এই একটি তথ্যের উপর নির্ভর করে কাউকে কোনও এক বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু ওপাড়ার এজমালী-ঠানদি এবং এপাড়ার বিচকের পিসেমশাই-এর দুইটি বিবৃতি একত্রে সন্নিবেশিত করলে আমাদের তদন্তের মোড় এইদিকেই ঘুরিয়ে দেয়।

এইখানকার এই মৃত্যুমুখী রুগ্ন ভদ্রলোককে আর বেশি বিরক্ত করবার ইচ্ছা আমার নেই। তবুও তাঁকে আরও দুই-একটি প্রশ্ন করতে আমি বাধ্য হলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা। এই বিচকের পিতাকে দেখলে আপনারা তাঁকে নিশ্চয়ই চিনতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে হঠাৎ পথেঘাটে দেখলে বিচকে কি তাঁকে চিনতে পারবে?

উঃ—আজ্ঞে। আমরা তাকে ঠিক চিনতে পারবো বৈকি। তবে বিচকের দশ বৎসর বয়সের সময় তার সঙ্গে বিচকের শেষ-দেখা। এখন ন'দশ বছর পরে দেখে বিচকে তাঁকে না চিনলেও চিনতে পারে। তবে দুজনার চেহারার মধ্যে বেশ একটা আদল এখনও দেখা যায়।

প্রঃ—হুম্। আচ্ছা, এইবার আমার দিকে চেয়ে দেখুন তো। আমার চেহারার সঙ্গে বিচকের বাপের চেহারার কোনও আদল কি আছে? এই একটু আধটু, এই যে কাছাকাছি—আমাদের উভয়ের চেহারার কি মিল দেখা যায়?

উঃ—আ রে! কি-ই যে মশায় আপনি বলেন। আপনার চেয়ে সে যে বয়সে অনেক বড়ো। তবে হাঁ, দূর থেকে দেখলে আপনাদের উভয়ের অবয়বের ও মুখাকৃতির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে এই দশ-বারো বছর পর তার চেহারা কি রকম দাঁড়িয়েছে তা কে জানে? কিন্তু এতো সব কথা আমাকে আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন বলুন তো!

প্রঃ—আচ্ছা। সেইদিন বিচকের খোঁজে পাড়ার বহু ব্যক্তি আমাদের থানায় এসেছিল। কিন্তু আপনারা তো কেউ বিচকের জন্য সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর করেন নি?

উঃ—আজ্ঞে। এই বিচকের গুণে পাড়া সুদ্ধ লোক মুগ্ধ। বিচকের খাতিরে তারা আমাদেরও দেখাশুনা করে। এখন বিচকের নিজের বিপদে তারা তাকে তো দেখবেই। এইজন্য এই অথর্ব শরীরে তার জন্য আমি একটুও উদ্বিগ্ন হই নি।

এই কয়টি বিষয় ছাড়া এই ভদ্রলোকের কাছে আপাতত আমার অন্য কিছু জেনে নেবার প্রয়োজন নেই। আমরা এইবার তাড়াতাড়ি এঁর কাছ হতে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে ত্বরিতগতিতে অপেক্ষমান পুলিশ ট্রাকটির উপর উঠে বসলাম। এর পর আমাদের নির্দেশমতো এই পুলিশ ট্রাকটি নিউ তাজমহল হোটেলের দিকে ছুটে চললো। একমাত্র এই মামলার চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় আমাদের মনেই আসে নি। হঠাৎ এক সময় আপন সম্বিত ফিরে পেয়ে আমি সহকারীর দিকে ফিরে চাইলাম। কিন্তু এই সময় সহকারী আমার মতোই চিন্তামগ্ন থাকায় তা দেখেও যেন দেখতে পান না।

'আমার কিন্তু মনে হয়, কনক,' সহকারী অফিসার কনকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমি বললাম, 'সেই দিন সকালে যাঁকে ঐ ভদ্রমহিলা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি আমাদের এই হতভাগ্য বিচকে ওরফে বেচারামের পিতা ছাড়া আর কেউই নন। খুব সম্ভবত তাঁকে সকাল আটটার সময় পুনরায় সেখানে তিনি আসতে বলেছিলেন—কাউকে দিয়ে তাঁকে রাস্তার উপরই উত্তম-মধ্যম প্রহার দেবার জন্যে। এমন কি, তাঁকে একেবারে শেষ করে দেবার ইচ্ছাও হয়তো তাঁর ছিল। এদিকে তাঁর জায়গায় আমি সেখানে এসে পড়ায় আমাকে "তিনি" বলে গুণ্ডারা ভুল করে থাকবে। আমি তাড়াতাড়ি পিস্তল বার করেছিলাম। আর ঠিক সেই সময় তুমিও ট্রাকে করে সেখানে এসে পৌঁচেছিলে, তা না হ'লে তারা ছুরি-ছোরা বার করে আমাকে সেখানে একেবারে জানে মেরে শেষ করে দিত। এখন যদি ঐ ভদ্রমহিলাটিই এই সব গুণ্ডা বদমায়েশদের ওখানে ডেকে আনিয়ে থাকেন তাহলে

তো—ও বাবাঃ—এ সব ভাবতেও যে আমার সারা শরীরটা শিরশির করে উঠে!'

'এসব আপনার অমূলক সন্দেহ স্যার,' আমার সহকারী অফিসার কনকবাবু আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'একেবারে সহায়-সম্বলহীন না হলেও ভদ্রমহিলা একজন বাঙালী মেয়ে মাত্র, তা'ও আবার তিনি একাকিনী একটা নিরালা বাড়িতে বসবাস করেন। তাঁর আফিস বা কায-কারবারের বিষয় যা কিছু আমরা শুনেছি তাতে করে তাঁর সংসর্গ অন্তত চোর-গুণ্ডাদের সঙ্গে না থাকবার কথা। আমার মনে হয় আপনার ওপর আক্রমণ ঐ পাড়ার ছোকরার দলেরই কয়েকজন করেছিল। এই সব প্রেম-ঘটিত ব্যাপার কোনও পাড়ায় ঘটলে সেখানকার ছেলে-ছোকরারা সন্দেহমান ব্যক্তিদের এমন দুই-এক ঘা দেবার চেষ্টা করে থাকে। এর মধ্যে অবশ্য সচরাচর তাদের সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রতি রাগের চেয়ে ঈর্ষাই থাকে বেশি। আমাদের বিচকের বাবাকে এর মধ্যে অহেতুকভাবে জড়ানো আমাদের উচিত হবে না। আপনার চেহারার সঙ্গে যদি তাঁর চেহারার আদল থাকে, তাহলে এই চেহারার আর একজন লোকও কি ভূভারতে থাকতে পারে না? এসব চিন্তা হচ্ছে আপনার অনেকটা কাকতালীয়বৎ চিন্তারই সামিল। তাছাড়া আমাদের এই ধরনের সন্দেহকে তো প্রমাণ বলা যায় না। এসব বিষয় বিচকে জানলে আমাদের সে আর কোনও সাহায্য করবে না। তার বাবা যদি সত্যিই তাকে এখানে-ওখানে খুঁজে খুঁজে ফেরেন, তাহলে সেও তো তেমনি তার বাবাকে কোথাও-না-কোথাও খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজও পর্যন্ত তার এই ছেলেবেলায় দেখা পিতার দর্শনের জন্য সে কতোই না অস্থির! বিচকের পিতার দ্বিতীয় পত্নী গত হয়ে থাকলে এতোদিন পরে তাঁর শেষ অবলম্বন এই একমাত্র সন্তানটির জন্য তাঁর মন আকুল হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে পুত্রের খোঁজে এসে খামকা তিনি একটা সাংঘাতিক অপরাধের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন কেন? এই মহানগরী কলকাতা হতে এলাহাবাদ শহর অনেক দূরে। এতোদিন পরে অতো দূর থেকে এসে হঠাৎ এখানে পাপের বেসাতী জমান এতো সহজ নয়।'

সহকারী কনকবাবুর এই সদুত্তরটি আমার অবচেতন মন বোধ হয় পছন্দ করেছিল। আমাদের বিচকেকে আর সকলের মতো আমরাও ভালোবেসে ফেলেছি। একথা হয় তো সত্য যে বাপ ছেলেকে পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই এক সময়েই ছেলেও বাপকে খুঁজে বার করতে চায়। তারা পরস্পর পরস্পরের গা ঘেঁষে চলে গেলেও কেউ কাউকে চিনেও চিনতে পারে না। এইরূপ এক নাটকীয় পরিস্থিতির কথা ভাবতেও মনটা আকুল হয়ে উঠে। হঠাৎ এই সময়

আমাদের চিন্তার ধারা বিক্ষুব্ধ করে ক্যাচ্ করে আমাদের পুলিশ ট্রাকটা নিউ তাজমহলের সামনে এসে থেমে যায়। আর আমরাও আপন আপন সম্বিত ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে নিউ তাজমহলের সরু সিঁড়িটা বয়ে তর তর করে উপরে উঠে আসি।

নিউ তাজমহল হোটেলের ম্যানেজার ছুটিরামবাবু গামছা কাঁধে করে অকারণে ছুটাছুটি করছিলেন। বোধ হয় অকারণে এমনি ছুটাছুটি না করলে ম্যানেজারবাবুদের ম্যানেজারী জমে না। আমি এই নাকওয়ালা হাড্ডিসার ম্যানেজারবাবুকে এড়িয়ে একটু এগিয়ে যাওয়া মাত্র তিনি 'হাঁ হাঁ' করে ছুটে এসে বলে উঠলেন, 'আরে অ মশাই! ওদিকে কোথায় চলেছেন? ওদিকটায় কাশীপুরের রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার থাকেন। এদিকে আফিসের ভিতর আসুন। কিন্তু ঘর-টর এক বেলার জন্যে আমরা ভাড়া দিই না।' ঘুষখোর অফিসারেরা যেমন আলাপের সূচনাতেই বলে থাকেন,—'আমরা মশাই ঘুষ খাই না,' তেমনি সূচনাতেই বোধ হয় তিনি আমাদের শুনিয়ে রাখলেন যে এক বেলার বা এক ঘণ্টার জন্যে তাঁরা এখানে ঘর ভাড়া দেন না। অগত্যা আমরা আফিসের ঘরে এসে দেখলাম যে সেখানে এক পীতবর্ণের চন্দ্রানন ভদ্রলোক বসে আছেন। বেশভূষায় না হলেও হাব-ভাবে তাঁকে রাজাবাহাদুর মনে হয়। উনিই এই হোটেলেতে মালিক ম্যানেজারের করকরে গলার বিপরীত সুন্দর শান্তগলায় তিনি আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'নমস্কার, আসুন!'

আমাদের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে এই প্রফুল্লানন মালিক ভদ্রলোক অপ্রফুল্ল হয়ে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আজ্ঞে! আমার ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে বরং আপনি কথাবার্তা বলুন, আমার আবার আজকেই একটু বাইরে কাজ আছে। তাই একটু তাড়াতাড়ি আমাকে আজ এখান থেকে উঠে পড়তে হচ্ছে।'

এই ভদ্রলোকের কথাবার্তা হতে বুঝা যায় যে আজীবন এই হোটেলের ব্যাপারে পুলিশের ঝামেলা পুইয়ে পুইয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এই ব্যাপারে ম্যানেজারকে সামনে এগিয়ে দেওয়াটা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করে থাকেন। আমরা এই উভয় ভদ্রলোকের সাহায্যে প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাশীপুর রাজ-এস্টেটের ম্যানেজারবাবুর দেখা পেলাম। এই রকম পুলিশের ঝামেলা মুলাকাৎ করতে ইনিও বোধ হয় অভ্যস্ত ছিলেন। তাই পুলিশের আগমন-সম্পর্কিত সম্ভাব্য-বিষয়গুলি আদ্যোপান্ত চিন্তা করে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কথাবার্তা কওয়ার একটা রীতিনীতি সম্বন্ধে একটা ছক মনে মনে তৈরি করে বেশ প্রস্তুত হয়ে তিনি

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে তিনি সেইদিনকার তদারকরত মোচওয়ালা ভদ্রলোক ছাড়া অন্য আর কেউই নন।

'আরে মশাই! আপনারা কি কাশীপুরের পুলিশের তরফ থেকে কোনও তদন্ত এখানে করতে এসেছেন?' এই মোচওয়ালা স্থূলকায় ভদ্রলোক আমাদের অভিবাদন করে বললেন, 'কিন্তু ওখানকার ক্রিমিন্যাল মামলা কটা আমরা হাইকোর্টে এনে ও'গুলোর স্টে-অর্ডার করিয়ে নিয়েছি। মহামান্য হাইকোর্ট তো তাঁদের শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য কোনও নূতন মামলার খবর তো কাশীপুর থেকে আমি পাইনি। যদি ইতিমধ্যে সেখানে কোনও ঘটনা ঘটেও থাকে আমরা তার জন্যে দায়ী হতে পারি না। আমাদের জমিদারবাবু এখন দিল্লীতে আছেন। রানীমা আছেন এখন কোলকাতায়, আর এখন আমি আছি এখানে। আমাদের এস্টেটের ছোটতরফের বাবুরা এমনি মিথ্যা মামলা প্রায়ই করে থাকেন। তা এবারে কি ব্যাপার আবার ওখানে হলো বলুন। আমাদের বিরোধীপক্ষীয় ছোটতরফের পুত্র ডাঃ সুরজিৎ এই শহরে নামকরা একজন চোখের ডাক্তার। উনিই এখানে ওনাদের যাবতীয় মামলার তদ্বির করে থাকেন। তিনি যদি আমাদের কলকাতায় আসার জন্যে তযথা ভয় পেয়ে আপনাদের নিকট কোনও মিথ্যে নালিশ জানিয়ে থাকেন তো সেকথা স্বতন্ত্র।'

'আজ্ঞে না, কাশীপুরের কোনও ঘটনা সম্বন্ধে আমরা এখানে তদারকে আসি নি', আমি গম্ভীর হয়ে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বললাম, 'এখানকারই এক ঘটনা সম্বন্ধে আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি। সেই সম্পর্কে আপনার একটা বিবৃতি আমরা লিপিবদ্ধ করতে চাই।'

এই দেওয়ানজী ভদ্রলোকের কথাবার্তা হতে বোঝা যায় যে, তাঁদের কাশীপুরের জমিদারীতে তাঁরা একটা ঘটনা ঘটানোর পূর্বে এই কলকাতা শহরে 'অ্যালিবাই' প্রমাণ করবার জন্যে সম্প্রতি সরে এসেছেন। তবে আমাদের এও দেখতে হবে যে তাঁদের জমিদারীর ছোট তরফের কলকাতার প্রতিনিধি এই বিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক অমুকব্যবুর দলের সঙ্গে কলকাতায় এঁদের কোনও নূতন করে আকচা-আকচি শুরু হয়েছে কিনা? এই ভদ্রলোকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এই ভদ্রলোকের এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

'আজ্ঞে, আমার নাম অমুকচন্দ্র শীল। আমি কাশীপুর এস্টেটের বড় তরফের দেওয়ানজী। সম্প্রতি হাইকোর্টের মামলা তদারকের জন্য আমরা সদলবলে কলকাতায় এসেছি। এই সঙ্গে আমাদের রানীমাও আমাদের সঙ্গে এখানে এসেছেন। তিনি তাঁদের কলকাতার রাজবাড়িতে উঠেছেন। আমি অবশ্য পূর্ব হতেই নিউ তাজমহলের

একতলার কয়টা ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। কিন্তু এখানেও এসে আমাদের শান্তি নেই। কলকাতার বিখ্যাত চক্ষুবিশারদ কুমার স্বরজিৎ রায় এখানে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। কলকাতায় এঁদের দু'দুটো বড়ো বস্তি আছে। যত চোর-গুণ্ডারা সেখানে বসবাস করে। ক'দিন ধরে আমাদের কলকাতার রাজবাড়ির আশেপাশে বহু সন্দেহমান লোকও ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদেরও এখানে বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে কয়টা বস্তি আছে বটে। সেখানে কুলটা নারীরা বাস করলেও কোনও চোর-গুণ্ডা বাস করে না। এখন দেখছি নিজেরা অপরাধ করে নিজেরাই আপনাদের কাছে এসে নালিশ জানিয়ে গিয়েছে। এই সব একটা সাবেকী জমিদারী চাল ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। উনিই বোধ হয় লোকজন পাঠিয়ে আমাদের কাউকে খুন-জখম করার তালে ছিলেন। এখন আবার উনিই সাধু সেজে আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছেন।'

আমি এই দেওয়ানজী ভদ্রলোকের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে করতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলাম। এ যে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে চায়। তাও একটা-আধটা সাপ নয়, একের-পর-এক ছোট-বড় বহু সাপ। এদের মধ্যে কোন্‌টা নির্বিষ আর কোন্‌টাই বা বিষাক্ত তা আমাদের কে বলে দেবে? আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর কাছ হতে জেনে নিলাম কিন্তু এতে আমাদের সমস্যা না কমে আরও বেড়ে গেল। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এই হোটেলের নিচে দেখলাম একখানা BLC 44 (C) নম্বরের ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ট্যাক্সিটা আপনার নিজের না আপনাদের এস্টেটের? আর একটি বিষয়েও আপনাকে সঠিকভাবে উত্তর দিতে হবে। আপনাদের এখানকার রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়ির পিছন দিকে একটা হলদে রঙের বাড়ি আছে। ঐ বাড়িটার একতলা ও দ্বিতলের ফ্ল্যাট সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন?

উঃ—আজ্ঞে! ঐ বাড়ির একতলায় আমদের রানীমার এক সহপাঠিনী একাকী বাস করেন। আমাদের রাজবাড়ি মেরামত হবার সময় আমরাই ওখানকার দ্বিতলের ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিই। কিন্তু রাজবাড়ি তাড়াতাড়ি মেরামত হয়ে যাওয়ায় ওটা আর আমাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। এদিকে ওটা ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেবো করেও—এখনও পর্যন্ত ওটা আমরা ছেড়ে দিতে পারি নি। এই BLC 44 (C) নম্বরের ট্যাক্সিখানা আমাদের এস্টেটের সম্পত্তি। রাজবাড়ির কেউ কলকাতায় না এলে ওটা এমনি ভাড়া খাটে। এই ট্যাক্সি ছাড়া আমাদের এখানে

আরও একটি ট্যাক্সি ও দুটো পাবলিক লরি আছে। এই গাড়িগুলো আমাদের বেনেপুকুরের নমীব বাগানের বস্তিতে একটা গ্যারেজে থাকে। আমাদের কলকাতার কর্মচারী হারু গোঁসাই এখানকার সমুদয় সম্পত্তির দেখাশুনা করে। কলকাতায় থাকবার সময় আমি এর একটা ট্যাক্সি ব্যবহার করি।

প্রঃ—এ ট্যাক্সি যে মধ্যে মধ্যে আপনি ব্যবহার করেন তার পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। কিন্তু আপনার মনিবানীর সহপাঠিনী প্রমীলা দেবীকেও তো ওটা আমরা ব্যবহার করতে দেখেছি। যাক্ ওসব আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারের বিষয় আমরা জানতে চাই না। এখন এই গত কয়দিন যাবৎ আপনার মনিবানীর ঐ বান্ধবীর বাড়ির সামনে বারে বারে যে কয়টা ঘটনা ঘটে গেলো তার সম্বন্ধে আপনি কারও কাছে কিছু কি শুনেছেন?

উঃ—এ্যাঁ! সেখানে আবার কোনও ঘটনা ঘটেছে নাকি? এ্যাঁ—তা কবে কবে? কি ঘটলো সেখানে? এ নির্ঘাত তাহলে ঐ ছোট তরফের ঐ ডাক্তার সাহেবের কাণ্ড। গতবার কর্পোরেশনের ভোটের সময় থেকে তিনি এমনি বহু ভদ্র গুণ্ডাদের পুষে আসছেন। এ ছাড়া তেনাদের নোংরা বস্তিগুলোর পেশাদারী গুণ্ডারা তো আছেই। আমাদের মনিবানীর ঐ নিরীহ বান্ধবীর ওপর ওনার তাগ ও রাগ দুই-ই আছে। একবার ভদ্রমহিলা কাশীপুরে বেড়াতে গেলে সেখানে তাঁকে তাঁর পাল্কিসুদ্ধ ওনারা লেটেল দিয়ে লুঠ করিয়ে লোপাট করতে চেষ্টা করেছিলেন। সব দিক বিবেচনা করে তা স্যার এখন আপনিই বলুন। দুই শরীকের মধ্যে যখন সদ্ভাব ছিল তখন ওঁরা মেলামেশা না হয় করেছেন। ইংরাজি-পড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে এমনি হয়েই থাকে। আর তাও তো সে অনেক দিনের পুরানো কথা। এখন এই মামলা-মকদ্দমার সময় নিজের বান্ধবীকে ছেড়ে ওনাদের রায়ে উনি রায় দেবেন কেন? এইটে ছিল ওঁর একমাত্র ওনাদের কাছে অপরাধ। ভদ্রমহিলা ভয়ে শেষে রাজবাড়ির পিছনের এই বাড়িটাতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু এখানকার ঠিকানা তো তাঁর জানবার কথা নয়। তাহলে কি ফলো করে এসে ওনাকে তিনি ঘায়েল করেছেন নাকি? কিন্তু এখন তো আর আমি এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে এখুনি একবার আমাদের অ্যাটর্নি বসুরায়ের বাড়ি যেতে হবে। আমি তাহলে এখন চললুম স্যার।

এই দেওয়ানজী ভদ্রলোক বোধ হয় বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আমাদের সামনে এসেছিলেন। তাঁর এই কথা কয়টি তিনি আমাদের শুনিয়ে দিয়ে আর দ্বিরুক্তি না করে আমাদের দিকে বারে বারে তাকাতে তাকাতে এই হোটেল থেকে বার হয়ে গেলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই এই ভদ্রলোককে আমাদের কোনও সৎ লোক

বলে মনে হয় নি। এখন তাঁর সহিত সামনা-সামনি দেখা হওয়ার পর পূর্বের ধারণা আমাদের আরও বদ্ধমূল হয়ে উঠলো।

এই দেওয়ানজী ভদ্রলোকের কথা শুনে আমাদের মনে হয়েছিল, বোধ হয় ইচ্ছে করেই কয়েকটি সত্য কথা অতর্কিতে বললেও বহু সত্য তিনি তাঁর এই বিবৃতিতে গোপন করেও গেলেন। এই রকম এক ঝানু লোকের কাছ হতে সত্য বার করা দুরাশা মাত্র। তবে ভদ্রলোকের মুখের 'ফলো করা' কথাটি আমার পথ-নির্দেশক হলো। আমি ঠিক করলাম যে কাল হতে এই ভদ্রলোককে ও সেই সঙ্গে ওদের কলকাতার কর্মচারী হারু গোঁসাইকে ফলো করার বন্দোবস্ত করলে বোধ হয় অনেক অজানা বিষয় জানা যেতে পারবে। তাই এখনকার মতো এঁকে আর বেশি না ঘাঁটিয়ে এইদিনকার মতো তদন্তে ক্ষান্ত দিয়ে আমরা নিজেদের কোআর্টারে বিশ্রাম করার জন্যে ফিরে আসবো ঠিক করলাম। এই উদ্দেশ্যে আমরা সিঁড়ে দিয়ে কিছুটা দূর নেমেও এসেছিলাম, কিন্তু পথের মধ্যে হঠাৎ একটি জরুরি বিষয় মনে পড়ে যাওয়ায় আবার এই হোটেলের আফিস ঘরে আমাকে ফিরে আসতে হয়।

এই হোটেলের নিরীহ প্রোপ্রাইটার ভদ্রলোক আমাদের চলে যেতে দেখে নিশ্চিন্ত হয় আবার তাঁর নির্দিষ্ট চৌকিটার ওপর চেপে বসেছিলেন। আমাদের ফিরে আসতে দেখে প্রমাদ গুনে তিনি আবার উঠে দাঁড়িয়ে বাম দিকে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তাহলে আমি যাই।' আমিও ত্বরিত গতিতে তাঁর এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে ডান দিকে ঘাড় নেড়ে বললুম, 'আচ্ছা, তাহলে অসুন।'

অহেতুকভাবে কারণে ও অকারণে নার্ভাস হয়ে ওঠবার এঁদের কোনও হেতুই নেই। প্রফুল্লাননবাবুর এই নিউ তাজমহল হোটেলটির সততার দিক হতে এই শহরে যথেষ্ট সুনাম আছে। এখানে ভদ্র পরিবারেরাই সাধারণত বসবাস করে থাকেন। এতো কম লাভে এতো উত্তম আহার ও বাসের ব্যবস্থা করার জন্যে এঁরা সর্বদাই প্রশংসার্হ। সে যাই হোক, এই স্বভাবত নার্ভাস ভদ্রলোকটি বিদায় নেওয়ায় আমাদের অসুবিধের চেয়ে সুবিধাই হলো বেশি। এই নূতন পরিস্থিতিতে আমরা তখুনি থানাতে ফিরলাম না। আমি নির্বিবাদে ও বিনা বাধায় এই হোটেলের ম্যানেজার ছুটিরামবাবুকে ধরে করে পড়লাম।

প্রথম প্রথম তাঁদের বোর্ডোরদের সম্বন্ধে ছুটিরামবাবু কোনও কিছু পুলিশকে বলা ব্যবসায় সংক্রান্ত রীতি ও নীতি-বিরুদ্ধ বলে মনে করেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে চাইলে তিনি আমাকে তাঁর নিজের শয়ন-কক্ষে নিয়ে গিয়ে তাঁর খাটের পাশের একটা চেয়ারে উপবেশন করার জন্যে অনুরোধ

জানালেন। বাক্ চাতুর্য দ্বারা প্রথমে ছুটিরামবাবুর মনোবল ভেঙে দিয়ে তাঁর কাছ হতে কথা বার করবার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমি এই উদ্দেশ্যে প্রথমে ধীর-স্থিরভাবে মনোনিবেশ সহকারে এই ঘরের চতুর্দিক দেখে নিলাম।

এই ভদ্রলোকের শয়ন-কক্ষের শয্যা-যুক্ত খাটের নিচে এক জোড়া রবারের নূতন শ্লিপার দেখা যায়। এই জুতা-জোড়ার বহির্দেশ পরিলক্ষ্য করে আমি সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারি যে, এই জুতা-জোড়া মাত্র এক মাসের মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। এমন কি, এই জুতা-জোড়ার মুখের দিকটায় বাটা কোম্পানির মোহরাঙ্কিত গোলাকার টিকিটদ্বয় তখনও লাগানো রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি দেখলাম যে, এই জুতা দুটোর মুখ ঐ টিকিটদ্বয় সহ একটু যেন আগুনে ঝলসানো। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে হয়তো এই জুতা দুটো বর্ষার জলে ভিজে যাওয়ায় ওগুলো রৌদ্রের অভাবে শুখাবার জন্যে আগুনে তাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাহলে বর্ষার জলে জুতা-জোড়া ভিজে যাওয়ায় তার উপরকার কাগজের পরিচয় জ্ঞাপক একটা টিকিট অন্তত উঠে যেত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এর পর হঠাৎ আমার নজরে পড়লো যে খাটের বিছানার উপর ভাঁজকরা একটা কম্বলের নিচে দুটো গরম মোজার কিছু অংশ বার হয়ে রয়েছে। এর পর আসল ব্যাপারটি এখানে যে কি হয়েছিল তা আমার বুঝতে একটুও বাকি থাকে নি।

'আ রে ছুটিরামবাবু! কৈ আপনিও তাহলে বসুন,' এরপর ছুটিরাম তাঁর খাটের উপর চেপে বসলে আমি বললাম, 'আপনি মাস খানেক ধরে তো বেশ সর্দিতে ভুগলেন। তা রাত্রে মোজা প'রে শুয়ে ও দিনে পা'য়ে আগুনের তাত দিয়ে এখন একটু ভালো মনে করেছেন তো? এই সিজ্‌ন চেঞ্জের সময় আপনার একটু সাবধানে থাকাই ভালো। এখন লেপ ব্যবহার না করে কম্বল ব্যবহার করে ভালোই করেছেন।'

আমার এই ভূত ও ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে তাজমহল হোটেলের সুযোগ্য ম্যানেজার ছুটিরামবাবু বেশ-একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন। সত্য সত্যই তিনি মাসখানেক যাবৎ বেয়াড়া গোছের সর্দিতে ভুগছিলেন। এই রোগের প্রারম্ভে ঠিক মাসখানেক পূর্বে তিনি এই রোগের উপশমের জন্য এক জোড়া রবারের শ্লিপার কিনেছিলেন। এর পর এই শ্লিপার পরে একটা টুলে বসে উনুনের আগুনে তাঁর পা দুটো মধ্যে মধ্যে সেঁকে নিয়েছেন। এ ছাড়া জনৈক বন্ধুর পরামর্শে তিনি রাত্রে মোজা পরে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে এত দিনে একটু আরাম বোধ করছেন। আমার এই সব কথায় বোধ হয় তাঁর সন্দেহ হল এই যে, আমাদের কোনও চর বা স্পাই ছদ্মবেশে ঐ হোটেলে ঘর নিয়ে বাস করে গিয়েছে।

'আজ্ঞে আজ্ঞে, এ্যা এ্যা এই। আপনি তো স্যার ঠিক কথাই বলেছেন', ছুটিরামবাবু আমার এই চমকপ্রদ বাণীতে অভিভূত হয়ে আমতা আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে! এই রোগের যা-কিছু প্রতিষেধক ব্যবস্থা তাতো আমি আমার শোবার ঘরে একা দরজা বন্ধ করে করেছিলাম। তাই আমি ভাবছিলাম যে এতো নির্ভুলভাবে আপনি এতো তথ্য প্রায় দৈবজ্ঞের মতো কেমন করে বলে দিতে পারলেন? এতো গোপন কথা জানার পর আপনি তো এও বুঝছেন যে আমরা এই সব সাতে-পাঁচে কোনও দিনই নেই। এখন আমি আর কোনও কথা গোপন না করে আপনি যা জিজ্ঞসা করবেন—তার যথাযথই উত্তর দিয়ে যাবো।'

এই সময় ছুটিরামবাবুর শয়ন-কক্ষের দেওয়ালে সাঁটা একটা কাঠের ব্র্যাকেটের দিকেও আমার নজর পড়ে গেল। সেখানে একটা নামাবলী, মলাট-ভেজা লাল গীতা ও একটা গামছার কোণে বাঁধা বিল্বপত্র রয়েছে। এ'ছাড়া দেওয়ালে টাঙানো একটা কালী মূর্তির নিচে দেওয়ালের ওপর একটা গোল তেলচিটে দাগও দেখা যায়। এই থেকে বুঝতে পারলাম যে এই ভক্ত ভদ্রলোক ওখানে সকাল-সন্ধ্যায় মাথা ঠুকেঠুকে ঐ দাগটি সৃষ্টি করেছেন। এই থেকে আমার বুঝতে বাকি থাকেনি যে কলকাতার এক নামকরা হোটেলের ম্যানেজার হলেও সম্প্রতি এঁর মধ্যে বেশ একটু ধর্মভাবের উদ্রেক হয়েছে। এই থেকে অবশ্য আমি অন্তত এইটুকু বুঝেছিলাম যে এই ধর্মসম্পর্কীয় ক্রিয়া-কাণ্ডে বিশ্বাসী এই ভদ্রলোকের অতি প্রত্যূষে উঠার অভ্যাস আছে। এইটুকু বোঝা মাত্র আমি এই তদন্তের ব্যাপারে এর সুযোগ গ্রহণে এতটুকুও আর ইতস্তত করি নি।

'আ রে, ছুটিরামবাবু! আপনি তো একজন স্বধর্মে বিশ্বাসী সাধু লোক। আমি জানি যে আপনি প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে স্নান-পূজা সেরে সকাল সাতটার আগেই আপনার হোটেলের আফিসে এসে বসেন', আমি স্থিরভাবে ছুটিরামবাবুর দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললাম, 'এখন আপনাদের হোটেলের এই একমাত্র টেলিফোনটি তো আপনাদের এই আফিস ঘরেই ন্যস্ত আছে। এখন মনে করে আমাকে বলুন, এই কয়দিন আগে সকাল ছয়টা বা সাতটা আন্দাজ সময়ে নারী-কণ্ঠে কোনও একজন এই টেলিফোনে আপনাদের ঐ গোঁফওয়ালা বোর্ডার মহাশয়কে ডেকে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন কি'না? ঐ সময় বরাবরের কোনও এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দিনের তারিখ ও বার সম্বন্ধেও বোধ হয় আপনি একটু চেষ্টা করলে আমাদের অবহিত করে দিতে পারবেন।'

'আজ্ঞে আজ্ঞে, হাঁ ঠিক ঠিক। আপনি তো তা'হলে ঠিক কথাই বলেছেন,' ছুটিরামবাবু এইবার অধিকতর রূপ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'এই কয়দিন

আগে আমি পূজা স্নান সেরে আমাদের আপিসে এসে বসেছি। এমন সময় কোনও এক ভদ্রমহিলা ভীত-ত্রস্ত অথচ সুললিত নারীকণ্ঠে আমাকে তাড়াতাড়ি কাশীপুর এস্টেটের ঐ ম্যানেজার ভদ্রলোককে এই হোটেলে টেলিফোনে ডেকে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। আমি ঐ দেওয়ানজী ভদ্রলোককে ডেকে দিলে তিনি অনেকক্ষণ রিসিভার কানে দিয়ে ওদিককার সব কথা শুনলেন। এরপর তিনি প্রত্যুত্তরে ঠোঁট বেঁকিয়ে ওপারের সেই ললিতকণ্ঠী ভদ্রমহিলাকে গম্ভীর-ভাবে জানালেন—'আচ্ছা। এখুনি আমি ঐ দুশ্চরিত্র লোকটার জন্যে দাওয়াই ব্যবস্থা করছি। ওকে ওখানে এক ঘণ্টা পরে ফিরে আসতে বলেছেন তো।' এর পর তিনি গট্ গট্ করে তাঁর নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে জামা-কাপড় পরে বোধ হয় ওঁর সেই ট্যাক্সি করেই কোথায় বেরিয়ে গেলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, এই ঘটনাটি আমার এই ঘরে এসে বসা মাত্র অর্থাৎ প্রায় সাড়ে-ছয়টার সময় ঘটেছিল। আমার এ'ও মনে আছে যে, এই দিন বার ছিল শুক্রবার। এর কারণ ঐ দিনই দু'ঘণ্টা পরে হোটেলের প্রোপ্রাইটায় প্রফুল্লাননবাবু এসে সিঁড়ির কাছে ময়লা জমানোর জন্যে একটা চাকরকে বরখাস্ত করে গিয়েছিলেন। এখন একটা ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে ঐ দিনের বারটা মিলালেই এখুনি ঘটনার তারিখটাও আমি বলে দিতে পারবো।'

আমি এইবার কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝতে পারি যে, আমাদের ঐ সাংঘাতিক ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবীই ঐ দিন এঁকে অতি সকালে ফোন করেছিলেন। ছুটিরামবাবুর ঐ বিবৃতি থেকে যতদূর জানা গেল তাতে এ-ও বোঝা যায় যে সেই দিনকার সেই ভদ্রলোককে তাড়াবার বা শায়েস্তা করবার জন্যে প্রমীলা দেবী এই কাশীপুরের রাজ-এস্টেটের এই ম্যানেজারের শরণাপন্না হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত এই গোঁফওয়ালা ম্যানেজারবাবু এই বারতা শোনা মাত্র বেরিয়ে গিয়ে ওঁর ওখানে কয়েকজন গুণ্ডা শ্রেণীর লোক পাঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। কিন্তু সেইদিনকার ঐ ভদ্রলোক যে কোনও কারণেই হোক ঐ নির্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে আর ফিরে আসেন নি। তাঁর বদলে দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে পড়ে গুণ্ডাদের দ্বারা প্রহৃত হই। এখন এও বোঝা গেল যে এই গুণ্ডারা কাশীপুরের রাজবাড়ির প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়েই ওপারের বড় রাস্তায় এসে পড়ে, তাই আমরা তাদের ঐ সময় কোনও হদিস পাই নি। অবশ্য এই সব বিষয় আমার একান্তরূপে অনুমান মাত্র। তবে এই অনুমান আপাতত সত্যরূপেই আমার কাছে প্রতীত হয়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, প্রমীলা দেবীর হুকুম কাশীপুরের রাজ-এস্টেটের এই ম্যানেজারই বা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন কেন? খুব সম্ভবত প্রমীলা দেবীর

বান্ধবী কাশীপুরের জমিদার-গিন্নীরও তাহলে এই সব বিষয়ে সম্মতি আছে। তিনিও কি তাহলে এদের এই সব ষড়যন্ত্রে তাঁর স্বামীর গোচরে বা আগোচরে লিপ্ত।

তাজমহল হোটেলের নিষ্ঠাবান ম্যানেজার ছুটিরামবাবুর কাছ হতে যেটুকু জানবার তা আমাদের জানা গিয়েছে। এক্ষণে আর এখানে অনর্থক বিলম্ব না করাই ভালো। এদিকে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তাই এইবার সোজা থানার কোআর্টারে ফেরবার জন্য আমরা প্রস্তুত হলাম।

এইদিন অতি প্রত্যুষে আফিসে নেমে সহকারী কনকবাবুকে ডেকে পাঠালাম। গত রাত্রে সারাক্ষণ এই সব চিন্তায় মগ্ন হয়ে আমি একটুখানির জন্যও ঘুমাতে পারি নি। তদন্তের সম্ভাব্য পন্থাগুলো একে একে আমার মনে এসেছে। কিন্তু প্রত্যেকটিই অমীমাংসিত থেকেই মনের নিম্নতলে নেমে তলিয়ে গিয়েছে। এখন নিচের আফিসে নেমেও এইসব চিন্তা হতে আমার রেহাই নেই। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আজকে কোন্ পথে তাহলে এই মামলার তদন্ত চালাবো। হঠাৎ এই সময় সহকারী কনকবাবুও চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিচে নেমে এলেন।

'আজকে, স্যার,' অবসাদক্লান্ত দেহে কনকবাবু সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, 'ঐ ভদ্রমহিলার ক্লাইভ স্ট্রিটের আফিসে গিয়ে তদন্ত করা যাক। ওখান থেকে এই মামলা সম্পর্কে অনেক নতুন খবর পাওয়া যেতে পারে। এখনো পর্যন্ত ঐ আহত যুবকের পিতা-মাতা বা আত্মীয়দের খোঁজ না করার জন্যে আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। আমি তো এই মামলাটাকে মার্ডার কেসের সামিল ব'লে মনে করি। আমার বিবেচনায় চোখ যাওয়া আর মরে যাওয়া—ও দুই-ই হচ্ছে একই কথা।'

'হুঁ হুঁ। তাই বোধ হয় ভালো হবে,' একটু চিন্তা করে আমি প্রত্যুত্তরে কনকবাবুকে বললাম, 'এ ক-দিন এই ভদ্রমহিলা তাঁর আফিসে যাচ্ছেন না। এই সুযোগে ওখানকার তদন্তটা আমাদের পক্ষে সেরে ফেলাই ভালো হবে। ওখান থেকে সোজা আমরা সানকিভাঙা বস্তিতে দেওয়ানজীর বিবৃতিতে উক্ত হারু গোঁসাই-ছাড়া আরও এক জায়গায় আমাদের গোপনে তদন্ত করার প্রয়োজন আছে। কাশীপুর-জমিদার পরিবারের ছোট তরফের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চক্ষুবিশারদের সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ শোনা গেল। এই লোকটার নামডাক এই শহরে যে খুব ভালো তা নয়।

আমাদের ঐ রহস্যময়ী ভদ্রমহিলা একই সঙ্গে দুই পক্ষের মন গোপনে জুগিয়ে চলেছেন না তো ? একদিকে এই ভয়ঙ্কর লোকটা চোখের ডাক্তার। ওদিকে এই মামলার নায়কটিরও চোখটাই গেলো। উঁহু, বোঝা যাচ্ছে না ছাই কিছু। এই ডাক্তারটি ও তাঁর দলবল হয় এই ভদ্রমহিলার পক্ষে, নয় ব্যক্তিগত কারণে তাঁর বিপক্ষে কাজ করেন নি তো। যে সব ডাক্তার এই আহত যুবকটির চিকিৎসা করেছেন তাঁদের এই চক্ষু-বিশারদটির সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার মনে হয়।'

প্রত্যুষে নিচে নেমে পর্যন্ত আমরা ভাবছিলাম যে, এই দিন এই মামলার তদন্তের জন্য কোন্ কোন্ দিকে গিয়ে কাকে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। আমার অন্যান্য সহকারী অফিসাররাও ইতিমধ্যে আফিসে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সকলে মিলে এই দিনকার তদন্ত সম্পর্কীয় একটা ছক তৈরি করে নেবো ভাবছি। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে এই তদন্তের ব্যাপারে একটা বিরাট ফাঁকের কথা মনে পড়ে গেল। এই বিরাট গহ্বরটি যেন সমস্ত পুলিশী তদন্তটিকেই গিলে খেতে চায়। এই অতি-প্রয়োজনীয় কাজ এখনও সেরে নিতে না পারার জন্য আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

'ওহে কনক! একটা মস্তবড়ো ভুল যে রয়ে গেলো'—আমি একটু চিন্তিত হয়ে উঠে সহকারী কনকবাবুকে বললাম, 'এখনো শ্রীমতীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিতে তো তদন্ত হলো না। ওখানকার তদন্তটা সবার আগে সেরে ফেলা উচিত হবে। প্রথমে শ্রীমতীকে নিয়ে সেখানে আমরা তদন্তে যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি তো এখন তাঁর ছোট্ট বন্ধুটির সেবাতে দারুণভাবে নিমগ্ন। এখন তিনি তাঁর গৃহরূপ বৃন্দাবন হতে "পাদমেকম্ ন গচ্ছামি" বলেই তো মনে হয়। তাহলে ওঁকে না বলেই ওঁর সেই আফিসে গিয়ে হানা দেওয়া যাক্।'

'আমিও স্যার, ঠিক এইটেই এতক্ষণ চিন্তা করেছি। আপনাকে আমি তা জানাবো বলে ভাবছিলাম', আমার প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিয়ে সহকারী কনকবাবু বললেন, 'আপনি অন্য আলোচনা করছিলেন বলে আপনাকে এটা বলিনি। এই দুর্ঘটনাটির পর আজ তিনটি দিন অতিবাহিত হলো। বড়ো সাহেব ডাইরি পড়ে এই তদন্তটা এখনও না করার জন্যে একটা খোঁচা দিতেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওঁর নজরটা এই বিষয় এড়িয়ে গিয়েছে। সম্ভবত ওঁর ধারণা যে ইতিমধ্যে ওঁদের ঐ আফিসের তদন্তটা আমাদের সারা হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় শ্রীমতীকে না জানিয়েই তাঁর আফিস মহলে তদন্তটা সেরে ফেলা উচিত হবে। আজই চলুন, স্যার—'

আমি সহকারীর সহযোগে এই মামলার ডাইরিটি আর একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে নিলাম। এই মামলার ডাইরিটিতে আমাদের বিভাগীয় বড়ো

সাহেবের একটা পুরা প্যারা-ব্যাপী মন্তব্য লেখা ছিল। আশ্চর্য যে, ডাইরির পাতার মার্জিনে লেখা এতবড়ো মন্তব্যটি পূর্বে আমাদের নজরে পড়েনি। বড়ো সাহেবের এই বিশেষ মন্তব্যটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'তোমার ডাইরিতে লেখা ঘটনাগুলি বেশ ইন্‌টারেস্টিং হয়ে উঠছে হে! সেটা সত্যই কোনও এটা মামলার ডাইরি বা উপন্যাস তা বোঝা দুষ্কর। এটা পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য রেকর্ডেড্‌ মামলা হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমাদের এতদিন ঐ আহত যুবকের পিতার কাশীস্থ ঠিকানায় তদন্ত করা উচিত ছিল। আমি হুকুম দিচ্ছি যে, কালই একজন অফিসার এই ব্যাপারে কাশীতে যেন রওনা হয়ে যায়।'

আমি এই মন্তব্যটি পড়ার পর সহকারীর দিকে ওটা ঠেলে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আরও ভুল বড়ো সাহেব এই তদন্তের ব্যাপারে ধরতে পারেন নি। তবে এক সঙ্গে এতোগুলো তদন্ত সেরে নেওয়া এক কঠিন কাজ। ওনাদের কাশীর ঠিকানা জানতে গেলে শ্রীমতী অমুকীদের ক্লাইভ স্ট্রিটের হেড আফিস থেকে তা জানা যেতে পারে। তাই দশটা বাজার সঙ্গে আমরা দুজনে ক্লাইভ স্ট্রিটের আফিস কোআর্টারের দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

মহানগরীর শহরতলী হতে ক্লাইভ স্ট্রিটের আফিস অঞ্চলে যেতে আমাদের খুব বেশি দেরি হয়নি। প্রকাণ্ড একটি অট্টালিকার ত্রিতলের কয়টি কামরা জুড়ে শ্রীমতীদের আফিস। শ্রীমতীর নিজস্ব ঘরটির দরজার বাহিরে একটা টুলের উপর জনৈক বেহারা যথারীতি ঝিমোয়। কিন্তু তাঁর এই প্রশস্ত আফিস-কক্ষটির দুয়ার তালাবন্ধ দেখা যায়। অবশ্য তাঁর ঐ কক্ষ সম্পর্কে এইটিই আমরা আশা করেছিলাম। শ্রীমতীর ঘরের ডান পাশের ঘর দুটিতে দু'জন প্রৌঢ় পুরুষ ডিরেক্টার কাজ করছেন। কিন্তু এঁদের পক্ষে শ্রীমতীর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটির বিষয় না জানারই সম্ভাবনা বেশি। শ্রীমতীর ঘরের বাম দিকেও একটি ছোট ঘর আছে। সেইটিরও দুয়ার এই সময় তালা বন্ধ দেখা গেল। অনুমানে বুঝলাম যে এই ঘরটিতে এঁদের কাশীবাসী পার্টনারের একমাত্র পুত্র ঐ আহত যুবকটি বসে শিক্ষানবীশরূপে কাজ-কর্ম করতেন। প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম যে এই ফার্মের পুরুষ ডিরেক্টারদের জিজ্ঞাসাবাদ করবো। কিন্তু তাঁদের এই ফার্মের এই অন্যতম অংশীদারের জবরদস্ত কন্যাকে তাঁরা অপছন্দ করলেও তাঁর বিরুদ্ধে তখুনি কিছু তাঁরা বলবেন ব'লে তো মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে এই আফিসের কর্মচারীদের মধ্যে আমাদের কোনও জানাশোনা ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লে এর একটা সুরাহা হতে পারে। দীর্ঘদিন পুলিশে কাজ করে বিভিন্ন স্থানে ঘোরা-ফেরা করায় স্বভাবতই আমাদের সঙ্গে বহু ব্যক্তির আলাপ হয়ে পড়েছে। আমাদের আলাপী লোকেদের একত্রিত করলে অন্তত তারা

এক ডিভিশন সৈন্যের সম-সংখ্যক হয়। নানান কার্য-ব্যপদেশে প্রতি মিনিটে গড়ে অন্তত তিনজন লোকের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হয়েছে। আজ বিশ বৎসর চাকুরির পর এদের সংখ্যা অবর্ণনীয় হওয়ার কথা। তাই সারা আফিসে উদ্দেশ্যবিহীন-ভাবে ঘোরা-ফেরা করতে করতে আমরা প্রতিমুহূর্তেই একজন আলাপী লোকের দর্শন আশা করছিলাম। ডান পাশে, রেলিং-এর ওপাশে কার্যরত টাইপিস্ট ও কেরানীদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। এমন সময় একটা কাঠের পর্দা-ঘেরা ঘর থেকে এই আফিসের এক হেড্ক্লার্ক অবিনাশবাবু ফাইল হাতে বার হয়ে এলেন। সৌভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গে আমাদের পূর্ব-পরিচয় ছিল। বছর কয়েক আগে তাঁর পাড়ার এক উৎপাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে আমরা তাঁর যথেষ্ট উপকার করেছিলাম।

'আ রে! আপনি এখানে কি মনে করে, স্যার? আসুন আসুন, আমার ঘরে আসুন' ভদ্রলোক আমাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে আমাদের সমাদরে তাঁর ঘরে এনে চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'এখন আপনি কোন্ থানায় বহাল আছেন? ওঃ! কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। তা এখানে আবার কার সর্বনাশ করতে এলেন? না না, একটু ঠাট্টা করলাম আর কি! আপনার মতো সজ্জন লোক আরও ক'জন যদি পুলিশে থাকতো! আমি এই দুদিন হলো পদোন্নতির পর হেড-ক্লার্ক হয়ে পর্দানশীন হয়ে পড়েছি। আপনারা স্যার একটু এই পর্দা-ঘেরা ঘরে এসে বসুন। আমি এখুনি বেয়ারাকে চা খাবার আনতে বলে দিচ্ছি। এদিকে আমাদের মেমসাহেব ডিরেক্টার ক'দিন হলো একেবারে নিখোঁজ। তাঁর সঙ্গে আমাদের ছোট তরফের একজন ছোকরা সাহেবও আছেন। এ'সব ব্যাপার জেনে-শুনে আমাদের নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ প্রৌঢ় ডিরেকটারদ্বয় তো রেগে আগুন। এদিকে তাঁদের এই চাপা ক্রোধাগ্নির ঠেলায় নিরীহ আমরা ক'জন হয়ে পড়েছি অস্থির। আমি সাহেবদের এই ফাইলগুলো বুঝিয়ে দিয়ে এখুনি ফিরে আসছি। বসুন আপনারা—'

বাংলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে 'মেঘের দিকে না চাইতেই জল'। এই অফিসের বড়বাবু অবিনাশবাবু আমাদের এখানে বসিয়ে চলে গেলে আমার সর্বপ্রথম এই গ্রাম্য প্রবাদটিরই বিষয় মনে পড়ে যায়। এই সময় আমার মনে অপর একটা চিন্তা উদয় হয়। আমরা বহু লোকের উপকার ও অপকার করি বটে, কিন্তু তা জনতার অনন্ত মিছিলের মধ্যে পড়ে ভুলে যাই। কিন্তু অপর পক্ষ সব সময় যে তা ভুলে যায় তা নয়। আমরা ঠিক করলাম যে এই সুযোগে তাঁর কাছ হতে একটু প্রত্যুপকার আদায় করে নেবো। আরও আমার মনে হলো এই যে, একটি

মুখরোচক বিষয় কাউকে-না-কাউকে বলবার জন্য তিনি যেন উন্মুখ হয়ে রয়েছেন এর একটু পরেই ভদ্রলোক তাঁর আপন আসনে ফিরে এসে গ্যাঁট হয়ে ব'সে আমাদের দিকে মিটিমিটি চাইতে শুরু করলেন। আমরা একথা-ওকথার পরে আসল তথ্য তাঁর কাছে প্রকাশ করলে তিনি প্রথমে সাক্ষাৎভাবে কোনও বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর এই বিবৃতি গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই মামলা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিতে রাজি হলেন। তাঁর এই দীর্ঘ বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটুকু আমি নিচে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় পাঁচ-ছয়টি চা বাগান ও দুইটি লৌহ ফ্যাক্টরি আছে। এই সব বাগান ও ফ্যাক্টরির জন্য পৃথক ম্যানেজার নিযুক্ত থাকে। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে হলে এই ব্যবসার শরীকানা সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা দরকার। এই বিরাট ব্যবসার মালিক চারজন। এঁদের নাম যথাক্রমে—সুধীর ঘোষ, হরেন মাইতি—এঁরা এখন ঐ ওধারের ঘর দু'টিতে বসে কাজকর্ম করছেন। এঁদের তৃতীয় মালিক ছিলেন স্বর্গত হরিসাধন ডট্—দত্ত নয়। এঁরই একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা দেবী বর্তমানে তাঁর পিতার স্থান অধিকার করে রীতিমতো এখানে যাতায়াত করে আমাদের জালিয়ে পুড়িয়ে মারছেন। আমাদের এই ফার্মের চতুর্থ মালিক সাধুচরিত্র ও নির্বিবাদী ভবতোষ রায় এক্ষণে কাশীবাসী। তাঁকে আমরা ঠাট্টা করে এই প্রতিষ্ঠানের স্লিপিং [ঘুমন্ত] পার্টনার বলে থাকি। অথচ শুনেছি তাঁরই যৌবনের অক্লান্ত চেষ্টায় এই ফার্মের যা-কিছু উন্নতি। এই ভবতোষ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র সুশীল রায় কলকাতায় এক হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতেন এবং পিতার তরফ থেকে তাঁর এখানকার পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে এই আফিসে কাজকর্ম বোঝবার চেষ্টা করতেন। আ রে, ব্যবসাবাণিজ্য এবং পড়াশুনা—এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী কার্য কি একসঙ্গে হয়? এর ফলে যা বিপদ হবার তাই হয়ে গেলো আর কি? এই সুবাদে এই তরুণমতি যুবক ঐ বয়স্কা রায়-বাঘিনীর খপ্পরে পড়ে গেলেন। এমন কি মধ্যে ডিরেকটারের মিটিং-এ এঁরা দুই স্বামী-স্ত্রী—থুড়ি এই বন্ধু-বান্ধবী একই সঙ্গে একদিকে যেতে লাগলেন। ওদিকে নীতিবাগীশ প্রৌঢ় ডিরেকটার দু'জন অপরদিকে যেতে লাগলেন। এক্ষণে এই দুই দল ডিরেকটার দুই দল শেয়ার-হোল্ডার নিয়ে বেশ দুটো দল পাকিয়ে বসেছেন। ভাগ্যিস এঁদের বিভাগে বিভাগে সাহেব ম্যানেজার আছে! তা না হলে এই ঘরোয়া বিবাদে এই ব্যবসা কবে লাটে উঠতো। তবে আমাদের এই মহিলা ডিরেকটারটির শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বয়স তো বাড়ছে। এই সব ছেলে-ছোকরাদের এই রকম

মহিলাদের আর কতোদিন ভালো লাগবে, বলুন ! ইদানীং এদের এই প্রেমবন্যায় একটু যেন ভাঁটা পড়ে আসছিল। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমাদের এই ছোকরা ডিরেকটার তীর্থবাসী পিতাঠাকুরের পরম বাধ্য হয়ে উঠে কাশী রওনা হয়ে গেলেন। আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেকটারদ্বয় তাঁর পিতাকে গোপনে পত্র লিখে বোধ হয় এই সব বিশ্রী ব্যাপার জানিয়ে থাকবেন। তাই এই যুবক ডিরেকটার সুশীল রায় পিতার প্রতিভূ হলেও গত মাস-ছয় আর কলকাতামুখোই হতে পারেন নি। কিন্তু হঠাৎ মাত্র দিন-দশ হলো এই সুশীলবাবু সুশীল ছেলের মতো কলকাতায় চলে এলেন। আমাদের এই মহিলা ডিরেকটার তাঁকে হাওড়া স্টেশনে স্বচালিত মোটর-যোগে গিয়ে রিসিভ করে কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে যথারীতি পৌঁছিয়ে দিয়ে এলেন। এরপর আমাদের সুশীলবাবু কয়দিন মাত্র আমাদের এই অফিসে—এই থুড়ি, তেনাদের এই অফিসে আসছেন না। শ্রীমতী অমুক হুজুরানী লিখে পাঠিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত কারণে তিনি অন্ততঃ দিন-পনেরো তাঁদের এই আফিসে আসতে পারবেন না। এই সঙ্গে তিনি এ'ও লিখেছেন যে, সুশালবাবু পুরী রওনা হয়ে গিয়েছেন। শুনেছি ইংরাজিতে 'হনিমুন' ব'লে একটা শব্দ আছে। তবে এদেশে এটা অচল বলে একটু দৃষ্টি-কটু ঠেকে। তা ছাড়া বয়সেরও একটা তারতম্য তো আছে। কনে অবশ্য এদেশে হাঁটুর বয়েসীও হয়ে থাকে। কিন্তু বিয়ের বর এখানে এতো ছোট হলে চলবে কেন ? তা'হলে তো একেবারে উল্টো-পুরাণের কাল এসে গেল। এতদিন এদেশে বিলেতের লোকগুলোই শুধু আসতো। এখন দেখছি বিলেত দেশটাই আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। এই দুধের বাচ্ছা ছেলেটাকে এই রক্ত-লোলুপ বাঘিনীর খপ্পর থেকে কি কেউ রক্ষা করতে পারে না ? তা এসব ব্যাপারে ওঁর আমরা যা কিছু নিন্দাই করি না কেন, ভদ্রমহিলা যে একজন জবরদস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটার তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।'

ভদ্রলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটি অনুধাবন করে আমরা অপর এক বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলুম। এতো বড়ো সম্পদশালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এই দলাদলি আরও একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে তুলে দিলে। একদল প্রভাবশালী ধনী লোকের অনুরূপ অপর একদল লোকের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণতা এই মামলা সম্পর্কিত অঘটনের জন্যে দায়ী নয় তো। কিন্তু তা'হলে তো তারা এই যুবকটিকে আক্রমণ না করে তার এই সর্বনাশের জন্য দায়ী ঐ মহিলাটিকেই আক্রমণ করতো।

এমনি আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমি ভাবলাম যে, আরও কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ না করে এই সম্বন্ধে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত হবে। এইজন্য আমি আমাদের এই বন্ধুস্থানীয় সাক্ষীকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন

করতে বাধ্য হলাম। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরগুলির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আপনাকে দাদা, আরও একটা প্রশ্ন আমরা করবো। এখানে আপনাকে আপনার ধ্যানধারণা মতো একটা ব্যক্তিগত মতামতও জানাতে হবে। আপনি বললেন যে, শ্রীমতী অমুক থাকেন এই শহরের শহরতলীর একটা সাধারণ ফ্ল্যাটে। কিন্তু ওঁর ঐ যুবক প্রেমাস্পদকে তুলে দিলেন শহরের এক হোটেলে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, মহিলাটি এতো বিত্তশালিনী হয়েও শহরতলীর ফ্ল্যাটেই বা থাকেন কেন? যদি তাই তিনি শহরতলীর কোনও এক নিরালা ফ্ল্যাটেতে রইলেন, তাহলে এই যুবকটিকেই বা সেইখানেই তিনি রাখলেন না কেন? এখন আপনি কি জোর করে বলতে পারেন যে, ঐ যুবকটি সত্যই তিন দিন আগে পুরী শহরে গিয়েছে? কিন্তু আপনি আমার কাছে জেনে রাখুন যে, পুরী শহরে তারা আদপেই যায় নি।

উঃ—আরে মশাই! এই সম্বন্ধে আগে আমার সহকারীদের সঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছি। এখন এই হেড-ক্লার্কের পদে উন্নীত হওয়ার পর ওদের সঙ্গে মেলামেশার সুবিধে কম। তাই এই সব ব্যাপারে রাত্রে গিন্নীর সঙ্গে আলাপ করে থাকি। ওঁরা মেয়ে হওয়ায় একটু শুনেই মেয়েদের মনের কথা বলে দিতে পারেন। আমার স্ত্রীর মতে শ্রীমতী অমুকা বিয়ের আগে যুবকটিকে নিজের কাছে রাখতে চান না। এর কারণ, ওঁর যে বয়স বাড়ছে তা আর কেউ না হোক উনি নিজে তো বুঝছেন। এখন এই 'মেক্-আপে'র যুগে দূরে থেকে খুকীর মহড়া দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু স্নানের পর ওঁর এই বয়স দেখে যদি ঐ যুবক হবু-বরটির মোহ কেটে যায়? এই জন্যই ভদ্রমহিলা ওঁকে দিনের আলোয় নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চান না। আমার গিন্নীর মতে এই একই কারণে শ্রীমতী অমুকা বহুদূরে শহরতলীতে বাড়ি ভাঁড়া নিয়েছেন। তবে আমার মতে আফিসের অন্য ডিরেক্টারদের নজর এড়িয়ে ক্ষণিকের সুখ ভোগের জন্যই বোধ হয় তিনি অতদূরে বাসস্থান বেছে নিয়েছেন। এদিকে বড় বাড়ি না পেয়ে বাধ্য হয়ে তিনি শহরতলীতে ঐ একতলার ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়ে থাকবেন। এই ব্যাপারে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা ওয়াকিবহাল লোকেরা বলতে পারে।

প্রঃ—হুঁ! এখন তাহলে বুঝলাম সব। আপনি তাহলে এদের সম্বন্ধে একটু-আধটু গবেষণা করে রেখেছেন। কিন্তু আমাকে কি আপনি বলতে পারেন যে, আপনাদের এই যুবক মনিবটির ইতিমধ্যে অন্য কোনও অল্পবয়স্কা মেয়ের দিকে নজর পড়েছিল কি'না? তা'ছাড়া ওর বাবা ওকে বেনারসে এনে ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন কি?

উঃ—এই তো মশাই আপনি আমাকে মুশকিলে ফেললেন। এই জন্তেই লোকে বলে যে পুলিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে লাভ নেই। এখন দেখবেন মশাই, এতো কথা যেন কাক-পক্ষীতেও জানতে না পারে। তা'হলে এখন সকল কথা আপনাকে খুলেই বলতে হলো। এই ছেলেটির সাধারণ স্বভাব-চরিত্র মশাই খুব ভালো। অন্ত কোনও কচি মেয়েকে উনি জানেন না, চেনেন না ব'লেই এখনও উনি আমাদের এই শ্রীমতীর প্রতি অনুরক্ত আছেন। উনি আজকালকার এক বখাটে ছেলে হলে তুলনা করে, যাচাই করে সহধর্মিণী বেছে নিতে পারতেন। কিন্তু ওঁর ও সব সাংসারিক অভিজ্ঞতা যে একেবারেই নেই মশাই! এই জন্তেই তো এই সুন্দর ভালো মানুষটির এমন সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। কিন্তু ছেলেটির অন্য কারুর উপর নজর না থাকলেও আমাদের শ্রীমতীর সর্বদাই ভয় যে, এই বুঝি তাঁকে হারিয়ে ফেললেন। ওঁর জেদের কারণে এই আফিসে কোনও মেয়ে টাইপিস্টের পর্যন্ত ঢুকবার উপায় নেই। প্রথমে আমরা মনে করতাম যে, উনি মেয়ে ব'লেই মেয়ে দেখতে পারেন না। কিন্তু পরে আমার গিন্নীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম যে, আসলে ওদের ব্যাপারটাই হচ্ছে অন্য। তবে হাঁ! এ ঠিক, ওঁর পিতা কাশী শহরে তাঁর এই পুত্রের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন শুনেছি। এইরূপ এক প্রস্তাব সম্পর্কে কাশী শহরের জনৈক মহাধনীর তরফে একজন কলকাতাতে আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদের সঙ্গে একদিন আলাপ করে গিয়েছিলেন। তবে ওঁদের এই আলোচনা কতদূর গিয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। আমাদের শ্রীমতী অমুকার এতো বড় সর্বনাশ করার সুযোগ তাঁরা যে সহজে ছাড়বেন তা তো মনে হয় না। এই বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা একটু-আধটু চেষ্টা-চরিত্র করেছিলেন বৈ কি! তবে হাঁ, এই দুইজন প্রৌঢ় ধনুর্ধরও খুব সোজা মানুষ নয়। এঁরা একই সঙ্গে ব্যবসায়ী ও জমিদারও বটে। এঁরা এঁদের মিল-ফ্যাকটরির শ্রমিকদের শায়েস্তা করবার জন্তে ভেদনীতিটা ভালো করেই ব্যবহার করেন। এই যুবক বেনারসে চলে যাবার আগে এখানেও বিবাহের কারণে ওঁর সঙ্গে জনৈকা শিক্ষিতা যুবতী কন্যার ওঁরা আলাপ করাবার চেষ্টা করেছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সাধু হলেও নিজেদের স্বার্থেই তা তাঁরা করছিলেন। অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ তাঁদের এই বিরোধী মহিলা ডিরেক্টারের সঙ্গে তাঁর একটা চিরবিচ্ছেদ এনে দেওয়া আর কি। আরও শুনেছি যে এঁদের এজেন্টরা ওঁর পিতার জনৈক কাশীবাসী বন্ধুর রূপসী কন্যার সঙ্গে সুশীলবাবুর বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন। এখন আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেকটার সাহেবদের জনৈক বিশ্বাসী এজেন্টের কাছ হতে গোপনে জেনেছি মশাই! আমরা যতদূর শুনেছিলাম তাতে আমাদের এই সুশীল, স্যার, শেষ বেশ কাশীতে জমে গিয়ে এখানকার পাট একেবারে উঠিয়ে

দিচ্ছিলেন আর কি কিন্তু এখন তো আমাদের অবাক করে দিয়ে উনি আবার কলকাতায় ফিরে এই রায়বাঘিনীর—

প্রঃ—এইবার আপনাকে আমি একটা শেষ কথা জিজ্ঞাসা করবো। আপনি এই শ্রীমতী অমুক ও তাঁর এই যুবক বন্ধুটি সম্বন্ধে তো অনেক কিছু বললেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনাদের কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ আছে, না যা কিছু আপনি এখন বললেন তা শুধু শোনা কথা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে বললেন?

উঃ—এই তো মশাই আপনি আবার আমাকে মুশকিলে ফেলে দিলেন। এই সব গোপন তত্ত্ব ও তথ্য অনুমান ছাড়া কি করে জানা সম্ভব বলুন। এতো সাক্ষী-সাবুত রেখে এতে কেউ পা বাড়ায় নাকি? এই হাব-ভাব চোখের ভাষা বুঝে বাকিটা অনুমান করে নিতে হয়। কিন্তু আফিস সুদ্ধ এতোগুলো লোক যা অনুমান করে তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। যাক্ মশাই! এখন এই অন্নদাতাদের নিন্দে করে পাপের-ওপর-পাপ বাড়াতে চাই না। তবে এ কথাও ঠিক যে শোনা কথাগুলোকেও একেবারে মশাই আপনারা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কে আমাদের পিতা, মাতা, দাদা বা পিসিমা—তা কি শোনা কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা মেনে নিই নি? এই পৃথিবীর যা কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভালো ভালো বার্তা তা শোনা কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা জেনেছি ও মেনেছি—তাই।

আমি আমাদের এই অতি-প্রয়োজনীয় সাক্ষীকে বাহিরে অবিশ্বাস করলেও মনে মনে অন্ততঃ তাঁর বুদ্ধিমতী গৃহিণীর বুদ্ধির তারিফ করেছিলাম। একবার এরই মধ্যে একটি অত্যদ্ভুত চিন্তাও আমার মনে উঁকি দিয়েছিল। নিজের বিগতপ্রায় যৌবনটি তাঁর যুবক প্রেমাস্পদের কাছে তুলে দেবার আগে কি শ্রীমতী অমুকা এই যুবকটির অন্ধত্ব কামনা করেছিলেন? এই ভয়ানক চিন্তা আমার মনে আসা মাত্র আমি বার-দুই শিউরে উঠলাম। কিন্তু এই নীল পদ্মের মতো চক্ষু-দুটি প্রেমাস্পদের না থাকলে তাঁর আর রইলই বা কি? অদ্ভুত ও অলীক চিন্তায় আমি নিজের মনেই হেসে উঠলাম। এটা এমন এক অবান্তর চিন্তা যে এ' সম্বন্ধে আমি কারুর সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত করতে পারি না। এরপর আমি নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিয়ে ভাবলাম যে, অযথা একটি সেবাপরায়ণা প্রেমিকার প্রেমের অমর্যাদা করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। তাঁরা আমাদের দেশাচার ও সমাজ এবং তাঁদের অভিভাবকদের প্রতি অন্যায় করলেও নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে অন্যায় করবে না। এ নিশ্চয়ই ঐ যুবকের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত কোনও শত্রু ব্যক্তির একটি অতি গর্হিত কার্য হবে। কিন্তু তার পরক্ষণেই আমার মনে হলো পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এই সম্ভাব্য পথেও একবার অতি সন্তর্পণে আমাদের তদন্ত চালানো উচিত

হবে। কিন্তু এইটিই যদি সত্য হয় তা'হলে শ্রীমতী অমুকা নিশ্চয়ই এই কাজ নিজে সমাধা করেন নি। তা'হলে এই কাজটি তাঁর হয়ে সমাধা করে দিলেই বা কে? অর্থাৎ শ্রীমতী অমুকা যদি সহায়ক আসামী হন তাহলে এই অপরাধের প্রত্যক্ষ আসামী হয়েছিলেন কে? এই অপরাধ সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক সংবাদদাতা অর্থাৎ ঐ মহিলাটির গ্রাম-সম্পর্কিত ভাইটি এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নেই তো! কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তা'হলে সাংঘাতিকভাবে আহত এই যুবকটি কি এই ষড়যন্ত্র বুঝতে পারতো না! আমরা নিজের কানে সেইদিনও তাকে যন্ত্রণাকাতর অবস্থাতে আবেগের স্বরে শ্রীমতী অমুকাকে 'ডলি' নামে সম্বোধন করে ডেকে উঠতে শুনেছি। তাহলে—

'আপনি কি এখন ভাবছিলেন জানি না, স্যার,' আমাকে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন দেখে আমার সহকারী বললেন, 'কিন্তু আমাদের প্রাথমিক সংবাদদাতাটি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলেন কেন? এদের এই প্রেমের বিষয় এই ক'দিনে প্রকট হয়ে ওঠায় কি তিনি মানে মানে সরে পড়লেন? না, এইভাবে তাঁর অন্তর্ধান হ'য়ে যাবার ব্যাপারে তাঁর অন্য এক গূঢ় কারণও আছে? ঐ ভদ্রলোকও এই যুবকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেন নি তো!'

আমরা বিভিন্ন দেহের ও আত্মার মানুষ হয়েও একই সঙ্গে একই মূল ধারায় আমরা উভয়ে চিন্তা করেছি বুঝে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য আমাদের এই চিন্তাধারা কিছুটা দূর একত্রে এসে দুইটি পৃথকভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এই তদন্তের সহিত সম্পর্কশূন্য বাহিরের এক ব্যক্তির সম্মুখে এই সব বিষয় আলোচনা করার সুযোগ নেই। তাই আমরা শুধু পরস্পর পরস্পরের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে কয়েকবার চেয়ে দেখলাম মাত্র। এদিকে চা ও তার সঙ্গে টা'ও এসে গিয়েছে। আমরা এই অফিসের হেডক্লার্ক বন্ধুর অনুরোধে সেগুলি গলাধঃকরণ করতে করতে ভাবছিলাম যে এই আফিসের এই তথাকথিত নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদের সঙ্গে একবার দেখা করে যাবো কি না? কিন্তু পরে আবার আমি ভাবলাম যে, এতো শীঘ্র এখানে প্রকাশ্য তদন্ত না করাই উচিত হবে।

'এইবার আর একটা সত্যি কথা আপনাদের বলবো, দাদা,' কয়েকটি গরম গরম সিঙাড়া আমাদের সঙ্গে শেষ করে সন্দেশে হাত লাগিয়ে আমাদের এই অতিথি-বৎসল বন্ধু বললেন, 'আমাদের সাহেবানী শ্রীমতী অমুকা আফিসের ব্যাপারে কঠোর হলেও উনি দয়া-মায়া আমাদের উপর যথেষ্ট দেখান। পূজার সময় আমাদের তরফে মোটা বোনাসের জন্য যা ফাইট না উনি দিলেন! আমাদের মনে হচ্ছিল যে, এই ফার্মে উনি মালিকানী, না একজন শ্রমিক-দরদী নেতা! এইসব ব্যাপার

নিয়েও আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদের সঙ্গে ওঁর যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবুও এই প্রতিষ্ঠানের বহু বর্ণচোরা শ্রমিক-নেতাদের যা কিছু দহরম-মহরম তা ঐ শ্রমিক-বিরোধী নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয়ের সঙ্গেই দেখা যায়। আমাদের এই ভদ্রমহিলার এদিকে গুণ তো অনেক ছিল, মশাই। ওঁর এই শ্রমিক-দরদী নীতির জন্য আমাদের নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয় তাঁদের মাইনে-করা গুণ্ডাদের দিয়ে তাঁদের বিরোধী অবাধ্য শ্রমিক-নেতাদের মতো ওঁকেও পথে ঘাটে আবার জখম না করিয়ে দেন। সেদিন আমাদের এক সাচ্চা শ্রমিক-নেতাকে ওঁদের লোক আচ্ছা করে এমন রাম-ধোলাই দিয়ে দিলে যে বেচারা এখনও পর্যন্ত অমুক হাসপাতালের ১৩নং বেডটি ছেড়ে আসতে পারলেন না। এইদিক হতে বিচার করে আমরা শ্রীমতী অমুকা ও শ্রীমান অমুকের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। এই জন্য কখন কি একটা হয়ে যায় তাই নিয়ে এঁদের সম্বন্ধে ভাবনারও আমাদের অন্ত নেই। কিন্তু যেমন সর্বদোষং হরে গোরা, তেমন সর্ব গুণ হরে—ঐ যে, হে হে হে—'

এই হেডক্লার্ক ভদ্রলোকের শেষ বক্তব্যটি শুনেও আমরা কম চিন্তিত হয়ে উঠলাম না। এই প্রতিষ্ঠানে তাহলে শ্রমিক-নেতৃত্ব নিয়ে যেমন দুইটি দল আছে, তেমনি আফিস কর্তৃত্ব নিয়েও এখানে দুটো দল আছে। তবুও এই গুহ্যতত্ত্ব বাইরে থেকে একটুও বুঝবার উপায় নেই। এঁরা বাইরের বন্ধুত্ব বজায় রেখেই তাঁদের যৌথ-কর্তৃত্বের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। তাহলে এঁরাই গুণ্ডা লাগিয়ে এই মহিলাটিকে ঘায়েল করতে গিয়ে এই যুবকটিকে ঘায়েল করে বসলেন না তো? তাহলে আমরা মিছামিছি এই ভদ্রমহিলাটিকে এই ব্যাপারে জঘন্যভাবে সন্দেহ করেছি।

আমি আমাদের এই বন্ধুস্থানীয় ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে, এই ঘটনাটি মফঃস্বলের এক আয়রন ফ্যাক্টরির নিকট বাংলা পুলিসের রিষড়া থানার এলাকায় ঘটলেও এই আহত শ্রমিক-নেতা কলকাতার এক হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত ভর্তি হয়ে রয়েছেন। আমি এঁর কাছ হতে এই ঘটনার কাল, পাত্র ও স্থান সম্বন্ধে যা জানবার তা জেনে সহকারীর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনের গতি বোঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁর মনের ভাব দেখে মনে হলো যে তিনি এই ঘটনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

'তাহলে কাল তুমি ভাই একটা কাজ করো,' আমি একটু ভেবে সহকারীকে বললাম, 'এই শ্রমিক-নেতা সম্পর্কিত মামলাটি নিশ্চয়ই বাংলা পুলিসের স্থানীয় থানার অফিসাররা তদন্ত করেছেন। এই মামলাটির সূত্র ধরে আমাদের মামলাটির সুরাহা হওয়াও অসম্ভব নয়। এ ছাড়া একবার কলকাতার ঐ হাসপাতালে গিয়ে এই শ্রমিক নেতাটির সঙ্গে দেখা করে আসবে নাকি?'

'স্যার! আমার মতে আমাদের এতে পণ্ডশ্রম হবে। যদিও মামলার তদন্তে প্রতিটি সূত্রই কাজে লাগানো আমাদের উচিত, তবুও আমার মন বলছে যে ঐ ঘটনার অপরাধীদের সঙ্গে এই ঘটনার অপরাধীদের সম্পর্ক নেই,' আমার সহকারী অফিসার একটু দৃঢ়তার সঙ্গে এইরূপ এক অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'ওখানে ঐ ভদ্রলোকের উপর ব্যবহৃত হয়েছে লাঠিসোটা, বোমা ও সোডার বোতল; আর এখানে এই হতভাগ্য যুবকটিকে ঘায়েল করতে ব্যবহৃত হয়েছে ভিরলজাতীয় পদার্থ। এই বিষয়টুকু তদন্তের সময় আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখা উচিত হবে।'

আমার এই সহকারী আমারই মনের কথা আমাকে শুনালেও আমি নিজে বিপরীত মতবাদ প্রকাশ করার জন্য একটু লজ্জিত হয়ে উঠলাম। এদিকে আমাদের এই সব কথাবার্তা শুনে আমাদের এই হেড-ক্লার্ক বন্ধুবরও উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠলেন—'এ্যাঁ? ঐ যুবকটি আমাদের ঐ অমুক সাহেব নয় তো?' আমি তখুনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম—'আজ্ঞে না না। আমরা আমাদের অন্য মামলার কথা বলছি। কিন্তু আপনাদের ঐ ছোট সাহেবের পিতার কাশীর ঠিকানা আপনি জানেন?' আমার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমাদের এই বন্ধু ভদ্রলোক আমাদের জানালেন যে তিনি ওর বর্তমান পুরীর ঠিকানা বা ওর পিতার কাশী শহরের ঠিকানা—এর কোনটিই অবগত নন। এই অফিসের একমাত্র ঐ নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয়—শ্রী…এবং শ্রী…আমাদের এই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দিতে পারবেন। এদিকে এই ফার্মের এই যুবক পার্টনারের পিতার কাশী শহরের ঠিকানা আমাদের এই দিনই জানা দরকার। এর কারণ, পরের দিন আমরা একজন অফিসারকে ঐ শহরে তদন্তের জন্য রওনা করে দেবো ঠিক করেছিলাম। আমাদের ইচ্ছে ছিল না যে, এখুনিই এখানে প্রকাশ্য তদন্ত করি। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে আমরা এই একটি ঠিকানার জন্যে এখানকার এই নীতিবাগীশ ডিরেক্টারদ্বয়ের দ্বারস্থ হওয়াই সমুচিত মনে করলাম। কিন্তু এই সময় আচমকা প্রায় ধূমকেতুর মতো আমার মনে একটু আগে হেডক্লার্ক বাবুর মুখে শোনা অথচ ভুলে যাওয়া একটা প্রশ্ন উদয় হলো। এ্যাঁ! তাহলে শ্রীমতী অমুকা সাহেবানী তাঁর ঐ যুবক বন্ধুটির পুরী রওনা হওয়ার কথা তাঁদের এই আফিসে মিথ্যে করে জানিয়েছিলেন কেন? তবে তিনি কি আশঙ্কা করেছিলেন যে, কলকাতায় সে আছে জানলে এঁরা তার কোনও ক্ষতি করে বসবেন? তবে এই সংবাদটুকু এই আফিসে পাঠানোর দিন ও সময় প্রথমে না জেনে এই ব্যাপারে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না। তবে এমনও হতে পারে যে তাঁরা ছুটি নিয়ে কিছুদিন পুরীর হোটেলে ঘুরে আসবার তালে ছিলেন। ইতিমধ্যে এই দুর্ঘটনা আচম্বিতে না ঘটে গেলে হয়তো তাঁরা সেখানে চলেও যেতেন। এখন

আমাদের শ্রীমতী অমুকা সাহেবানী তাঁর ঐ ছোট্ট বন্ধুর পুরী যাওয়ার সংবাদটি এই দুর্ঘটনার পূর্বে না পরে এই আফিসে পাঠিয়েছেন তা' জানা দরকার। যদি তিনি তাঁর এই বিশেষ সমাচারপূর্ণ পত্রটি দুর্ঘটনার পূর্বে পাঠিয়ে থাকেন তা'হলে এই পত্রটি এখুনিই আমাদের এই মামলা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্যরূপে গ্রহণ করতে হবে।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টারদ্বয়ের কক্ষের নিকট এসে বেয়ারার কাছ হতে জানতে পারলাম যে তাঁরা উভয়েই একটি ঘরে বসে পরামর্শে ব্যস্ত আছেন। এই সময় এই ঘরে বাহিরের কাউকে ঢুকতে না দেওয়ার জন্যে এই বেয়ারার উপর নির্দেশ ছিল। এমন সময় আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আমাদের পূর্ব-দৃষ্ট মোচওয়ালা কাশীপুর এস্টেটের ম্যানেজার ভদ্রলোক দু'দুজন চোয়াড়ে গোছের লোককে সঙ্গে করে এঁদের ঘর হতে বের হয়ে গেলেন। আমি এজন্য একেবারে প্রস্তুত না থাকলেও ক্ষণিকের মধ্যেই আপন কর্তব্য ঠিক করে নিতে পেরেছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সুযোগ্য সহকারীকে এই লোকগুলিকে সাবধানে অনুসরণ করে ওরা কোথায় যায় তা গোপনে দেখে আসবার জন্য নির্দেশ দিলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এঁদের কেউই আমাদের উপস্থিতি অনুমান পর্যন্ত করতে পারেন নি। এঁরা সকলে চলে গেলে আমি এদের পিছন পিছন অনুসরণরত আমার সহকারী কনকবাবুর দিকে খুশিমনে একবার চেয়ে দেখলাম। তারপর বেয়ারার নিকট হতে একখানি ছাপা হলদে রঙের 'ভিজিটারস শ্লিপ' চেয়ে নিয়ে সেটার উপর আমার নাম ও পরিচয় লিখে সেটি ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম।

আমার লেখা পত্রটি পাওয়া মাত্র ভদ্রলোকরা আমাকে বেয়ারা মারফৎ তলব করে পাঠালেন। তৎক্ষণাৎ ভিতর থেকে বেলের আওয়াজ পেয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যই তিনি বেয়ারাকে ভিতরে ডাকছেন। আমাকে এই দুইজন ভদ্রলোক খুব খাতির করে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তারপর তাঁরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হলো এঁদের মধ্যে কে আগে কি বলবেন তা তাঁরা ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

'আসুন—আসুন, স্যার। এতোদিন তো এখানে শুধু মফঃস্বল পুলিসের লোক এসেছেন। এই রিষড়ার মামলার তদন্তে নগর পুলিস থেকে আপনারাও যোগ দিলেন নাকি?' এঁদের মধ্যে একজন গৌরাঙ্গ মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ করে নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে আমার নাম শ্রী··· আর ওঁর নাম শ্রী······। আমরা দুজনাই এই কোম্পানির ডিরেক্টার। আমাদের

এখানে আরও দু'জন ডিরেক্টার আছেন। তবে তাঁরা আজ এখানে উপস্থিত নেই। এখন বলুন, আমরা আপনাদের কি ভাবে সাহায্য করতে পারি। আমাদের রিষড়ার শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদকের উপর হামলার কিছু সুরাহা করতে পারলেন? আমাদের মতে ভুল আসামীদের আপনারা পাকড়াও করে রেখেছেন। ওখানে তিনটা শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে আখচা-আখচির অন্ত নেই।'

'আজ্ঞে! ওখানকার ওই মামলা সম্বন্ধে আমি আপনাদের এখানে এসেছি তা পূর্ব হতেই অনুমান করে নিচ্ছেন কেন?' আমি ভদ্রলোক দু'জনকে একটু অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি আপনাদের কাছ হতে আপনাদের অপর দুজ'ন ডিরেক্টারের সম্বন্ধে যৎসামান্য খোঁজখবর করতে এসেছি। কিন্তু কেন আমি তাঁদের সম্বন্ধে জানতে চাই তা আমি এখন আপনাদের বলবো না। তবে আমি আপনাদের এও আশ্বাস দিচ্ছি যে আপনারা যা বলবেন তা অন্য ডিরেক্টারদ্বয়ের নিকট গোপন থাকবে।'

এই প্রতিষ্ঠানের এই ডিরেক্টার ভদ্রলোকদ্বয় প্রথমে নিজেদের আভ্যন্তরিক বিরোধ সম্বন্ধে কোনও কিছু প্রকাশ করতে রাজি হননি। প্রথম প্রথম এই উভয় ভদ্রলোকই আমার প্রতিটি প্রশ্ন কৌশলে নেতিবাচক উত্তর দ্বারা এড়িয়ে চলছিলেন। এই ভদ্রলোকদের একজন ছিলেন গৌরাঙ্গ ও অপরজন ছিলেন শ্যামাঙ্গ। কিন্তু উভয়েরই চক্ষুর মধ্য দিয়ে দুইটি একই ধরনের ও ধাঁচের বুদ্ধিদীপ্ত মন বেরিয়ে আসছিল। অনেক বোঝানো ও পীড়াপীড়ির পর দু'জনাই একই রূপ দুইটি বিবৃতি আমার নিকট প্রদান করলেন। এঁদের বিবৃতি হতে প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এক্ষণে মাত্র চারজন ডিরেক্টার বা মালিক। এক দিকে এই আমরা দু'জন, আর অন্যদিকে ওরা দু'জন। ওরা অর্থে ঐ মহিলা অমুকা দেবী ও আমাদের কাশীবাসী পার্টনারের পুত্র ঐ যুবক সুশীল বাবাজী। আমাদের পরম বন্ধু ও পার্টনার অমুকবাবু এখনো জীবিত। তিনি কিছুকাল পূর্ব হতে ধর্মীয় কারণে সস্ত্রীক কাশীবাসী হওয়ায় আমরা সম্প্রতি ওঁর এই পুত্রটিকে আমাদের শিক্ষানবীশ ডিরেক্টাররূপে মেনে নিয়েছি। পূর্বে আমরা দু'জনাই মাত্র এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতাম। সম্প্রতি ওরা দু'জনাও একে একে এখানে এসে জেঁকে বসেছে। ওরা দু'জন বলতে এখানে এই একজন ধরে রাখুন। এর কারণ, ঐ যুবকটির কোনও পৃথক সত্তা আছে বলে মনে হয় না। আমরা চোখের সামনে অনেক কিছু দেখতাম, বুঝতাম ও অনুভব করতাম। এই ব্যাপারে একবার গোপনে এই যুবকের পিতামাতাকে আমরা খবরও পাঠিয়েছি। কিন্তু ওর পিতামাতাকে

কোনও এক বিশেষ মহল হতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, ব্যবসাগত দুরভিসন্ধি নিয়েই আমরা এইরূপ এক সংবাদ তাঁদের নিকট পাঠিয়েছি। এ ছাড়া তাঁদের আরও বোঝনো হয় যে—জ্যেষ্ঠা ভগ্নীপ্রতীম এই মহিলাটি তাঁদের পিতা-পুত্রের স্বার্থ সমর্থন করার জন্যেই আমরা এই সব মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করেছি। তবুও আমাদের কাশীবাসী পূর্বতন বন্ধুটি তাঁর ছেলেটিকে কলকাতা শহর থেকে সরিয়ে কাশীতে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এই কয়মাস হ'লো আবার এই দুগ্ধপোষ্য যুবকটি এই অফিসের কাজ-কর্ম শিখবার অছিলায় কলকাতায় ফিরে এলো। তবে এ কথাও ঠিক যে, এই ভদ্রমহিলা শ্রীমতী অমুকা এই নাবালক যুবকটিকে এই অফিসের কাজ-কর্ম ভালো করেই শিখিয়ে নিচ্ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ওকে আমাদের অধীন কল-কারখানা ও কয়েকটা বাগানে ঘুরিয়েও এনেছেন। এরপর হঠাৎ গত তিন দিন হলো দু'জনাই একেবারে এক সঙ্গে অন্তর্ধান হলো। তবে গত কাল এক ব্যক্তি একটা পত্র আমাদের দিয়ে গিয়েছে। এতে উনি জানিয়েছেন যে, উনি ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে দিন কুড়ি ব্যস্ত থাকবেন। এই পত্রে শিক্ষানবীশ যুবক পার্টনারটির অসুস্থ হওয়ার সংবাদ দিয়ে আরও জানান হয় যে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ঐ যুবকটির পুরী শহরে ঘুরে আসবার সম্ভাবনা আছে। স্বভাবতঃই এখানে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের বিদেশস্থ পার্টনার বন্ধুর এই একমাত্র পুত্রটির অসুখের সংবাদে এখুনি তাকে দেখতে যাওয়া ও তার নিরাময়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আমরা জানতাম যে আমাদের এই প্রায় বালক অংশীদারটি কলিকাতার নগর হোটেলে একটি ঘরে থাকে। আমরা তখুনি সেখানে লোক পাঠিয়ে জানতে পারি যে, গত দুই দিন তার ঘর বাইরে থেকে তালা বন্ধ। অনুমানে অবশ্য আমরা বুঝতে পারি যে, সে তা'হলে শ্রীমতী অমুকার বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, কেউ শ্রীমতীর বাড়িতে যায় তা তিনি আদপেই পছন্দ করেন না। কদাচ কখন অফিসের কোনও ফাইল কাউকে দিয়ে ওঁর বাড়িতে পাঠালে উনি তাকে তখুনি তাড়া করে বার করে দিয়েছেন। এখন আপনি আমাদের কাছ হতে আর কি শুনতে চান তা জানালে আমি তা' আপনাদের বলতে পারবো।'

ভদ্রলোক দুইজনের উপরোক্ত বিবৃতি আমি লিপিবদ্ধ করে নিলাম বটে, কিন্তু আমার মাথা হতে তখনও ঐ গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকটির স্মৃতি বিদায় নেয় নি। এ ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় তাঁদের কাছ হতে আমার বুঝে নেওয়া দরকার হয়েছিল। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এই একটু আগে জনৈক মোচওয়ালা ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গে আরও দুইজন লোক আপনার ঘর হতে বার হয়ে গিয়েছিলেন। এঁরা আপনার

এখানে কি জন্যে এসেছিলেন? ওঁদের সঙ্গে কি আপনার পূর্ব হতেই পরিচয় ছিল?

উঃ—আজ্ঞে! এই দিনই প্রথম আমি এঁদের দেখলাম। আমাদের পার্টনার শ্রীমতী অমুকা এঁদের এখানে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীমতীর পক্ষ থেকে আমাদের ফার্ম হতে এঁরা কিছু নগদ অর্থ চেয়ে নিয়ে গেলেন। অবশ্য ওঁরা শ্রীমতীর সই করা একখানা পত্রও এনেছিলেন। আমরা ২০০০্ টাকা নগদ এঁদের হাত দিয়ে ওঁকে পাঠালাম। এতো টাকা একা নিতে সাহসী হননি ব'লে উনি ওঁর সঙ্গে আরও দু'জন লোক এনেছিলেন। তবে শ্রীমতীর এই পত্রখানিতে তাঁর সুর অনেক নরম দেখা যায়। এতে অনেকদিন পর আমাকে 'জ্যেঠামশাই' সম্বোধন করে পূর্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে।

প্রঃ—তাহলে উনি কি আপনাদের কাছে এর আগে কোনও অপরাধ করে-ছিলেন? এ ছাড়া রিষড়ার ফ্যাক্টরি সম্পর্কিত মারপিঠটাই বা কারা করেছিল? আপনাদের সঙ্গে কি ওঁর ম্যানেজমেণ্ট-সম্পর্কিত কোনও ব্যাপারে গণ্ডগোল হয়েছিল?

উঃ—তাহলে অনেক সংবাদ ইতিমধ্যে আপনাদের কানে উঠেছে। তাহলে খুলেই বলি আপনাদের সব কথা। প্রথমতঃ উনি রিষড়ার ফ্যাক্টরির এক শ্রমিক দলের কাছে এমন একটা 'কমিটমেণ্ট' করে বসলেন যে শেষে আমাদের পক্ষে তাদের সামলানো দায় হয়ে উঠলো! ওখানকার এই সব হাঙ্গামার জন্যে পরোক্ষভাবে উনিই দায়ী। অথচ অনেকে এই সব ব্যাপারে ম্যানেজমেণ্টের তরফে আমাদের দায়ী করতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ উনি অকারণে এই অফিসের একটি ভালোমানুষ একাউণ্টটেণ্টকে সরাসরি বরখাস্ত করে বসলেন। এর কারণ এতো তুচ্ছ যে আপনারা পর্যন্ত শুনে হেসে উঠবেন। অপরাধের মধ্যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি গল্প করছিলেন। এদিকে শ্রীমতী অমুকা তাঁদের সম্মুখ দিয়ে মেমসাহেবী ঢং-এ হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছিলেন। এই ভদ্রলোক নিম্নস্বরে সহকর্মীদের বলেছিল যে—'দেখ! ওঁর ঘাড়ের রিঙ্কিলগুলো দেখে বুঝা যায় যে উনি "এজিং"।' অতো দূর থেকে ওই কথা কটা কি করে যে তাঁর কানে গেল তা উনিই জানেন। এর পর তিনি অফিসে ফিরে এসে ভদ্রলোককে সরাসরি বরখাস্ত করলেন। কিন্তু এতে আমরা কি করে রাজি হই বলুন তো? ওঁর যে বয়েস হচ্ছে এ কথা তাঁকে কারুর মনে করিয়েও দেবার জো নেই। এর পর আমাদের বিরোধের তৃতীয় কারণটি সোজাসুজি বলে ফেলি। ওঁর সঙ্গে অমুকবাবুর নাবালক প্রায় পুত্রটির দৃষ্টিকটু মেলামেশা আমরা আদপেই পছন্দ করি না। এতে ওঁদের সঙ্গে আমাদের এই

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেরও কম বদনাম হচ্ছিল না। খুব সম্ভবত এবার শেয়ার-হোল্ডারদের মিটিঙেও এই সব কেচ্ছার কথা উঠবে। আজ আবার কতকগুলো গুণ্ডাকে আমাদের কাছে টাকা চাইতে উনি পাঠিয়েছেন। এই সব গুণ্ডাদেরও উনি চিনলেন কি করে তা উনিই জানেন। আমরা আমাদের সহোদর তুল্য ওঁর স্বর্গগত পিতাকে খুবই ভক্তি করতাম মশাই! তাই তাঁর এই মেয়ের এই শেষ পরিণতিতে আমাদের রাগের চেয়ে দুঃখই হয়ে থাকে বেশি।

প্রঃ—ঐ লোকগুলো যে কোনও এক গুণ্ডা শ্রেণীর লোক তা আপনাদের ধারণা হচ্ছে কেন? এদের কি আপনি পূর্ব হতেই গুণ্ডা ব'লে চিনতেন? এ ছাড়া আমার আরও একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আপনাদের এই যুবক পার্টনারের পিতাঠাকুরের কাশীধামের ঠিকানাটা আজই আমাদের জানা চাই। এই ঠিকানাটা আপনাদের খাতাপত্র হতে খুঁজে আমাকে দয়া করে জানিয়ে দিন।

উঃ—ওঃ! সুশীলের পিতা তা' হলে এতোদিন পরে ছেলেকে ফিরাবার জন্যে পুলিসের সাহায্য নিয়েছেন! একজন ছেলে কোনও এক মেয়েকে নিয়ে পালালে ভারতীয় দণ্ডবিধি মতে মামলা হয় জানি। কিন্তু কোনও মেয়ে কোনও ছেলেকে নিয়ে গেলে তো আইন মতো কোনও মামলা হবে না। এই সব পারিবারিক বিষয় পুলিসে না জানিয়ে আমাদের জানালেই তো তাঁর হতো। আমাদের হাতে কতো চোর গুণ্ডা বদমাস ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে। আর ঐ একরত্তি দুগ্ধপোষ্য একটা ছেলে ঠাণ্ডা হবে না! এদিকে কাশী থেকে এক অপরিচিত ভদ্রলোক সেদিন অফিসে এসে জানালেন যে, সুশীলকে তার বাবা ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। ঐ ভদ্রলোকের পুত্রকেই সুশীলের পিতা পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। ঐ পোষ্যপুত্রের পিতারূপে পরিচিত ভদ্রলোককে আমরা অবশ্য আদপেই আমল দিই নি। এ বিষয়ের আমাদের সঙ্গে প্রমীলা দেবীর একমত হওয়ার অবশ্য অন্য কারণ ছিল। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের ঐ কাশীর পার্টনার ভদ্রলোককে বুঝিয়ে পোষ্যপুত্র গ্রহণ হতে বিরত করা। সুশীলের পক্ষে তার বাবার এই ফার্মের ওপর একটা মায়া অবশ্যই থাকবে। কিন্তু বাইরের বেনোজল আমাদের ফার্মে ঢুকলে সব যাবে। এই সরল সত্যটুকু বোঝবার পক্ষে আমাদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আচ্ছা! ওঁদের কাশীর বাটীর ঠিকানাটা আমরা আপনাকে অবশ্যই দিতে পারবো। এই নিন—

এই বয়স্ক ডিরেক্টারদ্বয় তাঁদের খাতাপত্র ঘেঁটে এই আহত যুবক সুশীলের পিতার কাশীধামের ঠিকানাটা আমাদের দিতে পেরেছিলেন। এদিকে আমার নিরীহ সহকারীকে ঐ সাংঘাতিক মোচওয়ালা ভদ্রলোককে ফলো করতে পাঠানোর পর আমার মন অস্থির হয়ে উঠছিল। এই নবীন অফিসার ঐ সব গুণ্ডাদের একা

অনুসরণ করতে গিয়ে আবার বিপদে না পড়েন। একটা অজানা আশঙ্কায় আমার মন ক্রমশঃই অধীর হয়ে যায়। আমি এখানে আর অধিক বিলম্ব করা সমীচীন মনে করলাম না। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে এই ভদ্রলোকদের আপাততঃ অবহিত করতে আমার মন চায় নি! আমি তাই এঁদের আসল ঘটনা সম্বন্ধে কোনও কিছু না জানিয়ে দ্রুতগতিতে থানায় ফিরবো ভাবছিলাম। এই সময় আমার মনে হলো, ফিরবার পথে ঐ আহত সুশীলবাবুর পূর্ব বাসস্থান কলকাতার সেই নামকরা ইম্পিরিয়াল লজ হোটেলে একটু খোঁজ-খবর করা যাক। আমি তৎক্ষণাৎ ইম্পিরিয়াল লজে এসে এখানকার প্রোপ্রাইটার ও ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম। এইখানে আমরা অবাক হয়ে শুনি যে নিউ তাজমহল হোটেলের মালিক এই ইম্পিরিয়াল লজ হোটেলের মালিকের নিকট-আত্মীয় হন। এখানকার কর্তাব্যক্তিরা আহত যুবক ভদ্রলোকটির এখানে অবস্থান করার বিষয় ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কোনও প্রয়োজনীয় খবর দিতে পারলেন না। তবে এই হোটেলের জনৈক সরকার এর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে পেরেছিল। এই ভদ্রলোকের বিবৃতিটির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

'আজ্ঞে! এই মাস তিনেক হলো এই ভদ্রলোক যুবক সুশীলবাবু এই হোটেলের একটি প্রথম শ্রেণীর পুরা কামরা নিয়ে বসবাস করছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকাল দশটার সময় বার হয়ে গিয়ে সন্ধ্যা আটটায় এখানে ফিরে এসেছেন। একজন বর্ষীয়ান মহিলা মধ্যে মধ্যে ছুটির দিনে এখানে এসে তাঁর সঙ্গে গল্প-গুজব করে গিয়েছেন। খুব সম্ভব উনি সুশীলবাবুর কোনও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হবেন। কখনও কখনও এঁরা দু'জনে একত্রে বাইরেও চলে গিয়েছেন। গত দুই সপ্তাহ হলো এঁদের একজনও আর এই হোটেলে আসেন নি। তবে কয়েকদিন হোলো একজন গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক এখানে এসে তাঁর দ্রব্যাদি তাঁর তরফ হতে নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর জিনিসপত্র তাঁকে না দেওয়ায় তাঁর সঙ্গে একটু রাগারাগিও হয়ে গিয়েছিল। এই সময় তিনি আমাকে তাঁর পরিচয় নিউ তাজমহল হোটেলে জেনে নিতে বললেন। এই নিউ তাজমহল হোটেলের প্রোপ্রাইটার এই হোটেলেরই মালিকের একজন নিকট আত্মীয়। সেখানকার ম্যানেজার ছুটিরাম-বাবুর সঙ্গে কথা বলে আমি এঁকে এই সব নিয়ে যেতে অনুমতি দিয়েছিলাম। এই ভদ্রলোকের কাছে সুশীলবাবুর ঘরের চাবি থাকায় আমাদের এই বিষয়ে কোনও আপত্তি হয় নি। এরপর ইনি আমাদের বকেয়া প্রাপ্য যা কিছু চুকিয়ে দিয়ে সুশীল বাবুর দ্রব্যাদি বার করে নিয়ে এই ঘর খালি করে দিয়ে চলে যান। এইভাবে এঁকে দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে দেওয়ায় আমাদের প্রোপ্রাইটারের বড়ভাই চার্টার্ড একাউন্টেন্ট

রাধিকাপ্রসাদবাবু আমাকে বকাবকি করেছিলেন। এর মধ্যে কোনও অসাধুতা আদপেই সন্দেহ করতে পারি নি।'

এই ভদ্রলোকের বিবৃতি হতে আরও জানা যায় যে, এই গোঁফওয়ালা ম্যানেজারই নিউ তাজমহলের ছুটিরামবাবুর মারফৎ এই আহত যুবক মৃণালবাবুর জন্যে এই উন্নত ধরনের হোটেলে একটি ঘর ঠিক করে দিয়েছিলেন। যতদূর বোঝা যায় যে এযাবৎ-কাল এই সর্বঘটে অবস্থানকারী গোঁফওয়ালা ম্যানেজার এঁদের সর্ব বিষয়ে স্থিতিস্থাপকের কার্য করে এসেছেন। আমরা এ'ও বুঝলাম যে এখন পর্যন্ত এঁদের ন্যায় বা অন্যায় সকল কাজের শেষ মহড়া এঁকেই সামলাতে হয়। কিন্তু এদের জন্য এতোটা বিপদের ঝুঁকি ইনি যে কেন নেন সেইটেই আমি তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। এবপর আর এখানে বেশি দেরি না করে আমি থানায় ফিরে আসি।

প্রায় দুই ঘণ্টা হলো আমরা থানায় ফিরে এসেছি। কিন্তু আমার নবীন সহকারী কনকবাবু তখনও পর্যন্ত থানায় ফিরলেন না। আমার অবোধ সহকারীকে একাকী ওদের অনুসরণ করতে পাঠানোর জন্য আমার মন অনুশোচনায় বিদগ্ধ হয়ে উঠল। এরপর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি ভাবছিলাম যে এইবার নিজেই শহরের পথে পথে তাঁকে খুঁজতে বার হই। ঠিক এই সময়েই আমাকে আশ্বস্ত করে সহকারী কনকবাবু ভীতত্রস্ত ও শুকনোমুখে ঘর্মাক্ত কলেবরে থানায় ফিরে এলেন। এঁর মুখে আমি যা শুনলাম তাতে আমিও কম চিন্তিত হয়ে উঠিনি। আমি তখুনি তাঁকে এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কীয় একটি প্রতিবেদন লিখে ফেলতে বললাম। এই রিপোর্টটি এই দিনকার এই মামলা সম্পর্কীয় স্মারকলিপিতে আমি সংযুক্ত করে দিয়েছিলাম। আমার এই সুযোগ্য সহকারীর এই প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

'আমি ওই কাশীপুরের ম্যানেজার ও তাঁর সঙ্গীদের অনুসরণ করে প্রথমে পায়ে হেঁটে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত যাই। ওখানে ওরা ফার্স্ট ক্লাশ ট্রামে চড়লে আমি ঐ ট্রামেরই সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ে বসি। এরপর তাদের সঙ্গে আমি হাওড়ায় এসে রিষড়াগামী একটা প্রাইভেট বাসে উঠে পড়ি। রিষড়ায় বাস থামলে এদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও সেখানে নেমে পড়েছিলাম। এরা সকলে রিষড়া মিলের গেটের সামনের একটা চায়ের দোকানে ঢুকলে ঐ মিলের ভিতর থেকে জন ছয়-সাত বাঙালী ও হিন্দুস্থানী বেরিয়ে এসে ঐ দোকানে তাদের সঙ্গে মিলিত হলো। আমি রাস্তার এপার থেকে তাদের শুধু হাবভাব লক্ষ্য করতে থাকি। এতো দূর হতে অবশ্য তাদের একটি কথাও আমার পক্ষে শুনা সম্ভব হয় নি। এরপর ঐ মোচওয়ালা ভদ্রলোক একাকী বেরিয়ে এসে কলিকাতাগামী বাসে উঠলে আমিও তার সঙ্গে সেই

বাসে উঠে বসি। এইভাবে কখনও বাসে, কখনও বা ট্রামে করে আমরা উভয়েই বেনিয়াপুকুরের জোড়া-গির্জার সামনে নেমে পড়ি। এরপর হতে খুব সাবধানে দূরে দূরে তাকে অনুসরণ করার পর আমি দেখলাম যে সে আমাদের সেই নাম-করা গুণ্ডা-অধ্যুষিত বেনেপুকুরের বিস্তীর্ণ বস্তির সামনে এসে দাঁড়ালো। এই সময় এই কদর্য বস্তির সামনে রাস্তার ওপর ঐ BLC 44 (C) ট্যাক্সি গাড়িখানাও দাঁড়িয়ে ছিল। এই ট্যাক্সির পিছনে ফুটপাতের ওপর একটা খাটালের সামনে খাটিয়া পেতে জন দশ-বারো গুণ্ডা গোছের লোক বসে জটলা করে। এই মোচওয়ালা ভদ্রলোককে সেখানে দেখে তারা সসম্মানে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে নমস্কার করে ঘিরে দাঁড়ালো। এরপর সে এদের একজনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো—'হারু! তুই একবার পিরুমিয়াকে নিয়ে রাজবাড়িতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিস। এখন হঠাৎ আমাকে দরকার হলে আর নিউ তাজমহলে যাবি না। তোদের এখন আমি এমন একটা কাজ দেবো যে সেটা করতে পারলে তোরা অনেক টাকা ইনাম পেতে পারবি।' এরপর এদের আর কোনও উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়ে সে তাদের নিয়ে ঐ বস্তিটার ভিতরে ঢুকে অন্তর্ধান হয়ে গেলো। আমি এই গহন বস্তির মধ্যে ঢুকে ওদের পিছু নিতে আর সাহস করি নি। প্রায় আধ ঘণ্টা পর ঐ মোচওয়ালা লোকটিই শুধু বেরিয়ে এসে তার সেই ট্যাক্সিটাতে উঠে বসে নিজেই ট্যাক্সিটা চালিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেলো। এর পর আমি আর ওখানে অপেক্ষা না করে ট্রামে করে থানায় ফিরে এসেছি।'

আমার সহকারীর এই বিবৃতিমূলক প্রতিবেদনটি যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন তার মধ্যে এই মামলা সম্বন্ধে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। তবে এই বিবৃতি থেকে আমরা শুধু এইটুকু প্রমাণ করতে পারবো যে - হয়তো বা হাওড়ার ঐ দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে এদেরও কিছুটা সংস্রব আছে। কিন্তু হাওড়ার ঐ শ্রমিক-নেতার মামলার সঙ্গে আমাদের কলকাতার এই অদ্ভুত মামলার কি যোগাযোগ থাকতে পারে? বেনিয়াপুকুর থানার এলাকাধীন বস্তির মালিক যে কাশীপুর এস্টেটের বড় তরফের অংশীদাররা তাতো আমাদের জানাই আছে। তবু আমার একবার মনে হলো যে অন্ধকারেই একবার হাতড়ে দেখা যাক না। কিসে কার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে তা কে বলতে পারে? এই সময় হঠাৎ আমাদের এই অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা খগেন সরকারের বিষয় মনে পড়ে গেল। ডাইরির পাতা উলটাতে উলটাতে আমি দেখলাম যে বারে বারে আমাদের সুযোগ্য অফিসাররা ও পুরাতন জমাদাররা প্রতিবেদন পেশ করে জানাচ্ছে যে, ৫নং শানকিভাঙা রোডে ঐ নামে কোনও ব্যক্তি কখনও বাস করে নি। তাহলে সুবিধামতো অন্তর্ধান হবার পরিকল্পনা নিয়েই কি সে এই মামলার

প্রাথমিক সংবাদ লেখাবার সময় ইচ্ছা করেই একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে গিয়েছে ! ওদিকে প্রমীলা দেবীও তো তাঁর এই গ্রামস্বাদে দাদার কলকাতার ঠিকানাটা দিতে পারলেন না। হঠাৎ এই সময় আমার মনে পড়ে গেল ডোভার রোড আর ডোভার লেনের নাম। এমনি ভাবে শানকিভাঙা রোডের ন্যায় হয়তো শানকিভাঙা লেনেরও অস্তিত্ব আছে। প্রাথমিক সংবাদ বইতে তো সংবাদদাতার ঠিকানার স্থানে লেখা আছে শুধু ৫নং শানকিভাঙা। এই চিন্তা আমার মনে উদয় হওয়া মাত্র আমি স্থানীয় এক পোস্ট অফিসে ফোন করে জানলাম যে, হ্যাঁ, এইটি রাজপথেরই ওখানে অস্তিত্ব আছে। আর এই শানকিভাঙা রোড থেকেই শাককিভাঙা লেন বহির্গত হয়েছে। ওদিকে আমাদের এই নিদারুণ বোকামী ও তৎসহ গাফিলতির জন্য এই প্রাথমিক সংবাদদাতাকে খুঁজে বার করতে দেরী হওয়ার ফলে যে কি একটা সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে তখনও পর্যন্ত আমরা তা জানতে পারি নি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে প্রয়োজনীয় তদন্তে আর একটু মাত্রও দেরি করা উচিত হবে না। আমরা মনে মনে ঠিক করলাম যে আজকের মধ্যেই শানকিভাঙা লেনে আমাদের প্রাথমিক সংবাদদাতার বাটীতে গিয়ে আমাদের অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতাকে পাকড়াও করে ওখানকার প্রয়োজনীয় তদন্তকার্য সেরে আমরা মেডিকেল হাসপাতালে যাবো। সেখানে অতো নং বেডে রিষড়া মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের আহত নেতা তখনও পর্যন্ত যদি চিকিৎসাধীন থাকেন তাহলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। এর পর সময় থাকলে আমরা এই দিনই হাওড়া জেলার রিষড়ার পুলিশ থানাতে গিয়ে সেখানকার সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মামলার তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেও আসবো।

'তাহলে, কনক! আর দেরি না করে বেরিয়েই পড়া যাক। পথে কোনও একটা হোটেলে ঢুকে খাওয়া-দাওয়ার কাজটা সেরে নেওয়া যাবে,' আমি এইবার সহকারী কনকবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আজ থেকেই আমরা সন্দেহমান আসামীদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে দেবো! সেই দিন থেকে এই দিন পর্যন্ত আমাদের অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা আমাদের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ করলেন না! এই কারণে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি এতবড় একটা মামলার প্রধান সাক্ষী হয়েও উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে আমাদের এড়াবার জন্যে ইচ্ছা করেই পলাতক হয়েছেন। এই সব বিষয় আদ্যোপান্ত চিন্তা করলে ওঁর ওপর আমাদের সন্দেহ হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের মতে এই ব্যক্তিকেই আমাদের প্রথম গ্রেপ্তার করা উচিত হবে।'

অতো নং শানকিভাঙা লেনটিও আমাদের খুঁজে বার করতে কম বেগ পেতে

হয় নি। এর কারণ এই বাড়িটির সামনের অপরিসর লেনটিকে গহ্বরে পুরে ইতিমধ্যেই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের একটা চাওড়া রাস্তা সেখান দিয়ে বার হয়ে গিয়েছে। গলি-ঘুঁজির পথের উপরকার এই পুরানো জরাজীর্ণ বাড়িটা ভাগ্যগুণে একেবারে অক্ষত অবস্থায় একশ ফুট চওড়া সি-আই-টি রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। একজন বৃদ্ধা বিধবার উপর এক্ষণে এই বাড়িটির মালিকানা বর্তিয়েছে। এই দ্বিতল বাড়ির উপরের ঘরগুলিতে এই বৃদ্ধা মহিলা তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে বসবাস করেন। এই বাড়িটির একতলের ঘরগুলি ভাড়া দিয়ে ইনি সংসারের যাবতীয় খরচখরচা চালিয়ে থাকেন। আমরা আমাদের অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতার এখানে সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তাঁর কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। এই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার এই মামলা সম্পর্কীয় বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"ঐ ভাড়াটের নামটা কিন্তু শ্রীখগেন্দ্রনাথ কি না আমার ভালো করে মনে পড়ছে না। তবে পদবীটা বোধ হয় তার সরকারই হবে। আমি এই ভাড়াটিয়া ছেলেকে চিনি বৈ কি! ভদ্রলোক মাস দুই হলো আমাদের বাড়ির নিচের সামনের ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন। আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে এতদিনে প্রায় ওর বয়সীই হতো। আমার সেই প্রথম গর্ভে-ধরা ছেলের সঙ্গে আমার এই নূতন ভাড়াটিয়া ছেলের হুবহু মুখের আদল আসে। আমাকে সে 'মা' বলে ডাকলে আমি মোহিত হয়ে যেতাম। কি করে ও কি ভাবে সে আমার ভাড়াটিয়া হলো, তা এবার বলবো। এই এক মাস আগে একদিন দেখি—জামা-কাপড় পরে সোলার হ্যাট মাথায় ঐ লোক শানকিভাঙ্গা লেনের ষোলো নম্বরের বাড়ি খুঁজছে। আরে সে তো প্রায় চার বছর আগেই ইম্প্রুভ্মেণ্টের বর্গীদস্যুরা একেবারে ভেঙ্গে চুরে মাঠ করে দিয়েছে। আহাঃ! ঐ বাড়িটারই মালিক অঘোর বাঁড়ুয্যের বড় ছেলে মানিকলাল ছিল আমার সেই প্রথম গর্ভের ছেলের ছোটবেলাকার বন্ধু। তারা যে এখানকার সাত পুরুষের এই ভিটে ছেড়ে কোথায় চলে গেল। হ্যাঁ। তার পর আমি চেয়ে দেখি যে ঐ লোকের ঐ অদ্ভুত বেশ দেখে রাস্তার কুকুরগুলোর সঙ্গে পাড়ার ছোঁড়াগুলোও ওকে তাড়া করেছে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে আশ্রয় দিয়ে সব কথা শুনে বললাম—'তা তুমি বাপু কোট-প্যাণ্ট না পরে শুধু ধুতি জামা পরা সত্বেও মাথায় আবার সোলার হ্যাট লাগিয়েছো কেন?' আমার সেই ছেলে তখন কেঁদে ফেলে আমাকে 'মা' বলে প্রণাম করে বললো 'মা, আমাদের পশ্চিমের শহরে সূর্যতাপ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্তে আমরা এগুলো পরে থাকি। এই হচ্ছে মা আজ আমার দশ বৎসরের বেশি সময়ের অভ্যাস; বাংলা দেশের আদবকায়দা বাঙ্গালী হয়েও এর

ফলে ভুলে গিয়েছি।' আমি তার কাছে শুনলাম যে তার একমাত্র ছেলেকে খোঁজ করবার জন্যে সে এখানে এসেছে। ঐ ভেঙ্গে ফেলা বাড়িটাতে তার এক আত্মীয় পূর্বে একতলার ভাড়াটে ছিল। এমনি আলাপ-সালাপ হবার পর সে আমার এই বাড়িরই নিচের এক ঘরে থেকে গেলো। একমাসের পাঁচগণ্ডা টাকা আমি তার কাছে আগাম নিয়েছি। তবে রসিদ-টসিদ সেও চায়নি, আর আমিও তাকে তা দিই নি। এর পরের মাসের ভাড়াটা আমি আর ইচ্ছে করেই চাইনি। এর পর এই দিন চার-পাঁচ হলো সে সেই যে 'আমি মা একটু ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে গেলো ; আর তার এই বুড়ো মাকে মনে করে ফিরে আসবার সময় হলো না। তার ঘরে একটা তালা পর্যন্ত সে দিয়ে যেতে পারে নি। এ কদিন সে যেন কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পাশের রেওতদের মুখে শুনেছি যে এদানী সারা রাত সে না ঘুমিয়ে ছোট ছেলের মত কেঁদে উঠেছে। ওরা তো বলে, এদানী তার মাথাটা বোধ হয় একটু খারাপ হচ্ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে তো সে কতো মনের প্রাণের কথা বলেছে। এ কদিন সে আবার বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকতো। এই কি জানি তার কোনও শত্রু তাকে রাস্তায় একা পেয়ে শেষ করে না দেয়! তোমরা বাবা ওর জন্যে যদি একটু খোঁজ-খবর করে দেখো। এ জন্যে যদি একগণ্ডা টাকা খরচ করতে হয় তো তা'ও আমি করবো।"

এই পলাতক ভদ্রলোক যে ভাড়া দিতে পারে নি বলে পালিয়েছে তা আমাদের মনে হলো না। এদিকে আমরা এই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার কাছে শুনলাম যে সে তার যাবতীয় দ্রব্যাদি সহ একটা পোর্টমেণ্ট তার ঘরের মধ্যে খোলা অবস্থাতেই ফেলে গিয়েছে। এর পর এখানকার সব ভাড়াটিয়াদের কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করে আমি এই বৃদ্ধা মহিলাকে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এর সম্বন্ধে একটা বিষয় আপনাকে একটু মনে করে বলতে হবে। উনি আপানার এই বাড়িতে তো বেশ কিছুদিন ছিলেন। এখানে থাকার সময় কোনও লোক-জন কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত? এ ছাড়া যদি কোনও বিশেষ ঘটনা এই সময়ের মধ্যে এখানে ঘটে থাকে তা'হলে তাও দয়া করে আমাদের বলুন।

উঃ—বাবা! একটা লোক মাত্র এই কয় দিন আগে বার দুই ওর ঘর এসেছিল। আমার মনে হয় শুনেছিলাম যে লোকটা কলকাতার বাইরে থেকে এখানে আসতো। হাঁ হাঁ! আমার এখন এও মনে পড়ছে যে ওর যাবার দিনে ওর ওখানেই নিমন্ত্রণ খাবার কথা ছিল। এদিকে কয়েক দিন আগে ওর ঘরে তালা ভেঙে একটা চোরও ঢুকেছিল। ওর ঘরের ভাঙা বাক্সো প্যাটরা সামনের মাঠটায় পড়ে থাকতে দেখা

ায়। পুলিস তদন্তে এলে ওগুলো আবার সে তার ঘরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এক কানা কড়ি বা এক টুকরো কাগজও ওর বাক্সো থেকে রি যায় নি।

প্রঃ—আচ্ছা! আপনি যে বললেন আপনার ঐ নতুন ভাড়াটিয়া ছেলে এদানী ন-মরা হয়ে থাকতো তা আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি নিচে এসে আপনার এ ছেলের ঘরে বসে তার সঙ্গে গল্প-গুজব করেছেন?

উঃ—হাঁ। তা, আমি কতো দিন সন্ধ্যে দেওয়ার পর নাতিদের খাইয়ে রাত্রির দিকে ওর ঐ ঘরে গিয়েছি বৈকি! এখানে আসার পর ও সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই াড়ি থাকতো না। কিন্তু পরে কয়দিন ও আর বাড়ি থেকে বার হতেই চাইতো া। একদিন রাত্রে সে হঠাৎ আমার পায়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলে উঠেছিল—মা! আমি লোভে পড়ে একটা ভীষণ পাপ করে ফেলেছি। আমার ভয় হয় এই াপে জীবিত কালে আর আমার একমাত্র পুত্রের মুখদর্শন করা হয়তো সম্ভব হবে া।' আমি বাপু তখন তার চৌকিটার উপর বিছানার কোণটা তুলে বসে পড়ে ার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিলাম—'বাছা! আমি আশীর্বাদ করছি একবার তোর সঙ্গে তার দেখা হবে বৈ কি!' তবে বাপু তার পাপটাপের কাজের বিষয় তাকে আমি কোনও কথাই সেদিন জিজ্ঞাসা করি নি। সে একবার আরও জোরে কেঁদে উঠে আমার হাতটা তার মাথার ওপর রেখে বলেছিল—'মা! একটা পুরানো ডাকিনীর খপ্পরে আমি পড়ে গিয়েছি।' এই কথা শুনে আমি ওপর থেকে একটা পূজার তুলসী পাতা একটা তামার মাদুলিতে পুরে তার ডান হাতে বেঁধে দিয়ে উত্তর করেছিলাম—'আরে মায়ের স্নেহের কাছে কোনও ডাকিনী-যোগিনী আবার পাত্তা পাবে নাকি! ওরা ওরকম কত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভালো ভালো কথা বলে থাকে কিন্তু তা বলে ওদের স্বরূপ জেনেও ওদের ঐ সব কথা বিশ্বাস করতে হবে না'কি! আহা! এই বাছা আমার সেই মাদুলি পরে বেরিয়ে গিয়েও আর ফিরে এলো না। সেই দিনকার সেই ঝড়ের রাতে বাছার আমার ুখের কথাগুলো আজও আমার মনে পড়লে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে! াবা! সে বিগারের রোগীর মত বক-বক করে বলতে শুরু করে দিলে—'কোনও রকার ছিল না, কোনও দরকার ছিল না, এ আমি কি করে বসেছি! আমি াগল হয়ে গিয়েছিলাম।' আমি তখন তাকে চুপ করে ভগবানের নাম নিতে লেলে সে চুপ করেছিল। আমার মনে হয় কোনও ডাকিনীই তাকে ভর করে এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছে। তা না হলে সে যে তার বাপ-মায়ের এক সোনার টুকরো ছেলে ছিল, বাবা!

এই ভদ্রমহিলার কাছ হতে আমাদের যা জানবার ছিল তা জানা হয়ে গিয়েছিল এর পর তাঁকে আর কোনও বিষয় জিজ্ঞেস না করে আমরা তাঁকে ও দুজন স্থানী সাক্ষী সঙ্গে করে ঐ পলাতক ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকে তাঁদের সামনে তার সেই ঘর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তল্লাস করতে শুরু করে দিলাম। প্রথমেই আমার নজর পড়েছি ঘরের কোণে ন্যস্ত একটা মোটা খেঁটে লাঠির দিকে। আমি এখানকার এ বাড়িউলী মায়ের কাছে শুনলাম যে এই লাঠিটা তাঁর ঐ নূতন ভাড়াটিয়া ছে ৮।১০ দিন আগে কিনে এনেছে।

'আমার মনে হয়, ভাই কনক! এই পলাতক ভদ্রলোক সত্যই এদানী প্র ভয়ে ভীত ছিল। সর্বদাই সে আশাঙ্কা করেছে যে কেউ না কেউ তাকে ফ করে এখানে এসে তার শারীরিক কোনও হানি ঘটাবে', ঘরের কোণ থেকে নতুন-কেনা মোটা লাঠিটা তুলে সেটা নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করতে করতে আ বললাম, 'এই দেখ, কেনার পর এই লাঠিটার মুড়োতে কেমন এক গাদা মাথা-চওড় লোহার পেরেক পুতে দেওয়া হয়েছে। এটা শখের কোনও কাজ হলে এটার এখা লোহার স্থলে পিতলের অনুরূপ পেরেক লাগানো হতো। সদাসর্বদা আক্রা হওয়ার আশঙ্কা থাকায় এই ভদ্রলোক এই ভাবে তাড়াতাড়ি করে এই লাঠিটা মজবুত করে তুলেছে। কলকাতার বাজারে এই রকম লোহার পেরেক লাগানো লাঠি কোনও দিনই বিক্রয় হয় নি।'

আমার এই কথা শুনে সহকারী কনকবাবু বৃদ্ধা বাড়িওয়ালী মা ও তাঁর কয়েকজ ভাড়াটিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা কোনও এক গোঁফওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোকক এদানী এই বাড়ির আশে-পাশে ঘুরা-ফিরা করতে দেখেছে কি না। কিন্তু তার কেউই এইরকম একটা সন্দেহজনক লোককে এই বাড়ির আশে-পাশে দেখেছ কিনা তা বলতে পারলে না। আমরা যখন এই ভাবে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলা তখন আমাদের অপর সহকারী সুবোধবাবু ওই পলাতক ভদ্রলোকের বাক্সটি সাক্ষীদে সামনে তল্লাস করতে ব্যস্ত ছিলেন।

'এইতো স্যার, পেয়ে গেছি আসল চীজ্'—আমার সহকারী সুবোধ বা উল্লসিত হয়ে একটা পুরানো ছোট উইয়েকাটা ফটো বার করে সেটা আমা হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এই দেখুন দার্জিলিঙের মলের একটা বেঞ্চের ওপ কারা বসে রয়েছে। এই ফটোর পিছনে প্রমীলা দেবী নামে জনৈকার দস্তখত তো দেখা যাচ্ছে। এই ফটোর ছেলে-মেয়েটি তখন নিতান্ত তরুণ-তরুণী থাকলে তাদের মুখের আদল থেকে ওরা যে কারা তা ভালো করেই বুঝা যায়।'

আমি তাড়াতাড়ি এই ফটোটি হাতে তুলে সহকারীর দিকে চেয়ে সম্মতি সূচক

ড় নাড়লাম। কিন্তু তবুও এদের এই ছোট বেলার তোলা ফটো দেখে আমি শ্চিন্ত হতে পারলাম না। ফটো থেকে সঠিকভাবে মানুষ চেনা যদি যেতো 'হলে আজ পর্যন্ত পেন্টিংঙের কোনও মূল্য থাকতো না। ফটো এক নির্জীব নুষের মুখের আদল ধরে দিলেও তাতে তাদের প্রাণ বা চরিত্র ফুটাতে পারে । তা'ও আবার এদের এখনকার চেহারা তো পূর্বের চেহারা থেকে অনেক দূর রে এসেছে। এখন কেবল মাত্র ওর গায়ে 'প্রমীলা দেবী' নামটা ছোট বেলাকার তের লেখায় খোদাই থাকলেই প্রমাণ হয় না যে অপর চেহারাটা এখানকার এই লাতক ভাড়াটিয়াটিরই হবে। এ সব বিষয়ে জোর করে কেই বা কাকে কি লতে পারে? তবে এদের এই কুমার ও কুমারী অবস্থার যুগ্ম ফটো এই ভদ্রলোকের ক্সের মধ্যে পাওয়া যাওয়াও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এর পর অপর যে ফটোটি এই লাতক ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত বাক্স থেকে বেরুলো সেটি হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ বনা শাঁখা সিন্দুর শোভিতা বিবাহিতা নারীর। এই ফটোটি দেখা মাত্র আমার খ থেকে অস্ফুট স্বরে বার হয়ে এলো, 'আরে! ইনি আমাদের বেচারামের মা ন তো?' এই কয়টি ব্যতীত আর কোনও দ্রব্য সেখানে পাওয়া গেল না যাতে রে আমাদের এই অদ্ভুত মামলার কোনও একটা সুরাহা হতে পারে। প্রথম টোর পিছনে লেখা 'প্রমিলা দেবী' অন্য কোনও প্রমীলা দেবী কি'না তাই বা লপ করে কে বলতে পারে! আমি মনে মনে ভাবলাম যে একাধিক ওয়াকিবহাল ক্তিকে এই ফটোর মানুষ কটিকে দেখিয়ে তাদের সনাক্ত করাতে না পারলে এই ম্পর্কে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

এই স্থানের এই প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি সাবধানে একটি কাগজের প্যাকেটে প্যাক্ রে নিয়ে আমরা এখানকার সাক্ষীদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে সোজা অমুক সপাতালের সারজিক্যাল ওয়ার্ডে এসে অতো নম্বরের বেডের সামনে স্থির হয়ে ড়িয়ে পড়লাম। এইখানে তখন পর্যন্ত রিষড়া মিলের অমুক শ্রমিক উইনিয়নের ক্রেটারি সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। হাঁটুর উপর জরাজীর্ণ াপড় পরা কয়েকজন দরিদ্র শ্রমিক ডালিম ও বেদানার ঠোঙা হাতে কাতর নয়নে র মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম যে এই আহত শ্রমিক-তা চোখ বুজিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন। এই ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের মুখে নলাম যে তাঁরা এঁর জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় য়দিনের মধ্যেই তিনি আশ্চর্যজনকভাবে সেরে উঠছেন। ওঁর আঘাত হেড-নজুরি হলেও উনি এখন ভালোভাবেই কথাবার্তা বলতে পারবেন। আমাদের য়েকজনের পদশব্দ একত্রে শুনে এই শ্রমিক-নেতাটি ধীরে ধীরে চোখ মেলে

আমাদের দিকে চাইলেন। এর পর পিছনের দিকে ফিরে তিনি বোধ হয় দেখতে চাইলেন যে তাঁর চিন্তাগ্রস্ত সহধর্মিণী ইতিমধ্যে তাঁকে দেখবার জন্যে এসে গিয়েছে কিনা। ইতিমধ্যে ভিজিটিঙ টাইম এসে যাওয়াতে আমরা তাঁর সঙ্গে একথা-সেকথার পর তাঁর একটি বিবৃতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিলাম।

মস্তকে আঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় বহু মনগড়া কথা নিজেদের অজ্ঞাতে বলে বসে। এমন কি, এই সময়ে তারা নিজেদের ও আপনজনদের বিরুদ্ধেও বহু সত্য-মিথ্যা বলে ফেলে। এই জন্যে বৈজ্ঞানিকরা মস্তকে আঘাতগ্র ব্যক্তিরা রীতিমত সেরে না ওঠা পর্যন্ত কোনও মামলা সম্পর্কে তাদের বিবৃতি গ্রহ করতে মানা করে গিয়েছেন। কিন্তু আমি আরও দেরি করে অন্য কোন নূত উপসর্গ জোটাতে রাজি ছিলাম না। এ ছাড়া হঠাৎ একদিন এঁর পক্ষে মৃত্যু প যাত্রা করাও অসম্ভব নয়। এই মুমূর্ষু রোগীর মামলা সম্পর্কীয় দীর্ঘ বিবৃতি প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমার নাম জ্ঞানদাচরণ ভাদুড়ী, আমার পিতার নাম ৺নীরদ ভাদুড়ী সাং—অমুক, পোঃ—, ও জিলা—। হাল সাং ১নং রতনমণি রোড, হাওড়া। আমি রিষড়া মিলের শ্রমিক-সংঘের প্রধান সেক্রেটারি। শ্রীযুক্তবাবু হরিসাধন ভারতী আমাদের সভাপতি। আমরা কোনও রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত নেই এর কারণ এতে পার্টির স্বার্থের জন্য আমাদের নিজেদের স্বার্থের হানি ঘটে কিছুদিন যাবৎ আমার সঙ্গে শ্রমিক স্বার্থের ব্যাপারে এই কলকাতা অফিসে দুজন প্রধান ডিরেক্টারের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল। তাঁরা আমাদের দাবীদাও দাবিয়ে দেবার জন্যে ক্রমাগত নিজেদের হাতের লোককে মিলে কাজ দিয়ে তাদে দ্বারা আরও একটি শ্রমিক-সঙ্ঘ গড়ে তুলে তাদের স্বীকৃতি দেন। এ ছাড়া এঁরা আমাদের দাবিয়ে দেবার জন্য কলকাতা থেকে বহু গুণ্ডা আমদানী করে এখানে ওখানে মোতায়েন করেছিলেন। এই সব গুণ্ডারা প্রায় সকলেই কাশীপুর এস্টেটে বেনিয়াপুকুর অঞ্চলের অমুক বস্তিতে বসবাস করে। এদিকে আত্মরক্ষার জ আমরাও এই সব গুণ্ডাদের কোনও কোনও নেতাকে টাকা খাইয়ে হাত ক ফেলতে চেষ্টা করতে থাকি। এই ভাবে পরস্পরের গুণ্ডা ভাঙানো-ভাঙানির কা কিছুদিন ধরে উভয় পক্ষকেই করে যেতে হয়েছে। এই সময় হঠাৎ একদিন আমা এক প্রবাসী পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বহু বৎসর পর কলকাতার রাস্তায় দেখা হ গেল। আমার এই বাল্যবন্ধুর নাম হচ্ছে শ্রীখগেন্দ্র সরকার। অনেক দিন প তার সঙ্গে দেখা হলেও আমাদের পুরানো অন্তরঙ্গতা জেগে উঠে। এর প কয়েকবার আমরা পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত করেছি। এর পর একদি

সমাদরে নিমন্ত্রণ করে আমি তাকে আদর করে রিষড়ায় আমার বাড়িতে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় পথে আমাকে ভুল করে তাকেই কয়েকজন গুণ্ডা প্রকাশ্য দিবালোকে ধরে ফেললে। আমার বন্ধু তখন তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা পত্র বার করে সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠলো, 'ভাদুড়ী! এটা তুই রেখে দে। সময় হলে সব কথা বলবো।' তার মুখে এই কথাটি শুনা মাত্র ঐ গুণ্ডারা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এদের একজন জোর করে ছোঁ মেরে ঐ পত্রখানা কেড়ে নিলেও ঐ পত্রের একটা টুকরা আমার হাতের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় পিছন দিক থেকে কে একজন আমার মাথার উপর একটা লোহার ডাণ্ডা মারলো। আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম যে কয়েকজন লোক আমার ঐ বন্ধুকে পাকড়াও করে একটা ট্যাক্সিতে তুলে সোঁ সোঁ করে কলকাতার দিকে চলে গেল। আর একটু পরেই আমি মাথার রক্তক্ষরণের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার জ্ঞান হবার পর আমি দেখলাম যে আমি এই হাসপাতালের এই বেডটাতে শুয়ে রয়েছি। আমার চারদিক ঘিরে হাওড়া ও কলকাতা পুলিসের অফিসাররা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার এই বিবৃতির অনুরূপ এক বিবৃতি হাওড়া পুলিসকেও আমি দিয়েছি। আমার সেই অপহৃত বন্ধু এখন কোথায় তা আমি জানি না। তবে আমার হাতের মুঠিতে রাখা পত্রের ছেঁড়া টুকরোটা শুনেছি যে হাওড়া পুলিসের লোকেরা আমার হাত থেকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। আমাকে এই হাসপাতালে পাঠাবার সময় তারা ঐ পত্রের টুকরোটা আমার হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় পেয়েছিল।"

আমি ঐ আহত শ্রমিক-নেতার এই দীর্ঘ বিবৃতি ওখানকার ডাক্তারের সামনে লিপিবদ্ধ করে ভাবলাম যে তা হলে কি সত্যই দু'জন খগেন সরকারের অস্তিত্ব আছে? আমাদের শ্রীমতী প্রমীলা দেবী একবার আমাদের জেরার উত্তরে বলেছিলেন যে তাঁর গ্রাম-সম্পর্কীয় যে ভ্রাতাটিকে তিনি প্রাথমিক সংবাদ দিতে পাঠিয়েছিলেন তার নাম ছিল খগেন সরকার। আবার তাঁর যে পূর্ব প্রেমাস্পদটি সেইদিন সকালে তাঁর বাড়ি গিয়ে হামলা করেছিলেন তাঁরও নাম হচ্ছে খগেন সরকার। আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে যে, তিনি সেদিন আমাদের জেরার প্রত্যুত্তরে আশ্চর্য হয়ে চোখ কপালে উঠিয়ে বলেছিলেন—'তাই তো! একই নাম, একই গ্রাম তো ওদের বটে!' এদিকে তো এই আহত শ্রমিক-নেতা বলে গেলেন যে পিছন দিক হতে কে একজন তাঁর মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরেছিল। তাহলে এক খগেন অপর খগেনকে কোনও ব্যক্তিগত কারণে ঠেঙিয়ে গেল নাকি। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এইখানে ঐ

গোঁফওয়ালা ম্যানেজারবাবুর ভূমিকা কি হতে পারে? যতদূর বুঝা যায় প্রথম মোহড়ায় প্রমীলা দেবী ঐ গোঁফওয়ালা ভদ্রলোককে দিয়ে তাঁর পূর্ব প্রেমাস্পদ খগেন্দ্রবাবুকে পেটাতে গিয়ে তিনি আমাকে পেটান কিন্তু তাদের এই ভুল যথা সময়ে ধরা পড়ে! তাহালে হয় তো পরের মোহড়ায় ইনি এই মোচওয়ালা ম্যানেজারকে কিংবা তাঁর ঐ গ্রামসম্পর্কিত পলাতক ভাইকে এই কার্যে লাগিয়ে দিয়ে থাকবেন। আপাতত আমি আমার মনের এই চিন্তা সাবধানে গোপন করে এই আহত শ্রমিক-নেতাকে আরও কয়েকটি বাছা বাছা প্রশ্ন করলাম। এই প্রশ্নোত্তরগুলির সারাংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আচ্ছা। আমরা শুনেছি যে আপনাদের মিলের এই মালিকদের মধ্যে দু'টি দল আছে। এখন বলুন দিকি আপনি ওঁদের কোন দলটিকে বেশি পছন্দ করেন? আপনারা নিজেরা ওঁদের এই সব দলাদলির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন কখনো?

উঃ—আমার মূল বিবৃতিতে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছি। এঁদের কারুর ওপর আমাদের নিজস্ব কোনও পছন্দাপছন্দ নেই। যদি বুঝি যে এঁদের মধ্যে কলহ বাধলে শ্রমিকদের কোনও সুবিধা করা যাবে, তাহলে এঁদের কলহে ইন্ধন যোগাতে স্বভাবতই আমরা ইতস্তত করবো না। তবে এঁদের অন্যতম মহিলা পার্টনার শ্রীমতী প্রমীলা দেবী আমাদের দিকেই টেনে কথা ক'য়ে থাকেন। এঁদের একজন যুবক পার্টনারও এই বিষয়ে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমরা তো ঠিক করে রেখেছি যে আমরা প্রমীলা দেবীদেরই দিকে থাকবো। কিন্তু এদিকে মুস্কিল হচ্ছে এই যে, আমাদের নিজেদেরই বহু লড়াকু শ্রমিককে অপর পক্ষ টাকা খাইয়ে ওঁদের দালাল করে নিয়েছেন। এই জন্যই তো আমি আমার ওপর হামলার ব্যাপারে ওঁদেরও কখনও কখনও সন্দেহ করেছি।

প্রঃ—আচ্ছা! এইবার আপনার ঐ অপহৃত বন্ধুটির সম্বন্ধে আমাদের আপনি কিছু বলুন। ওঁর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হলেও কিছুক্ষণ ওঁর সঙ্গে আপনি ট্রামে-বাসে ছিলেন। কলকাতা থেকে এই রিষড়া পর্যন্ত পৌঁছুতে তো অন্তত আপনাদের ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগেছে। এখন বলুন তো ঐ সময়টুকুর মধ্যে আপনি আপনার ঐ বন্ধুর স্ত্রীপুত্র সংসার ও পূর্ব এবং বর্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু কি জেনেছিলেন?

উঃ—আজ্ঞে, তা একটু একটু তার কাছে শুনেছি বৈ কি? তবে খুব বেশি কথা বলার তার সুযোগ হয়নি। বরং বারে বারে সে আমাকে বলেছিল যে আমার বাড়িতে পৌঁছে সে নিজের সম্বন্ধে বহু আজব কথা শুনাবে। সে এও

বলেছিল যে এই সব বিষয় কোনও এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে না শুনানো পর্যন্ত সে একটুও শান্তি পাচ্ছে না। তবে সে যে একটু বিপদের মধ্যে আছে তা সে আমাকে বলেছিল। এমন কি,. কিছুদিন কলকাতা ছেড়ে সে আমার বাড়িতেও এসে থাকতে চেয়েছিল!

প্রঃ—আচ্ছা! সে কি একথা বলেছিল যে কোনও এক পূর্বপরিচিতা মহিলা তার সঙ্গে বেইমানি করেছে? তাকে বহু বিষয়ে বহু আশা দিয়ে সেই আশার মূল্য সে আদপেই দিতে চাইলে না? উপরন্তু সে তাকে নানা ভাবে অপমান করে আরও বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে?

উঃ—আরে! এ আপনি কি সব আজে-বাজে কথা বলছেন? এতো কথা আগে-ভাগে সে আমাকে বললে আমি কি ওকে নিয়ে এতে অসাবধানে পথ চলতাম! সারা হাওড়া ও রিষড়ায় আমারও কি কম লোকজনের বল আছে নাকি। ওদের মত আমরাও গুণ্ডাগিরিতে কম যেতাম না। এখন কথা হচ্ছে এই যে; আপনারা কি আমার ঐ বন্ধুকে ওদের খপ্পর হতে এখনও উদ্ধার করতে পারলেন না? আমি আজ ভালো থাকলে আপনাদের কাছে এতো সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করার প্রয়োজন হতো না। আমি নিজেই ঐ সব গুণ্ডাদের আড্ডা তন্ন তন্ন করে খুঁজে ওকে আমি উদ্ধার করে আনতে পারতাম। প্রয়োজন মত পুলিসের সাহায্য না পেলে বেঁচে থাকবার তাগিদে গুণ্ডাগিরিকে গুণ্ডাগিরি দ্বারা বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় কি আছে?

এইভাবে বহুক্ষণ কথা বলায় এই আহত শ্রমিক-নেতা এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এইবার বন্ধুকে তখনও না পাওয়ার সংবাদে উত্তেজিত হয়ে উঠে তিনি একেবারে অবশ হয়ে পড়লেন। রোগীর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত ডাক্তারবাবু আমাদের তার সঙ্গে আর কথা বলতে নিষেধ করছিলেন। অগত্যা এই দিনের মত এই সাংঘাতিকভাবে আহত শ্রমিক-নেতাটিকে রেহাই দিয়ে আমরা একটা ট্যাক্সি করে তখুনি রিষড়া থানাতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে এইদিনের মধ্যে এদিককার এই তিনটি স্থানে তদন্ত শেষ করে তবে বিশ্রামের জন্য থানায় ফিরবো।

এই যান্ত্রিক যুগে বড়ো বড়ো শহরেরও এপ্রান্ত হতে ও'প্রান্ত এখন এপাড়ায় ওপাড়ায় পর্যবসিত হয়ে পড়েছে। হু-হু করে ট্যাক্সি ছুটে গিয়ে মাত্র পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ভিড় ঠেলে একেবারে রিষড়া থানার গেটের সামনে এসে হাজির হলো। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় এঁদের এখানকার এই জখমী মামলার তদন্তকারী অফিসার রমেশবাবু তাঁদের সেই থানাতে উপস্থিত

ছিলেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি আদর করে আমাদের সেই থানায় তাঁর নিজস্ব অফিস ঘরে এনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই দুইটি মামলা সম্বন্ধেই বহুক্ষণ আমরা আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। এখানকার এই জখমী মামলা সম্পর্কে তাঁর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমিই মশাই এখানকার এই সাংঘাতিক আঘাতের মামলাটি তদন্ত করেছিলাম। এ ছাড়া এই সম্পর্কীয় অপহরণের মামলাটিও একই সঙ্গে আমি তদন্ত করেছি। আমি সংবাদ পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলের উদ্দেশে দ্রুত বার হয়ে পড়ি। প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাবে রাস্তায় একটি চলন্ত লরি পাকড়ে সেইটেতেই আমি উটে পড়ি। কিন্তু আমাদের ঘটনাস্থলে পৌঁছুবার পূর্বেই দুর্বৃত্তরা একজনকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে ও অপরজনকে অপহরণ করে সরে পড়েছিল। ঐ রক্তাক্তকলেবর শ্রমিক-নেতাটিকে অজ্ঞান অবস্থায় আমিই প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ও পরে কলকাতার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। আমি এই বেহুঁশ শ্রমিক-নেতার ডান হাতের মুঠি থেকে মেয়েলি অক্ষরে লেখা একটা বাংলা পত্রের একটা টুকরোও উদ্ধার করেছিলাম! এছাড়া একটা তুলসী পাতা পোরা একটা তামার মাদুলিও আমি ঘটনাস্থলে পড়ে থাকতে দেখে সেটা কুড়িয়ে নিয়েছি। এই দুটো প্রামাণ্য দ্রব্য আমাদের এই থানায় মালখানাতে সযত্নে রক্ষিত আছে।"

উপরোক্ত প্রদর্শনী দ্রব্য দু'টি এই থানার মালখানা থেকে বার করে এনে স্থানীয় অফিসারটি সেইগুলো আমাদের সামনে মেলে ধরলে আমরা অবাক হয়ে সেগুলো দেখতে থাকি। তাহলে কি আমাদের ঐ অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা এখানে গুণ্ডাদল কর্তৃক অপহৃত হয়েছে? বলা বাহুল্য যে, এই তুলসীপাতা-ভরা মাদুলিটি এইখানে আমাদের উভয় সঙ্কট রূপ সমস্যার সমাধান করে দিলে। প্রমীলা দেবীর তথাকথিত পূর্বপ্রেমাস্পদ খগেন সরকার এবং তাঁর গ্রামসম্পর্কিত ভ্রাতা খগেন সরকার—এই দুই বিভিন্ন মস্য ব্যক্তিদের এক ব্যক্তি হওয়াও যে অসম্ভব এতক্ষণে তা'ও আমাদের আর পূর্বের মত মনে হয় না। এই সব অদ্ভুত অবস্থা দৃষ্টে এই সময় আমরা নিজেরাও যেন নিজেদের আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

আপাতত আমরা আমাদের এই সব পরস্পর বিরোধী চিন্তাসমূহ সাময়িকভাবে মূলতুবি রেখে ঐ আহত শ্রমিক-নেতার হাতের মুঠির মধ্যে পাওয়া সেই পত্রের বিচ্ছিন্ন টুকরাটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে পড়তে শুরু করে দিলাম। এই পত্রের টুকরাটি নেড়ে চেড়ে বারে বারে পড়ে আমি মাত্র কয়েকটি বাংলা শব্দ উদ্ধার করতে পারলাম। এই শব্দগুলি হচ্ছে—'মত বদলেছি তাই হতে কাল সকালে। তাহলে এসো। আমাকে পাবে।' এ ছাড়া কোনও অক্ষরের নিম্নাংশ, কোনটিরও বা একটা রেখা

মাত্র এই পত্রের ছিন্ন অংশে পড়া যায়। কিন্তু তা থেকে কোনও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। অনুমানে আমি বুঝতে পারলাম যে মত বদলে এই পত্র দ্বারা কাউকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না—এই পত্রখানা এদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে এতো মারামারি ও খুনোখুনি কেন এরা করে গেল? এ ছাড়া ঐ অপহৃত মানুষ খগেন সরকার (?) এই পত্রটি রক্ষা করবার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়েছিল কেন (?) টা'ও আমি এই সময় বুঝতে পারি নি। তবে এই পত্রটির মধ্যে তার নিজের বা অপর কারুর মৃত্যুবাণ নিহিত আছে, তা আমি সহজেই বুঝে নিতে পেরেছিলাম। এর কারণ—তা' না হলে এই পত্রের প্রাপক বা মালিক এই পত্রখানি নিশ্চিন্ত মনে বাড়িতে বাক্সে না রেখে সেটা তার জামার পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো না।

এই সময় আমাদের মনে পড়ে গেল যে শানকিভাঙ্গা লেনের অতো নম্বরের বাড়ির মালিকানী বৃদ্ধা মহিলা আমাদের বলেছিলেন যে তাঁর সেই ভাড়াটে ছেলেটির অন্তর্ধানের পূর্বে পর পর দুই দিন তার ঘরের জানালার গরাদ উপড়ে চোরেরা ঢুকে তার বাক্স ভেঙ্গে জিনিসপত্র তছনছ করে গেলেও কোন বারই কোনও দ্রব্য চুরি করে নিয়ে যেতে পারে নি। এতক্ষণে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলাম যে কোনও সুদক্ষ চোরের দলকে তাহলে কোনও ব্যক্তি এই পত্রটি ঐ ঘরটি থেকে খুঁজে-পেতে নিয়ে যাবার জন্য নিয়োগ করে থাকবে। কিন্তু তাতে অপারগ হয়ে তারা নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে এই প্রয়োজনীয় পত্রটি এই লোকটি তার জামার পকেটে নিয়ে ঘুরাফিরা করে থাকে। এই কারণে একে অনুসরণ করে কোনও এক নিরালা স্থানে তাকে পাওয়া মাত্র ঐ পত্রটির উদ্ধারের জন্য এই সাংঘাতিক অপরাধটি তারা করেছে। এই সময় আমাদের মনে পড়লো যে কাশীপুরের জমিদারদের সেই বস্তিটাতে তাদের সেই ম্যানেজারের রক্ষণাবেক্ষণে বহু নাম-করা বিড়াল চোরের দল সমেত বহু গুণ্ডা-বদমাস বাস করে। কিন্তু তারা এই সঙ্গে এই লোকটিকেও অপহরণ করে নিয়ে গেল কেন?

॥ ৫ ॥

এই দিন সকাল সকাল থানায় নেমে বকেয়া কাজ-কর্মগুলো সেরে ফেলতে মনস্থ করলাম। এই রূপ একটি সাংঘাতিক মামলার তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য বহু মামলার তদন্ত করতে হয়ে থাকে। একটি মাত্র মামলা নিয়ে পড়ে থাকলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে। তাই এরই মধ্যে আরও অনেক ছোট-বড় মামলা আমাদের তদন্তাধীনে নিতে হয়েছে। কয়েক দিনের জন্য বেনারসে যাবার আগে এই মামলাগুলিরও কিছু কিছু সুরাহা করে রাখবার দবকার ছিল। তাই সকালের দিকে আমি ও আমার সহকারী সুবোধ রায় এই কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। এর কারণ আমাদের বিভাগীয় বড় সাহেব আজকেই রাত্রে আমাকে সহকারী সুবোধ রায়কে সঙ্গে করে বেনারস শহরে রওনা হবার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এই অদ্ভুত মামলা সম্বন্ধে সেখানে আমাদের স্থানীয় রক্ষীকুলের সহযোগিতায় দুইটি স্থানে ভালো করে তদন্ত করা দরকার। কাশীতে এই আহত যুবকের পিতা-মাতার বাড়িতে তদন্ত করতে হবে। আবার এখানকার ঐ দ্বিতল বাড়ির কাশীবাসী মালিকের ডেরাতেও তদন্ত করতে হবে।

সেদিনকার সেই গুণ্ডাদল কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে আমার দেহে খুব বেশি আঘাত লাগেনি মনে হয়েছিল। তাই এর বিশেষ কোনও চিকিৎসা করার আমি প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু এই কয়দিন আমার পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন মাঝে মাঝে টন টন করে উঠে। একটু বেশি লেখালেখি বা অন্য কোনও পরিশ্রম করলে তা বুঝা যায়। তবু এই অল্প-স্বল্প ব্যথা যেন মনের মধ্যে একটা পুলক-শিহরণ আনে। ভদ্রজনেদের দ্বারা প্রহৃত হলে দেহের সঙ্গে মনের ব্যথাও জেগে উঠে। তাই ভদ্রলোকের দ্বারা প্রহারের ব্যথা আমরা একটু বেশি অনুভব করি। কিন্তু *গুণ্ডা-ডাকাতদের প্রহারের ব্যথা পুলিস অফিসারদের উপর বেশ একটু সুখের আমেজ* সৃষ্টি করে থাকে। আমি বাম হাত দিয়ে আমার আহত ডান হাতটা একটু টেনে দিয়ে নিজেই নিজের পিঠে হাত বুলিয়ে আবার নথি-পত্রের মধ্যে ডুব দিলাম। এদিকে আজকে সন্ধ্যার মধ্যে বেনারস মেলে রওনা হতে পারবো কিনা সে সন্দেহও আমার মনে থেকে থেকে জেগে উঠে। কিন্তু যে রকম করে হোক আজকে সন্ধ্যের মেলে সেখানে যাবার জন্যে আমাদের রওনা হতে হবে।

'আমার মনে হয়, স্যার', নথিপত্রে লেখালেখি করতে করতে সহকারী সুবোধবাবু

বললেন, 'এই শহরে এই কয়দিনের তদন্তে যা পেলাম তা'তে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, ঐ আহত যুবকটির প্রতি ঐ ভদ্রমহিলা অনুরক্তা। আর স্যার, এই তথ্যটুকু তো তদন্তের প্রথম দিনেই আমরা জানতে পেরেছি। অথচ সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সাক্ষীর মুখে সেই একই কথার কচকচি চলছে। এদিকে তদন্তের পথে যতোই এগুনো যায় ততোই একাধিক ব্যক্তির প্রতিই আমাদের সন্দেহ জাগে। এর ফলে আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই আমরা থেকে যাই। কতোবার মাত্র কয়েক পা এগিয়ে আবার আমাদের পূর্বস্থানে ফিরে আসতে হয়েছে। আমার মনে হয় যে, সেইদিন সকালে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঐ ভদ্রমহিলার কলহের প্রকৃত কারণটি জানতে পারলে আমাদের এই অদ্ভুত মামলাটির কিনারা হয়ে যাবে।'

'উঁহু! ঐটুকু জানতে পারলে এই অপরাধী হয়তো ধরা পড়বে', আমি এই-বার নথিপত্র হতে মুখ তুলে সহকারীর প্রশ্নের উত্তর করলাম, 'কিন্তু তাতে এই সাঙ্ঘাতিক অপরাধের উদ্দেশ্য বা মোটিভ কি ছিল তা জানা যাবে না।' অপরাধের এই মূল হেতু না জানলে অপরাধির বিরুদ্ধে এই মামলা প্রমাণ করা দুষ্কর হয়ে উঠবে। আমাদের এখন এই তদন্তের প্রতিটি কাজ করে যেতে হবে তাদের কথা ভেবে—যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা না হলে আমাদের মাত্র একটি ভুলের জন্যে আমাদের এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়বে। আমার মতে এই মামলার যেখানে উৎপত্তি সেখানে এসেই এর নিষ্পত্তি হবে। আমি মনে করি এই যে, এই ভদ্রমহিলার বয়েস-ভীতি রূপ মনোজট্ তথা কমপ্লেক্সটির মূল কারণ নির্ধারণ করতে পারা বা না পারার মধ্যে আমাদের এই তদন্তের সাফল্য বা অসাফল্য একান্তরূপে নির্ভর করছে। আচ্ছা! এই গুহ্য বিষয় আজ সন্ধ্যেয় দুজনায় মিলে বেনারস মেলে বসে আলোচনা করা যাবে। এখন হাতের বকেয়া কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে দুজনে মিলে বাজার ঘুরে কিছু কেনা-কাটা করে নিই। এই একটা নূতন তোয়ালে, এক ডজন সেফটি রেজার ব্লেড, সাবান, টুথব্রাশ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে নিতে হবে। একটা হোল্ডিং ও একটা চামড়ার পোর্টম্যাণ্ট সঙ্গে নেওয়া দরকার। কে বলতে পারে যে ওখানে আমাদের ক'দিন থাকতে হবে। হ্যাঁ, ট্রেনে উঠবার আগে বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে নিলেও সঙ্গে কিছু খাবারও নিতে হয়! রেল গাড়ি চললে—ধকলে ধকলে আবার তাড়াতাড়ি খিদেও পেয়ে যায়।'

আমরা তাড়াতাড়ি বকেয়া কাজকর্মের যথাযথ বিলিব্যবস্থা করে উঠে পড়ে বাজার-হাট করে জিনিসপত্র গুছুতে শুরু করে দিই। এদিকে দেখতে দেখতে

বেলা পড়ে আসে। আমাদের হাতে যেন আরও একটু সময় থাকলে ভালো হয়। এর পর বেশ একটু তৃপ্তি করে ঝোল-ভাত খেয়ে রাত্রি আটটার আগে মাল-পত্র সমেত বেনারস মেলে চেপে বসলাম। ট্রেনের কামরায় গদি-আঁটা সিটে চেপে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লো—আঃ কি আরাম! আমাদের কাজকর্ম তথা কোনও দায়িত্ব নেই। কারণে অকারণে ডাকাডাকি নেই। কাউকে কোনও কৈফিয়ৎ দেবার ঝুঁকি নেই! বহির্জগতের সম্পর্কশূন্য এমন নির্ভেজাল আরাম ও বিশ্রাম আমরা ইতিপূর্বে কোনও দিনই অনুভব করি নি। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর আমরা জানলার ফাঁকে বাহিরের ছুটন্ত গাছপালা, বাড়ি-ঘর ও টেলিগ্রাফের পোস্ট ও তারের দিকে চেয়ে বেঞ্চদু'টির উপর আরামে শুয়ে পড়লাম।

কাত অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ির ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে আমরা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! এইদিন আমাদের মধ্যে নিশ্চিন্ততার জন্যে এমন একটা বিরাট ফাঁক বা ভেকুয়াম সৃষ্টি হয়েছিল যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট না করে মনের এই সদ্য নূতন অচিন্ত্যনীয় আমেজটুকু চোখ বুজিয়ে উপভোগ করতেই শুধু ইচ্ছে করছিল। আমাদের কর্মক্লান্তি অবসর পেয়ে আমাদের অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছে। অবিরাম ছুটাছুটিতে অভ্যস্ত মাংসপেশীগুলো এতদিন পর পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেয়ে আমাদের অজ্ঞাতেই শক্ত হয়ে আবার নরম হয়ে যায়। এই অবস্থায় মহা আরামে ঘুমিয়ে পড়া আমাদের পক্ষে খুব সুখকর। ইতিমধ্যে কখন যে বাঙলাদেশ পার হয়ে পাহাড়ে বিহারের প্রান্তদেশে এসে পড়েছি আমরা তা জানতেও পারিনি। চক্ষু বুজিয়ে থেকেই যেন আমরা অনুভব করলাম যে একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থেমে আবার সেটা চলতে শুরু করে দিলে। আধ-ঘুম অবস্থাতেই আমরা প্লাটফর্মের মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে হাঁকডাক শুনতে পাই। ক্রমে গাড়ির হুমহুম শব্দের সঙ্গে এই কলরবও থেমে যায়। একসময় একটা বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে আমি উঠে বসে দেখলাম যে সহকারী অফিসার সুবোধবাবু তখনও অঘোরে ঘুমচ্ছেন। হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম যে, কখন একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে হ্যাঙ্গিং বেডের উপর বিছানাপত্র বিছিয়ে শয়নের ব্যবস্থা করছেন। কখন যে ইনি ট্রেনে উঠে হ্যাঙ্গিং বেডের উপর চড়ে বসেছেন তা আমরা জানতেও পারি নি। তাঁরই মতন আমার স্থূল বপুর দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'আপকো কেয়া কারবার হ্যায়? আপকো গদি কলকাত্তামে হুঁ?' অকারণে আমরা কমই মিথ্যে কথা ব'লে থাকি। আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে তাঁকে নিরাশ করে আমি জানালাম—আমি কোনও

এক ব্যবসাদার নই। আমি বিদেশভ্রমণবিলাসী নিষ্কর্মা আয়েসী জমিদার ব্যক্তি। আমাকে বেকারবারী মানুষ বুঝে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক অবজ্ঞায় তাঁর মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। অবশ্য এ জন্য আমি এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে দোষ দিই নি। পুরানো দিনে উচ্চশ্রেণীর কামরায় দূরপাল্লার ট্রেন জার্নি করা সরকারী অফিসার, ব্যবসাদার ও জমিদার ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব হতো না। আমি ব্যবসায়ী জমীদার না হলেও সরকারী অফিসার তো বটে। হঠাৎ এই সময় আমি আচমকা একটা দারুণ ক্ষুধা অনুভব করলাম। আমার পেট যেন মুচড়ে উঠে সেখানে একটা যন্ত্রণার সৃষ্টি করছে। তাড়াতাড়ি সহকারীকে জাগিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে আনা কয়েকখানা লুচি ও পোস্তচচ্চড়ি কৌটা হতে বার করে সে-গুলো উভয়ে গলাধঃকরণ করে উভয়ে আবার যে যার সিটে আরামে শুয়ে পড়লাম।

এরপর আমরা আবার কয়েকবার উঠেছি। হাঁক-ডাক করে আমরা জিনিস কিনেছি। দূরের নীলাভ পাহাড়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছি। এরপর আবার কতবার আমি উঠে বসেছি ও আবার শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে নিয়েছি। হঠাৎ ভোর রাত্রে একসময় ট্রেনের গতি মন্থর হচ্ছে বুঝে তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি—সহকারী কখন জেগে উঠে বাতায়ন পথে মুগ্ধ হয়ে এক অপরূপ দৃশ্য দেখছেন! এমন অপরূপ দৃশ্য আমি জীবনে কোনও দিন দেখিনি। আর জীবনে অমন ভাবে এইরূপ দৃশ্য দেখতে পাবো না মনে করি। এই বিরাট দৃশ্যের প্রথম দেখার আনন্দ পরবর্তী কালে পাওয়া সম্ভব নয়। কাশী রাজ্যের রাজধানী বারাণসী। শহরের ধারে গঙ্গার উপর দিয়ে ঝিকিঝিকি শব্দে ট্রেন চলছিল। পুণ্যবতী গঙ্গানদীর বাঁকের পাড়ে দেখা যায় অজস্র সোপান শ্রেণী ও হিন্দুদের ছোট-বড় মন্দির। এই মহান দৃশ্য নয়ন গোচর হওয়া মাত্র আমার মনে হলো যে, এই প্রথম বুঝি হিন্দুধর্মে আমার দীক্ষা লাভ হলো। ছবিতে এই দৃশ্য দেখে বস্তুবাদী য়ুরোপীয়রাও কেন যে এদেশে ছুটে আসে তাও আমি বুঝলাম। আমার মনে হলো যেন একখানি পাথরের উপর কোনও নিপুণ শিল্পী সমগ্র হিন্দু ভারতের ছবি এঁকে রেখেছে।

কলকাতাতে পূর্বে বহু বার ছবিতে আমরা এই চোখঝলসানো দৃশ্য দেখেছি। এইসব ছবির সঙ্গে এইস্থানের এমন হুবহু মিল কল্পনাও করা যায় না। একদিন আমি এক বাহ্য শস্যশ্যামলা নিভৃত পল্লীগ্রামের ছবির দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম।. কিন্তু সরজমিন সেই স্থানে গিয়ে দেখেছি যে, ছবির সঙ্গে তার একটুমাত্রও মিল নেই! বরং ভ্রমাত্মক ছবিতে দেখা স্থানীয় শ্যামল আসশ্যাওড়া বন, ঝোপঝাপ, পানাপচা ডোবা ও কর্দমাক্ত পথে সন্ধ্যার আগমন আশঙ্কা সে দিন আমাদের শঙ্কিত করে

তুলেছিল। কিন্তু এখানকার এই দৃশ্য যেন ছবিতে দেখা দৃশ্যের চেয়ে আরও মহান ও সুন্দর। আমরা বুঝে নিলাম যে বেনারস স্টেশন প্রায় এসে পড়লো। এইবার আমাদের মোটঘাট বেঁধে নামবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এই বারাণসী স্টেশনের উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামঘরটির মত সুবিধাজনক স্থান ভারতের অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাই এই ভোরের বাতাসে সেখানে আমরা বিছানা বিছিয়ে একটা প্রাতঃকালীন ঘুম ঘুমিয়ে নিলাম। এতক্ষণে আমরা আমাদের মূল মামলার বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা ভাবলাম কোনও স্থানীয় থানায় না গিয়ে ধার্মিক হয়ে কোনও ধর্মশালায় উঠা যাক! একটা টাঙ্গায় মালপত্র চাপিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে পথ চলছিলাম। এমন সময় আমরা অবাক হয়ে যা দেখলাম তাতে আমাদের সর্বশরীর হিম হয়ে যায়। আমাদের পিছনে আর একটা টাঙ্গা করে কলকাতার নিউ তাজমহল হোটেলে দেখা কাশীপুর এস্টেটের সেই মোচওয়ালা ম্যানেজার লোকটি এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে শহরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কোনও এক অপ্রত্যাশিত স্থানে স্বল্পপরিচিত ব্যক্তিরা পরস্পর পরস্পরকে বহুক্ষেত্রে চিনেও চিনতে পারে না। এই সময় তাদের মনে হয় যে, হয়তো এদের মুখে পূর্বদেখা লোকের একটা আদল দেখা গিয়েছে মাত্র। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা একটু মাত্রও ভুল করি নি। এখন কে বলতে পারে যে এই ধুরন্ধর ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে আমাদের পিছু পিছু অনুসরণ করে এই শহরে আসে নি! আমরা আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে তাকে এড়িয়ে পথের ধারের একটা বেনারসী শাড়ির দোকানে থেমে এই ভারত বিখ্যাত শাড়ির দর করতে শুরু করলাম। কিন্তু দরের বহর শুনে বুঝলাম যে এই মানের শাড়ির দর কলকাতা ও বোম্বাই আদি শহরে আরও বেশি সস্তা। খুব সম্ভবত আজকাল বেনারসী শাড়ি বোম্বাই প্রভৃতি শহর হতেই তাদের আবিষ্কারের স্থান বেনারসে চালান এসে থাকে। কিন্তু এ সময় এই সব শাড়ির উপর আমাদের তত নজর ছিল না। আমাদের নজর ছিল ঐ মোচওয়ালা ভদ্রলোকের টাঙ্গাটার দিকে। এই ভদ্রলোকের এই টাঙ্গাটি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদের টাঙ্গাটিও মালপত্রসহ অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ও মধ্যে মধ্যে দৌড় দিয়ে সম্মুখগামী আমাদের টাঙ্গাটা ধরে ফেলে তাতে চেপে বসে বললাম, 'চালা ভাই শহরকো কোহী ধরমশালামে।' কিন্তু টাঙ্গাটা আরও একটু এগুলে একটু ভেবে মত বদলে আবার আমি টাঙ্গা-চালককে বললাম, 'নেহি নেহি! তুম ভাই কোতোয়ালীমে পহেলা চলো।'

'আমার মনে হয় যে লোকটা কোলকাতা থেকে আমাদের অনুসরণ করে এখানে আসে নি,' আমি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে আমার সহকারী সুবোধবাবুকে বললাম, 'এমন কি, আমরা যে বেনারসে এসেছি তা ও জানেও না। এর কারণ পথের দুধারের দোকান বা বাড়ির বদলে এই লোকটির নজর দেখা যায় দূরের উঁচু মিনার ও মন্দিরের চূড়ার দিকে। এই গেঁয়ো লোকটা নিশ্চয়ই এই শহরের কোনও এক ধর্মশালায় গিয়ে উঠবে। এই জন্য থানা হয়ে আমাদের এই তীর্থস্থানের বাইরে কোনও এক আধুনিক হোটেলে উঠাই উচিত হবে। কিন্তু ঐ মোচওয়ালা ম্যানেজারও যদি সেই হোটেলে উঠে। তাই প্রথমে আমাদের স্থানীয় থানায় ওঠাই ভালো। এই সামান্য একটু হিসেবের ভুলের জন্য আমাদের এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়ে যেতে পারে। ওর উপর সন্দেহ আমি একেবারে বাতিল করে দিচ্ছি তা নয়। এমনও অবশ্য হতে পারে যে আমরা যেমন মানুষকে ন্যাকা সেজে ভেল্কি দেখিয়ে থাকি, তেমনি এই ব্যক্তিও আমাদের বুঝিয়ে দিলে যে ওর এখানে আসার উদ্দেশ্য একান্ত-ভাবে আমাদের এই মামলার সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত এক সাধু উদ্দেশ্য।'

'আপনি যা বললেন তা আমি স্বীকার করি, স্যার,' আমার সুযোগ্য সহকারী অফিসার চিন্তিতভাবে উত্তর করলেন, 'কিন্তু এই লোকটার এই সময় এখানে আসার উদ্দেশ্যটা আমাদের জানা দরকার। আমার মতে ওঁকে এখুনি ফলো করে ওঁর এখানকার আস্তানাটা জেনে নিতে পারলে ভালো হতো। এতো বড় শহরে আমরা হয়তো সহজে ওঁকে আর এর পর খুঁজে পাবো না। ইতিমধ্যে এই শহরের বুকে বসে ইনি অন্য কোনও এক অঘটন না ঘটিয়ে বসেন। এখানে আমাদের একটু সাবধানে পথে-ঘাটে বেরুনো উচিত হবে। আমার কিন্তু ওঁকে এখানে দেখে পর্যন্ত কি রকম যেন ভয় ভয় করছে।'

'দূর! এতো উতলা হলে কি চলে? এখুনি ওকে ফলো করে এগুলে আমরা ওর নজরে পড়ে যাবো। বহু অপরিচিত মুখের মধ্যে সামান্যমাত্র একটা পরিচিত মুখ সহজে ওর নজরে পড়ে যাবে। এই শহরে ও আজ থাকলে আজই আমরা ওকে খুঁজে বার করবো। আচ্ছা তুমি কি ওর কপালে একটা বড়ো চন্দনের ফোঁটা লক্ষ্য করো নি? এই শহরে এসেই কোথায় গড় হয়ে এইটে ও কপালে লাগিয়ে নিয়েছে। এই ধরনের বজ্জাত লোকেরা তীর্থস্থানে এলে একটু বেশি ভগবৎ-প্রেমিক হয়ে পড়ে। তাদের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সৎ ব্যক্তিত্বটি এই সময় একটু মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করে। একটু ওয়াচ করলেই একে তুমি গঙ্গার ঘাটে বা কোনও বিখ্যাত দেবমন্দিরে রোজই দেখতে পাবে। আমার বিশ্বাস যে, যে কোনও উদ্দেশ্যেই হোক—পরের পয়সায় ও

আনুকূল্যে ও যখন এই তীর্থে আসবার সুযোগ পেয়েছে তখন কাজ সারা হবার পরও ছুতায়-নাতায় এই লোকটা এই শহরে বেশ কয়দিন থেকে যাবে। এই শহরে যে এই লোকটা নূতন—তা ওর হাবভাব দেখে নিমেষেই আমি বুঝে নিতে পেরেছি। এখানকার দেবমন্দিরের আরতির সময় বা প্রাতঃকালীন গঙ্গাস্নানের সময় ভিড়ের এপার থেকে ওকে চিনে আমরা ছদ্মবেশে ওর কিছু নিয়ে সহজে ওর এখানকার আস্তানাটা দেখে আসতে পারবো। এখন তো চলো স্থানীয় থানাতে যাই। ওখানে গিয়ে একটা পরামর্শ করে ভবিষ্যৎ পন্থা ঠিক করে ফেলা যাবে আসুন।'

কিন্তু থানার কাছাকাছি এসে মুস্কিল বাধালো টাঙ্গাওয়ালা। লাইসেন্স না থাকায় সে সরাসরি থানায় আসতে রাজি নয়। অগত্যা 'আমরাই যে তার লাইসেন্স' তা তাকে বুঝিয়ে তবে তাকে থানায় আনতে পারলাম। থানায় এসে আমাদের পরিচয় দিলে সেখানকার অফিসাররা আমাদের কলকাতার পুলিস জেনে খুবই খুশি হয়ে উঠলেন। কলকাতা পুলিসের তখন সারা ভারতে নামডাক। এমন কি আমাদের দেখবার জন্যেও ভিড় জমে যায়। এই থানার একটি নিরালা ঘরে বিশ্রাম করে শহরের পুলিসী বড়কর্তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সারবার জন্যে যখন আমরা আমাদের শীতকালীন জমকালো দামী নীল বনাতের ফুল প্যাণ্ট ও কাঁধে রুপোলি জমির কর্ড লাগানো নক্সাকরা পুরাহাতার কোট পরে বার হয়ে এলাম তখন এখানকার রক্ষীপুঙ্গবদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে কর্তৃপক্ষের সামান্য সরকারী অর্থ বাঁচানোর জন্যে আমরা এই জমজমে ইউনিফর্ম হারিয়ে ফেলেছি। এই জমকালো ইউনিফর্ম পরবার আশায় একদিন সমাজের বড় ঘরের শিক্ষিত যুবকরা দলে দলে কলিকাতা পুলিসে যোগদান করেছে। অবশ্য কোনও কোনও গোলা লোক কখনও কখনও আমাদের বড়লাটের ড্রাইভার ব'লে যে ভ্রম করেনি তা'ও নয়। সে কথা এখন থাক।

শহরের পুলিস সাহেবের বাঙলোয় গিয়ে প্রথামত তাঁকে আমাদের আগমন বার্তা জানিয়ে ফিরে এসে স্নানাহার শেষ করে বিকালের দিকে আমরা ধোপ দরস্ত ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে এখানকার প্রয়োজনীয় তদন্তে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলাম। কয়েকটি কারণে আমরা স্থানীয় পুলিসের কাউকে সঙ্গে নিয়ে এই মামলার তদন্তে যাওয়া উচিত মনে করি নি।

আমরা প্রথমে উপস্থিত হলাম বারাণসী ধামের বাঙালীটোলার অতো নম্বরের গলির শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের বিরাট বসতবাটীতে। দুইটি গেটসহ পাঁচিল ঘেরা একটা দ্বিতল পাথরের বাড়ি। এই সাবেকী বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি বগী গাড়ি, একটি ল্যাণ্ডো ও দুইখানা পাল্কি রাখা আছে দেখলাম। প্রথম দৃষ্টিতেই এই বাড়ির মালিকের

আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আমরা এই বাড়ির মালিক শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করে আমাদের এইখানে আগমনের হেতু সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিবহাল করে দেওয়া মাত্র তিনি অবাক হয়ে গেলেন। প্রথমটায় আমাদের নিকট হতে কলকাতার সংবাদ শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁর সর্ব শরীরই কেঁপে কেঁপে উঠে। পরে অবশ্য তিনি আমাদের তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরে আহ্বান করে এই মামলা সম্পর্কে একটী বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার নাম শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়। পিতার নাম ৺হরিশঙ্কর রায়। আদি নিবাস রামপুর গ্রাম, পোঃ—রামপুর, জিলা অমুক, বাংলা দেশ। এই বাড়িটি ও এখানকার বহু সম্পত্তির মালিক ছিলেন দুই পুরুষের কাশীবাসী স্বর্গত কাশীরাম মল্লিক। বর্তমানে আমি তাঁর একমাত্র জামাতা বিধায় এই বিরাট সম্পত্তির ষোলো আনার মালিক হয়েছি। এইখানে আমি আমার স্ত্রী মনোরমা ও আমার একমাত্র বিবাহযোগ্যা শিক্ষিতা কন্যা রাধারাণী বাস করি। এ ছাড়া এখানে আমাদের বহু দাসদাসী ও আশ্রিত আশ্রিতা আছে। এক্ষণে এই পুণ্যধামে আমরা স্থায়ী নাগরিক। আমার বিবাহযোগ্যা কন্যাটির বর্তমানে বয়েস আঠারো। তাকে আমি বাড়িতে পড়িয়ে ও গান শিখিয়ে বিদূষী করে তুলেছি। আমার কন্যা যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র ভবিষ্যৎ অধিকারিণী। এর বিবাহের জন্য একজন উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার এক আত্মীয়ের মাধ্যমে একজন বিলাতফেরত চক্ষুবিশারদ ডাক্তার পাত্র জুটে যায়। এই যুবকটি নিজে এসে আমার কন্যাকে তাঁর পাত্রীরূপে মনোনীত করে যান। এই সময় বাবাজীবন হপ্তা দুই এই বাড়িতে আমাদের সঙ্গে বাস করেও গিয়েছেন। এই পাত্রটি কলিকাতায় একজন নাম-করা ডাক্তার। কোনও কারণে তিনি বাঙ্গলার কোনও বাঙ্গালী কন্যাকে বিবাহ করতে চান না। তিনি বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহ করতে চান। এটা অবশ্য বিবাহের ঘটক আমার এক আত্মীয়বন্ধুর মুখে শুনা। এই পাত্র বাঙলা দেশের কাশীপুর রাজ এস্টেটের জমিদারদের ছোট তরফের একমাত্র সন্তান। তাই আমার এই কন্যার তুলনায় এই পাত্রের বয়স একটু বেশি হলেও এতে আমি অমত করি নি। কিন্তু মধ্যিখান হতে আমার এখানকার বন্ধু অমুকবাবু এই ব্যাপারে গোল বাধিয়ে বসলেন! আমার এই বন্ধু অমুকবাবুরও এইখানে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আছে। উপরন্তু কলিকাতার একটি নামকরা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম অংশীদার। এঁর একমাত্র পুত্রটি এইবার কাশী শহর হতে সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করে কলকাতায় পড়াশুনা করছিল। এর ফাঁকে ফাঁকে তাদের নিজেদের আফিসের কাজ-কর্ম সে শিখে

নিচ্ছিল। সম্প্রতি এই ছেলেটিকে তার পিতা পুনরায় কাশী শহরে আনিয়ে এখানকার য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন—তবে প্রতি বছরের প্রতি ভেকেশনে কলকাতায় গিয়ে সে তাদের আফিসের কাজকর্ম বুঝে নিত। এই ছেলেটি আমার কন্যার অপেক্ষা মাত্র কয় বৎসরের বড়ো ছিল, এই যা। তা না হলে অন্য দিক হতে বিচার করলে জানা-শুনা ঘরের মধ্যে বিবাহ হওয়া তো ভালোই। আমার এই প্রতিবেশী বৃদ্ধ বন্ধুবরও প্রায় দৃষ্টি শক্তিহীন ও ইনভ্যালিড্ হয়ে পড়ছিলেন। এই ছেলেটি তাঁর শেষ বয়সের সন্তান হওয়ায় তার বয়স বেশি নয়। তাই তাঁর অবর্তমানে তাকে দেখা-শুনার জন্য তিনি একজন শক্ত অভিভাবকের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। এর জন্যে তিনি তাঁর এই ছেলেটিকে আমার জামাইরূপে গ্রহণ করবার জন্যে আমাকে ধরে করে পড়লেন। এদিকে আমি আমার আত্মীয়ের মাধ্যমে কলকাতার ডাক্তার ছেলেটিকে কথা দিয়ে বসেছি। এই ডাক্তার ছেলেটির আমার মেয়েকে এমন মনে ধরেছে যে তিনি অন্য কোথাও আর বিবাহ করতে চান না। তবুও আমি আমার এখানকার এই বন্ধুর ইচ্ছার অনুকূলে মত ঠিক করে ফেলি। কিন্তু আমি জানতাম না যে, কলকাতার এক সর্বনাশী ডাকিনীর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমার ঐ বন্ধু তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার এমন রূপবতী কন্যার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। এ কথা ভাবলেও এখনও আমার সর্ব শরীর রাগে রী রী করে উঠে। এতো সব জানলে কি এমন জামাই-আদরে তাকে ঘরে এনে খাইয়ে-দাইয়ে আমি যত্ন-আত্তি করতাম। আজ কাশীর সারা বাঙ্গালী সমাজে আমাদের কারুর আর মুখ দেখাবার পর্যন্ত উপায় নেই। বিবাহের মাত্র ক'দিন আগে জ্ঞানপাপী বাপকে একটা পত্রাঘাত করে সে কাশীধাম ছেড়ে গোপনে কলকাতায় পালালো। ওর বাপ অবশ্য এরপর এক উইল তৈরি দ্বারা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে একজন দূরাত্মীয়কে পোষ্যপুত্র নেবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু এতে তো আমি এই নিদারুণ লোকলজ্জার হাত হতে রক্ষা পেলুম না। ভ্যাগ্যিস আমি কলকাতার ডাক্তার-পাত্র সুরজিৎ রায়কে পুরাপুরি হাতছাড়া করি নি। কিন্তু তাঁকে এখন আবার খোশামোদ করে পত্র পাঠাতেও যে আমার মাথা হেঁট হয়। বাপ্। আর আমি এঁচোড়ে-পাকা এই ছোঁড়াটাকে আমাদের এই বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে দিই। ভগবান বিশ্বনাথ আমাকে শুধু এই বিষয়ে কিছুটা রক্ষে করেছেন। আমিও ঐ হতভাগা ছেলেকে যে সহজে রেহাই দেবো তা আপনারা ভাববেন না। কলকাতা শহরে এখনও পর্যন্ত আমারও যথেষ্ট লোকবল আছে।"

ভদ্রলোকের এই উপরোক্ত বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করতে করতে আমার ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এই অর্বাচীন এঁচোড়ে-পাকা ছেলেটিকে

তিনি তাঁদের এইখানকার এই বাড়িতে আর ঢুকতে দিতে নারাজ। কিন্তু তখনও জানতে পারেন নি যে সেই একই এঁচোড়-পক্ক ছেলে ইতিমধ্যেই তাঁর কলকাতার ভাড়া-দেওয়া বাড়িটাতে এক দারুণ বিপাকে পড়ে ঢুকে পড়েছে। অদৃষ্টের এই নির্মম পরিহাসের বিষয় আপাতত তাঁকে না জানানো সমীচীন মনে করলাম।

এই ভদ্রলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটি আদ্যোপান্ত অনুধাবন করে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। সেদিন নিউ তাজমহল হোটেলে কাশীপুর এস্টেটের বড় তরফের ম্যানেজার গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক এই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিৎ রায়কে একজন প্রায় নরখাদক ভয়ানক ব্যক্তি রূপে আমাদের কাছে পরিচয় দিলেন। এখন আবার তিনি নিজেই আমাদের পিছু পিছু কাশীধামে এসে বরের ঘরের পিসী ও কনের ঘরের মাসী সেজে এখানে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলেন। এই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিৎ রায়ের পরামর্শে ঐ হতভাগা আহত যুবকটির চক্ষু দুটো নষ্ট করা হয় নি তো! এই আহত যুবকটিকে ঘায়েল করে দিতে পারলে তাঁর এই ঈপ্সিতা কন্যাটি তাঁরই করতলগত হবার কথা! হয় তো এই ডাক্তারবাবু জানতেন না যে এমনিতেই তাঁর প্রেমের ক্ষেত্রে এই প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকটি দূরে সরে যাবে। হয়তো তাই অকারণে ভুল বুঝে তিনিই লোক মারফৎ তাঁর এই পথের কাঁটাটিকে এমনি ভাবে সরালেন। কিন্তু তাই যদি সত্য হয় তা হ'লে এই আহত যুবকটির শুধু চোখ দুটো মাত্র নষ্ট করে দেওয়া হলো কেন? এমনি চিন্তায় আমার গাল হতে কানের পাশ পর্যন্ত লাল হয়ে উঠলো। আমি নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' বলে কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করলাম। এর কারণ জেগে জেগে চোখ বুজলে চিন্তা করার সুবিধে হয়। এর পর আমি ভদ্রলোকের নিকট হতে আরও কয়েকটি তথ্য জেনে নেবার জন্যে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! আপনার বন্ধুর ও তাঁর পুত্রের উপকার করতে গিয়ে আপনি যে বেইজ্জতের একশেষ হয়েছেন তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সম্পর্কে আমি একটি নূতন বিষয় আপনার কাছ হতে জেনে নিতে চাই। আপনার কন্যার বিবাহের জন্য নির্ধারিত প্রথম পাত্র সুরজিৎ রায়ের সঙ্গে আপনার ঐ বন্ধুর পুত্ররূপ দ্বিতীয় পাত্রটির কোনও দিন চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল কি?

উঃ—আজ্ঞে, না। তাদের পরস্পরের সঙ্গে কখনও দেখাশুনা হয় নি। তবে সুরজিৎ রায়কে প্রত্যাখ্যান করে আমার এই বন্ধুপুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ পাকাপাকি করার সংবাদ সুরজিৎ রায় পেয়েছিলেন। আজ্ঞে হাঁ। এইজন্য তাঁর আমার বন্ধুপুত্রের উপর হিংসা ও ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। আমারই কি ঐ

দুগ্ধপোষ্যটির উপর কম রাগ হচ্ছে না কি। ইচ্ছে করে, যে চোখ দিয়ে আমার মেয়েকে দেখে গিয়েছে ওর সেই চোখ দুটোই আমি গেলে দিই। আজ্ঞে হাঁ! এও সত্যি যে তিনি আমার বন্ধুপুত্রের নামধাম ও বর্তমান বাসস্থান সম্বন্ধে আমার পূর্বোক্ত আত্মীয়ের মারফৎ জানতে পেরেছিলেন। এ সব জেনেও ডাঃ স্বরজিৎ রায় আমার ঐ আত্মীয়কে তাঁর সহিত আমার কন্যার বিবাহ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমার কন্যাকে দেখে ও তার গান শুনে ডাঃ স্বরজিৎ মোহিত হয়ে গিয়েছেন। ডাঃ স্বরজিৎ রায় আমার বন্ধুর কলকাতার অফিসে গোপন তদন্ত করে আমার আত্মীয়কে যা জানিয়েছেন তা পড়ে তো তাজ্জব বনে যেতে হয়। প্রথমে আমার এই বন্ধুর অতটুকু ছেলে সম্বন্ধে আমার বন্ধুর মত আমিও একটুও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু পরে আমার বন্ধুর ঐ গুণধর পুত্র তার পরবর্তী আচার দিয়ে তা সত্য রূপে প্রমাণ করে দিয়ে গেলো।

প্রঃ—তা ভালো। আপনার আত্মীয়ের নিকট হতে এদের বিষয়ে আপনি যে পত্রখানি পেয়েছিলেন সেটি কি আপনার কাছে আছে? আপনার একটি কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনাদের ও স্বরজিৎ রায়ের উভয়ের পদবীই তো রায়। এই রায় নিশ্চয়ই আপনাদের উপাধি মাত্র। আপনাদের গোত্র নিশ্চয়ই আলাদা হবে। এ ছাড়া আপনার পূর্ব নির্বাচিত পাত্র স্বরজিৎ বাবুর সম্বন্ধেও আপনি বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে থাকবেন।

উঃ—আরে! ওঁর ঐ মহানগরীর বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগের বিষয় না হয় এখন বাদই দিলাম। এ ছাড়া উনি এমন একটি বিষয়ে বিশারদ ও স্পেশালিস্ট যে-বিদ্যায় ওঁর মত পাকাপোক্ত লোক সমগ্র ভারতে আর একজনও নেই। উনি যে শুধু একজন চোখের ডাক্তার তা নয়। উনি চক্ষু সম্পর্কীয় প্ল্যাসটিক সার্জারিতে সুদক্ষ। সারা ভারতবর্ষে একমাত্র উনিই ক্ষতবিক্ষত চোখে চর্মের আচ্ছাদন দিয়ে স্বাভাবিক চক্ষু তৈরি করতে সক্ষম। অবশ্য এই চোখ দিয়ে বস্তু দেখা না গেলেও একটা ঝাপসা বা রঙিন আলো দেখা যায়। য়ুরোপে যুদ্ধের সময় এই সম্বন্ধে ইনি বিশেষ করে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এসেছেন। সারা ভারতে এই বিদ্যায় তিনি একমাত্র এক্সপার্ট হওয়ায় তাঁকে এই ব্যাপারে সারা ভারতে বিভিন্ন স্থানে আনাগোনা করতে হয়। আমার দৃষ্টিহীন বাম চোখে যে প্ল্যাসটিকের চোখ রয়েছে সেটা ওঁরই তৈরি করা। আমার এই চক্ষুর বাহ্যিক উন্নতির জন্য আমার ঐ পূর্বোক্ত আত্মীয় ওঁকে সর্বপ্রথমে এখানে আনেন। এর পর সেই সূত্রেই ওঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এখন আমার কলকাতাবাসী ঐ আত্মীয় প্রেরিত এই পত্রটি পড়ে দেখুন। হ্যাঁ! আরও একটা কি আপনারা জিজ্ঞাসা করছিলেন না? আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা

বিভিন্ন গোত্রের হলেও উপাধি আমাদের একই। এতে বিবাহাদি কার্যে কোনও বাধার উৎপত্তি হবার কোন প্রশ্ন উঠে না।

ভদ্রলোকের শেষের উত্তরটি আমার খুউব ভালো লেগেছিল। এই রায়, চক্রবর্তী, মল্লিক, সিংহ ও চৌধুরী প্রভৃতি কয়টি উপাধি আমার ভালোই লাগে। এই উপাধি হতে জাতি, ধর্ম, গোত্র, সম্প্রদায়, প্রদেশ, গোষ্ঠী কোনও কিছুরই বুঝবার উপায় নেই। এই উপাধি হতে শুধু আমরা বুঝি যে এরা সবাই ভারতীয় মাত্র। সমাজে যদি কোনও পদবীর প্রয়োজন থাকে তো এই সব বিভেদহীন পদবীর বা সারনেমের প্রচলন হওয়া উচিত। নচেৎ প্রাচীন ভারতীয়দের ন্যায় সারনেম বা পদবীহীন কেবল মাত্র নামই ব্যবহার করা ভালো।

'আজ্ঞে হাঁ। আর একটা কথা আপনাকে মশাই আমি জিজ্ঞাসা করবো', একটা ভুলে যাওয়া বিষয়ের খেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে যাওয়ায় আমি দ্বিজেন্দ্র-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা! আপনার কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে মহীন্দ্র স্ট্রিটেও তো একটা দ্বিতল বাড়ি আছে। এখন সেখানে কারা থাকে বলতে পারেন? কলকাতার বাড়িতে আপনার যাওয়া হয়নি কতো দিন?'

'হাঁ হাঁ, কলকাতাতে তো আমার একটা বাড়ি আছে। আপনি তা জানলেন কি করে মশাই?' ভদ্রলোক এইবার একটু আশ্চর্য হয়ে উত্তর করলেন, ওখানকার ঐ বাড়িটা হচ্ছে আমার নিজের বাড়ি। ঐ অঞ্চলে কোটা বাড়ি আমিই প্রথমে তৈরি করি। তখনও সেখানে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল ও মাটির বাড়ি ছিল। এখন তো সেখানে একটা বিরাট শহর গড়ে উঠেছে। পরে আমার এক বাল্যবন্ধুকে আমাদের বাড়ির সামনের জমিটা কিনিয়ে দিলে তিনিও একটা ত্রিতল বাড়ি সেখানে করেন। কাশীধামে আমার পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাই গত হলে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করবার জন্যে আমি সপরিবারে এখানে চলে আসি। এখন জানেন তো অগাধ বিষয় সম্পত্তিতে জ্বালাও আছে অশেষ। গত কয়েক বৎসর ধরে এখানে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে কলকাতায় আর যাবার সময়ও পাই না। ওখানকার আমার ঐ বাল্যবন্ধুটি ঐ বাড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তিনি ওটা ভাড়া দেন ও ভাড়া আদায় করেন। তবে ভাড়া উনি প্রতিমাসে নিয়মিত পাঠিয়ে দিয়েছেন। ও বাড়িতে কে ভাড়াটে আছে বা না আছে তার খবর আমি কোনও দিনই রাখিনি। আর কটা টাকাই বা ঐ বাড়িটা থেকে আয় হয়? তবে ঐ বসত বাড়িটাই আমার একমাত্র নিজ সম্পত্তি। ওটার আমার প্রয়োজন না থাকলেও ওটা বিক্রয় করে দেবার কল্পনাও আমি করতে পারি না। আমি দিনরাত এখানকার সম্পত্তির রক্ষা ও তত্ত্বাবধান করতে ব্যস্ত। আমার শ্বশুর মশায়ের আমল থেকে তাঁর এখানকার

কয়েকটি বস্তিতে কাশীর যতো নাম-করা গুণ্ডা ভাড়া নিয়ে বসে আছে। প্রতি বৎসর আপনাদের কলকাতা থেকে যতো জেলা-খারিজ গুণ্ডাও এখানে এসে আশ্রয় নেয়। এই ব্যাপারে এখানে পুলিসের ঝঞ্ঝাট তো লেগেই আছে। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে ঐ গুণ্ডাদের ব্যাপারে কলকাতা থেকে মহাশয়দের এখানে আসা হয়েছে। তবে গুণ্ডাই হোক আর যাই হোক মশাই, ওরা বস্তির মালিকদের প্রায় দেবতার মতই মান্যি করে চলে। আজ পর্যন্ত এই সব মানুষরা একমাসের জন্য বাড়ির ভাড়া বকেয়া রাখে নি। আমি অগাধ সম্পত্তি পেয়েছি সে কথা ঠিক। কিন্তু তা আমি ভোগ করতে পারছি কই। আমার মৃত্যু হলে মেয়ে-জামাই তা ভোগ করবে। কিংবা এগুলো বেচে কিনে তারা কলকাতাতে—বা অন্য কোনও বড় শহরে চলে যাবে। আচ্ছা! দাঁড়ান। আমি আমার আত্মীয়ের কাছ হতে পাওয়া পত্রখানি আপনাকে এনে দিচ্ছি।'

এই কাশীর গুণ্ডাদের বিষয় ভদ্রলোকের মুখে শুনে আমার একটি বিশেষ কথা মনে পড়ে গেল। আমি শুনেছিলাম যে কাশীতে ষণ্ড ও গুণ্ডা ও বাঙ্গালী যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই দুই দিন যত্র তত্র ঘুরেও এই তিনটি জিনিসই চোখে পড়ে নি। একদিন প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে একটি পাজামা ও গোল টুপি পরা ও কপালে তিলক কাটা এক ভদ্রলোককে দেখে হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞেসও করেছিলাম 'হ্যাঁ মশাই! আমি শুনেছি এখানে অনেক বাঙ্গালী আছে। তারা এখানে কোনদিকে থাকে বলতে পারেন?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে হতভম্ব করে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বলেছিলেন, 'আজ্ঞে, আমি নিজেই তো একজন বাঙ্গালী।' অনুমানে বুঝেছি যে, এখানকার গুণ্ডা ও ষণ্ডরাও তা'হলে এইভাবে আত্মগোপন করে আছে। একদিন মাত্র একটি পাকা আমের মত রাঙা টুকটুকে গাত্রত্বক চোপসানো এক বাঙ্গালী বৃদ্ধাকে ফুটপাতের উপর থেবড়ে বসে তরকারি কিনতে দেখেছিলাম। এমন ভাবে তিনি সেখানে বসেছিলেন যেন কাশীর মাটি ওমনিভাবেই আঁকড়ে ধরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইখানেই থেকে যাবেন।

এমনি এলোমেলো চিন্তার মধ্যে কাশীর নামকরা গুণ্ডাদের কথাই আমার বারে বারে মনে পড়ছিল। এই কলকাতা-বেনারস গুণ্ডা-এক্সিসের সহায়তায় এই ক্ষমতাশীল ক্ষিপ্ত ভদ্রলোক যে ঐ দুগ্ধপোষ্য আহত যুবকের ওপর কোনও প্রতিশোধ নিতে পারেন তা আমার কল্পনারও বাইরে। তবে হ্যাঁ, এতো বড়ো একটা সম্পত্তির লোভে কলিকাতার চক্ষুবিশারদ ডাক্তার সুরজিৎ রায়ের পক্ষে তাঁর পথের একমাত্র কাঁটাটা সরাবার জন্যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব নয়, যতো বড়োই তিনি হোমরাচোমরা জমিদার, প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী বা ডাক্তার হোন না কেন! এতদিন

য়ুরোপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষণকালে যথেষ্ট অর্থ তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে। এছাড়া আমরা শুনে এসেছি যে কলিকাতার সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ইলেকশন্‌সমূহেও তিনি কন্‌টেস্ট করে থাকেন। এই সব ব্যাপারে মাতামাতি করে তাঁকে যথেষ্ট অর্থের অপচয় করতে হয়েছে। দরদী নেতা হতে হলে এখানে-ওখানে পয়সা ঢেলে দিতে হয় যথেষ্ট। দ্বিজেনবাবুর এই ভবিষ্যৎ জামাতাটির পক্ষে এই বিরাট সম্পত্তির লোভে এমনভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠা অসম্ভব নয়। সুশিক্ষিতা ভার্যার পৈতৃক সম্পত্তি অপচয় করার মধ্যে অসুবিধা আছে। কিন্তু এই রূপ এক সাবেকী পরিবারের অন্তঃপুরচারিণী বালিকার পক্ষে তাঁর কোনও কাজে প্রতিবন্ধক সম্ভাবনা এমনিতেই কম। আমার মনে হলো যে, এই সব বিষয় ভেবে এই য়ুরোপ-প্রত্যাগত ডাঃ সুরজিৎ রায় এইরূপ একটি কন্যার পাণিপীড়ন করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন। অবশ্য এইরূপ এক স্থিরসিদ্ধান্তে আসার আগে এই ডাঃ সুরজিৎ রায়ের সঙ্গে কোলকাতাতে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর মনের ভাব বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

একটু পরে আমার চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিয়ে ভদ্রলোক আমার হাতে তাঁর আত্মীয়ের লেখা পত্রটি তুলে দিলেন। আমি ধীরভাবে বহু-ক্ষণ ধরে বহুবার এই পত্রটি উল্টেপাল্টে দেখে নিলাম। এই পত্রটির বিষয়বস্তু ডাঃ সুরজিৎ রায় এবং তার ঐ আত্মীয় অতি সংগোপনে সংগ্রহ করেছেন। এই প্রয়োজনীয় পত্রটির বিষয়বস্তুর সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"দাদা ভাই! আর একটু হলে খুকীর আমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতো। বাবা বিশ্বনাথের দাস বিধায় তাঁরই কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেলুম। আমি ও ডাঃ সুরজিৎ এখানকার বিভিন্ন সূত্রে এই সব সংগ্রহ করেছি। আপনার বন্ধুর পুত্র কলকাতায় এক বর্ষীয়সী ডাকিনীর খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে আপনার ঐ বন্ধুই তাঁর ফার্মের অপর পুরুষ-পার্টনারদের সাবধান-বাণী অবিশ্বাস করে তাঁর পুত্রকে ওঁর হাতে প্রথম দিকটায় তুলে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য বিভিন্ন সূত্রে তিনি প্রকৃত সমাচার অবগত হয়ে তাঁর ঐ গুণধর পুত্রকে সামলাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখন খুব দেরি হওয়ায় বিষয়টি আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। এই অবস্থায় তিনি তাঁর ঐ পুত্রকে কোলকাতা থেকে কাশীতে আনিয়ে তাকে আপনার সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। মদ্দা কথা—এত কথা তিনি ঘুণাক্ষরে আপনাকে না জানিয়ে তিনি আপনার সঙ্গে বেইমানি করছিলেন। এখন বারাণসী থেকে পালিয়ে এসে ঐ ছোকরা কলকাতার একটা হোটেলে এসে উঠেছে। তবে সে এখন তার বাপের আফিসে নিয়মমত যে যাতায়াত করছে এ কথাও ঠিক।

ঐ সাজ্ঘাতিকা প্রমীলা দেবীর সহিত সে একই সঙ্গে দশটায় আফিসে আসে ও সেখান হতে ঠিক পাঁচটার পর বেরিয়ে পড়ে। এদের প্রায় একত্রে মোটরে করে ঘুরাঘুরি করতে দেখা যায়। প্রমীলা দেবী শহরের কোন্ স্থানে বসবাস করেন তা আমরা এখনও জানতে পারি নি। ইনি গাড়ি করে আঁকাবাঁকা পথে সরে পড়েন। কখনও এক পথ দিয়ে যান বা আসেন না। তাই ওয়াচ করার জন্যে তাঁর বাসাবাড়িটা আমরা এখনও খুঁজে বার করতে পারিনি। ওঁর বসতবাড়ির ঠিকানা ওঁর আফিসেরও কোনও লোক বলতে পারে না। এত সত্ত্বেও যদি আপনার কন্যাকে আপনার ঐ বন্ধুপুত্র সুশীলের হাতে দিতে চান তো সে আপনার ইচ্ছা।"

এই বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম—তাঁদের বাড়ির ওপর তলা হতে একটা সুললিত সুরে প্রার্থনা সঙ্গীত ভেসে আসছে। আমরা অনুমানে বুঝলাম যে দ্বিজেনবাবুর একমাত্র কন্যা উপর হতে নির্বিকারচিত্তে সঙ্গীত পরিবেশন করে চলেছেন। তাঁর সম্পর্কে এদানী বাইরে কি হলো বা না হলো তাতে তাঁর কোনও আসে যায় না। এর কারণ এঁরা এক প্রজাপতি-বিবাহ বা নেগোশিয়েটেড্ ম্যারেজ ছাড়া অন্য কোনও বিবাহ বুঝতে চেষ্টা করাও পাপ মনে করে থাকেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাঁদের আজও বিশ্বাস যে একমাত্র স্বামীকে—স্বামী হওয়ার পর ভালোবাসা যায়। অন্য কাউকে ভালবাসা তাঁরা আজও পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেন নি। এই জন্য অতি সহজেই তাঁরা নিজেকে ও সেই সঙ্গে স্বামীকে সুখী করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। স্বামীকে ভালবাসা এঁদের কাছে শুধু কর্তব্য নয়, সেটা এঁদের কাছে একটা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অতি প্রয়োজনীয় জীবনধর্মও বটে। এমন কি ঐ বিপথগামী যুবকটিরই সঙ্গে যদি তাঁর ইতিমধ্যে বিবাহ হয়ে যেত তাহলেও তিনি অনায়াসে সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন। পুর্বপুরুষদের প্রাচীনতম বেদ মন্ত্র—'তাং গোত্রং মাং গোত্রং' এই সাবেকী পরিবারের মেয়েদের পুরুষানুক্রমে উদ্বেলিত করে তাঁদের বীজকোষ বা গ্যামেট্ট পর্যন্ত প্রভাবান্বিত করে রেখেছে। এঁরা একটা নরম কাদামাটির ডলার মত। তাই অধিকবয়স্ক হলেও এঁদের ইচ্ছামত রূপ দেওয়াও সম্ভব। স্বামীর রূপ গুণ সম্বন্ধে এঁদের চিত্তকে প্রস্তুত বা প্রিডিসপোসড্ করে রাখার এঁরা কোনও প্রয়োজন মনে করেন না। এর কারণ এঁরা কোনও মানুষ চান না। এঁরা চান শুধু একজন সচ্চরিত্র দয়ালু স্বামী। এই দিক হতে বিচার করলে বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সুরজিৎ রায় এইরূপ এক কন্যাকে ভার্যারূপে মনোনীত করে কোনও ভুল করেন নি। কিংবা সাতৃ সাগরের জল খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে এতদিন পর তাঁর বৈজ্ঞানিক মন কোনও এক শান্ত শীতল গণ্ডিবদ্ধ পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে অবগাহন করতে চাইছে। এতো তত্ত্বকথা

পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করার এটা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। এই কাশী শহরের অন্যতম মহাধনী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাটী হতে বার হয়ে তাঁর মেয়ের সুললিত কণ্ঠের ভজন-সঙ্গীত শুনতে শুনতে বড় রাস্তার এপারে এসে যা আমরা দেখলাম তাতে আমরা বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেলাম।

কলকাতার সেই মোচওয়ালা ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাদের দিকে চাইতে চাইতে তাড়াতাড়ি একটা টাঙ্গায় উঠে দ্রুতগতিতে রাস্তার বাঁকের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এদিকে আমাদের নজরের মধ্যে কোনও শকট না থাকায় তাঁকে ফলো করে পাকড়াও করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর চালচলন ও হাবভাবে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে বেশ বোঝা গেল যে এতক্ষণ তিনি এই দ্বিজেনবাবুর বাড়ির গেটের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করছিলেন। এই রহস্যময় ভদ্রলোক এইখানে নিশ্চয়ই দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি। তাই যদি হয় তাহলে ওঁর এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? আমরা মনে মনে ঠিক করলাম, এর পর স্থানীয় থানা থেকে একজন সিপাহী সাথে না নিয়ে আর এই শহরে কোথাও বার হব না।

আমরা সোজা স্থানীয় থানাতে ফিরে সেখান হতে দুইজন সিপাহীকে সাথে নিয়ে তখনি আবার আমাদের সেই সাংঘাতিকরূপে আহত যুবকটির পিত্রালয়ে এসে হানা দিলাম। এই বিষয়ে এতো তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করার মধ্যে অন্য আর একটি কারণ ছিল।

এই মরণাপন্নভাবে আহত যুবকটির পিতা অমুকবাবুও এই শহরের ধনী বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি। একটা উঁচু পোতাসমন্বিত প্রকাণ্ড একটি পাথরের দ্বিতল বাটী। আমরা বেশ কয়েকটি পাথরের সোপান অতিক্রম করে একটা আধতলার মত উঁচু স্থানে এসে দেখি যে সেখানেও পাথর কুঁদে একটা ইঁদারা বা পাতকুয়া রয়েছে। এই পাথর-বাঁধানো ইঁদারার পাশ ঘেঁসে একটা সরু পাথরের গলি ধরে আমরা ভদ্রলোকের বৈঠকখানা ঘরে এসে তাঁদের এক স্থানীয় ভৃত্যের মারফৎ সেই ভদ্রলোকের নিকট আমাদের আগমন সংবাদ জানালাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঐ আহত যুবকের পিতার পরিবর্তে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন তাঁর কাশী শহরের সম্পত্তির রক্ষক অন্দর মহলের ম্যানেজার শ্রীভবতোষ রায় চৌধুরী। অগত্যা আমি তাঁকেই প্রথমে আমাদের এখানে আগমনের তাৎপর্য সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললাম। এঁর কথাবার্তা শুনে আমরা বুঝেছিলাম যে এঁরা তখনও তাঁদের একমাত্র বংশের দুলালের কলকাতাতে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হয়ে পড়ে থাকার সংবাদ অবগত হতে পারেন নি। তাই আমরাও তাঁকে এই সম্পর্কে কোনও কিছু না জানিয়ে কেবল মাত্র তাঁদের সেই ছেলেটির গতিবিধি ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে শুধু কৌশলে প্রশ্ন

করেছিলাম! অবশ্য আমাদের ইচ্ছে ছিল যে পরে প্রকৃত তথ্য ঐ আহত যুবকের পিতাকে মাত্র আমরা জানিয়ে যাবো। ঐ আহত যুবকের পিতার কাশীস্থ সম্পত্তির ম্যানেজার শ্রীভবতোষ রায় চৌধুরীর এই সম্পর্কে বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আজ্ঞে, অধীনের নাম শ্রীভবতোষ রায় চৌধুরী। পিতার নাম ৺সর্বানন্দ রায় চৌধুরী। পূর্বে আমাদের পৈতৃক বাস বাংলার অমুক জিলার অমুক গ্রামে ছিল। বর্তমানে প্রায় তিন পুরুষ হলো আমরা কাশীবাসী। আমি এই বাড়ির মালিকের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বিধায় আমিই তাঁর এখানকার সম্পত্তির দেখাশুনা করি। আমার একটি মাত্র বিশ বৎসর বয়সের পুত্র সন্তান আছে। আমার এই পুত্রটি আমাদের এখানকার এই বাবুর পুত্রের সঙ্গে এই বৎসর সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ করেছে। এখানকার শহরতলীতে আমার পিতামহের আমল থেকে দুটো ছোটো বস্তি বাড়ি আছে। সেই বস্তির আয় ও এখানকার মাইনে থেকে আমাদের সংসার চলে। আমি খুব কষ্ট করেও আমাদের বাবুর দয়াতে আমার এই পুত্রটিকে আমাদের বাবুর ছেলের মত করে মানুষ করে তুলেছি। তবে বাবুর ছেলের মত আমার ছেলেটির দুর্বুদ্ধি একটুও নেই। এদানী আমাদের সহৃদয় বাবু তাকে নিজের পুত্রের চেয়েও অনেক বেশি ভালো বাসেন। বাবুর এই দুঃসময়ে সে তাঁর কাছে কাছে থাকে ব'লে তিনি এখনও ভেঙ্গে পড়ছেন না। আপন পুত্র হলেও কর্তার নিজের ছেলে তাঁকে কি নিদারুণ আঘাতই না দিলে! গুণধর ছেলের ব্যবহারে তিনি শহরের কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর কাছে মুখ দেখাতে পারেন না। আশীর্বাদের আগের দিন ছেলেটা বাপ-মার মুখ পুড়িয়ে কলকাতায় পালিয়ে গেল। এদিকে আমাদের এই বাবুও এক বড়ো শক্ত বাবু। তিনি শোকে ভেঙ্গে পড়া গিন্নীর মুখের দিকেও তাকালেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সুশীলকে ত্যাজ্য পুত্র করে আমার পুত্রকে পোষ্যপুত্র নেবেন ঠিক করলেন। এমন কি, ক'দিন আগে তিনি তাঁর কলকাতার ফার্মের চার্জ আমার পুত্রকে দেবার সুপারিশ করে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার সেই সর্বনেশে মহিলা পার্টনারটি ওঁর ঐ ছেলের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে আমাকে একেবারেই পাত্তা দেন নি। অবশ্য ওঁদের পুরুষ পার্টনাররা অন্য এক কারণে আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা কর্তাকে বুঝিয়ে এই পোষ্যপুত্র না নেবার জন্যে অনুরোধ করবেন বললেন। কিন্তু আমাদের কর্তার এই সংকল্প বদলাবার নয়। তিনি ঐ অসচ্চরিত্র পুত্রের মুখ আর কোনও দিন দর্শন করবেন না। এই সম্পর্কে আইনসম্মত লেখাপড়ার কার্য তিনি শেষ করে ফেলেছেন। আমার পিতামহ এবং কর্তার পিতামহ সম্পর্কে সহোদর ভ্রাতা হতেন। একই বংশের পূত রক্ত

আমার ও ওঁর পুত্রের মধ্যে বয়ে চলেছে। তবুও দুজনার পুত্রের চরিত্র এতো তফাৎ হলো কেন তা ভগবান জানেন। এই নিদারুণ বিপাকে পড়ে আমাদের কর্তা তাঁর বন্ধু দ্বিজেনবাবুর নিকট প্রস্তাব করেছিলেন যে, তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পোষ্যপুত্রের সঙ্গে তাঁর ঐ অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দেওয়া হউক। কিন্তু মশাই ঐ দ্বিজেন গাঙ্গুলীও এক মহা শয়তান লোক। তিনি কর্তার এই সাধু প্রস্তাবে একেবারে মত দিতে পারলেন না। কলকাতার যতসব জেলা-খারিজ গুণ্ডা তাঁর বস্তিগুলোতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোলকাতা পুলিস থেকে ওদের সম্পর্কে খতপত্র এলে ইনি তাদের চরিত্রের সাফাই গেয়ে স্থানীয় পুলিসে সাক্ষী দিয়ে থাকেন। এই সব গুণ্ডা-বদমাসরা তাঁর আস্কারা পেয়ে হামেসা কোলকাতায় খুন-ডাকাতি করে কাশী শহরে ফিরে এসে থাকে। এখানকার থানা-পুলিস তাঁর মত মহাধনী লোকের হাতের মুঠোয় থাকায় এই সব বদমায়েসদের গাত্রস্পর্শ করবার কারও সাহস নেই। আশা করি ওঁর সম্পর্কে স্থানীয় পুলিসকে আপনারা একটু বলে কয়ে যাবেন।

আমি এই মহালোভী ভদ্রলোকের এই দীর্ঘ বিবৃতিটি সাবধানে লিপিবদ্ধ করে তাঁকে এই ঘটনা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—এখন আপনার এই উত্তর হতে যা বুঝলাম তা হচ্ছে এই যে, ঐ দ্বিজেন গাঙ্গুলী মশাই আপনার পুত্রের সঙ্গে তাঁর গুণবতী রূপবতী কন্যার বিবাহে সম্মত নন। অবশ্য আপনার পুত্রের চেহারা ও গুণপণা না দেখে বা শুনে এই সম্বন্ধে কোনও অভিমত আমি প্রকাশ করবো না। এখন আপনি যে বললেন যে তাঁর ভাড়াটে বাড়িগুলোতে বহু জেলা-খারিজ গুণ্ডা বাস করে তা আপনি কি করে জানতে পারলেন? আপনার কি ঐ সব গুণ্ডাবদমায়েসদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোনও পরিচয় আছে?

উঃ—আপনি আমার পুত্রকে দেখলে বুঝতে পারতেন যে সে রূপে ও গুণে আমাদের বাবুর আপন পুত্রের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এ তো মশাই আমাদের নিজের কথা নয়। খুঁত-খুঁতে স্বভাবের বাবুই এ'কথা আজকাল বলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি পূর্বে ঐ দ্বিজেনবাবুর বস্তিগুলির ছোটলোক রেওতদের কাছ হতে ভাড়া আদায় করতাম। ভদ্রলোক একদিন আমাকে দোষী করে বললেন যে, আমিই না কি ঐ সব নোংরা মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদের বন্ধু হয়ে উঠেছি। এই সব কথা শুনে আমাদের এই মহৎ বাবু সেখান থেকে আমাকে সরিয়ে এনে আমাকে তাঁর নিজের সম্পত্তি দেখাশুনার কাজে ভর্তি করে নিয়েছেন। আজ্ঞে হাজার হোক আমি এই বাবুরই তিনরাত্রির ওষুধের জ্ঞাতিকুটুম্ব তো বটে! আমি একটু নেশাভাঙ মাঝে মাঝে করলেও আমার ছেলেটা হচ্ছে সত্যই ঋষিতুল্য।

প্রঃ—হ্যাঁ! আচ্ছা আর একটা মাত্র প্রশ্ন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। আপনার ঐ মেজাজী বাবু না হয় তাঁর একমাত্র পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করে বসলেন। কিন্তু তেনার বৃদ্ধা স্ত্রী অর্থাৎ ঐ ত্যাজ্যপুত্রের গর্ভধারিণী মাতাও কি আপনার ঐ কর্তার এই সাংঘাতিক প্রস্তাবে সায় দিতে পেরেছেন? তিনি তাঁর স্বামীর এই সব ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠলেন না?

উঃ—আজ্ঞে! এই সব আকচা-আকচি নিয়ে সেই দিন থেকে উভয়ে মনেপ্রাণে ভেঙ্গে পড়ে শয্যা নিয়েছেন। আরে, সব মাতাই কি আর মহাভারতের গান্ধারীর মত পুত্রস্নেহান্ধ হয়েও দুষ্ট পুত্রকে ত্যাগ করতে পারেন? তা' এ বিষয়ে বাবুর আমার বিশেষ কোনও দোষ দিতে পারি না। শেষ কালে তিনি বুঝেছিলেন যে তিনি নিজেই না জেনে ঐ ডাইনীর হাতে নিজের ছেলেকে তুলে দিয়েছেন। হ্যাঁ! পরে অবশ্য তিনি ঐ ছেলেটিকে জোর করে কলকাতা থেকে কাশীতে আনিয়ে দ্বিজেনবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্প্রতিকালে ঐ ডাইনীর ছোঁয়াচ থেকে দূরে এসে তার মনটি এদানী বেশ একটু সুস্থও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এদিকে সেই ডাইনী স্ত্রীলোকটি কলকাতা থেকে পত্রের পর পত্র এই ছেলেটিকে পাঠাতে শুরু করে দিলে। এই এক-একটি পত্র পাওয়ার সঙ্গে সে আবার পূর্বের মত মনমরা হয়ে পড়তো। একদিন একটা দীর্ঘ পত্র কলকাতা থেকে পেয়ে সে কাউকে না বলে আশীর্বাদের আগের দিন কলকাতায় উধাও হয়ে গেলো। যাই হোক, আমরা এই কুলাঙ্গারকে এখন আমাদের কাছে মৃত ব'লেই ধরে নিয়েছি। আমিই অবশ্য সরল বিশ্বাসে ওই সব পত্রগুলো বাবুর ঐ ছেলেটির হাতে তুলে দিয়েছি। আমাদের কর্ত্তা অবশ্য আমাকে কলকাতার কোনও চিঠি তাকে দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন। তা এ একটা যে আমার দারুণ ভুলই হয়ে গিয়েছিল, তা আমাকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

প্রথমে আমার একবার মনে হয়েছিল যে সমাজে অপমানিত হয়ে ঐ দ্বিজেন গাঙ্গুলী বোধ হয় কলকাতায় লোক পাঠিয়ে এই পলাতক ছেলেটির উপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। কিন্তু একটু চিন্তা করে আমি বুঝেছিলাম যে আমার এই সিদ্ধান্ত একান্তরূপেই ভুল। মানুষ মাত্রকে সন্দেহ করে এই সব বিষয়ে বোধ হয় আমাদের বেশ একটু বদ্ অভ্যাসই হয়ে গিয়েছে। তবুও এই ভবতোষ রায়চৌধুরী নামক মহাশয়তান লোকটির সংস্পর্শে এসে আমার অন্তরাত্মা এই সাঙ্ঘাতিক অপরাধ, সম্পর্কে এঁকেও যে একবার সন্দেহ না করলো তা নয়। কিন্তু কাশী শহর থেকে এই সব নেশাখোর মহালোভী অপদার্থের পক্ষে কলকাতায় কোনও হামলা করা বা তা করানোর ক্ষমতা কোথায়? এদিকে কাব্যের উপেক্ষিতার ন্যায় মহাধনী দ্বিজেনবাবুর

লকাতার সেই বিবাহের ঘটক আত্মীয়টিকেও এই ব্যাপারে সন্দেহ করার বিষয় কেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। অন্য দিকে কলকাতার সেই রাজনৈতিক নতা ও ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক অমুক বাবু বহু সম্পত্তি লাভের লোভে তাঁর একমাত্র প্রতিবন্ধক ঐ আহত ছেলেটিকে আহত করবার কোনও ব্যবস্থা করেন নি তো! া সত্য হলে একমাত্র ঐ প্রেমিকা প্রমীলা দেবীকে আমাদের মন এই বিষয়ে দোষী াব্যস্ত করতে চায় কেন? খুব সম্ভবত এই সাংঘাতিক অপকর্মটি একজন ব্যক্তির ারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে বহু লোককে সন্দেহ করে আমি যে শতেক াপী হতে চলেছি। তা'হলে আমাদের এই সন্দেহের বাতিকের শেষ কোথায়? ইরূপ আদ্যোপান্ত বহু বিষয়ে চিন্তা করে আমরা এই সাক্ষী রায়চৌধুরী মশাইকে ার ঐ নিষ্ঠুর-হৃদয় মনিবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য ধরে পড়লাম।

আমাদের এই অনুরোধে এই অপদার্থ লোকটি প্রথমে একটু আমতা-আমতা রছিলে। কিন্তু তাঁকে এই দোলা মন থেকে রেহাই দিয়ে ঐ আহত যুবকের পিতা য়ং আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। এই পক্ককেশ ঋজুদেহী বৃদ্ধের অগ্নিবর্ষী ক্ষুর ধার ব'য়ে সামান্য অশ্রুজলও গড়িয়ে পড়েছিল। এই অপদার্থ লোকটির মত ামরাও তাঁকে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান দেখালাম!

'ওঃ বুঝেছি! আপনারা কলকাতা পুলিস থেকে এখানে তদন্ত করতে এসেছেন?' ই বৃদ্ধ ভদ্রোলোক দুর্বলতাজনিত অবসাদে টলতে টলতে অন্যদিকে মুখ করে চাখের জল মুছে আমাকে বললেন, আপনারা এখানে কি বিষয়ে তদন্তে এসেছেন তা ামি জানতে চাই না। আমি শুধু যা বলছি তাই আপনারা শুনে যান। কিন্তু য়া করে কোনও বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। এমন কি, ওদিককার কোনও ঃসংবাদ আমাকে দেবার থাকলে তা'ও দয়া করে আর দেবেন না। আমার তী-সাধ্বী স্ত্রী এই মাত্র জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। এ জ্ঞান খুব সম্ভবত আর রবে না। আমি ডাক্তার আসার জন্যে টেলিফোন করে আপনাদের কাছে সেছি। আমার পোষ্যপুত্রটিকে আমি এখুনি একজন বড় ডাক্তারকেও ডেকে ানবার জন্যে পাঠালাম। কলকাতায় অমুক রাস্তায় অতো নম্বর বাড়িতে আমার ত্যাজ্যপুত্রের মাতুল থাকে। সিংহী বাগানের সিংহী লেনের সিংহী বাড়ির াকেরা হচ্ছে আমার শ্বশুর কুল। যদি কোনও কিছু খবর দেবার বা সাহায্য বার প্রয়োজন থাকে তো দয়া করে তাঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন। তাঁরা বশ্য আমার মতো এতটা হৃদয়হীন হতে পারবেন না। অন্তত আমার কাছে ামার ঐ কুপুত্র মৃত বলেই জানবেন। অন্য কোনও বিষয় জানতে হলে আমার াত্মীয় ও ম্যানেজার ঐ রায়চৌধুরীর নিকট হতে জেনে নিতে পারেন।'

অতি কষ্টে এই কয়টি বাক্য উচ্চারণ করে পক্ককেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেমন সহিত আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তেমনি তেজের সহিত তিনি ঘরে ঢুকে সেদিককার দরজাটা আমাদের মুখের উপর বন্ধ করে দি আপনা

আমার ঐ পক্ককেশ হতভাগ্য বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পিছন পি ড় গিয়ে তাঁ শুনাতে ইচ্ছে করছিল, 'আরে মশাই! আপনার ঐ ভাবী পুত্রটিকে আপাত আপনার ঐ রুগ্না জ্ঞানহারা স্ত্রীর স্বমুখ থেকে সরিয়ে দিন। তা না হলে বারে বা জ্ঞান ফিরলেও পুনরায় তাঁর অজ্ঞান হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে।'

আমরা এখানে এসেছি মাত্র পুলিসী তদন্তের বিষয় নিয়ে। এক্ষণে এখা পারিবারিক কথা তুললে এঁরা আমাদের কাছ হতে তা শুনবেন কেন? এইরূপ এ অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে এঁদের ঐ একমাত্র বংশধরের শোচনীয় অবস্থার বিষ এঁদের শুনাতে আর আমাদের সাহস বা ইচ্ছে হয় না। আমরা মনে মনে ঠি করলাম যে ঐ আহত যুবকের কলকাতার মামার বাড়ির ঠিকানাটা যখন পাও গিয়েছে, তখন এই সব বিষয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গেই যা হোক কি একটা পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে অখন।

আমরা এই বাড়ি হতে বার হয়ে বাহিরে অপেক্ষমান স্থানীয় পুলিস কনস্টে দুইটির সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমাদের নজর পড়ল রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাতের দিকে। এই ফুটপাতের উপর একটা সরু পাথু গলির মুখে জন চার ঘাড়-ছাঁটা গুণ্ডা গোছের লোককে আমাদের সেই পূর্বের দে গোঁফওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঐ আহত যুবকটির পিতা-মাতার সেই বাটীটির দি অঙ্গুলি নির্দেশ করে কি একটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে কয়খা যাত্রীবাহী শকট সামনে এসে পড়ায় তাঁদের কিছুক্ষণের জন্য আর দেখা গেল এর পর গাড়িগুলো চলে গেলে সেইদিকে আমাদের সঙ্গে আনা স্থানীয় সিপাহীদে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখলাম যে আমাদের সেই মোচওয়ালা ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই স পড়তে পেরেছেন। এই স্থানীর সিপাহী দুইজন রাস্তার ওপরে দণ্ডায়মান গুণ্ডা লো কটাকে দেখে আঁৎকে উঠে বলে উঠলো, 'হারে, বাপস্! ইনে গুণ্ডা লোক কি বেনারসমে লোট আয়া? আভি উধার মাৎ যানে চাহী বাবু সাব।' থানা বড়বাবুকো ইনলোককো বাড়ে পহেলা খবর দেনে চাহী।' এর একটু পরে দেখা গে যে সেই গুণ্ডালোকগুলোও সেই সরু পাথুরে গলির মধ্যে অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছে।

এইরূপ এক বিপদের মধ্যে আমরা আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলাম না আমরা তাড়াতাড়ি কেতোয়ালীতে ফিরে সেখানকার অফিসার-ইন-চার্জকে স বিষয় খুলে বলে তাঁকে ঐ আহত যুবকের পিতামাতার বাড়িতে পাহারা বসাতে ও

..শ্য না হলে সেই নিরালা বাড়িটার উপর মধ্যে মধ্যে একটু নজর রাখবার ব্যবস্থা ...ত সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম। কোনও কারণে আমাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে ... এ ধর... ...কর পিতামাতা এই সব গুণ্ডাদের দ্বারা একদিন নিহত হলেও হতে পারেন। এ... ...। গুণ্ডাদের দিক হতে শুধু তাঁদের বিপদ নয়। আমরা তাঁর পোষ্যপুত্রের পি... ...ও তাঁদের বিপদের আশঙ্কা করছিলাম। কারণ পোষ্যপুত্র নেওয়া ঠিক হয়ে গেলেও মালিক বেঁচে থাকলে তাঁর এই ইচ্ছা একদিন পরিবর্তিত হতে পারে। এই অবস্থায় তাঁর ঐ নেশাখোর আত্মীয়টার পক্ষে অন্তত তাঁর স্ত্রীকে পৃথিবী হতে সরিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়। এইরূপ এক আতঙ্কগ্রস্থ অথচ লুব্ধ ক্রূর দৃষ্টি এতদিন আমরা তাঁর চোখের মধ্যে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছি। তবে এই সম্পর্কে জোর করে বলবার মত কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের কাছে মজুত নেই। তবু প্রতিটি বিষয়ে সন্দেহ হওয়া মাত্র সেই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমাদের একটি অবশ্য কর্তব্য কার্য। পণ্ডিতেরা ঠিকই বলেছেন যে অর্থই হচ্ছে যতো অনর্থের মূল।

আমার ইচ্ছে ছিল যে আজই কলকাতাগামী একটা ট্রেনে উঠে পড়ি। কিন্তু আমার সুযোগ্য সহকারী অফিসারটি এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তাঁর মতে এত দূরে এসে একবার সারনাথ তাঁকে দেখে যেতে হবেই। এ ছাড়া তাঁর মতে আরও এক রাত্রি ও একটা দিন থেকে এখানকার পরিস্থিতিটা আরও ভালো করে আমাদের পক্ষে জেনে যাওয়া উচিত। নানা দিক থেকে বিচার করে আমার সহকারীর প্রস্তাবে ...মাকে রাজি হতে হলো।

এই থানাবাড়ির এক কক্ষে রাত্রিবাস করে আমরা পরদিন একখানি টাঙ্গা ক'রে ...রতের মহা বৌদ্ধ-তীর্থক্ষেত্র সারনাথ যাত্রা করলাম। এই প্রাচীন সারনাথের ধ্বংস ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমরা মুগ্ধ নেত্রে সারনাথের সুবৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। চারিদিকের মনোমুগ্ধকর এবড়ো-খেবড়ো স্থানীয় সুন্দরতম পরিবেশের প্রাচীনত্ব ও পবিত্রতা দূর করে এখানে ওখানে সবুজ ঘাসভরা আধুনিক কৃত্রিম বাগিচা সৃষ্টির তখন সবেমাত্র চেষ্টা চলেছে। আমি ক্ষুব্ধচিত্তে ভাবছিলাম যে, এমন স্বাভাবিক প্রাচীন প্রাকৃতিক পরিবেশটি হেলায় বিনষ্ট করে এমন করে কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন কেন? এমনভাবে এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ গুলো আধুনিক কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে এনে এঁরা কি ঐ পবিত্র নিদর্শনগুলি আবর্জনা স্তূপে পরিণত করতে চান? আমি মনে মনে কল্পনা করছিলাম যে তাজমহলের রম্য পরিবেশ হতে সেই শ্বেতসৌধটিকে চৌরঙ্গির রাস্তার উপর কলকাতা মিউজিয়ম ও আর্মি-নেভি স্টোরের মধ্যবর্তী স্থানে বসিয়ে দিলে সেটিকে কিরূপ দেখাতো? এমন সময় হঠাৎ

আমার লক্ষ্য পড়লো একটি পীতবসনধারী চৈনিক সাধুর সৌম্যমূর্তির দিকে। সামনের পুরাতন ইটের প্রাচীন মহা স্তূপটি ঘিরে প্রার্থনা করতে করতে এই চীনা ভদ্রলোক সেটিকে প্রদক্ষিণ করছিলেন। এই সময় চীন ও জাপানের মধ্যে সভ্যতা-বিধ্বংসী যুদ্ধ চলছিল। তা সত্ত্বেও এই চীনা ভদ্রলোক তাঁর স্বদেশ থেকে সোজা তাঁদের এই মহাতীর্থে আগমন করবার সময় করে নিতে পেরেছেন। আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাষা না বুঝলেও ইশারায় আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলাম। ভদ্রলোক ঘুঁসি পাকিয়ে উপুড় হওয়ার ভঙ্গিমায় আমাকে ইশারায় বুঝালেন—'জাপান—জাপান—এঁ্যা ?' এরপর কিছুটা চিৎ হয়ে গলা টিপে আমাদের বুঝালেন—'চীনা—চীনা—এঁ্যা ?' আমরা ঘাড় নেড়ে তাঁকে বুঝালাম, 'ওঃ বুঝেছি! জাপান অন্যায়ভাবে চীনের টুঁটি চেপে ধরেছে।' এই চীনা ভদ্রলোক এইবার উপর দিকে চেয়ে হাতজোড় করে আমাদের বললেন – 'বুদ্ধ—বুদ্ধ—চীন-জাপান—এঁ্যা !' আমরা অনুমানে বুঝলাম যে ইনি চীনের শেষ-বেশ বিজয় ও জাপানের আশু নিধনের জন্য তাঁর আরাধ্য দেবতা বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাতে এসেছেন। অথচ শুনতে পাই এই দুইটি মহান দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এই মহান পুরুষ বুদ্ধদেবেরই একান্ত অনুগত শিষ্য। আমার মনে হলো যে ভগবান পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে এখুনি বোধ হয় তাঁর এই পূর্বস্থানেই এসে এই নূতন পরিস্থিতিতে নূতন করে সত্যের সন্ধানের জন্য তপস্যায় বসতেন।

এই মামলার তদন্তের প্রথম দিন হতে সৎমানুষের সংস্পর্শে বোধ হয় আমরা কমই আসতে পেরেছি। একমাত্র আমাদের বেচারাম বা বিচকেরই বোধ হয় এতগুলো মানুষের মধ্যে নিষ্পাপ মন ছিল। প্রতিদিনই আমরা নাগ ও নাগিনীদেরই বিষাক্ত নিশ্বাস সারা দেহ দিয়ে অনুভব করে এসেছি। এদিকে এখানে প্রাচীন ভারতের সূর্যাস্তের মত নবীন ভারতের সূর্যাস্ত এখন সমাগতপ্রায়। একটু পরেই ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী এই দিগন্তমুক্ত প্রান্তরের উপর তার স্নেহচ্ছায়া নামিয়ে দেবে। আমাদের সদাসন্দিগ্ধ মন আর বেশিক্ষণ এইখানে অপেক্ষা করতে চাইছিল না। এদিকে ওদিকে তাকাতেও আমাদের যেন কি রকম একটা ভয় ভয় করে। এইরূপ এক মানসিক অবস্থায় আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের ভাড়া করে আনা টাঙ্গাখানিতে উঠে বসে টাঙ্গাচালককে বললাম—'সিধা স্টেশন চলো ভাই।' আমরা থানা থেকে বার হবার সময় উপস্থিত সকলের কাছে বিদায় নিয়ে লাগেজপত্র নিয়ে টাঙ্গায় উঠেছিলাম। এই জন্য সোজা কলিকাতাগামী ট্রেন ধরবার জন্যে রেল স্টেশনে যাওয়ায় আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধে ছিল না।

আবছায়া অন্ধকার ভেদ করে দ্রুতগতিতে আমাদের টাঙ্গাখানি শহরের দিকে

ছুটে চলেছে। এমন সময়ে আমরা চেয়ে দেখলাম—একটা ছোট স্টেশন ওয়াগন ভক্ ভক্ আওয়াজ করতে করতে সারনাথের দিকে এগিয়ে গেল। এই যন্ত্র শকটটিতে কয়েকজন গাট্টাগোট্টা লোকের সঙ্গে আমাদের সে মোচওয়ালা ভদ্রলোক সুমুখের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বসেছিলেন। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে, সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রলোক আমাদের টাঙ্গাখানি দেখতে পান নি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না যে, এই ভদ্রলোকের এইরূপ ছুটাছুটির প্রকৃত অর্থ কি হতে পারে? এইদিকে আমরা রেল স্টেশনে এসে জানলাম যে, কলকাতার মেল ট্রেন আসতে দু'ঘণ্টা দেরি আছে। আমরা কিছুক্ষণ রেল-পুলিস থানাতে অপেক্ষা করে ট্রেন আসা মাত্র তার একটা কামরাতে উঠে বসলাম। রেল-পুলিসের মারফৎ কলকাতায় আমাদের প্রত্যাগমন সম্পর্কে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছিলাম। আমাদের নিরাপত্তার জন্য এইরূপ একটি ব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল.।

এই সময় রাত্রি হওয়াতে আমরা খুব সাবধানে রেলের কামরার দু'ধারের ছিটকিনি বন্ধ করে দিই। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও একত্রে দু'জনায় ঘুমুতে পারি নি। আমরা পালা করে করে একটু করে ঘুমিয়ে বা ঝিমিয়ে নিচ্ছিলাম—অবশ্য ঐ মোচওয়ালা ভদ্রলোকের পক্ষে আমাদের এই ট্রেনেতে উঠবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তবু লোকে কথায় বলে যে সাবধানতার মধ্যে কখনও কোনও মার রাখতে নেই। ভোরের দিকে আমাদের ট্রেন একটা স্টেশনে থামলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে জানালা খুলে দেখি যে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে বাম দিকে চাইতে সেই মোচওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক 'পানি পাঁড়ে—পানি পাঁড়ে' বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা তাড়াতাড়ি জানালার সাটারটির অর্ধেকটা নামিয়ে দিয়ে তার তলা থেকে লক্ষ্য করলাম যে সেই ব্যক্তি এইবার 'পানি পাঁড়ে—পানি পাঁড়ে' বলে ডান দিকে চাইতে চাইতে পিছনের দিকে ফিরে গেলেন। অগত্যা এইবার ট্রাঙ্ক থেকে পিস্তল দু'টি বার করে তাতে গুলি ভরে সেই দু'টি আমাদের নিজের নিজের পকেটে রেখে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কূপে গাড়িতে এই সময় তৃতীয় কোনও যাত্রী ছিল না। তা হলে আমাদের তাকে আমাদের এই ব্যবহার সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে অস্থির হতে হতো। এমন কি, আমাদের ডাকাত ভ্রমে অন্য যাত্রীদের পক্ষে শিকল টেনে ট্রেন থামানও অসম্ভব ছিল না। এই ভাবে দারুণ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে কালযাপন করে পরের দিন সকাল আটটার সময় আমরা হাওড়া স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ সময়টুকুর মধ্যে একটি বারও আমরা সেই অদ্ভুত চরিত্রের মোচওয়ালা প্রৌঢ় লোকটির আর সাক্ষাৎ পাই নি। এই বার আমরা আশান্বিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, দুইখানি মোটর ট্রাকে

আমাদের অপর সহকারী ভক্তিবাবু ও কনকবাবু ওখানকার উভয় প্লাটফর্মের মধ্যবর্তী রাজপথের উপর অপেক্ষা করছেন। আমরা এতক্ষণে সত্য সত্যই নিশ্চিন্ত মনে উভয়ে একে একে তাঁদের আলিঙ্গন করে আমাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁদের আমরা নিশ্চিন্ত করলাম। তা'হলে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এঁরা ঠিক সময় মতই টেলিগ্রামে আমাদের কলকাতায় আগমনের বার্তা পেয়ে গিয়েছিলেন। এর পর আমরা সকলে মিলে সারা ট্রেনের কামরায় কামরায়, প্লাটফর্মে ও স্টেশনের অপরাপর স্থানে ঐ সন্দেহমান মোচওয়ালা অদ্ভুত প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে ছুটাছুটি করে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখানে ওখানে বহু চেষ্টা করেও তাঁর কোনও সন্ধান আমরা পাই নি। এই ভদ্রলোক যেন রহস্যজনক ভাবে নিমেষের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। অগত্যা আমরা পুলিস ট্রাকে উঠে কলকাতায় আমাদের নিজেদের থানায় প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

'আরে, স্যার! আপনারা এতো শীঘ্র কলকাতায় ফিরে এলেন?' আমাদের থানায় ঢুকতে দেখে জনৈক অফিসার বলে উঠলেন, 'আমরা মনে করলাম যে এই সুযোগে ওখানে একটু জিরিয়ে-টিরিয়ে তবে কলকাতায় ফিরবেন। এই বাইরের কোনও স্থানে বা হাঁসপাতালে না গেলে তো আমাদের বিশ্রাম লাভই হয় না। এক এনকোয়ারি-টোয়ারি একটা হাতে না এলে তো আমাদের বিদেশ ভ্রমণের কোনও সুযোগই নেই। এতে সরকারী খরচে তদন্তর সঙ্গে সঙ্গে দেশ দেখাও হয়ে যায়। এবার এ রকম কোনও বাইরের এনকোয়ারির সুযোগ এলে আপনারা আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন, স্যার।'

এই অফিসারটিকে আমি তাঁর এই আপ্যায়নের যথোচিত উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এখানকার অন্য আর একজন অফিসার আমাদের পথ অবরোধ করে আমাদের এই মামলা সম্বন্ধে অপর আর একটি খবর দিলেন। এইরূপ একটি সংবাদ শুনবার জন্য আমাদের মন উন্মুখ হয়ে ছিল।

'হ্যাঁ! ভালো কথা, স্যার! এই কয়দিন আপনাদের সেই বেচারাম ওরফে বিচকেবাবু বার দুই-তিন আপনার খোঁজ করে গিয়েছে,' আমাদের থানার এই অফিসারটি ব্যস্ত হয়ে আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনাদের এই বেচারাম আপনাদের মামলা সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করেছে। এই কয়দিন এই সংবাদটি আপনাদের দেবার জন্য সে প্রায়ই এই থানার আশে-পাশে ঘুরাঘুরি করছে। এই সব জরুরি বিষয় আপনাকে ছাড়া এখানকার আর কাউকে সে জানাতে চাইলো না।'

প্রীতি বশত যারা পুলিসের ইনফরমার হয় তাদের স্বভাবচরিত্র এমনিই হয়ে

থাকে। তারা মাত্র একজন অফিসারের বশ্যতা স্বীকার করে তারই বশংবদ হয়ে মাত্র তাকেই তারা খুশি করে চলে। অন্য অফিসাররা ওদের নিয়ে নাড়াচাড়া করলে এরা স্বভাবতই পুলিসের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। কিন্তু এইদিন আমরা নিদ্রাহীনতা ও অতি-পরিশ্রমে এমনই ক্লান্ত তো বটে! এমন কি, স্নানাহারের অভাবে আমাদের চোখ-মুখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। আমাদের পা দুটোও যেন আর আমাদের ভার রাখতে না পেরে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে পড়তে চায়। আমাদের অবর্তমানে এখানে কোনও অঘটন হয়নি এইটুকু মাত্র জেনে খুশি হয়ে আমরা ঘাড় নাড়তে নাড়তে উপরে চলে গেলাম।

॥ ৬ ॥

পূর্বদিন বেনারস হতে কলকাতায় ফিরে সেই যে উপরের কোআর্টারে উঠে শয্যা নিয়েছিলাম, তারপর আজ সকাল আটটা পর্যন্ত এক-নাগাড়ে বিশ্রাম নিয়েছি। আবার নিচের অফিসে নেমে সেই পূর্বের ন্যায় হাডভাঙ্গা খাটুনির চিন্তা পর্যন্ত করতে যেন কষ্ট হয়। বিদেশে গিয়ে তদন্তের মধ্যে খাটাখাটুনি থাকলেও সেখানে আমাদের স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে যে কতো বেশি তফাত, তা এখানকার এই অপরের তত্ত্বাবধানাধীন কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসে আমরা সম্যকরূপে বুঝতে পারছিলাম।

এখন এই কয়দিন কাশীধামে গিয়ে আমরা এই মামলার তদন্তে কতটা সুরাহা করে এলাম তার একটা জবাবদিহি আমাদের বিভাগীয় বড়সাহেবের কাছে করতে হবে। তাই এইবার তাড়াতাড়ি এই সম্পর্কে একটি স্মারক-লিপি লিখবার জন্য নিচের অফিস ঘরে নেমে এলাম। ঠিক এই সময়েতেই আমি মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম যে আমার অতি-আদরের বেচারাম ওরফে বিচকে-বাবু আমাদের অফিস ঘরে ঢুকছে।

'আরে ভাই, বেচারাম,' আমি বিচকেকে সম্মুখে দেখে বিপুল আগ্রহে বলে উঠলাম, 'শুনলাম তুমি নাকি এর মধ্যে বার দুই-তিন আমাদের খোঁজ-খবর করে গিয়েছ। তা' ওখানকার কোনও একটা ভালো খবর আছে না কি? ঐ দু'টি বাড়ির আর কোনও রহস্য তুমি ভেদ করতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ স্যার! ওখানকার অনেক নূতন খবর আমি সংগ্রহ করেছি। ওখানে অনেক অদ্ভুত বিষয় আমি দেখেছি ও শুনেছি, কিন্তু তার মূল হেতু আমি বুঝে উঠতে পারছি না,' আমাদের অতি আদরের বেচারাম সাগ্রহে আমার সম্মুখে এসে চারিদিকে একটা সতর্ক দৃষ্টি রেখে নিম্নস্বরে বললো, 'ওখানকার ঐ দুটো বাড়িই যেন

রূপকথার যাদুমন্ত্র-করা বাড়ি, বাবু! কিন্তু তবু ওদের কোনও ক্ষতি করতে আর আমার মন চায় না। এই দুই বাড়ির দুই গিন্নীই আমাকে তাদের ছেলের মত যত্ন করে। তাই—'

আমাদের এই বিশ্বস্ত ইনফরমার বা সংবাদবাহী চরের মুখে এই রকম একটা মানবীয় মহৎ সংবাদ শুনে আমি প্রমাদ গনলাম। এইরূপ একটা আশঙ্কা ইতিপূর্বে আমার মনের মধ্যে যে না জেগেছিল তা' নয়। মা, মাসী ও বোনের স্নেহের কাঙাল এই পরাশ্রয়ী ও পরভোজী বেচারামের পক্ষে এদের মাতৃসুলভ আদর-আপ্যায়নের আবর্তনে পড়ে দিশেহারা হয়ে আমাদের ভুলে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। এ ছাড়া এই কয়দিন আমার প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকার ফলে বেচারাম এখন ওদের আয়ত্তাধীন হয়ে উঠেছে। আমি অতি সাবধানে তাকে নানা বাক্যে ভুলিয়ে প্রথমে তাকে প্রকৃতিস্থ করে নিলাম। এই ভাবে অনেক আয়াস স্বীকার করে আমি তার কাছ হতে ঐ বাড়ি দুটিতে তার এই কয়দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কীয় একটি মনোহর বিবৃতি আদায় করতে পেরেছিলাম। আমাদের বালক ইনফরমার বেচারামের দীর্ঘ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"এদের সম্বন্ধে আপনাদের অনুমানে একটু মাত্রও ভুল নেই, স্যার। সত্য সত্যই এই বাড়ির ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবী এবং ওধারের বাড়ির তাঁর বান্ধবী জমিদার-গিন্নীর মধ্যে যে কতো ভাব তা আপনারা ধারণা করতে পারবেন না। জমিদার-গিন্নী প্রায়ই প্রমীলা দেবীর বাড়ির দ্বিতলে এসে গল্পগুজব করে থাকেন। প্রমীলা দেবীও মধ্যে মধ্যে উভয় বাড়ির পাঁচিলের মধ্যকার দরজা দিয়ে জমিদার বাড়িতে এসেছেন। এই সময় এঁদের সেই গোঁফওয়ালা ম্যানেজারও এসে এঁদের সঙ্গে কি সব সলাপরামর্শ করতেন। তবে যে দিন আপনারা কাশী রওনা হয়ে যান সেই দিন থেকে তিনিও আর এদিকে আসেন নি। হ্যাঁ, আসল কথাটাই আমি আপনাকে স্যার বলতে ভুলে যাচ্ছি। আপনাদের কাশী যাবার আগের দিন দুটো—বিশ্বাসের বাইরে চমকপ্রদ অদ্ভুত—না, দুটো কেন, সেখানে তিনটে অদ্ভুত ঘটনা আমি লক্ষ্য করেছি। এই দিন এঁদের জমিদারীর সেই মোচওয়ালা হন্ত-দন্ত হয়ে এঁদের দুই বান্ধবীর সম্মুখে এসে হাজির হলেন। তাঁর ঝুলেপড়া গোঁফ দুটো আরও ঝুলে পড়েছে। এমন কি, তাঁর পাঞ্জাবির স্থানে স্থানে কে যেন ছিঁড়ে দিয়েছে। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাঁর জামার পকেট থেকে একটি হাতের লেখা চিঠি বার করে জমিদার-গৃহিণীর হাতে সেটা তুলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই নাও বৌদিদিমণি! এই-টের জন্যে আর একটু হলে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। খগেন বাবুকেও আমি ঠিক জায়গায় এনে রেখেছি। প্রয়োজন হলে ওঁকে ওখানেই শেষ

করে দেবো আখুন।' এর পর ও বাড়ির ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবী এবাড়ির জমিদার-গিন্নীর হাত হতে সেই চিঠিখানা তুলে নিয়ে তাঁর বুকের ব্লাউসের তলা থেকে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ বার করে তার মধ্যে সেটা গুঁজে রাখলেন। এরপর খুব খুশি হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি ব্যাগ থেকে দুখানা হাজার টাকার নোট বার করে সেই গুঁফো ম্যানেজারের হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনাকে আর কি ব'লে ধন্যবাদ জানাবো বলুন! আপনি আমার মৃত্যুবাণটা উদ্ধার করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এই চিঠিখানার জোরেই যতো না ওর ভিরকুটি হয়েছিল। বাবা! এই সব বিষয় চিন্তা করবো, না ওঁকে আমি চিকিৎসা করাবো। এখন বাকি দুটো কাজ যদি এমনিভাবে করতে পারেন তো আরও তিন হাজার মুদ্রা আপনার জন্যে তোলা আছে।' এতক্ষণে আমি চায়ের পেয়ালা সমেত ট্রে রসুই ঘর থেকে এনে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। এই জন্য এইটুকুই মাত্র আমি দেখতে ও শুনতে পেয়েছিলাম। এরপর আমি ঘরে ঢোকা মাত্র ও-বাড়ি থেকে একজন নার্স দৌড়ে এসে বললেন, 'চক্ষুবিশারদ ডাক্তার স্বরজিৎ রায় ও বাড়িতে এসে গেছেন।' মায়েরা, এই সংবাদ শুনা মাত্র আমাকে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে বলে তাড়াতাড়ি ও-বাড়ির সেই আহত রোগীর ঘরের পাশের ঘরের ভেজানো দুয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু যতক্ষণ ডাক্তার স্বরজিৎ রায় ও নার্সরা ঐ আহত ছেলেটির ঘরে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁরা মধ্যে মধ্যে দরজার ফাঁকে চোখ রাখলেও নিজেদের দেহগুলো খুবই সাবধানে দরজার এপারে গোপন করে রাখছিলেন। অন্য কোনও ডাক্তার এই রোগীর ঘরে এলে কিন্তু তাঁরা দু'জনাই তাঁদের আশে-পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। কিন্তু যতক্ষণ চক্ষুবিশারদ ডাক্তার স্বরজিৎ রায় ওখানে ছিলেন, ততক্ষণ তাঁরা মুখ থেকে জোরে বা আস্তে শব্দ পর্যন্ত বার করেন নি। আমি অবশ্য এই সময় ফাইফরমাস খাটাবার জন্যে এই রোগীর ঘরেতে নার্সদের সঙ্গে হাজির ছিলাম। এদিকে যথারীতি এদিককার রাস্তার জানালাগুলো বন্ধ থাকায় বাইরে থেকে আমাদের পাড়ার চেনাজানা কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। এই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার স্বরজিৎ রায় এই রোগীর চোখের দুটো মোমের ছাঁচ নিয়ে চলে গেলেন। আমার হাত দিয়েই প্রমীলা দেবী তাঁকে ছয়খানা দশ টাকার নোট পাঠিয়েছিলেন। ওখানকার নার্সদের কথাবার্তা হতে আমি বুঝলাম যে এই চোখের মোমের ছাঁচ হতে কোথা থেকে এঁর জন্যে দুটো কাঁচের চোখ তৈরি হয়ে আসবে। এই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার স্বরজিৎ রায়কে তাঁর গাড়িতে পৌঁছিয়ে আমি ফিরে এসে দেখি, যে, প্রমীলা দেবী হাপুস নয়নে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লেগেছেন। তাই দেখে আমাদের এ-বাড়ির জমিদার-গিন্নী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলছিলেন, 'আরে এখন কেঁদে কি আর হবে ভাই। এছাড়া কি অন্য কোনও

উপায় ছিল ? যা ভুল হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। এখন সারা জীবন ধরে ওকে সেবা করে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত কর।' এরপর হঠাৎ আমার দিকে তেনাদের নজর পড়া মাত্র আমার মনিবানী আমাকে ডেকে বললেন, 'তুই তো এখনও কিছু খেলি না। যা ঠাকুরের কাছ হতে চা আর পাঁউরুটি খেয়ে আয়।' এই দুইটি ঘটনা ছাড়া তৃতীয় একটি অদ্ভুত ঘটনাও আমার নজরে এসেছিল। একদিন ঐ রোগীর ঘরে কয়েকটি ঔষধ এ-বাড়ি থেকে পৌঁছিয়ে দিতে গিয়ে আমি দেখি যে, ও-বাড়ির ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবী কয়েকটি পুরানো পত্র পড়ে পড়ে সেগুলো আবার তুলে রাখছিলেন। হঠাৎ দেখি, এই সবের মধ্য হতে একখানি চিঠি বার করে তিনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিলেন। আমার সন্দেহ হওয়ায় পরে ঐ টুকরোগুলো কুড়িয়ে আমি পকেটে রেখে দিই। এই নিন আমার কুড়ানো সেই ছেঁড়া চিঠির টুকরো-গুলো। ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের এনে দেওয়া সেই চিঠিখানা ওঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আমি চুরি করে আনতে পারি। কিন্তু না না না! আর কোনও ক্ষতি ওঁদের আমি করতে পারবো না। ওঁরা যে আমাকে এতদিন মায়ের মতই যত্ন-আত্তি করেছেন। ওঁদের চাকুরি এবার ছেড়ে দিয়ে আমি পিসেমশাই-এর বাড়িতে ফিরে যাবো। ওখানকার মাইনে থেকে পিসতুত ভাইদের স্কুলেব দেয় টাকা আমি শোধ করে দিয়েছি। এখন আবার ওঁদের বাজার হাট আমি পূর্বের মত করে দিতে চাই। যে ক'দিন বুড়ো পিসেমশাই ও বুড়ী পিসিমা বেঁচে আছেন, সে ক'দিন আর আমি তেনাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না।"

'সে কি ভাই বেচারাম! তুমি এসব কি আবার বলছো', আমি এবার একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বেচারামকে বললাম, 'আজ যদি তোমার বাবার কাছ হতে তোমার ডাক আসে ? তাহলেও কি তুমি এঁদের ছেড়ে তাঁর কাছে যাবে না ? তোমার মা তোমাকে ছেড়ে বহুদিন হলো গত হয়েছেন। এখুনি বাবাকে খুঁজে বার করতে না পাবলে তিনি প্রাণ হারাবেন। আমার বিশ্বাস ওখানকার ডাকিনীদের হুকুমে তাঁকে কোথাও গুম্ করে রাখা হয়েছে। যে চিঠিখানা ঐ মোচওয়ালা মানেজার ঐ ভদ্রমহিলাদের হাতে তুলে দিয়েছে, সেটা ঐ লোকটা তোমার বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। আরও তুমি শুনে রাখো যে তোমার বাবা কলকাতায় তোমাকে খুঁজতে এসে এই বিপদে পড়ে গিয়েছেন। তোমার বাবাকে ওরা কোথায় রেখেছে, তাও আমি তোমায় বলে দেবো। তোমাকে এখন এদের সেই গুপ্ত স্থান খুঁজে বার করতে হবে।'

'এঁ্যা! বাবু বাবু! একি আপনি বলছেন ?' আমার পা'দুটো ধরে মাটিতে বসে পড়ে বেচারাম বললো, 'তাহলে বাবু ওরা জননীর রূপধরা ডাইনী! বাবু বাবু!

আমি আবার ওদের বন্ধু সেজে ওখান থেকে সেই চিঠিখানা নিশ্চয়ই চুরি করে আপনাকে এনে দেবো। আমার বাবাকে যারা খুন ক'রবে তাদের টুঁটি আমি কামড়ে ছিঁড়ে নেবো।'

আমাদের বেচারামকে নূতন করে তাতিয়ে দিয়ে চাঙ্গা করে তুলবার জন্য এইরূপ একটা [অনুমানসূচক] বারতা তাকে জানানো আমাদের প্রয়োজন ছিল। হাওড়া হতে গুম্ হওয়া ভদ্রলোকটি একই সঙ্গে আমাদের এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা এবং আমাদের এই হতভাগ্য বেচারামের পলাতক জন্মদাতা পিতা হওয়া অসম্ভব ছিল না। অবশ্য নিশ্চিতরূপে এইরূপ এক ধারণায় উপনীত হওয়ার মত সাক্ষ্য-প্রমাণ তখনও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। আমাদের এইরূপ এক ধারণা সত্যও হতে পারে—আবার তা মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, এই বারতা আমাদের বেচারামকে হিংস্র ও ক্রুর ও প্রতিশোধপরায়ণ করে তুললো। এইরূপ এক মানসিক পরীক্ষা এই সরলমতি বালকের উপর প্রয়োগ করতে লজ্জা অনুভব করলেও আমরা এই মামলার প্রয়োজনে এই বিষয়ে তখন নিরুপায়ও বটে।

'এই তো তোমার পিতার উপযুক্ত পুত্রের মত তুমি কথা বললে', আমি সস্নেহে বেচারামের পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলললাম, 'দাঁড়াও এখন তোমার আনা ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো আমরা পড়ে দেখি। কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার বাপকে ওরা যেখানে আটকে রেখেছে সেই জায়গাটার সন্ধান আমরা ঐ গোঁফওয়ালা ভদ্রলোকের আনা চিঠিখানার মধ্যে পাবো। তোমাকে এখন প্রমীলা দেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ শুদ্ধ ঐ পত্রখানা এখুনি আমাকে এনে দিতে হবে। এই বিষয়ে খুব বেশি দেরি হয়ে গেলে তোমার বাবাকে আমরা জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারবো না।'

আমি বেচারামকে যথাযথ উপদেশ সমেত বিদায় দেবার পূর্বে তাকে কয়টি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের সেই সব প্রশ্নোত্তরগুলি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আচ্ছা, ভাই বেচারাম! আমি এখন একটা বড়ো প্রশ্ন তোমাকে করবো। প্রমীলা দেবীর ঐ ভ্যানিটি ব্যাগটা তুমি শেষবার কোথায় দেখেছিলে? আরও একটা বিষয় তোমাকে মনে করে বলতে হবে, ভাই। আগে আগে তো তোমরা অনেকেই এই প্রমীলা দেবীকে ঘটা করে সাজগোজ করতে দেখতে। কিন্তু ঐ যুবকটি চক্ষুহীন হওয়ার পর কি তুমি আগের মত ঐ মহিলাটিকে সদাসর্বদা সেজেগুজে থাকতে দেখেছো? তোমার এই উক্তির ওপর আমাদের এই অদ্ভুত মামলার তদন্তের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ভর করছে।

উঃ—আজ্ঞে! ঐ সময় চক্ষুবিদ্ ডাক্তার এলেন শুনে তাড়াতাড়িতে ভ্যানিটি ব্যাগটা রোগীর ঘরের আলমারির উপর ফেলে রেখে তিনি পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। আজ্ঞে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কথা তো ঠিকই। এই যুবকটি চক্ষুহীন হওয়ার পর থেকে আমি আর একদিনও প্রমীলা দেবীকে কখনও সাজগোজ করতে দেখিনি। এদানী ইনি সাদাসিদে ভাবে ঘুরা-ফিরা করে থাকেন। আমার মনে হয় যে ঐ আহত যুবকটির এই দশার পর থেকে উনি কেমন যেন মন-মরা হয়ে গিয়েছেন।

রহস্য সিরিজ ও ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে পড়ে বেচারামের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধারণা জেঁকে বসেছিল। যে কোনও কারণেই হোক তার বিশ্বাস হয়েছিল যে পুলিসের লোকেরা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব এমন সব বিষয় জানতে পারে। এই জন্যে তার পিতার গুম হওয়ার কাহিনী সে অকপটে বিশ্বাস করেছে। সে এবার বিনা দ্বিধায় আমাদের প্রয়োজনীয় সেই চিঠি ও ভ্যানিটি ব্যাগ চুরি করে আনবার জন্যে তার মনিবানীর বাড়ির দিকে ছুটে বেরিয়ে গেল। এখন বেচারাম আর পূর্বের বেচারাম নেই। তার মধ্যে আদিম হিংস্রপ্রবৃত্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমরা উপযুক্ত বাক্ প্রয়োগ বা সাজেস্‌শনের সাহায্যে তার মনের দুর্বলতম স্থানে বারে বারে আঘাত হেনে তাকে পুরাপুরি একজন অপরাধির পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি।

আমি বেচারাম ওরফে বিচকে বাবুর নিক্রমণ পথের দিকে চেয়ে আছি। এই সময় একটা ভুলে যাওয়া পুরানো গানের ক'টি কলি মনে পড়ে গেল। এই নামকরা গানটি হঠাৎ যেন বিকৃত হয়ে মনের উপর উপচে পড়লো—'ওরে! ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে তার বাবারে। আর বাবা খুঁজে ফেরে ছেলেরে।' ছেলেদের ছড়াতে রূপান্তরিত হয়ে আমার এই অদ্ভুত কলি দুটি মনে উদয় হওয়া মাত্র আপন মনে হেসে ফেলে আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে, টেবিলের উপর রাখা চিঠির ছেঁড়া টুকরো থেকে দুটো টুকরো উড়ে মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। আমি হাঁ হাঁ করে উঠে তাড়াতাড়ি বাকি টুকরোগুলো পেপার-ওয়েট চাপা দেওয়া মাত্র আমাদের সহকারী স্বরেনবাবু উড়ে যাওয়া টুকরো দুটো তুলে এনে দিলেন। এর পর আমি উঠে দাঁড়িয়ে পাখা বন্ধ করে একটা বড়ো সাদা কাগজ টেবিলের ওপর মেলে দিলাম। তার পর এক শিশি গঁদের আটা নিয়ে তার সাহায্যে ঐ ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলি তাদের যথাযথ স্থানে সেঁটে—ঐ চিঠির পাঠোদ্ধার করতে আমরা সচেষ্ট হলাম।

বলা বাহুল্য যে, এই পত্রটির প্রত্যেকটি অংশ আমাদের বালক ইনফরমার বেচারাম আমাদের এনে দিতে পারে নি। এই সব টুকরোর বহু অংশের অভাবে বাকি অংশগুলির সাহায্যে এই পত্রের মোটামুটি সারমর্ম আমাদের বুঝে নিতে হলো। এই পত্রের উপরের অংশটুকু হতে আমরা জানতে পারলাম যে, উহা মাত্র কয় মাস

পূর্বে কাশীপুর রাজবাটী হতে পাঠানো হয়েছে। এ পত্রের নিম্নের একটি অংশে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল—'ইতি তোমার বান্ধবী'। এ থেকে বেশ বুঝা যায় যে উহার পর প্রমীলা দেবীর বান্ধবী জমিদার-গৃহিণীর নামটি দস্তখত করা ছিল। এর কারণ এই পত্রের উপরের টুকরার বামদিকে লেখা ছিল—'ভাই প্রমীলা'। এর পর এই পত্রের মধ্যকার টুকরাগুলির প্রাপ্ত অংশ কয়টি একত্র করে আমরা নিম্নোক্তরূপ একটা সমাচার অবগত হতে পারি।

"এর বেশি দেরি করলে ওরও একদিন ঠাকুরপোর মত মন হবে। আমাদের ক্রমবর্ধমান বয়স সাজগোজ দিয়ে কতদিন আর ঢেকে রাখা যাবে। ওদের বুড়ো হতে ভাই এখন অনেক দেরি—তাতে ওরা হচ্ছে আবার যাকে বলে পুরুষ। আর কয়েক বছর পরে ওর কি আর তোকে ভালো লাগবে? এর আগেও না একবার কে তোর বয়সের জন্য তোকে অপছন্দ করে গেছে! আচ্ছা! আমি কলকাতায় গিয়ে এবার তোকে একটা ভালো পরামর্শ দেবো। তবে আমাদের সেই কাজটি ভালো করে করাতে হলে একটা সাহসী লোকেরও প্রয়োজন আছে। তবে এ কথা ঠিক যে তোর নিজের দ্বারা সে কাজ কখনও করা যাবে না।"

এই পত্রের এইটুকুই মাত্র পরিষ্কারভাবে আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারি। এর পরের কয়েকটি আধ আধ টুকরো অতি ছোট হওয়ায় এই পত্রের এইটুকুই মাত্র পরিষ্কারভাবে আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারি। এই পত্রের অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোগুলো ছোট শিশুর আধ আধ কথার মতই কোনও অর্থ বহন করে না। আমরা বহু চেষ্টা করেও পত্রের পরবর্তী অংশগুলি হতে কোনও সঠিক অর্থ বার করতে পারি নি।

এই ভাবে এই ছিন্নভিন্ন পত্রটির যথা সম্ভব পাঠোদ্ধারের পর আমার সব কয়জন সহকারী আমার মত ঝুঁকে পড়ে এই পত্রটির প্রাপ্ত অংশটুকু বারে বারে পড়ে নিচ্ছিল। এই পত্রের সারমর্ম অনুধাবন করা মাত্র আমাদের সর্ব-শরীর ঘৃণায় ও ক্রোধে শিউরে উঠছিল। একবার আমাদের মনে হয় এই অদ্ভুত মামলার যবনিকা বেশ ভালো ভাবে উপরে উঠে গিয়েছে। আবার পরক্ষণেই আমাদের মনে হয় যে এটা এই পত্রের কয়েকটি নির্দোষ ছত্র হওয়াও হয়তো অসম্ভব নয়। আমাদের সামনে যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই আমাদের মনগড়া থিওরিতে ফিট্-ইন করবার চেষ্টা করাও তো এক প্রকারের অপরাধ। এই পত্রের সারমর্ম সম্বন্ধে এই পত্রের প্রেরক ও প্রাপকের কৈফিয়ৎ নেওয়ার আগে আমাদের পক্ষে কোনও একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় উচিত হচ্ছে না। কিন্তু ঐ অদ্ভুত ভদ্রমহিলা প্রমীলা

দেবী তাঁর অতোগুলো পত্রের মধ্য হতে বেছে বেছে মাত্র এই পত্রটিই এতো তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেললেন কেন ?

'আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলাম, স্যার !' সহকারী কনকবাবু এইবার অনুযোগ করে আমাকে বললেন, 'ওদের সব ক'টি বাড়িই লণ্ড ভণ্ড করে তন্ন তন্ন ভাবে খানাতল্লাসী করে ফেলুন। এই অতি-প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্যটি আর একটু হলেই আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন আর দেরি না করে ওদের বাড়িগুলো ঘেরোয়া করে তল্লাসী করতে শুরু করে দিই, আসুন। বড়সাহেব এই গাফলতির জন্যে এখনও কৈফিয়ৎ চাননি এই যথেষ্ট।'

'হুঁ! তুমি যা বলছো সে কথাও অবশ্য ঠিক। কিন্তু তাতে কি খুব বেশি লাভ হতো ?' আমি গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে সহকারীকে বললাম, 'আগেই ওদের বাড়ি তল্লাস করে লাভ হতো কি না হতো তা বলা বড়ো শক্ত। এই তো দেখলে যে ঐ মহিলাটির এমনিতেই প্রামাণ্য দ্রব্য বিনষ্ট করে ফেলার একটা পাকাপোক্ত অভ্যাস আছে। আমরা এর মধ্যে ওঁদের বাড়ি ঘেরাও করা মাত্র এই পত্রখানি আরো ভালো ভাবেই তিনি বিনষ্ট করতেন। আমরা এর একটু পরে ওঁদের বাড়ি ঢুকে দেখতাম যে মেঝের উপর একটা পোড়া দেশলাই-এর কাঠি ও কয়েক টুক্‌রা পোড়া কাগজের ছাই শুধু পড়ে রয়েছে! তোমরা ভুলে যেও না যে ঐ মহিলাটি মহিলা হলেও শহরের একটা নাম-করা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে এসেছেন! আমাদের এই অদ্ভুত মামলার তদন্তের প্রথম দিনেই যদি আমরা ঐ বাড়ি দুটো তল্লাস করতাম তাহলে কি ঐ মোচওয়ালা ম্যানেজারবাবু এমনি করে কোনও পত্র প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবী জমিদার-গৃহিণীর হাতে তুলে দিতেন ? এই জন্যেই না আমার পুলিসী গুরু রায়বাহাদুর অমুক মুখার্জি আমাদের বলতেন, 'বদমায়েসদের কায়দায় ফেলতে হলে তাদিকে কিছুদিন ধরে ভালো করেই বাড়তে দিতে হবে। প্রথম দিকে তাদের অপরাধের পথের প্রতিবন্ধক হওয়া মানে শুরুতেই তাদের সাবধান করে বাঁচিয়ে দেওয়া! এতে অপরাধ নিরোধ হলেও ঐ অপরাধ নির্ণয় হবে না।' আমারও গুরুদেবের মত সেই একই মত। এদের সাক্ষ্য প্রমাণের প্যাঁচে ফেলতে হলে এদের আরও একটু এগুতে দিতে হবে। প্রথম প্রথম ওরা সাক্ষ্য প্রমাণ এড়িয়ে সাবধানে অপরাধ করে। কিন্তু বিনা বাধায় সাফল্যের জন্য এদের বুক এমনি বেড়ে যায় যে পরবর্তী কালে তারা সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা না ভেবেই কাজ করে যায়। এই জন্য না আমি বেচারামকে বলেছিলাম—'ভাই ওদের বাড়িতে থাকবার সময় সব সময়ই চোখ ও কান খুলে রেখো। কোনও কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা দেখা মাত্র সেই সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করতে ভুলো না।' কিন্তু আমাদের উপরওলা তদারকী অফিসাররা

তোমাদের মতই এতো গুহ্য কথা যে বুঝতেই চান না! আমাদের বড়ো সাহেব আমাদের ডাইরি পড়ে ঐ মহিলাদের বাড়িগুলো আগে-ভাগে তল্লাস করতে হুকুম দিতে পারেন। তাই আমি এই মহিলাদেরও যে এই অদ্ভুত মামলায় সন্দেহ করি তা ঘুণাক্ষরেও আমাদের স্মারকলিপি বা ডাইরির পাতায় উল্লেখ করিনি।'

'তা কি জানি স্যার! কোন্‌টে সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে,' আমার দীর্ঘ উপদেশ মূলক বক্তৃতাটির মধ্য পথে বাধা দিয়ে আমার সহকারী কনকবাবু বললেন, 'এদিকে হয়তো এই অপকর্মের হোতা পাড়ারই কোনও বখাটে ছোকরা। এখন সে ঘরে বসে বেমালুম আত্মগোপন করে আছে। কিংবা এখনও হোতে পারে যে এটি কোনও একটা দাগী ছিনতাই চোরের কাজ। আমাদের বেতনভুক্ কয়েকজন পেশাদার ইন্‌ফরমারকে এই অপরাধ নির্ণয়ের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। এখন দেখা যাক তারা আবার কোন আড্ডাস্থান হতে কোন এক বারতা নিয়ে আসে। তাদের দেওয়া সংবাদ অনুযায়ী কোনও বামাল গ্রাহকের বাড়ি তল্লাস করে মহিলাটির সেই অপহৃত ভ্যানিটিব্যাগ ও কয়েক ফাইল ভিরোলেব শিশি বেরিয়ে পড়লে তো নির্দোষ মহিলাদের অহেতুক ভাবে সন্দেহ করার জন্যে আমাদের আপশোষের সীমা থাকবে না।'

আমার সহকারীর মতন আমারও এই একই সন্দেহ মধ্যে মধ্যে যে না এসেছে তাও নয়। এই সব বিষয় চিন্তা করতে করতে আমি মধ্যে মধ্যে চমকে উঠেছি। কিন্তু আমার পুলিসী ইনষ্টিঙ্কট্ আমাকে অভয় দিয়ে তখুনি বলে উঠেছে, 'না না। তা হতেই পারে না। আমি ঠিক পথেই তদন্ত করছি।' তবুও আমি আমার এই সহকারীর মত একই খাতে চিন্তা করে কয়েকজন পুরানো চোর ইনফরমারকে ডেকে ওখানকার পুরানো পাপীদের মধ্যে এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করতে যে না বলেছিলাম তাও নয়। কিন্তু এপর্যন্ত এইরূপ এক ঘটনা ওদের কারুর দ্বারা ওখানে সমাধা হয়েছে বলে কোনও সংবাদই তাদের কেউই এখানে সংগ্রহ করে আনতে পারে নি।

'এখনও যে আরও একটা রহস্যের মীমাংসা করা আমাদের বাকি রয়ে গেল, স্যার! আমাদের বেচারামের দেওয়া একটা অদ্ভুত সংবাদ আপনি মন দিয়ে শুনেছেন কি?' আমার এক সহযোগী আমাকে উদ্দেশ করে এইবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা বিভিন্ন সূত্রে শুনেছি যে কাশীপুর এস্টেটের ছোট তরফ চক্ষুবিশারদ ডাঃ সুরজিৎ রায়ের সঙ্গে ওদের বড় তরফের বাবুদের সম্পর্ক হচ্ছে যাকে বলে একেবারে অহি-নকুলের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সেই দুষমনটিকেই এই বিনষ্ট-চক্ষু ছেলেটির চিকিৎসার জন্যে ডেকে আনা হলো কেন? তাহলে কি বুঝতে হবে যে

এসব এদের আপোশের ঝগড়া, না বড়তরফকে না জানিয়েই প্রমীলা দেবী এঁর সঙ্গে সংযোগ রেখেছেন? এদিকে বেচারামের কথা সত্যি হলে বড় তরফের বড় গিন্নী নিজেই তাঁর বান্ধবী প্রমীলা দেবীর সঙ্গে এই চিকিৎসার সময় রোগীর পাশের ঘরে অপেক্ষা করেছিলেন। তাহলে কাশীপুরের বড় তরফের কর্তাদের অগোচরে এঁদের দু'জনারই এই জ্ঞাতি শত্রুর সঙ্গে আলাপ চলেছে না কি!'

'আমিও যে এই সব বিষয় ভাবিনি তা'ও নয়, হে!' আমি আমার সহকারীদের আশ্বস্ত করে উত্তর করলাম, 'এই জন্যেই মনে হয় ওঁরা দু'জনে পাশের ঘরে পর্দার আড়ালে ঐ সময় লুকিয়ে বসেছিলেন। খুব সম্ভবত ডাঃ সুরজিৎ রায়ের জানা নেই যে প্রমীলা দেবী স্বয়ং এই বাড়িতে থাকেন। এই বিষয় ঘুণাক্ষরে টের পেলে নিশ্চয় এঁদের এই আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন। এছাড়া সুরজিৎ রায়কে এখানে ধোঁকা দিয়ে 'কল' দেওয়া ভিন্ন এঁদের অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। এর কারণ এই যে কলকাতায় এখন ইনিই কৃত্রিম চোখ বসানো বিষয়ে একমাত্র এক্সপার্ট। আমাদের প্রমীলা দেবী বোধ হয় এইবার হৃতচক্ষু যুবকটির চোখে কাঁচের চোখ বসিয়ে তাকে নিয়ে পুতুল খেলা খেলবেন আর কি!'

আমরা থানার অফিসে বসে এইরূপ বহু সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় চোখ মুখ লাল করে হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের বেচারাম ওরফে বিচকেবাবু থানায় এসে উপস্থিত হলো। এর পর সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে ধপাস্ করে সামনের একখানা চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। আমরা সকলে অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে ভাবলাম, আরে! এ আবার কি? বেচারাম তখনও দু' হাতে মুখ ঢেকে ডুগরে ডুগরে কাঁদছে।

'আমিই-ই, আমি-ই চো-ওর, আমি চোওর, আমি তাহলে চোর।'—আমি তার হাত দুটো তার মুখ হতে সস্নেহে সরিয়ে দিলে বেচারাম অঝোরে কেঁদে ফেলে বলে উঠলো, 'স্যার! আমার বাবা, পিসিমা ও পিসেমশাই আর পাড়ার লোক তো একদিন জানতে পারবে আমি চোর। এর পর স্যার, আমার মরে যাওয়াই ভালো। আজকে একটু আগে সুরজিৎ ডাক্তার এসে ওদের ঐ রোগীর চোখে কাঁচের চোখ বসিয়ে গেল। এই গোলমালে ছুটাছুটির সুযোগে আমি ওদের ঐ বেঁটে আলমারির মাথা হতে টপ্ করে প্রমীলা মায়ের ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে এখানে চলে এসেছি। কিন্তু স্যার, এই তো চুরি। এর চেয়ে ডাকাতি করাও যে ভালো ছিল।'

'এঁ্যা বলো কি তুমি? কৈ কৈ, কৈ সে ভ্যানিটি ব্যাগ—'আমি শশব্যস্ত হয়ে উঠে বেচারামের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে উঠলাম, 'ওঁর ঐ ভ্যানিটি ব্যাগটা কোথায় তুমি রেখেছো? কৈ, ওটা তাহলে

আমাদের দাও। এতে তুমি অন্য সব চোরেদের মত চোর হতে যাবে কেন? এটাকে আমরা চুরি না বলে গোয়েন্দাগিরি বলে থাকি। য়ুরোপ হলে প্রাইভেট গোয়েন্দা ব্যুরোতে তুমি একটা বড়ো চাকুরি পেতে। এখন কৈ দাও আমাদের সেই ভ্যানিটি ব্যাগটা।'

আমাদের সমবেত চেষ্টাতে ও বোঝাবার গুণে বেচারাম বোধ হয় তার মনের শান্তি পুনরায় ফিরে পেয়েছিল। সে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো আমাদের এই সব সান্ত্বনার বাণীর মধ্যে সত্যই কোনও সত্য নিহিত আছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে সে তার গেঞ্জির মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে আমাদের বিমুগ্ধ করে তার চুরি করে আনা প্রমীলা দেবীর ব্যাগটা বার করে সেটা আমার হাতে তুলে দিলে। আমি আর একটুও দেরি না করে দুরু দুরু বক্ষে তাড়াতাড়ি সেই ব্যাগটি খুলে তার ভিতরকার কাগজগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলাম। আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে গোফওয়ালা ম্যানেজার কর্তৃক ডাকাতি করে আনা সেই দুর্লভ পত্রটি আমাদের বেচারাম কর্তৃক চুরি করে আনা এই ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে তখনও মজুত ছিল। মানুষের ভাগ্য বোধ হয় নদীর কূলের মত হয়ে থাকে! তাই এরা এক কূল ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে অপর কূল গড়ে দেয়। প্রমীলা দেবীর দুর্ভাগ্যক্রমে এবং আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই মামলার একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এত সহজে আমরা পেয়ে গেলাম। আমি কম্পিত হস্তে এই পত্রখানি খুলে প্রথমেই দেখলাম যে এর কোনও একটি অংশ বিচ্ছিন্ন আছে কিনা। হ্যাঁ, ঐ পত্রের একটি ছোট অংশ ছেঁড়াই দেখা গেল বটে। এরপর আমার আর বুঝতে বাকি থাকে নি যে পত্রের ঐ না পাওয়া অংশটি হাওড়ার আহত শ্রমিক-নেতার হাতের মুঠোর মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। এর পর আমরা সকলে মিলে এই পত্রটির পাঠোদ্ধার করে খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠেছিলাম। এই অতি প্রয়োজনীয় পত্রটির হুবহু একটি প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এই পত্রের উপরে—'খগেন দা ভাই' বলে সম্বোধন করা হয়েছিল এবং এই পত্রের নিম্নে দস্তখত করা ছিল—'তোমারই প্র—'।

"আমি ভেবে দেখলাম যে তোমাকে আর আমি কষ্ট দেবো না। তোমার অমূল্য অপরূপ সম্প্রীতির যথাযথ মূল্য আমি দিতে চাই। আর আমি মরীচিকার পিছন পিছন ছুটবো না। এখনি আমাদের মিলনের একমাত্র প্রতিবন্ধকটিকে দূর করে দিতে চাই। এত নিচে আমাকে নামিয়ে সেদিন সে তার শেষ কথা বলে দিয়েছে। এর একটা বিহিত তুমি করতে পারলে জানবে আমি তোমারই। নচেৎ আমি পূর্বের মত আজীবন আর কারুরই থাকবো না। তুমি কাল সকালে এসো এখানে একবার।

আমি তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে একটা পরামর্শ করতে চাই। কিন্তু এই কার্যে তোমাকে কঠিন, নির্মম ও হিংস্র হতে হবে। যে চক্ষু দিয়ে আমাকে ও কুৎসিত দেখে প্রত্যাখ্যান করেছে, তার সেই চোখ দুটো ভগবান তোমাকে উপলক্ষ্য করে গ্রহণ করুন। তুমি এখানে এলে আমাকে পাওয়ার যৌতুক স্বরূপ তোমার কাছে আমি একটা অদ্ভুত ভিক্ষা চাইবো। এই যৌতুকটি দেবার জন্যে অবশ্য তোমার পয়সা খরচের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাকে তুমি সাহস দিয়ে ও প্রতিশোধ নিয়ে জয় করে নাও, এইটুকুই শুধু আমি চাই।"

এই পত্রটি যে খগেন নামক কোনও ব্যক্তিকে লেখা হয়েছে তা পত্রের উপরকার শিরোনামা হতেই বুঝা যায়। কিন্তু পত্রের প্রেরকের নাম শুধু 'প্র' হতে এই পত্র যে প্রমালা দেবীই পাঠিয়েছেন তা বলা যায় না। এ ছাড়া দু'জন খগেন সরকার থাকাও অসম্ভব মনে হয় না। সাধারণ ভাবে এই পত্রটির সারমর্ম হতে মাত্র অনুমান করা যেতে পারে যে খগেন নামক ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে ও বাড়িতে ডাকিয়ে আনিয়ে তাকে দিয়েই ঐ আহত যুবকের চক্ষুদুইটি বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এখন যদি প্রমীলা দেবীর গ্রাম সম্পর্কিত ভ্রাতা এবং পূর্ব প্রেমাস্পদ এই দুই খগেন সরকারের অস্তিত্ব থাকে তাহলে এদের কোন্ জন এই সাংঘাতিক কার্য সমাধা করলো? তবে এই পত্রটি প্রমীলা দেবী নিশ্চয়ই প্রাপককে ডাকে পাঠান নি। এটা ডাকে পাঠালে পোস্টেজ স্ট্যাম্পসহ খামটি কারুর না কারুর কাছে পাওয়া যেতো। যতদূর বুঝা যায়, যে-কোনও লোক মারফৎ এই পত্রটি প্রাপকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। প্রমীলা দেবী নিজে এটা তার কাছে নিশ্চয়ই দিয়ে আসেন নি। এতে এই পত্র পাঠাবার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যেতো। তাই যদি হয়, তাহলে এই পত্রটি ঐ 'প্র' দেবী কার মারফৎ পাঠাতে পেরেছিলেন? আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে এখনই এই পত্রটি সম্পর্কে প্রমালা দেবীর উপর হামলা বা অন্য ভাবে হৈ চৈ না করে প্রথমে ঐ পত্র-বাহকটিকে যে করে হোক খুঁজে বার করতে হবে। এই পত্রবাহককে খুঁজে বার করতে পারলে সেই ব্যক্তি আমাদের এই অদ্ভুত মামলার একজন সাক্ষীও হতে পারবে। ইনি তখন হবেন এই পত্রপ্রেরক ও পত্রপ্রাপকের মধ্যে একজন সংযোগ সাক্ষী। এই পত্রটি প্রমীলা দেবীর হস্তাক্ষরেই যে লেখা হয়েছে তা সর্বাগ্রে প্রমাণ করে তবে এই সম্পর্কে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। হঠাৎ এই সময় বেচারামের গলার স্বর কানে এসে আমার আজে-বাজে চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিল:

'এখন স্যার, ওরা এই চুরির জন্যে থানা-পুলিস করবে না তো! ওরা নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্যে এই ভ্যানিটি ব্যাগ উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে', এইরূপ আইন ঘটিত প্রশ্ন আইন না জেনেও অতর্কিতে তুলে বেচারাম আমাকে বললো, 'এর পর তো

আর আমার ওদের বাড়ি ফিরে যাওয়া চলে না। ওরা আমাকে সন্দেহ না করলেও এ বেইমানী মুখ ওদের কাছে আর আমি দেখাতে পারবো না।'

'হুঁ। তোমাকে ওরা যে খুব বিশ্বাস করতো সে কথা ঠিক। তুমি ওখানে ফিরে গেলে তোমার ক্ষতি হতো না। ওরা এই চুরিতে তোমাকে সন্দেহ না'ও করতে পারতো। কিন্তু ওদের চাকরিতে ফিরে না গেলে ওরা তোমাকেই এই চুরিতে সন্দেহ করবে। কিন্তু তোমাকে আমি ওদের বাড়ি ফিরে যেতে বলবো না', আমি ধীর স্থির ভাবে সকল দিক বিবেচনা করে আমাদের এই উপকারী ছোট বন্ধু বেচারামকে বললাম, 'এখন হতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তোমাকে সরকার থেকে কয়েক মাস বিশ টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে। উপরন্তু আজই আমরা তোমাকে এখানকার একটা য়ুরোপীয় ফার্মে মেকানিকস্ শেখার জন্য ভর্তি করে দিচ্ছি। তুমি তোমার পিসেমশাই-এর বাড়িতে ঘুরা পথে কিছুকাল যাতায়াত করো। আমার আশঙ্কা হয় যে এর পর তোমারও কোনও না কোনও একটা বিপদ হতে পারে। হাঁ। কিন্তু প্রতি তারিখে তুমি আমার সঙ্গে রাত্রে একবার করে দেখা কোরো। সম্ভব হলে তোমাকে আমি এই থানাতেই রেখে দিতাম। কিন্তু তাতে আবার অন্য অনেক কথা উঠতে পারে, এই যা—'

'আমি কোনও শত্রুকে কোনও দিন ভয় করি নি, স্যার,' আমার সাবধান-বাণী শুনে বেচারাম উত্তর করলো, 'আমি শুধু ভয় করি অপবাদকে। ওরা আমাকে এতো যত্ন-আত্তি করলেও আমি তার মর্যাদা দিতে পারলাম না। এ দুঃখ স্যার আমার মরার পরও যাবে না। এই মহাপাপের জন্য প্রতিদিন আমাকে শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

আমি বেচারামের এই প্রত্যুত্তর শুনে মনে মনে একটু হাসলাম মাত্র : বেচারা অবোধ বালক নিজেকে এখনও একজন দুঃসাহসী কর্মঠ মানুষ ভাবে। কিন্তু সে জানে না যে কাশীপুরের জাত জমিদারদের গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে ও একজন শিশু মাত্র। এখন ওকে এই সব সম্ভাব্য দস্যুপনার কবল হতে সর্বতোভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তিয়েছে। আমি বেচারামকে নানা ভাবে বুঝিয়ে তার হাতে জোর করে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিয়ে থানার এক সশস্ত্র সার্জেণ্টের জিম্মায় বাঁকা পথে তাকে তার পিসেমশায়ের বাড়িতে পাঠিয়ে সহকারীদের সঙ্গে এবার এই অদ্ভুত মামলার বাকি তদন্ত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম।

'এইবার এস—এই ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক', আফিসের ঘরের দরজাটা ভিতর হতে বন্ধ করে আমি সহকারীদের বললাম, 'এই ভ্যানিটি ব্যাগ

বহু দিন পূর্বে কেনা বলে মনে হয়। বেশ বুঝা যায় যে পোষা দস্যু খগেন সরকার এই ভ্যানিটি ব্যাগ আহত যুবকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পরে সেটি প্রমীলাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের ঐ ভদ্রমহিলা প্রমীলা দেবীর বাটী খানাতল্লাস করতে হবে, কোনও প্রামাণ্য দ্রব্য উদ্ধার করবার জন্যে নয় ; শুধু ওখানে এঁর কোনও দ্বিতীয় ভ্যানিটি ব্যাগ নেই ও ছিল না—সেইটে এখন আমাদের প্রমাণ করা দরকার। কাশীপুরের রাজবাটীর ঝি-চাকররা প্রমীলা দেবীর গৃহকর্মাদি করে দিয়ে যেতো তা তো বোঝাই যাচ্ছে। মনিবানীদের ঘরোয়া ব্যাপাব এদের অজানা নেই। অতর্কিতে জিজ্ঞাসা করলে এই ভ্যানিটি ব্যাগের সংবাদ তারা বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে পরিবেশন করতে পারবে। উপরন্তু প্রমীলা দেবীর আফিসের লোকজনদের দিয়েও এই ভ্যানিটি ব্যাগটি সনাক্ত করানো যাবে। প্রমীলা দেবী তাঁর বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ বিনষ্ট করলেও এই বিরাট প্রমাণ সম্পর্কে ভেবে দেখেন নি। উনি কথামালার একচক্ষু হরিণের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে এতদিন তাঁর অতিপ্রিয় অথচ সর্বনেশে এই ভ্যানিটি ব্যাগটি আঁকড়ে ধরে বসে ছিলেন। একে এক নিদারুণ অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি-ই বা বলা যাবে!'

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে এই প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি নিজস্ব সেল্‌ফে তুলে চাবি দিয়ে আফিসের দরজাটা খুলে দেওয়া মাত্র সেখানে এই মামলা সম্পর্কীয় আর এক মূর্তিমান মানুষকে প্রবেশ করতে দেখলাম। থানার প্রতিহারীর কাছে শুনলাম প্রায় আধ ঘণ্টা যাবৎ একটা জরুরি সংবাদ আমাদের দেবার জন্য ইনি বাইরের আফিসে অপেক্ষা করছিলেন। ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে আসন গ্রহণ করে একটি আশাতীত বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। এঁর এই বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আজ্ঞে! আমার নাম হচ্ছে এস্, ডট। আমি পূর্বে শ্রীমতী প্রমীলা দেবীর আফিসে অ্যাসিস্‌টেণ্ট ছিলাম। এখন ওকালতি পাশ করে পুলিস কোর্টে ওকালতি করি। আমি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার অমুক বাগচীর জনৈক সহকারী! আমার সিনিয়ার ব্যারিস্টার অমুক বাগচী কাশীপুরের এস্টেটের বড়তরফদের হয়ে মামলা পরিচালনা করেন। একটু আগে প্রমীলা দেবী ও কাশীপুরের জমিদার-গিন্নী আমাকে টেলিফোনে তলব করে পাঠালেন। আমি এসে শুনলাম যে তাঁদের একটি বিশ্বস্ত বালক-ভৃত্যকে কিছুক্ষণ আগে কে বা কারা গুম করে দিয়েছে। এঁরা না জেনে এক রোগীর চিকিৎসার জন্যে তাঁদের এস্টেটের ছোট তরফের জ্ঞাতিশত্রুকে তাঁদের বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন। তিনি দৈবক্রমে বাড়ির মেয়েদের কাউকে কাউকে দেখে চিনে ফেলে থাকবেন। ওঁদের ঐ বাড়ির বালক ভৃত্য বেচারাম এই

ডাক্তারকে তাঁর গাড়িতে তুলে দিতে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে এই অবোধ স্বল্পবয়স্ক বালক বেচারামকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। আমার মনিবানীর বিশ্বাস যে ঐ চক্ষু-বিশারদ ডাক্তার স্বরজিৎ রায় ছেলেটিকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। আমাদের আন্তরিক অনুরোধ যে, এই বালক বেচারামকে খুঁজে বার করে যদি আপনারা তাকে এনাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এই বালক-ভৃত্যের মাসিক বেতন ডবল করে দিতেও এঁরা রাজি আছেন।"

আমি সাবধানে এই ভদ্রলোক এস্, ডটের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে তাঁর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এই সময় আমার মনে পড়ে গেল যে, এই এস্, ডট নামে স্যুটপরা এক ভদ্রলোক প্রমীলা দেবীর বাড়ির কেয়ার-টেকার ভদ্রলোকের মারফৎ ঐ বাড়ির দ্বিতলের ফ্ল্যাটটি কাশীপুরের জমিদারদের তরফে ভাড়া করে গিয়েছিলেন। এই জুনিয়ার উকিলটি যে তাঁর সিনিয়র উকিলের যোগ সাজসে কাশীপুর এস্টেটের উভয় তরফের মামলায় যে বেশ কিছু টাকা লুটছিলেন তা বুঝা যায়। আমি এ'ও বুঝতে পারলাম যে, প্রয়োজন হলে শ্রীমতী প্রমীলা দেবী তাঁর এই পূর্বতন কর্মচারী এস, ডটকে তলব করে থাকেন। এমনও হতে পারে যে প্রমীলা দেবী তাঁর প্রিয় খগেন দা'কে [সরকার ?] এঁর মারফৎই পত্র পাঠিয়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা আমি সমীচীন মনে করলাম না। কিন্তু একটা বিষয় যা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না তা এই যে, এই এস্, ডট্ প্রমীলা দেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ চুরির বিষয়টি বেমালুম চেপে গেলেন কেন ? এতক্ষণে এঁদের মৃত্যুবাণ স্বরূপ এই পত্রটি যে ভ্যানিটি ব্যাগে আছে তা কি এঁরা জানতে পারেন নি ? বোধ হয় পুলিস দিয়ে এই ভ্যানিটি উদ্ধার করার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে এঁরা সচেতন আছেন। তাই প্রকৃত বিষয় অবগতার্থে প্রথমে বেচারামের খোঁজ করতে চান। এইরূপ এক বিপাকে পড়ে মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। এই জন্যে অনন্যোপায় হওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বেচারামের মুখে আমরা শুনেছিলাম যে স্বরজিৎ ডাক্তার হঠাৎ এসে পড়ায় প্রমীলা দেবী তাড়াতাড়িতে রোগীর ঘরের আলমারির উপর থেকে তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি না নিয়েই পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। এই ব্যাগটি এক লহমায় দেখে প্রমীলা দেবীর পুরানো বান্ধব স্বরজিৎ রায়ের পক্ষে এটি না চেনার কথা নয়। এইরূপ এক চিন্তা প্রমীলা দেবীর তখনকার উত্তপ্ত মস্তিষ্কে উদয় হয়েছিল। তাই হয়তো উনি এইরূপ এক অভিযোগ ডাঃ স্বরজিতের নামে দায়ের করিয়ে দিলেন। কিন্তু এদিকে প্রকৃত বিষয় আমাদের জানা থাকায় এই বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না। আমি এজন্য এই সংবাদদাতাকে এই সম্পর্কে বহু আশার বাণী শুনিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করতে

শুরু করে দিলাম। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আচ্ছা! এই বালক ভৃত্যের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাটী হতে দ্রব্যাদি খোয়া গিয়েছে কি? এমনও তো হতে পারে যে ঐ বালক-ভৃত্য লোভে পড়ে কোনও দামী সামগ্রী চুরি করে পলায়ন করেছে। আপনি বরং একবার বাড়ি গিয়ে ভালো করে দেখুন সেখানে কোনও জিনিস হারালো কি না?

উঃ—আমার মনিবানীরা ঐ সরল-মনা বালক ভৃত্যটি যে কোনও দ্রব্য চুরি করে পালাতে পারে তা বিশ্বাস করেন না। আমি যে এই একই প্রশ্ন তাঁদের কাছে উত্থাপন করি নি—তা'ও নয়। কিন্তু তাঁদের মতে ঐ সুরজিৎ ডাক্তার ছোকরাটাকে ভুলিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়েছে। এখন এমন অবস্থা তাঁদের হয়েছে যে কিল খেয়ে কিল চুরি করা ভিন্ন তাঁদের আর কোনও উপায় নেই। এর কারণ ও বাড়ির গিন্নীরা কর্তাদের কাউকে না জানিয়ে এক নিঃসম্পর্কিত রোগীর চিকিৎসার জন্য এই জ্ঞাতি-শত্রু ডাক্তারকে ওঁদের বাড়িতে গোপনে ডাকিয়ে আনিয়েছিলেন। এই ধরনের রোগের চিকিৎসায় উনি এই শহরের একমাত্র এক্সপার্ট। এই জন্যই ওঁরা এই কাজ করেছিলেন। এ'ছাড়া মুস্কিল হচ্ছে এই যে—ঐ বালক ভৃত্যটির দেশভুঁই-এর বা কলকাতার কোনও ঠিকানাই এঁরা লিখে রাখতে পারেন নি।

প্রঃ—আমার মনে হয় আপনার মনিবানীর জানাশুনা এক ভদ্রলোক খগেন সরকার বোধ হয় এই ছেলেটির বাসার ঠিকানা জানতে পারেন। আপনি একবার এই খগেন বাবুর বাসায় গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন, না। আপনি খগেনবাবুর বাসাটাসা যদি না চেনেন, তা হ'লে—

উঃ—ও হো হো! ওঁর সেই আত্মীয় খগেন সরকারের কথা বলছেন তো? হাঁ হাঁ। ওঁর শানকিভাঙ্গা লেনের বাসাতে একবার আমি গিয়েছিলাম তো বটে! প্রমীলা দেবীর একটা পত্র নিয়ে তাঁর কাছে একবার আমাকে যেতে হয়েছিল। আচ্ছা। তা' হলে ওঁর ওখানে আমি একবার খোঁজ করে আসবো। আচ্ছা! আমি তাহলে এখন আসি, স্যার।

আমি আমাদের এই নূতন সাক্ষী এস, ডট্-এর প্রত্যাগমনের পথের দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে ভাবলাম যে—বুঝি বা কোনও এক অজ্ঞাত শক্তি আমাদের অক্ষমতায় দয়াপরবশ হয়ে আমাদের এই তদন্তের সফলতার পথে জোর করে ঠেলে এগিয়ে দিতে চায়। নিজেদের অফিসে বসে এতো সাক্ষীসাবুত আমরা ইতিপূর্বে কোনও দিনই সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। এই দিনের মতো তদন্তে ক্ষান্ত দিয়ে আমরা এইবার খুশি মনে বিশ্রামের জন্য যে যার কোআর্টারে উঠে গেলাম। আমার এই বার স্থির

বিশ্বাস হলো যে, এদের পাপের ষোলো কলা বোধ হয় পূর্ণ হয়ে এসেছে। তা' না হলে স্বয়ং দৈব এই বিষয়ে ওদের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়ক হবে কেন?

॥ ৭ ॥

যথারীতি এই দিনও সকালে অফিসে এসে বসে সহকারীদের সঙ্গে এই অদ্ভুত মামলা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। এতদিনে যেন আমাদের তদন্তরূপ শকটটি তার এলো-মেলো অজানা ও অচেনা পথ পরিহার করে বাঁধা-ধরা রেল লাইন ধরে চল্‌তে শুরু করে দিয়েছে। এখন আশা হয় কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের এই মহাশকট অনায়াসে তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবে। এদিকে এই মামলার তদন্তে সকলে মিলে ব্যস্ত থাকায় অন্যান্য বহু ছোট-খাটো মামলার তদন্তেও বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। এই সব বিষয়েও আমাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আমরা এই অদ্ভুত মামলার তদন্ত অতি শীঘ্র শেষ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। এই তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ আমাদের কোনদিকে হবে সেই সম্বন্ধে অভিমতের জন্য আমি আমার সহকারীদের মুখের দিকে চাইলাম।

'এখনও কি স্যার ঐ সাজ্ঘাতিকা প্রমীলা দেবীর বাড়ি তল্লাস করে তাঁকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করার সময় আমাদের হয় নি?' আমার অন্যতম সহকারী কনকবাবু জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার ধীর স্থির বিশ্বাস যে গ্রেপ্তার না হলে ওঁর কাছ হতে সত্য কথা জানা যাবে না! স্থান-কাল মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটা বিশেষ প্রবাদ আছে। ওঁকে থানায় আনা মাত্র এখানকার পরিবেশে পড়ে তিনি তাঁর মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন না। এই অবস্থায় ওঁর নিজের বাড়িতে বসে যা আমাদের বলেন নি, তা উনি এই থানার চারিটি দেওয়ালের ভিতরে বলে ফেলবেন।'

'হুঁ! স্থান-কাল ও পরিবেশের শক্তিতে আমিও বিশ্বাসী। কিন্তু তোমরা ভুলে যাচ্ছো যে ওঁরা মেয়েছেলে। হত্যার মামলাতেও স্ত্রীলোক ও শিশুদের আমরা যথাশীঘ্র জামিন দিতে বাধ্য। এখন এই সব বিত্তশালিনী মহিলাদের থানায় আনা মাত্র চারিদিক বড় বড় উকিল ব্যারিস্টারে ভর্তি হয়ে যাবে। এরপর এঁদের কেউ কেউ বড় হাকিমের বাড়িতেই ছুটে গিয়ে সেখান থেকে এঁদের জন্য জামিন মঞ্জুর করিয়ে আনবেন। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যে বহু সাক্ষী-সাবুৎ সংগ্রহ করেছি। কিন্তু তাঁদের জামিন আটকানোর মত সাক্ষ্য-প্রমাণ এখনও আমরা সংগ্রহ করে উঠতে

পারি নি। এখন আমরা যখন তখন ওঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু ওঁরা একবার আদালত হতে জামিনে মুক্ত হয়ে আসতে পারলে পর—আমরা অইনমত ওঁদের ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারবো না। তোমরা বোঝো না যে 'তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যম্ যাবৎ ভয়ম্ অনাগতম্'। এ'ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করা অপেক্ষা তদন্ত করে গ্রেপ্তার করার আমি পক্ষপাতী। এখন আমি ভাবছি এই যে এতদিন যিনি পরিপাটি বেশভূষা করে এসেছেন, সেই একই তিনি এখন তাঁর সাজগোজে এতো অমনোযোগী কেন? এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঐ হতভাগা যুবকটির চক্ষুরত্ন হারানো জনিত শোকের জন্যে বলে আমার মনে হয় না। এর পিছনের অন্য কোনও এক অতি গুহ্য অজানা কারণ আছে। আমাদের বিচকের দেওয়া সংবাদ যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে যে ঐ আহত যুবকের মনোরঞ্জনের জন্য এতোদিন তিনি সাজগোজ করে এসেছেন। তাই এখন তাঁর এই সাজগোজের আর কোনও প্রয়োজন নেই। আমার এই অনুমান সত্যি হলে এই হতভাগ্য যুবককে আহত করার পেছনে উদ্দেশ্য বা মোটিভ এতে প্রমাণিত হচ্ছে। অবশ্য আরও একটু তদন্ত না করে কোনও অভিমত প্রকাশ করা উচিত হবে না। এখন এসো আজকের মধ্যেই আরও কয়েকটি স্থানে তদন্তকার্য সেরে আসি। আজই আমাদের সেই চক্ষুবিশারদ ডাক্তার স্বরজিৎ রায়ের চেম্বারে হানা দেওয়া দরকার। এসো তা হলে আগে সেখানেই যাওয়া যাক।'

আমি আর দেরি না করে সহকারী কনকবাবুকে নিয়ে পুলিস ট্রাকে উঠে ডাঃ স্বরজিৎ রায়ের চেম্বারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। ডাঃ স্বরজিৎ রায়ের বাসা-বাড়ির সঙ্গে তাঁর এই চেম্বার ও কৃত্রিম চক্ষু উৎপাদনের ছোট কারখানা সংযুক্ত ছিল। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম যে স্থানীয় থানার একজন তদন্তকারী অফিসার তাঁর ঐ বাটী থেকে বার হয়ে আসছেন। তাঁর মুখে শুনলাম যে কাল রাত্রে তাঁর ডিসপেন্সারি এবং বসতবাটী ও কারখানা—এই তিনটি স্থানে একই রাত্রে সিঁদ কেটে ও তালা ভেঙে বড় চুরি হয়ে গিয়েছে। এই তদন্তকারী পুলিস অফিসারের বিবরণের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'স্যার, এ একপ্রকার আশ্চর্যজনক ও অভূতপূর্ব সিঁদেল চুরি। কোন এক বাষ্পীয় প্রক্রিয়ায় বাসিন্দাদের ঘুম গাঢ় হয়ে গিয়েছিল। প্রায় প্রতিটি বাক্সের শুধু কাগজপত্র তছনছ করেছে। কিন্তু তবু বাড়ির কেউ একটু কোন শব্দও শুনতে পায়নি। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটি মাত্র দ্রব্যও এখান হতে চুরি হয় নি। এমন কি কাগজপত্রের ফাইল ছাড়া এরা কোনও দামী দ্রব্য স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। তবে কয়েকটা পরিষ্কার অঙ্গুলীর টিপ বাক্সের ও টেবিলের ডালাতে

পাওয়া গিয়েছে। এখন জানেন তো এঁর ওপরওয়ালা মহলে কতো খাতির। তাই কালকে তদন্ত করার পর আজকেও এসে ওঁকে একটু খুশি করে গেলাম। তা' না হলে অভিযোগ করে বসবেন যে পুলিস খুব বিশেষ চেষ্টা করছে না। আপনারা কি চোখ-টোকের চিকিৎসার ব্যাপারে এখানে এসেছেন? তা উপরে যান আপনি। ডাঃ স্বরজিৎ রায় চেম্বারেই আছেন।'

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে সে'দিন প্রমীলা দেবীর পত্রখানি চুরি হওয়ার পর প্রমীলা দেবী স্বরজিৎ ডাক্তারকে সন্দেহ করেছিলেন। এদিকে গত রাত্রে স্বরজিৎ ডাক্তারেরই বাড়িতে একটা বড়ো চুরি হয়ে গেল কিন্তু সেখানে থেকে কোনও দ্রব্যাদি অপহৃত হলো না। ওদিকে শানকিভাঙ্গা লেনে এই মামলার সংবাদদাতা খগেন বাবুর বাড়িতে ক'দিন পূর্বে এইরূপ একটি বড়ো সিঁদেল চুরি হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দ্রব্যাদির বদলে শুধু কাগজপত্র তছনছ করা হয়েছে। [বাড়িওয়ালীর বিবৃতি দ্রষ্টব্য]। তবে সেখানেও কয়েকটি অঙ্গুলীর ছাপ একটা পোর্টমেণ্টের ওপর পাওয়া গিয়েছে। এখন এই উভয় স্থানে পাওয়া অঙ্গুলীর ছাপ তুলনা করার পর যদি প্রমাণিত হয় যে একই দল এই দুইটি স্থানের চুরির মূলে আছে তা'হলে এই সব সিঁদেল চোরদের সন্ধান বেনিয়াপুকুরে কাশীপুর রাজএস্টেটের সেই চোর গুণ্ডা অধ্যুষিত বস্তিতে করা উচিত হবে।

'হুম্। এই সব চুরির ব্যাপারে আমারও একটা খবর আছে হে', আমি একটু ভেবে এই তদন্তকারী অফিসারকে বললাম, 'তুমি এখুনি বটতলা থানাতে চলে যাও। সেখানকার অফিসাররা শানকিভাঙ্গা লেনের একটা চুরির তদন্তের সময় কয়েকটা টিপচিহ্ন পেয়েছেন। ওখানে পাওয়া টিপ-চিহ্নের সঙ্গে এখানে পাওয়া অঙ্গুলী টিপের তুলনা করলে দেখবে ওগুলো একই মানুষের বা মানুষদের আঙ্গুলের টিপ। এখন যদি এই সব অঙ্গুলীর টিপ একই সেট-অব্-কালপ্রিটের হয় তাহলে তাদের কোথায় পাওয়া যাবে তা আমি তোমাদের পরে বলে দেবো। তোমাদের বড়বাবুকে একবার টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলো তো! এ'ছাড়া এই দুইটি চুরির মোডাস্ অপারেণ্ডাই বা কার্যপদ্ধতিও একই প্রকার দেখা যাচ্ছে। এই উভয় চুরিতে কাগজ-পত্র যা কিছু বাক্সো-টাক্সো হতে বার করে বাড়ির নিকটের একটা উন্মুক্ত স্থানে ছড়ানো হয়েছে। অথচ সেখান থেকে একটুকরো কাগজ বা পত্র বা দলিল চুরি যায় নি। এই বিশেষ দিকটা আমাদের ভেবে দেখা উচিত হবে।'

আমি যে একজন তদন্ত-বিশারদ অফিসার তা আমাদের এই তদন্তকারী জুনিয়ার অফিসারটির জানা ছিল। সে তখুনি আমার এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে আমার উপদেশ মতো পরবর্তী করণীয় কার্যের জন্য নিজেদের থানায় ফিরে গেল।

এরপর আমি উপরে গিয়ে চক্ষু-বিশারদ ডাক্তার সুরজিৎ রায়ের চেম্বারে এসে উপস্থিত হলাম। আমাদের অনেক পীড়াপীড়ির পর ডাঃ সুরজিৎ রায় আমাদের জেরার উত্তরে নিম্নলিখিতরূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এইখানে কেবলমাত্র তার প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে।

"আমার নাম ডাঃ সুরজিৎচন্দ্র রায়। পিতার নাম রায় বাহাদুর ৺অমুক রায়মহাশয়। কাশীপুরের নবাবী আমলের পুরানো জমিদারবংশে আমার জন্ম। পূর্বে আমাদের এই জমিদারীর ম্যানেজমেণ্ট একত্রে হতো। কিন্তু সম্প্রতি এই এস্টেটের বড় তরফের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে মনোমালিন্য হওয়ায় উভয় পক্ষ আদালতে পরস্পরের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা দায়ের করেছে। এছাড়া জমিজমার সীমানা-বিরোধ ও দখলী সত্ত্ব নিয়ে কাশীপুরেও ফৌজদারী মামলা আদালতের বিচারাধীন। আমি কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে প্রথমে লণ্ডন ও পরে ভিয়েনা থেকে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করি। এখানে এবার করপোরেশনের ইলেক্‌শন কণ্টেস্ট করেছিলাম। কিন্তু পরে আমাদের পার্টির অনুরোধে আমি আমার নাম প্রার্থীপদ হতে প্রত্যাহার করে নিই। এইখানেই আমার বাসা, ওআর্কশপ, ও চেম্বার একত্রে আছে। হাঁ, হাঁ। আমি প্রমীলা দেবীকে চিনি বৈ কি! তিনি আমাদের বড় তরফের বৌ-রাণীর বাল্য বান্ধবী। আজ্ঞে হ্যাঁ! সে কথাও ঠিক। তিনি বহুবার আমাদের কাশীপুরের রাজবাটীতে গিয়েছিলেন। এতো সব আপনারা মশাই জানলেন কি করে? প্রমীলা দেবীর সঙ্গে আমার বিলাত যাবার আগে একটু ভাবসাব হয়েছিল বটে! আর একটু হলে হয়তো আমরা বিবাহসূত্রে বন্দীকৃত হয়ে যেতাম। কিন্তু সময় মতো ঈশ্বর আমাকে এ মহা অঘটন হতে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আজ্ঞে হাঁ হাঁ, তা ঠিকই। এতো গুহ্য তত্ত্ব তাহলে ওঁরাই আপনাদের জানিয়ে দিয়েছেন। আমি তাহলে বাকি কথা-গুলো বলে দি। ভদ্রমহিলা ওঁর মেক্‌-আপের চটকে আমাকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিলাত থেকে ফিরে এসে দেখি যে উনি প্রায় আমার সমবয়সী হবেন। এখন আমাদের বৌ-রাণীর বড্ড ইচ্ছে আমি তাঁর এই বান্ধবীটিকে বিয়ে করি। ওঁদের এতো নিবিড় অন্তরঙ্গতা সহোদরা বোনেদেরও ঈর্ষার বস্তু। কিন্তু তা বলে ওঁকে বিয়ে করে আমি নিজের জীবনটা নষ্ট করতে পারি নি। ইদানী দুই তরফের মামলা-মকর্দমা চললেও আমার এই বৌদিদিটির সঙ্গে আমার শেষ পর্যন্ত সদ্‌ভাব ছিল। বাড়ির পুরুষদের মধ্যে কি কলহ হলো বা না হলো তা নিয়ে আমাদের এই সাবেকী পরিবারের মেয়েরা কোনও দিনই মাথা ঘামায় নি। আমাকে দেখামাত্র তাঁরা আদর করে বাড়ির মধ্যে এনে কতো যত্ন-আত্তি করেছেন। কিন্তু এই প্রমীলা দেবীর জন্য আমাদের এই ঘরোয়া শান্তিও অব্যাহত থাকে নি।

বৌদিদি তাঁর বান্ধবীকে প্রত্যাখ্যানজনিত অপমান নিজের অপমান ব'লে ধরে নিলেন। এর ফলে তিনিও তাঁর স্বামীর মতো আমার শত্রু হয়ে উঠলেন। আমি শুনেছি যে পরবর্তীকালে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে মাখামাখি করে আরও দুই একজন ফেঁসে যাবার আগে সরে পড়েছেন। নিজে বয়স্কা হলেও কম বয়সের স্বামীর ওপর ও'র বড়ো ঝোঁক। তাই 'মেক-আপের' দ্বারা উনি বয়স কমাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কয়েক বছরে যুবক প্রণয়ীদের বয়সের বেশি তারতম্য ঘটে না বটে! কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ও'দের বয়স আরও বেড়ে যায়। প্রথম প্রথম ও'কে ভালো লাগলেও পরে ও'কে কারুরই ভালো লাগে নি। এইটে হচ্ছে ও'র জীবনের একটি না জানা গুহ্য তত্ত্ব। এদানী প্রমীলা দেবীর ধারণা হয়েছে যে ও'র দয়িতদের ও'র প্রকৃত বয়স বলে আমিই ভাগিয়ে দিয়ে থাকি। এটা অবশ্য ও'র একটা মনোম্যানিয়া ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। এদিকে আব এক শয়তান জুটেছে বড় তরফের গোঁফ-ওয়ালা প্রবীণ ম্যানেজার মশাই। আমি যতোবার বড় তবফেব বড়দাব সঙ্গে মামলা-মকর্দমা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করি, ততবারই তিনি দু'পয়সা মারবার লোভে আমাদের পারিবারিক বিরোধ জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করেন। এই লোকটি যে কতবড়ো এক গুণ্ডার সর্দার তা' আপনাদের ধারণাই নেই। কাশীপুর এস্টেটের বেনিয়াপুকুরের বস্তির কোন চোর-বদমায়েস ধরা পড়লে উনি তখুনি তদ্বির করে তাদের জামিনে খালাস করে এনেছেন। আমাদের এস্টেটের এক পুরানো কর্মচারী এস. ডট্ এবার ইভিনিং ক্লাশ করে ওকালতি পাশ করে ওকালতি করছে। এই ভালো লোকটাকেও উনি ঐ গুণ্ডাচোরদের মামলায় লড়িয়ে থাকেন। সে অবশ্য আমাকে বহুবার বলেছে যে—ক্লায়েন্টের অভাবে পেটের দায়ে সে ওদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। এই এস, ডট্‌কে প্রমীলা দেবীও কিছুদিন তাঁর আফিসে চাকুরি দিয়েছিলেন। কিন্তু ও'র অপর পার্টনাররা অপছন্দ করায় ওকে কাজ ছেড়ে দিতে হয়। তবে নূতন উকিল হিসাবে এর ওকালতি পেশা ভালোই চলছে। আরে আরে! আপনারা তাহলে তো বহু খবর রাখেন দেখছি! আজ্ঞে হাঁ। কাশীর এক বর্ধিষ্ণু সাবেকী পরিবারের এক সুদর্শনা কন্যাকে আমি পত্নীরূপে মনোনীত করেছি। হাঁ, তা হাঁ। ঠিক তাই! আমার মনের কথা আপনি বলে দিলেন। আমি শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে মিশে বুঝেছি যে রাত্রে বাসে টাকার চেঞ্জ নেওয়ার মত আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করা সমান রিস্কি। রাত্রে মোটর বাসে টাকা ভাঙালে যে সব সময়েই কয়েকটা মেকি রেজগি বেরুবে তা অবশ্য নয়। তবে এই বিষয়ে যথেষ্ট রিস্ক নিতে হয়। কিন্তু আমি নিজের পত্নী সংগ্রহে এতটুকু রিস্কও নিতে চাই নি। এই জন্য অর্ধপর্দানশীন ঘরে লেখাপড়া জানা সুদর্শনা মেয়ে আমি পছন্দ করেছি। আজ্ঞে

হাঁ। এও ঠিক। আমার ভাবী শ্বশুরের এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মাধ্যমে এই বিবাহের কথাবার্তা এখনও চলছে। এই ভদ্রলোক আমার কৃত্রিম চক্ষুর ল্যাবরেটরির ম্যানেজারি করেন। কাশীপুর এস্টেটের বেনিয়াপুকুরের বস্তির সামান্য কিছু অংশ আমারও অধিকারে আছে। আমার মালিকানার অংশটি ইনিই দেখাশুনার ভার নিয়েছেন। ঐ বস্তির নিকটে ইনি নিজের বাড়িতে বাস করেন। ওঁর ঠিকানাটা জানলেও ওঁর সংসার সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই। বড় তরফের গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের কীর্তিকলাপ আমি এঁর মারফৎ পেয়ে থাকি। আমি এই শহরের একজন প্রভাবশালী নাগরিক হলেও আমাকেও এঁর দেওয়া সংবাদ মতো সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। আজ্ঞে হাঁ। পূর্বে এই দু ম্যানেজারের মধ্যে স্বভাবতই সদ্ভাব ছিল। আমাদের মধ্যে মামলা বাধায় এঁদের পূর্বের মতো আর মেলামেশা নেই। কাল আমার এখানে একটা অদ্ভুত চুরি হয়ে যাওয়ায় মন আমার ভালো নয়। অন্য একদিন এলে বড় তরফের আরও বহু কথা জানাতে পারবো।"

ডাঃ সুরজিৎ রায় তাঁর দীর্ঘ বিবৃতি শেষ করার পর সেখানে তাঁর ম্যানেজার অমুকবাবু এলেন। তিনি আমাদের দেখে চমকে উঠে পিছিয়ে যান। তাঁর ঠোঁট দুটো একবার মাত্র নড়ে আবার স্থির হয়ে যায়। এদিকে কাটা দরজার তলার ফাঁকে প্রায় ছয় জন মানুষের পা দেখতে পাচ্ছি। বোধ হয় এদের ইনি সঙ্গে করে এনে থাকবেন। ম্যানেজারবাবুর ইঙ্গিতে ডাক্তার সুরজিৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।' এরপর তিনি এদের সাথে করে কক্ষান্তরে চলে গেলেন। এই সুযোগে আমরাও এই ঘরটির চতুর্দিক একবার দেখে নিলাম। এটি বসবার ঘর বা গুদাম তা বলা শক্ত। দেওয়াল ঘিরে লম্বা আলমারির সারি। ঘরের মাঝখানে টেবিল ও ক'খানা চেয়ার। এবার আলমারিগুলোর কাছে গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। এ্যাঁ! এ'সব এখানে আবার কি? অবাক হয়ে চেয়ে দেখলাম যে সব কয়টি আলমারিতে 'ভিরোল' বিষের প্যাকেটের গাদা। সহকারীদের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে আমি স্বস্থানে ফিরে এলাম।

এ সময় আমাদের বারে বারে সন্দেহ হচ্ছিল যে হয়তো ঐ আহত যুবকের চক্ষু দুটি নষ্ট করবার জন্য এঁর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই ভিরোল বিষও বোধ হয় [এক্সপার্ট ওপিনিঅন দ্রষ্টব্য] এঁর এই গুদাম হতে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। এই চক্ষু বিশারদ সুরজিৎ রায় প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে কক্ষান্তরে গেলেও তখনও ফিরলেন না। এদিকে পাশের ঘরে বহু লোকের অস্পষ্ট গুঞ্জন আমরা শুনতে পাচ্ছি। শেষে পথের কাঁটা ভেবে এরা আমাদের গুম্ করে দেবে না তো! আমি

ভাবছিলাম যে পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে পথের ধারের কোন দোকান থেকে সাহায্যের জন্য থানায় ফোন করে দেবো কিনা। এই সময় মুখচোখ রাঙা করে বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে ভদ্রলোক তাঁর এই ঘরটায় ফিরে এলেন। আমরা অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম যে, কোনও এক দুঃসংবাদ কিংবা সুসংবাদ পেয়ে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁর মুখের পেশীর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কুঞ্চন পরিলক্ষ্য করে আমি বুঝছি যে কোনও ভবিষ্যৎ আশঙ্কা তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোক এইবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। এই সুযোগে তাঁর উপরোক্ত বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এতক্ষণ কি আপনার ল্যাবরেটারির ম্যানেজার অমুকবাবু কয়েকজন বাইরের লোককে এনেছিলেন? ওঁরা কি আপনার নির্দেশে কোনও কাজ সমাধা করতে বাইরে চলে গেলেন?

উঃ—আপনারা দেখছি এসে পর্যন্ত ভেল্কি দেখিয়ে চলেছেন। আপনার অনুমান সত্য হলেও এর মধ্যে রীতিবিরুদ্ধ বা বে-আইনী কিছু নেই। আমার কোনও এক ব্যক্তিগত ব্যাপারে এঁরা এখানে এসেছিলেন। আশা করি এই সব পারিবারিক বিষয় আপনাদের জানবার কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রঃ—আচ্ছা! আপনি তো বারে বারে বললেন যে; প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবী বৌ-রাণীর সঙ্গে আপনার বিরোধ এখন চরমে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের বাড়ি গিয়ে সেদিন জনৈক হৃতচক্ষু যুবকের কৃত্রিম চক্ষুর জন্য মাপজোপ নিয়ে এলেন। তাহলে কি বুঝবো যে সম্প্রতি আপনারা গোপনে আবার নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেছেন?

উঃ—এঁ্যা! এ কি আপনি বলছেন মশাই? সেইদিন কি আমি ওঁদের বাড়িতে গিয়েছিলাম? কিন্তু ঐ বাড়ি তো কাশীপুরের নূতন কেনা রাজবাটী থেকে বেশ কিছুটা দূরে মনে হয়। তা'হলে কি ওনারা আমাকে ধোঁকা দিয়ে ওখানে চিকিৎসা করানোর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন? ঐ রোগীর সঙ্গে প্রমীলা দেবীর কোনও সম্পর্ক আছে জানলে নিশ্চয়ই আমি সেখানে যেতাম না। এমন কি মেডিকেল বোর্ড থেকে আমার বিরুদ্ধে প্রফেশন-কণ্ডাক্ট-আইনে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেও আমি ওনাদের ওখানে যেতে রাজি হতাম না।

প্রঃ—আচ্ছা! আর একটা অদ্ভুত কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। আপনি কি কখনও প্রমীলা দেবীকে কাশীপুরের পথ থেকে অপহরণ করবার চেষ্টা

করেছিলেন? আপনার প্রেম সম্পর্কে মন ঠিক করার পরও এইরূপ গর্হিত কাজ করেছিলেন কেন?

উঃ—ওঃ বাবা! এতো কথাও তা'হলে আপনাদের কানে গিয়েছে! ওটা তো একটা অভিনয়ের অবতারণা করা হয়েছিল। প্রমীলা দেবী চোখ-ঝলসানো হরিণ-চাউনি আমার দিকে রেখে একদিন বলেছিলেন—'আমার ইচ্ছে করে যে, আমার নায়ক আমাকে জোর করে হরণ করে তার ডেরায় তুলুক।' তাঁর মতে এরূপ এক রোমান্সের তুলনা হয় না। তাই কলকাতা থেকে ওঁর কাশীপুরে আসার পথে এইরূপ একটা অভিনয় আমি করেছিলাম। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝে তিনি ছুটাছুটি করায় তাঁর যা কিছু রূপের 'মেক-আপ'তা আমার চোখের সামনেই খুলে যায়। আমি বুঝতে পারি যে, সাজগোজের জন্যেই তাঁকে কমবয়সের সুন্দরী নারী ব'লে মনে হয়। এঁর এই আসল রূপ ও বয়সের পরিচয় পেয়ে সেদিন তাঁর মতো আমিও আঁতকে উঠেছিলাম। এইদিন এই স্থানেই আমাদের প্রেমেতে যবনিকা ফেলে দেওয়ায় এরা সকলে আমার শত্রু হয়ে উঠে। এই ঘটনা না ঘটলে সিভিল অ্যাক্ট অনুযায়ী ওঁকে বিবাহ করে আমি চিরতরে ফেঁসে যেতাম। এরপর আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, খাঁটি হিন্দুমতে নেগোসিয়েটেড্ ম্যারেজই আমি করবো।

প্রঃ—এ কি কথা আপনি বলছেন মশাই? হিন্দুম্যারেজ তো একটা উইদাউট হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দেওয়ারই মতো। সময় ও সুবিধে মতো এই বিয়ে অস্বীকার করলেই তো হলো। তবে এও ঠিক যে সিভিল অ্যাক্টের দুই জন সাক্ষীর বদলে পুরুত নাপিতসহ ছেলেয়-বুড়োয় প্রায় তিনশো 'সই না করা' সাক্ষী আমাদের রয়ে যায়। এঁদের সব কয়জন লোক হারিয়ে বা মরে যাবার পূর্বে আমাদের নিজেদের পুত্রে পৌত্রে আরও বহু সাক্ষী-সাক্ষিণী পৃথিবীতে এসে গিয়ে থাকে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, প্রমীলা দেবী তা'হলে আপনাকে সিভিল অ্যাক্ট অনুযায়ী বিবাহ করতে প্ররোচিত করেন? তিনি জানতেন যে একদিন তাঁর আসল রূপ ধরা পড়বেই। তাই পরে অন্য কাউকে আপনি পাছে বিয়ে করেন—এই আশঙ্কাতে কি প্রমীলা দেবী সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বিবাহ করবার পক্ষপাতী ছিলেন?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ। ঠিক তাই। কিন্তু এতো কথা আপনারা জানলেন কি করে? আমি শুনেছি, সম্প্রতি তিনি কোনও এক তরুণকে তাঁর এই মেক্-আপ্ রূপের জৌলসে মোহিত করে বিবাহ করবার তালে আছেন। তবে এতে আমার অন্য দিকে একটু লাভ হয়েছে। এই লাভ কি তা আমি আপনাদের এখুনি বলছি না। একটা লাল পত্রের মাধ্যমে পরে তা আপনাদের আমি জানাবো। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, এতো গোপন বিষয় আপনারা জানলেন কি করে?

প্রঃ—আজ্ঞে! এ সব গুহ্য তত্ত্ব পরে আমরা আপনাকে জানাবো। এখন আপনি আমাদের একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনাদের বড় তরফের ঐ গোঁফ-ওয়ালা ম্যানেজার মশাই কি কোনও ফেরার খুনে আসামী? আমি এইরূপ একটা আশঙ্কা বারে বারে অনুভব করেছি।

উঃ—ওঃ হো! তা'হলে উনিই আমার সম্বন্ধে এই সব মিথ্যা গাল-গল্প আপনাদের শুনিয়েছেন! ওঁর মতো আমার এতো-বড়ো শত্রু আমাদের বড় তরফের বড় কর্তাও নহেন! আমাদের জয়েণ্ট এস্টেটে উনি এক-নাগাড়ে আজ ত্রিশ বছরের উপর ম্যানেজারগিরি করেছেন। ওঁর যৌবনে উনি কোনও মর্ডার-টার্ডার কাউকে করে থাকতে পারেন। ওঁর বাড়ি ঘর-দোরের কথা জিজ্ঞাসা করলে উনি বলতেন যে ওসব বহুদিন আগে পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

প্রঃ—এইবার আপনাকে শেষ প্রশ্নস্বরূপ একটি সাংঘাতিক প্রশ্ন করবো, মশাই। এই আলমারির বন্ধ তালা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এইটে সিঁদেল চোররা স্পর্শ করেনি। এখন বলুন তো এই সর্বনেশে ভিরোল বিষের প্যাকেটগুলো আপনি কি জন্যে এনেছেন? আপনার স্টক্ বুকের সঙ্গে মিলিয়ে আমাকে ব'লে দিতে হবে যে এই প্যাকেটগুলো হ'তে কোনও একটা প্যাকেট বা একটা শিশি ইতিমধ্যে খোয়া গিয়েছে, কি'না? এই সব প্যাকেট আপনি কবে (তারিখ) ও কি জন্যে ও কোথা থেকে এনেছিলেন? এই প্যাকেটের কোনও শিশি খোয়া গিয়ে থাকলে আন্দাজমতো কবে খোয়া গেলো? আপনি ছাড়া আর কেউ এই আলমারি খোলে কি'না? এই আলমারির তালার চাবি সাধারণত কার হেপাজতে থাকে? এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আপনাকে মনে করে আমাকে জানাতে হবে, মশাই।

উঃ—এই সব ভিরোলের প্যাকেট আমি আমার ল্যাবরেটারিতে কৃত্রিম চক্ষু উৎপাদনের জন্য আনিয়েছিলাম। সাধারণত মাপ নিয়ে আমি কৃত্রিম চক্ষু ভিয়েনা শহর থেকে আনিয়ে নিয়ে থাকি। মাস দুই আগে ল্যাবরেটারিতে গবেষণামূলক পরীক্ষার জন্য অমুক বিদেশী কোম্পানি থেকে এ'গুলো আনিয়ে নিয়েছি। আমি ছাড়া আমাদের নিজস্ব ম্যানেজার আমার এই আলমারি খুলে থাকেন। এখনও পর্যন্ত এগুলো আমি একবারও কাজে লাগাই নি। কোনও ভিরোলের শিশি খোয়া গিয়েছে কি'না তা আমি স্টক্ বুক চেক্ না করে বলতে পারছি না। একটু অপেক্ষা করলে আমার কর্মচারীদের সাহায্যে স্টক্ বুক চেক করে প্রকৃত তথ্য আপনাকে জানিয়ে দিতে পারবো। এই সব পদার্থ এখান হতে খোয়া যাবার কোনও সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। এই সাংঘাতিক বিষের কণামাত্র কারুর চোখে পড়লে

তার চোখ চিরান্ধ হয়ে যেতে পারে। এসব চুরি বা খোয়া গেলে তো সে এক ভয়ঙ্কর বিপদের কথা।

আমাদের আগ্রহাতিশয্যে এই দিন ঘণ্টা দুই চেষ্টা করে স্টক্ বুকের সঙ্গে এই ভিরোলের স্টক্ মিলিয়ে দেখা গেল যে এই ভিরোলের একটা পুরা প্যাকেটই এখান হতে খোয়া গিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, এই খোয়া যাওয়ার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে এই চক্ষু-বিশারদ ডাক্তার স্বরজিৎ আমাকে কোনও কৈফিয়ৎই দিতে পারলেন না। বরং এ জন্য তাঁকে বিশেষরূপে বিক্ষুব্ধ ও চিন্তিত বলেই মনে হলো। এরপর বহু চেষ্টা করেও তাঁর কাছ হতে আমরা আর অন্য কোনও প্রয়োজনীয় তত্ত্ব বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি। এর পর নিষ্প্রয়োজনে আর এখানে অপেক্ষা না করে আমরা নিচে নেমে আমাদের অপেক্ষমান পুলিস ট্রাকটার নিকট এসে দাঁড়ালাম।

'ওহে সুবোধ! তুমি একটা কাজ করো ভাই', আমি গাড়িতে উঠে সহকারী সুবোধ রায়কে বললাম, 'এখান হতে তুমি সোজা সিংহী বাগানের সিংহী লেনের সেই বিখ্যাত সিংহী বাড়ি ত যাও। আমি এখান হতে সোজা চলে যাবো প্রমীলা দেবীর বাড়ি। এতদিনে ঐ আহত যুবক সুশীলবাবু নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আমি আর দেরি না করে আজই এই মামলা সম্পর্কে তাঁর একটা বিবৃতি নিতে চাই। তুমি সিংহী-বাগানে সিংহী লেনে গিয়ে ঐ আহত যুবকের সকল সমাচার জানিয়ে ওঁদের নিয়ে সোজা প্রমীলা দেবীর বাড়িতে চলে আসবে। আমার মনে হয় আহত যুবকটিকে প্রমীলা দেবীর প্রভাব হতে মুক্ত করতে হলে তাকে তার মামাদের হেপাজতে তুলে দিতে হবে। এই ভাবে ঐ ডাইনী স্ত্রীলোকের প্রভাবের বাইরে নীত হলে তবে আমরা প্রমীলা দেবীর বিরুদ্ধে ওর কাছ হতে একটা বিবৃতি আদায় করতে পারবো। ঐ আহত রোগীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে আর দেরি করলে মামলা আদালতে গেলে জুরি ও জজ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে পারে। এদিকে ওঁর মামারাও বোধ করি ওকে খুঁজে বার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তুমি আর দেরি না করে এখুনি ওদিকে বেরিয়ে পড়ো।'

সহকারীকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে ঐ যুবকের মাতুলালয়ে পাঠিয়ে আমি সোজা প্রমীলা দেবীর বাড়িতে চলে এলাম। আমার হাঁকডাকে রোগীর ঘরের ভিতরের খিল খুলে বেরিয়ে এসে প্রমীলা দেবী পার্লারে আমাকে উপবিষ্ট দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। আমি এই দিন অবাক হয়ে দেখলাম যে তাঁর পূর্বের পরিপাটি বেশভূষা নেই। চোখের নিচের স্বাভাবিক কালো দাগ এখন সুস্পষ্ট দেখা যায়। বিলাতী রঙিন পাউডারের অভাবে তাঁর মুখের এতাবৎকাল দৃষ্ট চকচকে ভাব আর নেই। অধিকন্তু তাঁর ঝলসে-পড়া ফ্যাকাশে মুখ দেখলে তাঁকে একজন

বর্ষীয়সী মহিলা বলে মনে হয়। এতো সত্তেও তিনি তাঁর অতি সুমিষ্ট সংলাপের ক্ষমতা এতটুকুও হারান নি। অবস্থা দৃষ্টে প্রতীত হল যে প্রয়োজন বোধে এই বিশেষ ক্ষমতাটুকু তিনি চর্চা করে বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছেন।

আমাকে তাঁর বাড়িতে দেখে তিনি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিসের একটি নিদারুণ আশঙ্কায় তিনি থেকে থেকে কেঁপে উঠছিলেন। কিন্তু আমি এখানে এই আহত যুবকের বিবৃতি নিতে এসেছি শুনে তাঁর এই ভয়ের ভাব নিমেষের মধ্যে কেটে গিয়ে তাঁর ঠোঁটের ও চোখের কোণে একটা স্বস্তির হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো। তিনি এইবার তাঁর পূর্ব-অভ্যাস মতো আমাদের দিকে চেয়ে চোখের কোণে একটা ব্যর্থ ঝিলিক টেনে আমাকে অতি সমাদরে রোগীর ঘরে এনে বসালেন। এর পর তিনি অন্য ঘরে গিয়ে পূর্বের মতো বেশভূষা করে এসে আমাকে খাতির করতে শুরু করে দিলেন। এখন তাঁর মধ্যে পূর্বের মতো আর একটুকুও দেমাক দেখা যায় না। সম্ভবত ঐ ভ্যানিটি ব্যাগটি আমাদের হাতে পড়ার আশঙ্কায় তাঁর মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন এসেছে।

এইবার আমি এই হৃতচক্ষু যুবকটির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। মুখ দিয়ে ভাষা ফুটাতে পারলেও চোখ দিয়ে ভাব প্রকাশ করতে আজ সে অক্ষম। তার যন্ত্রণা-কাতর মুখে জীবিত ব্যক্তিসুলভ চরিত্র আর ফুটে না। পীত জাতীয় মানুষের ন্যায় মুখে কোনও এক্সপ্রেশন বা ভাবের অভিব্যক্তি নেই। বেশ বুঝা গেল যে, দৈহিক যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ অবসান হলেও তার দৃষ্টিহীনতাহেতু মানসিক যন্ত্রণা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। সে পদ শব্দের মাধ্যমে আমার উপস্থিতি বুঝে দেহটা কাঠের মতো শক্ত করে ওপরে উঠতে ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর পুনরায় বিছানার উপর শুয়ে পড়ে বালিশের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিল। চোখে দৃষ্টি না থাকলেও তার কোণ থেকে জল তখনও গড়িয়ে পড়ছে।

প্রমীলা দেবী ও আমি উভয়ে মিলে এই হতভাগ্য আহত যুবকটিকে বহুক্ষণ ধরে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিলে সে আমাকে এই দুর্ঘটনার বিবৃতি দিয়েছিল। এই বিবৃতিটি প্রমীলা দেবীর উপস্থিতিতে গৃহীত হওয়ায় আমি এইটির উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিতে পারিনি। এই হতভাগ্য যুবকটির এতৎসম্পর্কীয় বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"কিছুকাল যাবৎ আমি এই প্রমীলা দেবী ওরফে ডলির প্রতি আকৃষ্ট হই। প্রথম প্রথম আমি এই নিঃসম্পর্কীয়া প্রমীলাকে বড় ভগ্নীর মতো মর্যাদা দিতাম। এরপর ধীরে ধীরে আমি তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠি। আমার এই নির্ভর-শীলতা পরিশেষে এর প্রতি আমার আসক্তি এনেছিল। এর অকৃত্রিম আদর-

আপ্যায়ন যত্ন ও সোহাগ আমাকে অস্থির করে তুলতো। য়ুরোপের সর্বত্র এবং ভারতেও কোনও কোনও শ্রেণীর মধ্যে বয়সে বড়ো কনের চল আছে। এই ভেবে আমরা পরস্পরের সান্নিধ্য ত্যাগ না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। শেষের দিকে বাপ-মার মুখ চেয়ে কিছু কাল যে আমি আমার এই মত পরিবর্তন না করেছিলাম তা নয়। এই সময় কাশী হতে প্রমীলাকে আমি লিখি যে অমর প্রেমই প্রকৃত প্রেম। বাপ-মার মুখ চেয়ে অন্যত্র বিয়ে করলেও তাকে আমি ভুলবো না। ন্যায়ত এবং ধর্মত ওই থাকবে আমার সহধর্মিণী। পরজন্মে আমাদের লৌকিক মিলন নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু প্রমীলা পত্রে আমাকে জানায় যে একজনকে মন ও অন্যকে দেহ দেওয়া পাপ। তার পুনঃপুনঃ পত্র পেয়ে আমি কাউকে না বলে কলকাতায় চলে আসি এবং যথারীতি বাবার অফিসে যাতায়াত শুরু করে দিই। আমার পিতা তাঁর বন্ধুর এক কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক করে ফেলায় আমি কলকাতায় পালিয়ে আসি। এখানে প্রমীলা দেবীর সাহায্যে একটি হোটেলে একটা কক্ষে আমি উঠি। এর পর আমি পিতাকে আমার মনোভিলাষ জানিয়ে দিই। কিন্তু এই সম্বন্ধে তাঁর কাছ হতে এযাবৎ আমি কোনও উত্তর পাই নি। এর পর অমুক দিন আমরা দু'জনে মিলে এঁর এই বাটীর মধ্যে ঢুকছিলাম। পাড়ার ছেলেদের বিরূপ মন্তব্যের ভয়ে প্রমীলা তার ভ্যানিটি ব্যাগটি আমার হাতে তুলে দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছিল। এ'সময় সে একটু আমার থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। আমি এদের বাড়ির ভিতর এগিয়ে দেখলাম যে প্রমীলা তাদের গলির গেটটা বন্ধ করছে। এদিকে কে একজন পিছন হতে আমাকে আক্রমণ করে জোর করে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে চোখের ভিতর এক শিশি তরল পদার্থ ঢেলে দিলে। আমার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকলে সেই লোকটাকে আমি ঠিক চিনিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন আমি কোনও ব্যক্তি বা বস্তু একটুও দেখতে পাই না। এই প্রমীলাকে না ছুঁলে বা ওর গলা না শুনলে ওকে প্রমীলা ব'লে আমি বুঝতে পারি না। প্রমীলা তো বলে যে ভালো ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সে আমার দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়ে আনবে। একমাত্র এই আশাতেই আরও কিছুদিন আমি বেঁচে থাকবো। আমার বাপ-মা ত্যাগ করলেও প্রমীলা আমাকে কোনও দিন ত্যাগ করবে না। গুণ্ডাটা যে প্রমীলারও আমার মতো অবস্থা করতে পারেনি এ জন্য ঈশ্বরকে আমি বারে বারে ধন্যবাদ জানাই। আজ্ঞে হাঁ! ওই গুণ্ডাটা আমাকে পেড়ে ফেলে আমার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটি ছিনিয়ে নিলো। আচ্ছা! আপনাদের কি মনে হয় যে আমি আবার দৃষ্টিশক্তি পেয়ে প্রমীলাকে ও আর সকলকে আগের মতো দেখতে পাবো? হাঁ! আমার বাবা-মা কেমন আছেন সেই সম্বন্ধে আপনারা

কি কোনও খবর রাখেন? আপনারা দয়া করে আমার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের কোনও কিছুই জানাবেন না। এই খবর শুনলে তখুনি তাঁরা দেহত্যাগ করবেন। আমি পিতৃমাতৃ হন্তারক হতে চাই না।"

এই বিবৃতিটি প্রদান করতে করতে এই আহত যুবকটি বারে বারে কেঁদে উঠছিল। এর চোখের জল দেখে আমারও চোখে জল এসেছে। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে প্রমীলা দেবীরও চোখে জল। কিন্তু তাঁর চোখে এই জল অনুতাপপ্রসূত কি'না তা বুঝা গেল না। এর পর আমি অন্য কয়েকটি বিষয় বুঝবার জন্য তাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করে দিলাম।

প্রঃ—তুমি কি শুনেছো যে তোমার পিতা তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে যাবতীয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তাঁর কোনও এক আত্মীয়-পুত্রকে তাঁর পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন? এখন তোমার বাবা তোমাকে ক্ষমা করে পুনর্গ্রহণ করলে কি তুমি সেখানে ফিরে যাবে?

উঃ—আমার বাবাকে তাহলে আপনারা চিনতে পারেন নি। তিনি কোনও দিনই আমাকে পুনর্গ্রহণ করবেন না। যাকে আমার বাবা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছেন সে আমার বাল্যবন্ধু। তার এই সৌভাগ্যে আমি একটুও ঈর্ষান্বিত নই। এই পোষ্যপুত্র নেওয়া-নেয়ির বিষয় আমি ডলির কাছে পূর্বে শুনেছিলাম। এ মুখ নিয়ে আমি কোনও দিনই বাপ-মার কাছে ফিরবো না। বহু কষ্ট আমি এতদিন তাঁদের দিয়েছি। আর বেশি কষ্ট তাঁদের আমি দেবো না। আমার দৃষ্টিশক্তি না ফিরলে আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না।

এই আহত যুবকের শেষ উত্তরটি শোনা হওয়া মাত্র সেখানে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সকল সমাচার অবগত হয়ে এই আহত যুবকের মামা ও বৃদ্ধা দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে আমার সহকারীর সঙ্গে রোগীর ঘরে ঢুকলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য মনে করলে আজও পর্যন্ত আমি শিউরে উঠি। এতগুলি নর-নারীর সে কি আছাড়ি-পিছাড়ি ও করুণ ক্রন্দন। তাদের এই দিনের অভিব্যক্তির সঙ্গে আমি একমত ছিলাম। ঈশ্বর যা দেবার তা মুক্তহস্তে এই দুই পুরুষের ধনী বংশের একমাত্র দুলালটিকে দিয়েছিলেন। রূপ স্বাস্থ্য যৌবন ধন-দৌলত শিক্ষা-দীক্ষা কর্মক্ষমতা—এমন কি একজন সুন্দরী গুণবতী ভাবী ভার্যাকেও দিচ্ছিলেন। আবার সেই ঈশ্বরই মধ্যপথে এক নিমেষে তার কাছ হতে সবগুলিই নিঃশেষে নিয়ে নিলেন। মাঝে মাঝে স্বর্গের পরীরা ঘুমিয়ে পড়লে শয়তানরা বোধ হয় এমনি করেই সব ওলট-পালট করে। এর পর এই সব আত্মীয়েরা বহুবার এই আহত

যুবকটিকে নিজেদের আলয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু ঐ ব্যাপারে তাঁদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

'না না! আমি কোথাও যাবো না', হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বা অপদেবীর দ্বারা ভারগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রমীলা দেবীকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে এই হৃতচক্ষু যুবকটি বলে উঠলো—'একে ছেড়ে আমি আর কোথায়ও যাবো না। ওগো! তোমরা আমাকে ভুলে যাও! আমি আর তোমাদের কেউ নয়! তোমাদের কাউকে আর কোনও কষ্টই আমি দেবো না।'

প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যর্থ চেষ্টার পর এই নরনারীর দল প্রমীলা দেবীকে উচ্চৈঃস্বরে অভিশাপ দিতে দিতে এই বাড়ি হতে বার হয়ে গেলেন। প্রমীলা দেবী সারাক্ষণ বিরস বদনে এদের গালিগালাজ গলাধঃকরণ করছিলেন। আমরা রোগীর ঘর হতে বার হয়ে এলে তিনি দড়াম করে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

'আপনারা কলকাতাতে এই হতভাগা ছেলের উপর একটু নজর রাখতে পারেন নি', আমি এঁদের সকলকে এঁদের বাড়ির গাড়িতে তুলে দিয়ে ঐ আহত যুবকের মাতুলকে উদ্দেশ করে বললাম, 'আপনারা একে একটু দেখাশুনা করলে এ এমন ভাবে বয়ে যেতে পারতো না। আমি শুনেছি এ কিছুকাল আপনাদের বাড়িতে ছিল। সেখান থেকে একে চলে আসতে দিলেন কেন? যাই হোক, আপনাদের আমার এই তদন্তে প্রয়োজন আছে। এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা ইচ্ছে করে নিখোঁজ হয়েছেন। এখন আপনাদের একজনকে এই মামলার ফরিয়াদি হয়ে দাঁড়াতে হবে। এর কারণ আপনাদের এই নাবালক আহত ভাগিনেয় এই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী হয়ে দাঁড়াবেন ব'লে মনে হয় না।'

'আজ্ঞে! আমরা এই মামলার নিশ্চয়ই ফরিয়াদি হবো। তবে তার আগে আপনাদের ঐ শয়তানীকে এই মামলার প্রধান আসামী করতে হবে', রোষ-কষায়িত নেত্রে তাঁর মাতা ও স্ত্রীর ক্রন্দনরোলের উর্ধ্বে নিজের গলার স্বর তুলে ভদ্রলোক বললেন, 'এই শয়তানী আমাদের মত ঝানু লোককেও বাক্যবিন্যাসে মোহিত করে তুলেছিল। আমাদের ঐ অবোধ অল্পবয়স্ক সংসার অনভিজ্ঞ ভাগিনেয় তো সেই তুলনায় এক নির্বোধ শিশু মাত্র। আমরা কি ওকে শাসনে রাখতে চেষ্টা করি নি নাকি? এক এক দিন বেশি রাত্রে বাড়ি ফিরলে ওকে খেতে পর্যন্ত দিই নি। কিন্তু তা এত সব করলেও কি আর হবে, মশাই! ও ঐ বুড়ি-দিদিমার গলা জড়িয়ে কেঁদে বাড়িশুদ্ধ লোককে ভুলিয়ে দিত। ওর এই রাত করে সিনেমা দেখার কারণ না জেনে ওদের অফিসের ঐ প্রমীলা দেবীকেই আমরা ওর ওপর নজর রাখতে বলতাম। আমার বিশ্বাস, ইংরাজি ফিল্মের প্রেমের কাহিনীর ছবি

দেখেই ওর এই সব মাথায় ঢুকেছে। এখন আমি ভাবছি যে আমার এই বুড়ি মা'কে কি করে বাঁচাবো। এই নাতিটি যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় নাতি ছিল। ওদিকে মাকে—না থাক এখন—'

এঁর শেষের বাক্যটি মাঝপথে থেমে যাওয়ায় আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। এ ছাড়া এই মামলার প্রয়োজনে এঁর একটি বিবৃতিও লিপিবদ্ধ করা দরকার। আমি এঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মেয়েদের বাড়ি পাঠাতে ব'লে তাঁকে আমার ট্রাকে উঠে আমার সঙ্গে আমাদের থানাতে আসতে রাজি করলাম। তাঁকে থানায় এনে তাঁর মুখে যা শুনলাম, তাতে আমি বহুক্ষণ বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে গিয়েছিলাম। থানায় এনে এই সম্পর্কে আমরা তাঁর একটা বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলাম। ওখানে তাঁর না বলা অংশটুকু তাঁর বিবৃতিতে আমাদের তিনি জানিয়ে দিলেন। এই ভদ্রলোকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"গত পরশু কাশীধাম থেকে একটা জরুরি তার পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমি প্লেনে সেখানে রওনা হয়ে যাই। সেখানে গিয়ে শুনলাম যে আপনারা থাকতে থাকতেই আমার বড়দিদি [হৃতচক্ষু যুবকের মাতা] অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এর পর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা এই অবস্থায় থাকার পর তিনি দেহত্যাগ করেন। এব পর আমার ভগিনীপতি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে একেবারে উন্মাদ হয়ে পড়েন। তিনি এখনও পর্যন্ত বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইতিপূর্বেই তিনি দত্তক-পুত্র নেওয়ার কাজ সেরে ফেলেছিলেন। আমি ভগিনীপতির বিকৃত মস্তিষ্কের অজুহাতে আদালতে মামলা দায়ের করে উইল নাকচ করবো কিনা ভাবছি। তা'বলে ভগিনীপতির এই বিপুল সম্পত্তি আমি ঐ রাক্ষুসী প্রমীলার জঠরে পুরে দেবো না। আমার ঐ গুণধর ভাগিনেয়কে এই কুপথ হতে ফেরাতে পারলে এই উইল নাকচ করাবো। অন্যথায় আমার এক পুত্রকে ভগিনীপতির ওয়ারিশ দাঁড় করিয়ে ওঁর ঐ জোচ্চোর দুরাত্মীয়ের পুত্রকে [দত্তক পুত্র] আদালতের সাহায্যে আমি নাকচ করে দেবো। আমার ভগিনীপতির এক কাশীবাসী বন্ধুর কন্যার সঙ্গে সুশীল বাবাজীর বিবাহের কথা চলছিল। ঐ ধনী ভদ্রলোক তাঁর সকল অভিমান, ক্ষোভ ও ক্রোধ মুলতুবি রেখে তাঁর ঐ বর্তমানে উন্মাদ বন্ধুটির দেখাশুনা করছেন। হয়তো ঐ জোচ্চোর আত্মীয়টি বা অন্য কেহ, নিজেরা বা কোনও লোক মারফৎ ভুল ঔষধ বা বিষপ্রদানে আমার ভগ্নীর মৃত্যু এবং ভগিনীপতির উন্মাদনা ঘটিয়েছে। পুলিসে এসব কথা জানলে পোস্টমর্টেম্ পরীক্ষার জন্য ভগিনীর মৃতদেহ মণিকর্ণিকার ঘাটের বদলে শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাতো। এই জন্য এই কয়দিন এই সন্দেহের বিষয়ে আমরা কাউকে জানাতে পর্যন্ত পারিনি। এখন আবার আমার এও সন্দেহ হচ্ছে

যে, ঐ প্রমীলা দেবীই হয়তো কাউকে পাঠিয়ে কায়দা করে আমার ভগ্নীকে নিহত এবং ভগ্নীপতিকে উন্মাদ করে দিলে। এই ভাবে নিষ্কণ্টক হয়ে বিনা বাধায় সে তাদের একমাত্র বংশধরটিকে ভোগ-দখল করতে চায় আর কি? এই উদ্দেশ্যে ওঁর ঐ অপদার্থ আত্মীয়টির যোগসাজসে এই অপকার্য করানোও অসম্ভব নয়। এতে এদের উভয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য সফল হবার কথা। আপনারা এই দিকটাও একটু তদন্ত করে দেখলে ভাল হয়। ওখানকার সব কাজ সেরে কলকাতায় ফিরে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ আমার বৃদ্ধা মাতাকে এখনও জানাতে পারিনি। কলকাতা ফিরে আমি আমার ভাগিনেয়টিকে বহু খোঁজাখুঁজি করেছি। ওদের অফিসে গেলে ওখানকার পুরুষ ডিরেকটরদ্বয় আমাকে আপনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে বলেছিলেন। আজ এই জন্য বাইরে বেরুবো মনে করছিলাম। এমন সময় আপনাদের এক অফিসার এসে আর এক নিদারুণ দুঃসংবাদ আমাদের দিলেন। এর ফলে আমার স্ত্রী ও মা'কেও আমাকে সঙ্গে নিতে হয়েছিল।"

এঁর এই বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করে আমার মনে হলো যেন 'চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস'। এতক্ষণে আমি নিজেকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছিল যে আমার সহকারীই বুঝি কখন পিছন দিক থেকে আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে। এইরূপ মানসিক অবস্থায় কোনও কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। আমি ঐ হৃতচক্ষু যুবকের মাতুল মহাশয়কে তখনকার মত বিদায় দিয়ে উপরের কোআর্টারে ফিরে নিজের শোবার ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। এই ঘরে একাকী থেকেও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছিলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম যে একাধিক সশস্ত্র সিপাই সঙ্গে না নিয়ে থানার বাইরে বেরুবো না।

॥ ৮ ॥

প্রত্যুষে আট ঘটিকায় আমি নিচের অফিসে এসে সহকারী কনকবাবুর নিকট শুনলাম যে আমাদের বড়সাহেব এই মামলা সম্পর্কীয় এই কয়দিনের স্মারকলিপি বিশ্লেষণ করে একটা দুই পাতা ব্যাপী মন্তব্য লিখে পাঠিয়েছেন। এই মন্তব্যের মধ্যে কয়েকটি নির্দেশ ও উপদেশ—তথা হুকুমনামাও লিখে দিয়েছেন। আমার তদন্তের ভুলচুক ধরে কোন বিরূপ মন্তব্য আজ পর্যন্ত কোনও মহারথী করতে পারেন নি। এই শহরে একজন দক্ষ তদন্তকারীরূপে আমার যথেষ্ট সুনাম আছে। তবু বড়সাহেবের সহিত তদন্ত সম্পর্কে মতভেদের আশঙ্কায় আমি তাঁর ঐ মন্তব্য গভীর আগ্রহে পড়তে

শুরু করে দিলাম। এই মন্তব্যপত্রে উল্লিখিত মন্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো :—

"এতোদিন যাবৎ তোমার প্রেরিত ডাইরি পড়ে রাত্রে ঘুম হতো না। বারেক একে—বারেক ওকে সন্দেহই করে চলেছি। অথচ এদের সকলেরই একই সঙ্গে অপরাধী হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য কাউকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিতে পারছিলাম না। এখনও যে দোদুল্যমান মনের সকল সন্দেহ কেটে গিয়েছে তাও নয়। এখন মনে হয় যে, এখুনি তোমাদের কাশীপুর এস্টেটের উভয় তরফের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে তাদের ডেরাগুলি খানাতল্লাস করা উচিত হবে। একেবারে গ্রেপ্তার না হলে কোনও লোকই সরল ভাবে কথা বলতে চায়নি। আমার মতে গ্রেপ্তারের পর এরা বহু নূতন তথ্য তোমাদের শুনাবে। এদের বাড়ি তল্লাস করেও বহু মূল্যবান প্রামাণ্য দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে। এই বিষয়ে কৃতকার্য হলে আমরা তখন বিনা দ্বিধায় প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবীকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের গৃহগুলি তল্লাস করতে পারবো। এতে আমরা এমন মাল-মশলা পেতে পারি যাতে আমরা আরও বহু সন্দেহমান ব্যক্তিকে আসামীর পর্যায়ে এনে ফেলতে পারবো। এখন আমার হুকুম হচ্ছে এই যে, এখুনি ঐ দুইজন ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করে ফেলা হোক।"

'এই দেখ আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই বড়সাহেব পরিষ্কার একটা হুকুম দিয়ে দিলেন', আমি বড়সাহেব প্রেরিত মন্তব্য-পত্র হতে মুখ তুলে সহকারী কনকবাবুকে বললাম, 'ওরা ওদের স্ব স্ব বাটীতে উপস্থিত আছে কিনা তা জেনে ঐ দুজায়গায় হানা দেওয়া ভালো ছিল। এর কারণ, একবার ওরা পালাতে পারলে আর কোনও দিনই ওদের পাওয়া যাবে না। অন্তত বড় তরফের ম্যানেজার সম্বন্ধে এইটুকু আমি জোর করে বলতে পারি। তা' উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুম যখন হয়েছে, তখন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই হবে। তা'হলে কনক—তুমি ঐ বেনিয়াপুকুরের সেই বস্তিতে চলে যাও। আর তুমি সুবোধ এখনি তাজমহলে রওনা হও। ওখানকার ম্যানেজার ও প্রোপাইটার দুইজনেই হচ্ছেন সৎলোক। দুষ্ট ব্যক্তিদের দমনে তাঁরা তোমাকে সাহায্য করবেন। তবে বেনিয়াপুকুরের বস্তিতে ঢোকবার আগে স্থানীয় থানা থেকে বেশি করে লোকজন নিয়ে যেও। আমি বেনিয়াপুকুরের থানার বড়বাবুকে টেলিফোনে সাহায্যের জন্য বলে দিচ্ছি।'

আমার সুযোগ্য সহকারীদ্বয়কে বিদায় দিয়ে আমি ভাবছিলাম যে এইবার কি করা যায়। এমন সময় অবাক হয়ে আমি দেখলাম যে, জনৈক ব্যক্তি গুটি গুটি করে আমার ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে। আগুয়ান লোকটিকে দূর থেকে দেখেই আমি একজন ধড়িবাজ লোক বলে বুঝেছিলাম। লোকটি ধীরপদবিক্ষেপে

আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ে ভয়ে কি যেন সে আমাকে বলতে চায়।

'আজ্ঞে। আমায় ডাক্তার সুরজিৎ রায় আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন', একটু ম্লান হাসি হেসে বার দুই হাত কচলাতে কচলাতে ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ করে বললো,—'আমি শুনলাম আপনি আমাকে খুঁজে এসেছেন। সুরজিৎবাবু তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলেন। এখন কি আজ্ঞা হয় তা দয়া করে বলুন।'

এই ভদ্রলোককে অযাচিতভাবে থানায় এসে উপস্থিত হতে দেখ আমি বুঝলাম যে এটা বোধ হয় বিধাতার একটা আশীর্বাদ। নচেৎ বাড়ি ফিরে সেখানে পুলিস তল্লাসী করে গেছে শুনলে ও তখুনি ফেরার হয়ে যেতো। আমি ধীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণ দুটো নিচের দিকে অনেকটা ঝুলে পড়েছে। আমি আরও লক্ষ্য করলাম যে, তার হাতের কনুই-এর কাছে উল্কিতে কোনও কালে লিখা ছিল 'রাম'। এখন সেটিকে জোর করে উঠানো সত্ত্বেও পুরানো ক্ষীণ রেখাগুলো সেখানে রয়ে গিয়েছে। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে পরবর্তীকালে এই উল্কিতে উৎকীর্ণ নাম বিসদৃশ মনে হওয়ায় সে তা উঠিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। প্রেয়সীদের নাম কখনও কখনও উল্কিকৃত হলেও পুরুষের নাম নিজের না হলে তা নিজের দেহে লেখা হয় না। আমি অনুমানে বুঝলাম যে, ভদ্রলোকের পূর্বেকার নাম ছিল 'রাম'। এই সময় হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়লো ভদ্রলোকের বাম হাতের দিকে। এখানে একটা অপমূর্তির পার্শ্বে তার নূতন নাম 'সুরেশ' উল্কিকৃত রয়েছে। এই হতে বুঝা গেল যে উল্কির উপর এর এখনও যথেষ্ট মোহ আছে। এরপর আমার বুঝতে বাকি থাকে নি যে, পরবর্তীকালে সে নাম ভাঁড়িয়ে এঁদের জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরি নিয়েছে। অতএব এর পক্ষে কোনও এক ফেরারী আসামী হওয়াও অসম্ভব নয়। সদ্য সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে তার মনোবল ভেঙ্গে তাকে ঘায়েল করার ইচ্ছা আপাতত মুলতুবি রেখে আমি তার একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে দিলাম। তার সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার নাম সুরেশচন্দ্র নিয়োগী। পিতার নাম ৺অমুক নিয়োগী। গ্রাম, পোঃ ও জিলা অমুক। বর্তমানে আমি কলিকাতার কাশীপুরের ছোট তরফের ডাঃ সুরজিৎ রায়ের অধীনে কর্মবহাল আছি। আজ্ঞে। আমি বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে যে বাড়িটাতে বাস করি সেটা আমার নিজের বাড়ি নয়। হাঁ। আবার ওই বাড়িটি আমার নিজেরও বাড়ি বলা চলে। প্রথমে আমি ঐ বাড়ির ভাড়াটে

ছিলাম। কিন্তু বিপত্নীক নিঃসন্তান মালিক মারা গেলে ওটা আমি দখল করে ভাড়া দিই। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স-আদি মৃত মালিকের নামে এযাবৎ দিয়ে আসছি। আজ্ঞে হাঁ। আমি সংসারী। তবে বিবাহিত না হয়েও আমি তাই-ই বটে। আমার এক বাল্যবন্ধু মৃত্যুশয্যায় আমাকে তার তরুণী স্ত্রীকে বিবাহ করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে তার স্ত্রীর হাত আমার হাতে তুলে দেয়। আমার ঐ বন্ধুর মৃত্যুর পর আমাকে আমার সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে হয়েছে। আজ্ঞে হাঁ। তাও ঠিক। আমি একজন হিসেবী লোকই বটে। বাড়ির উঠানে লাউ কুমড়া গাছ পুতে সেইগুলোকে চালের উপর তুলে দিয়েছি। এ'ছাড়া বাড়ির উঠানে কয়েক খাঁচা মুরগীও আছে। বাড়ির এঁটোকুটো জঞ্জালরূপে বাইরে না ফেলে সেইগুলোই ওদের খেতে দিই। তার পরিবর্তে তারা আমাদের কয়েকটা করে ডিম দেয়। কোনটি তা না দিলে সেটাকে দিয়ে উদর পূর্তি করি। আজ্ঞে। কি বলছেন আপনি? ঐ বড় তরফের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ আছে বৈকি? তিনি প্রায়ই বেনিয়াপুকুরের বস্তিতে কাজকর্মের তদারকে আসেন। আমার সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়ে যায়। বিবদমান মনিবদের কর্মচারী হলেও নিজেদের মধ্যে আমরা যথাসম্ভব সদ্ভাব রেখেছি। ওঁদের মত আমরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করবো কেন? ওঁদের বস্তির দেখাশুনা করে বড় ম্যানেজারের অধীন এই বস্তিগ্রামের দুজন সর্দার—হারু গোঁসাই ও রহমনিয়া খান। আজ্ঞে না। বড় তরফের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। পূর্বে এই এস্টেট যৌথভাবে ম্যানেজড্ হবার সময় আমি ওঁরই অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার ছিলাম। মনিবদের মধ্যে ঝগড়া বাধলে আমি ছোটবাবুর তরফে কর্মবহাল হই।"

ডাঃ সুরজিৎ রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ভদ্রলোককে থানায় পাঠানোর জন্য তাঁর উপর এই সময় খুব বেশি সন্দেহ হচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর এই ম্যানেজারের উপর আমাদের সন্দেহ বেড়ে গিয়েছে। এখন বুঝা গেল যে, এই উভয় ম্যানেজারের মধ্যে স্ব স্ব মনিবদের অগোচরে ভালোরূপে, যোগসাজস স্থাপিত হয়েছে। একে ভড়কে দিয়ে এর মনোবল ভেঙ্গে এর কাছ হ'তে আরও কথা বার করবার প্রয়োজন ছিল। এবার আমি পূর্ব-আবিষ্কৃত মোক্ষম অস্ত্রটি এর উপর প্রয়োগ করার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আপনি যে সারা জীবন পরস্মৈপদী হয়ে জীবন কাটিয়েছেন তা তো বুঝাই গেল', আমি ভদ্রলোকের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললাম, 'এ' ছাড়া আপনার স্বীকৃতি মতে আপনি একজন সচ্চরিত্রও বটে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, বড়তরফের ম্যানেজার যেটুকু বলেছেন তাও তো আপনি বললেন না। এখন আপনি বলুন

দেখি তো রামবাবু—আপনি আপনার পিতৃদত্ত 'রাম' নাম ত্যাগ করে স্থরেশ নামটি গ্রহণ করলেন কেন? এ সব আমি জানলেও আপনার নিজের মুখ হতে শুনতে চাই। অবশ্য এখানেই আপনার সবটুকু বিপদ শেষ হয় নি। এতক্ষণে বেনিয়াপুকুরে আপনার বাসগৃহে খানাতল্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। ওখানে আপনার মনিব ডাক্তার স্থরজিৎ রায়ের গুদাম থেকে চুরি করে আনা 'ভিরোল' বিষের একটা প্যাকেট পাওয়া গেলে তো আপনি গেলেন। ঐ গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারকে পরিত্যাগ করে আপনি নিজে বাঁচবার চেষ্টা করুন। আপনার ঐ ধুরন্ধর বন্ধু তো আপনাকে ভালো করেই ফাঁসিয়ে গেলেন। না—তাঁকে নয়—আপনাকে আমাদের রাজসাক্ষী করে নিতে হবে। আপনি যখন ওনার তুলনায় বহুগুণে 'কম দোষী' তখন আপনাকেই রাজসাক্ষী ক'রে নেবো। এখন আপনার যা অভিরুচি তা বুঝে স্থঝে আমাকে বলুন।'

আমার এই প্রশ্নে এই ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে ভেবেছিল যে, এই সব গুহ্য সংবাদ আমি বড়তরফের ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের মুখেই শুনেছি। এর কারণ, তার এই নাম ভাঁড়ানোর বিষয়টুকু একমাত্র ঐ বড় ম্যানেজার ভিন্ন অন্য কারুর জানা ছিল না। বস্তুত পক্ষে আমার এই ধাপ্পায় ভুলে দিশেহারা হয়ে ভদ্রলোক ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে সে তার মনের প্রতিরোধ শক্তি পরিপূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। এখানে সে পরের সংসার নিজের ঘাড়ে নিয়ে সংসার পেতে ব'সেছে—এক্ষুনি আবার এই সব স্থযোগ-স্থবিধা হেলায় হারিয়ে ফেলতে বোধহয় রাজি ছিল না। আমি এজন্য এই সময়টুকুর যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে মনস্থ করলাম। এরপর আরও কয়েকটি অনুরূপ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করা মাত্র ভদ্রলোক ভেঙে মুষড়ে পড়ে আমাদের নিকট একটি অতিরিক্ত বিবৃতি প্রদান করেছিল। এই অতিরিক্ত বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আজ্ঞে! আমি এখন আর কোনও কথাই আপনাদের নিকট গোপন করবো না। যৌবনে আমি এবং ঐ বড় ম্যানেজার বর্মাবাসী ছিলাম। রেঙ্গুন শহরে খুনসহ এক ডাকাতিতে আমরা উভয়ে একত্রে জড়িয়ে পড়ি। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে আমরা দু'জনেই জাহাজে জাল নাম নিয়ে ভারতে ফিরে আসি। এখনও পর্যন্ত আমি জাল নাম 'স্থরেশ'ই ব্যবহার করে আসছি। আমার যে বন্ধু তার স্ত্রীকে আমায় দিয়ে গেল তারও নাম ছিল স্থরেশ। এই জন্যে এতে আমার আরও স্থবিধে হয়। আমি কলকাতায় থাকলেও বড় ম্যানেজার এখানে ওখানে ঘুরে কাশীপুরের কর্তাদের মনোরঞ্জন করে চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি নিজের কর্মদক্ষতার গুণে বড়ো

ম্যানেজার হলে আমাকে ডেকে এনে তাঁর অধীনে সহযোগী কর্মীরূপে বহাল করে নেন। আমি বন্ধু-স্ত্রীর প্রভাবে পড়ে আমার পূর্বস্বভাব ত্যাগ করে স্বাভাবিক হয়ে উঠি। কিন্তু ঐ বড়ো-ম্যানেজার তাঁর পূর্ব স্বভাব বদলাতে পারলেন না। তিনি বদ্‌লোকদের একত্র করে জমিদারের ও নিজের জন্য জমি দখল করে অপরাধ তো করেই থাকেন। এখন ওঁদের কলকাতার বস্তিগুলোতে বহু চোর-বদমাসের আড্ডা গড়ে তুলেছেন। এই বিষয়ে রহমনিয়া খান ও হারু গোঁসাই হচ্ছে ওঁর দক্ষিণ হস্ত। সম্প্রতি দুটো বড়ো বড়ো চুরি এই মহানগরীতে ইনি করিয়ে দিলেন। এ'সব আমি অবশ্য হারু গোঁসাই-এর মুখে শুনলাম। এখন বাকি খবরগুলোও আপনাকে দিয়ে দিই। এই বেনিয়াপুকুর বস্তির কোনও একটা জায়গায় ওরা একটা ভালো মানুষকে একটা এঁদো ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে। আমি নিজের আফিমের কৌটা থেকে ওই হারু গুণ্ডাকে রোজ সন্ধ্যায় একটু আফিম খাওয়াই। এর পরিবর্তে প্রয়োজন মত আমারও সে ছোটখাটো ফাইফরমাস খাটে। সন্ধ্যাকালে মৌতাতের সময় সে মনের প্রাণের কথা আমাকে বলে ফেলে। আমাকে যখন বড়ো ম্যানেজার ফাঁসালেন তখন আমিও তাঁকে ফাঁসাবো। এককালে আমিও একজন মানী-গুণী ঘরের মানুষ ছিলাম মশাই। কাশীধামের মহাধনী অমুক বাবুর নাম শুনেছেন তো! কাশীতে তাঁদের দুটো ধর্মশালা ও বহু বাড়ি গাড়ি আছে। তিনি আমাদের একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় হন। তাঁর পিতা আমার পিতার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখেছেন। আমাদের অবস্থা পড়ে গেলেও ঈশ্বরের দয়ায় তিনি হয়ে উঠলেন মহাধনী। কিন্তু ওঁর স্বর্গত পিতার নির্দেশ আছে যে আমরা কেউ ওঁদের কারুর কাছে গেলে যেন উপকার পাই। কাশীধামে গেলে আমি ওঁদের বাড়িতেই উঠি। আরও একটি বিষয় আপনাকে আজ জানাবো! ঐ বড় ম্যানেজার একদিন হন্তদন্ত হয়ে আমার বাড়ি এসে পাঁচশত টাকা কবুল করে প্রস্তাব করেছিলেন যে, আমি যেন আমার মনিব ডাঃ সুরজিৎ রায়ের বাক্সো ও ড্রআর তল্লাস করে একটা পত্র উদ্ধার করে দিই। আমি ব্যাপার গোলমেলে বুঝে তাঁকে বলি যে আমি বদ্ হলেও বেইমান নই। একবার বেইমানি করলেও বারে বারে তা করতে পারবো না। সেই দিন যদি বুঝতাম যে এর মধ্যে এতো বিপদ তা'হলে এই কাজটিও আমি করতাম না। এই কিছুদিন আগে তিনি বললেন যে, একটা ওষুধ তৈরি করার জন্যে মাত্র এক শিশি ভিরোল দরকার। লাইসেন্সের অভাবে তাঁরা সেই একটি শিশিও জোগাড় করতে পারছেন না। আমি মনিবের ওখান থেকে এক প্যাকেট এনে তা থেকে একটা শিশি বার করে তাঁকে দিয়েছিলাম। আমি আমার মনিবের সব সময়েই মঙ্গল কামনা করে থাকি। এই তো কাশীধামে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ আমিই পাকাপাকি করে এলাম। ভগবানের

দয়ায় এই সম্বন্ধটা ফেঁসে যেতে যেতে আবার বোধ হয় ঠিক হয়ে যাবে। মাঝখান হতে উড়ে এসে জুড়ে বসা এক পাত্রকে সরাবার জন্যে আমাকে কি কম খোঁজখবর ও প্রমাণ জোগাড় করতে হয়েছে! তবে এই খবর জোগাড় করে কাশীধামে আমার ঐ আত্মীয়ের নিকট পাঠানোর ব্যাপারে ঐ গোঁফওয়ালা বড়ো ম্যানেজার আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমার প্রয়োজন ও তাঁর প্রয়োজন পৃথক হলেও আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল এক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে সুশীল বাবুর সঙ্গে ঐ পাত্রীর বিয়ে না হয় এবং আমার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ঐ পাত্রীর ডাঃ সুরজিতের সঙ্গে বিয়ে হয়। ওরা বলে ডাক্তার বাবুর বয়েস একটু বেশি হয়ে গিয়েছে। আরে! পুরুষ আবার কখনও বুড়ো হয় না কি! তবে এই পাত্রী নিয়ে কাড়াকাড়ির ব্যাপারের মধ্যে একটা রহস্য নিহিত আছে। এই রহস্য আপনাদের জানার প্রয়োজন নেই ব'লে তা আর আমি আপনাকে বললাম না। এখন দয়া করে আমাকে রাজসাক্ষী [অ্যাপ্রুভার] না করে নিলে আমি ধনে-প্রাণে মারা যাবো। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে ঐ ভিরোল বিষ দিয়ে ওরা নিশ্চয়ই কাউকে খুন করেছে। কিন্তু দোহাই ধর্মাবতার! আমি এই মহা অপরাধে একেবারে নির্দোষী।”

সাক্ষীদের বিবৃতি পর পর সাজিয়ে আমি ডাইরি লিখে ফেলছিলাম। এই সময় হৈ চৈ করতে করতে সদলবলে সহকারী কনকবাবু অফিস ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হস্তে তল্লাসপত্রের সঙ্গে একটা ভিরোলের প্যাকেটও ছিল। তিনি গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারের লেখা একটা চিরকুট পত্রও পকেট হতে বার করে দিলেন। ভিরোলের বাক্সোতে চারটে করে ভিরোলের শিশি থাকার কথা। কিন্তু সেখানে মাত্র তিনটি খোপে তিনটি ভিরোলের শিশি ছিল। আমি প্যাকেটের খালি খোপের দিকে একটু চেয়ে দেখে পত্রটি পড়তে শুরু করে দিলাম। এই পত্রটিতে নিম্নলিখিতরূপে কয়েকটি ছত্র ঐ বড় ম্যানেজারের হস্তাক্ষরে ও জবানীতে লেখা ছিল।

“আজই সকালের মধ্যে ভিরোলের অন্তত একটা শিশি দরকার। হারু গোঁসাই-এর হাত দিয়ে তাজমহল হোটেলে আমার কক্ষে পাঠিয়ে দেবে। এদিকে তোমার একটা সুসংবাদও আছে। উনি দামী কাপড়-চোপড়—প্রয়োজনীয় অর্থাদি বকশিস্ দেবেন বলেছেন। আমি পরশু সন্ধ্যায় তোমার বাসায় গিয়ে একবার দেখা করবো।”

অবাক হয়ে আমি ভাবছিলাম—এই ছোট ম্যানেজারের জীবনের বিষয়। যারা কোন এক অ্যাব্‌নরম্যাল পেশা বা প্রফেশন নেয়, তারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে অ্যাব্‌নরম্যালিটিকেই আঁকড়ে ধরে চলে। তাই এই ভদ্রলোকের শয়নে বসনে পত্নীসংগ্রহে ভাষায় ও ব্যবহারে কেবল মানসিক অসুস্থতাই দেখতে পাওয়া যায়। একে ভুলিয়ে তাঁকে রাখতে পারলে এ এই মামলায় প্রধান সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ

করতে পারবে। এই ধরনের মামলাতে প্রত্যেকটি বদ্ লোককে আসামী করলে সাক্ষীর অভাবে মামলা টেকানো দায় হয়ে উঠে। তাই এদের কয়েকজনকে সাক্ষী করা ছাড়া উপায়ই বা কি? এই ছোট ম্যানেজারকে ইশারায় আশ্বস্ত করে আমি সহকারীদের দিকে চাইলাম।

'আপনার কথাই ঠিক হলো স্যার'—প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি টেবিলে সাজিয়ে রেখে সহকারী কনকবাবু বললেন, 'ওর বাড়ি হতে এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো পেলেও ছোট ম্যানেজারকে আমরা সেখানে পাই নি। সত্যিই যদি সে ফেরার হয় তো তাকে আর কখন পাওয়া যাবে না। এখন মনে হচ্ছে—সুবোধবাবুও বোধ হয় বড়ো ম্যানেজারকে [গোঁফওয়ালা] না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসবেন। ওদের বাড়ি তল্লাস করা বোধ হয় আমাদের উচিত হলো না।'

'এই যে তোমার সেই ছোট ম্যানেজার দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তবে বড়ো ম্যানেজারকে আর পাবে বলে মনে হয় না', আমি চিন্তিত ভাবে সহকারী কনকবাবুকে উত্তর করলাম, 'ভাগ্যগুণে এঁকে আমরা এখানেই পেয়ে গেছি বটে। কিন্তু গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারকে পাকড়াও করতে পারবো বলে মনে হয় না।' এখন দেখ, সহকারী সুবোধবাবু তো এখনও সেখানে খানাতল্লাস করছেন। উনি থানায় ফিরে এলেই সকল সমাচার অবগত হওয়া যাবে। এদিকে আর একটা ভয়ঙ্কর মহাদায়িত্ব আমাদের উপরে বর্তে গেল। আমাদের এই অদ্ভুত মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা সম্ভবত আমাদের বেচারামের পিতা। এখুনি তাঁকে দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পারলে পলাতক বড় ম্যানেজারের আদেশে তিনি নিহত হবেন। আমাদের সকল কাজ-কর্ম ফেলে সকলে মিলে দিন রাত খেটে এই মামলার ঐ অপহৃত প্রাথমিক সংবাদদাতাকে উদ্ধার করতে হবে। এই ভদ্রলোকের বর্তমান অবস্থানের কিছুটা সংবাদ আমাদের এই অন্যতম আসামী ছোট-ম্যানেজারের কাছ হতে জানা গিয়েছে। এই অপহৃত ব্যক্তিটির জীবন রক্ষার জন্যে আমি এতো দিন এই ম্যানেজারদ্বয় এবং তাঁদের মনিবানী ঐ মহিলাদ্বয়কে গ্রেপ্তার করতে পারি নি। এতো কথা তোমাদের ও বড় সাহেবকে প্রাণ খুলে বলতে পারলাম কৈ।'

'না স্যার। গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারকে পাওয়া গেল না'—আমার অপর সহকারী সুবোধবাবু অবসন্ন দেহে আমার কক্ষে ঢুকে বললেন, 'তবে তাঁর হোটেলের কক্ষটি আমি তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাস করেছি। তাঁর সারা কক্ষটির মধ্যে একটি মাত্র ছোট চিরকুট ছাড়া প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন আর কোনও প্রামাণ্য দ্রব্য পাই নি। এদিকে মালিককে না পাওয়ায় তাঁর ঘরের তালা ভেঙে সেখানে ঢুকায় আমাদের আর এক বিপদ হয়েছিল। ঐ ঘরের দ্রব্যাদি খোলা ঘরে তো রেখে

আসতে পারি না। তাই সেখানকার প্রতিটি দ্রব্যের একটা তালিকা বা ইনভেন্টরি সাক্ষীদের সম্মুখে তৈরি করে ওগুলো ঐ হোটেলের ম্যানেজার ছুটিরামবাবুর হেপাজতে রেখে এসেছি। এই জন্যই না আমাদের থানায় ফিরতে এতো দেরি হয়ে গিয়েছে। এই চিরকুট পত্রটিতে তো লেখা রয়েছে যে—'আপনার ইচ্ছানুযায়ী এক শিশি ভিরোল পাঠালাম—ইতি সুরেশ।' এখন ওখানে তদন্ত করে জেনেছি যে এই ছোট ম্যানেজারের নাম সুরেশ। এখন এই চিঠি-চাপাটির সাহায্যে এই ছোট ও বড় ম্যানেজারকে জড়িয়ে ভালো একটা ষড়যন্ত্রের মামলা খাড়া করা যেতে পারবে।'

এতক্ষণ আফিস ঘরে বসে আমাদের ঐ ছোট ম্যানেজার মহাশয় শঙ্কিত চিত্তে আমার দুইজন সহকারীর প্রতিবেদন শুনে নিল। আমি আমার স্বস্থানে বসে তার উদ্বেগপূর্ণ হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করতে পারছিলাম। এমন সময় আমাদের মহা-আকাঙ্ক্ষিত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ঠিক এই সময়েই আমি ভাবছিলাম যে, ওঁর দর্শন পেলে আগেভাগে ওঁর একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিতে পারলে সুবিধে হতো। আমি তাঁর ভিজিটিং কার্ডটি গ্রহণ করে সসম্মানে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে আসন পরিগ্রহ করতে অনুরোধ করলাম।

'আজ্ঞে! বোধ হয় আমার নাম আপনারা শুনে থাকবেন। আমি হচ্ছি কাশীপুরের বড়তরফের রায় বাহাদুর অমুক রায়, ও-বি-ও', এই কোটপ্যান্টুলেন পরা সুবেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভদ্রলোকটি আসন পরিগ্রহ করে আমাকে বললেন, 'আজ এইমাত্র আমি চার্টার্ড প্লেনে দিল্লী থেকে ফিরেছি। বাড়িতে এসেই আমাদের ম্যানেজারকে তাজমহল হোটেল থেকে ডাকবার জন্য সরকারবাবুকে হুকুম দিই। কিন্তু শুনতে পেলাম যে এই থানা থেকে পুলিস এসে তাঁর ঘর সার্চ করে একটু আগে চলে গিয়েছেন। আমাদের ম্যানেজারবাবু সকাল থেকে তাঁর ঘরে গর-হাজির—তা'হলে কি ছোট তরফের সুরজিতের কোনও অভিযোগে তাঁকে আপনারা গ্রেপ্তার করলেন? ওঃ! ঐ যে আমাদের ছোটম্যানেজারও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তা হ'লে এই শয়তানটা ওর বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে!'

নিজের পুত্রকন্যার, পোষ্যবর্গের ও কর্মচারীদের দোষ সম্বন্ধে মানী-গুণী মানুষরা স্বভাবত অন্ধ থাকেন। নিজেদের স্ত্রীর দোষ অবশ্য কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। এইসব গুপ্ত কথা এখন মুলতুবি রাখাই ভালো। তবে এই সব কুৎসিত কাণ্ডকারখানায় অন্তত এঁর যে কোনও সংস্রব নেই তাতে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। ভদ্র মানুষ পুত্রকন্যাদের কুসঙ্গ থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু নিজেদের আলোকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরও যে সম্ভাব্য কুসঙ্গ থেকে রক্ষা করা দরকার

আছে। এইসব অপকর্ম স্বামীর অগোচরে যে এঁর স্ত্রীরই হুকুমে সঙ্ঘটিত হয়েছে তা এখন এঁকে কে বিশ্বাস করাবে? .

'আজ্ঞে! আমাদের এই বর্ষীয়ান ম্যানেজারকে আপনারা মিথ্যে মিথ্যে হয়রান করছেন। কাশীপুর রাজএস্টেটের ইনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি', আমাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে তিনি পুনরায় বলে চললেন, 'এই লোকটি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে সতের টাকা মাসিক বেতনে আমদের এস্টেটে বহাল হন। এর পর কর্মোদ্যোগ দেখিয়ে শনৈঃশনৈঃ বড়ো ম্যানেজারের পদ পেলেন। আমাদের সাবেকী বিস্তীর্ণ জমিদারী থাকলে ওঁকেই দেওয়ান করা হতো। এমন একজন কর্মদক্ষ মানুষ কি পুলিস-গ্রাহ্য অন্যায় করতে পারেন? আমাদের দেশের প্রাসাদে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এলে উনিই তাঁদের তদারক করতেন। ওঁর গুণে ও বুদ্ধিমত্তায় জিলার বহু সাহেব-সুবো ও বড়ো অফিসাররা মুগ্ধ হতেন।'

এই অভিজাতবংশীয় ভদ্রলোকটির জন্য আমাদের দুঃখই হচ্ছিল। উনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, আর দুদিন বাদে তাঁর পারিবারিক সম্মান ও মান ইজ্জতের মূল হ'তে টান পড়বে। আমি অতি কষ্টে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্থানত্যাগ করতে সম্মত করালাম। এই ব্যক্তিটির সহিত সংলাপে মূল্যবান সময় আমরা নষ্ট করতে চাই নি। এই সময়কার প্রতিটি মুহূর্তই যথেষ্ট মূল্যবান ছিল।

এই জমিদারকে বিদায় দিয়ে আমি ভাবছিলাম যে ছোট তরফের ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করবো কি না। একে একবার গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দিলে সাক্ষী হিসাবে এর মূল্য কমে যাবার কথা। মামলায় সাফল্যের জন্য আমাদের একে রাজসাক্ষী করে নিতে হবে। এদিকে বড়ো ম্যানেজার মুক্ত থাকা কালীন একে ছেড়ে দিলে এই ছোট তার ঐ বড়োর খপ্পরে পড়ে তার সঙ্গে আবার মিশে যেতে পারে। কিন্তু এই আসামীর সাহায্য ব্যতিরেকে অপহৃত ব্যক্তিকে [খগেন সরকার] উদ্ধার করা যাবে না। এই সব ভেবে একে আপাতত গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখা আমরা উচিত মনে করলাম।

এই সময় হঠাৎ আমার বেচারামের বিষয় মনে পড়ে গেল। আমি ভাবছিলাম তাকে এইবার ডেকে পাঠালে হয়। এমন সময় মুখ তুলে দেখি—বেচারাম সসঙ্কোচ পদক্ষেপে গুটি গুটি করে এই দিকেই আসচে। তার ছোট্ট মুখটা কাঁচুমাচু করে সে নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ভাষা-ভাষা চোখ দুটো তুলে সে নীরব ভাষাতে বোধ হয় তার বিগত কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তার পিতার সংবাদ আমাদের কাছ হতে জানতে চায়।

'খুব ভালো সময়ে তুমি এসে গেছো বেচারাম', আমি খুশি হয়ে বেচারামকে

বললাম, 'তোমার পিতাকে খুঁজে বার করতে হ'লে তোমার সাহায্য অপরিহার্য। ইনি এই বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করবেন। এখন এঁকে তুমি এ'জন্যে একটু ধরে করে পড়ো।'

অতি বড় চিকিৎসকরাও বোধ হয় কোনও দিন নিজেদের চিকিৎসা নিজেরা করতে পারেন নি। সামান্য অসুস্থ হলেও তাঁরা রোগ মুক্তির কারণে অসহায়ের মত পরের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠেন। তাই বেচারামেরও আজ রহস্য সিরিজের ডিটেক্‌টিভ হওয়ার শখ মিটে গিয়েছে। সে একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে ধুতিপরা ছোট ম্যানেজারের পাশে দাঁড়িয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কেঁদে উঠলো। এই সময় ছোট ম্যানেজারকে দেখে মনে হলো যে পাথরও তা'হলে মধ্যে মধ্যে ঘেমে ভিজে উঠে। ভদ্রলোক আদর করে বেচারামের পিঠে হাত বুলিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো। তার এই ভাবের অভিব্যক্তি আমার সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

'এই বালকের পিতাকে তা'হলে ওরা ওখানে আটকে রেখেছে?' আমাদের আসামী ঐ ছোট ম্যানেজার হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠে বলে উঠলো, 'আজ্ঞে। সেই বন্দীকৃত মানুষটাকে একবার আমিও দেখেছি। ঐ সময় তাকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে ধরাধরি করে ওরা বস্তির মধ্যে যাচ্ছিল। এই ছেলের কচি মুখের একটা পাকা ছাঁচ তার মুখে আমি দেখেছি। সেই বন্দীকৃত লোকটা এই বালকের পিতা হতে পারে। ওখানে রহমনিয়া ও হারু গোঁসাই পালা করে পাহারা দেয়। ওরা আমাকে ওদের বন্ধু মনে করে। আমার জামিনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়ে রহমনিয়া ও হারু গোঁসাই-এর কাছে এর মারফৎ একটা পত্র আমি পাঠাতে পারি। এই বেচারাম শুধু লুঙ্গি ও লাল ছেঁড়া গেঞ্জি পরে লক্‌-আপে খাবার দেওয়ার কনট্রাক্টরের নোকর সেজে ওদের কাছে গিয়ে শুধু বলবে যে— পুরস্কারের লোভে গোপনে সে তাদের এই পত্রটি দিতে এসেছে। ওরা ধরা পড়লে এই হাজত ঘরের কয়েদীদের খাবারের কনট্রাক্টরের চাকরদের মারফৎ তাদের উকিলবাবুদের কাছে খবর পাঠিয়ে থাকে। একটু গুছিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে তারা একে একটুও সন্দেহ করবে না। তবে সাবধানে একে বস্তির মধ্য দিয়ে এগুতে হবে। হঠাৎ বড় ম্যানেজারের সামনে পড়ে গেলে তাঁর নির্দেশে ওইখানেই ওকে তারা মেরে ওইখানেই পুঁতে ফেলবে। এ সব দেখেশুনেও ওখানকার কেউ ভয়ে এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য মুখ খুলবে না।'

এই ছোট-ম্যানেজারের এই বক্তৃতা থামলে বেচারাম দেহটাকে শক্ত করে চোখ রাঙা করে আমার দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে, সে এই কাজে এখুনি প্রস্তুত।

একটা পত্র ছোট ম্যানেজারকে দিয়ে লিখিয়ে সে ত্বরিত গতিতে থানা থেকে বার হয়ে গেল। একবার মনে হলো যে এই দুঃসাহসিক কাজ হতে বেচারামকে নিবৃত্ত করে আমরা নিজেরাই বহু লোক জন নিয়ে সেই বস্তির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু তাতে সেই স্থানটি খুঁজে বার করবার পূর্বেই সেখানে মারাত্মক একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।

আমরা কম্পিত কলেবরে বেচারামের প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় কতক্ষণ বসে রয়েছি। থানার বাইরে রাস্তার উপর সশস্ত্র সিপাই বোঝাই দু'খানি ট্রাক অভিযানের জন্য অপেক্ষা করছে। ঘড়ির কাঁটায় ফুটে ওঠা প্রতিটি মিনিট মনে হয় অতীব মূল্যবান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে কিন্তু বেচারামের দেখা নেই। আমাদের অনুতাপ হচ্ছিল এই ভেবে যে—বেচারামকে বোধ হয় আমরা এই কাজে ব্যবহার করে বিপদে ফেললাম। তাকে তার পিতার বিপদের বিষয় না বললে সে এই দুরূহ কাজে এমনিভাবে আত্মোৎসর্গ করতে রাজি হতো না। পরে হয়তো প্রকাশ পাবে যে, ঐ বন্দীকৃত ব্যক্তিটি আদপে বেচারামের পিতা নয়। আমাদের কারুরই উপরে উঠে স্নানাহারে বিলম্ব ঘটাতে ইচ্ছা করছিল না। আমরা নিকটের একটা হোটেল থেকে প্রচুর রুটি ও সব্জি আনিয়ে উদর পূর্তি করছিলাম। এমন সময় একজন উকিল সঙ্গে করে বেচারাম থানায় এসে সাবধানে আমাকে চোখের একটা ইশারা করলো। আমি অনুমানে বুঝলাম যে সে দস্যুদলের কারাগারটির অবস্থানের সন্ধান পেয়েছে।

'আরে মশাই। আমি হচ্ছি একজন উকিল', ছেঁড়া কালো কোট পরা ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার এক ক্লায়েন্ট কাশীপুরের ছোট ম্যানেজার। তাঁকে আপনারা ভুল করে গ্রেপ্তার করেছেন। আমি তাঁর জামিনদার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। যদি বলেন তো তাকে ডেকে নিয়ে আসি। ওদের কাছে বাড়ি ভাড়ার রসিদ আছে। তাহলে স্যার এখন আমি ওদের এখানে ডেকে আনি।'

এই কথা কয়টি ব'লে উকিলবাবু পিছন ফিরে দেখলেন যে তাঁর নিয়োগকারী দুই ব্যক্তি ইতিমধ্যেই সরে পড়েছে। আমি অনুমানে বুঝলাম যে এই রেণ্ট্ রিসিপ্টের অধিকারীরা খোদ হারু গোঁসাই এবং রহমনিয়া খানই হবে। সিপাহীশাস্ত্রী বোঝাই ট্রাক দুখানি থানায় দেখে সন্দেহ হওয়ায় তারা রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণে বাসে করে সরে না পড়লেও এইবার তারা সরে পড়বে। কিন্তু রাস্তার চলমান মনুষ্যের ভিড়ের মধ্যে এই আগন্তুকদ্বয়কে চিনে বার করা যায় কি করে। এই সময় রাস্তার দিকের গবাক্ষ পথে আমি লক্ষ্য করলাম যে বেচারামও

কখন সরে পড়ে রাস্তার ওপারে দুইটি বিকট আকার লোকের পাছনে দাঁড়িয়ে থানার দিকে চেয়ে রয়েছে।

আমি আগন্তুক উকিলবাবুকে সমাদরে সেখানে বসিয়ে ত্বরিত গতিতে কয়েকজন ধুতি কোর্তা পরা সিপাইকে চুপি চুপি বললাম—'এক এক করকে তুম লোক বেচারামকো সামনে ওয়ালা দো আদমীকে ঘির লেও। যাও, পয়লা যাও মতিহারী, উসকো বাদ যাও রামহরি, সবকই এক সাথে যাবে তো উলোক সুবা করবে। আউর তুরন্ত উ লোক ভাগ ভি যাবে।' সিপাহীগুলিকে প্রয়োজনীয় উপদেশ সহ বাইরে পাঠিয়ে আমি অফিসে এসে দেখলাম যে ঐ বেয়াড়া চেহারার লোক দুটো একটি চলমান টাক্সি থামিয়ে তাতে উঠে পড়ছে। কিন্তু তার আগে সুশিক্ষিত সিপাহীরা তাদের পাকড়াও করে কাপড়ের খুঁট দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললে। এই দুই দস্যু-সর্দার 'ধৃতিকৃত' অবস্থায় থানায় আসা মাত্র তাদের মাসিক মাহিনায় বাঁধা এই উকিলবাবু হাঁ হাঁ করে বলে উঠলেন—'আরে! এ আপনারা কি করেন মশাই? ওরা খানদানী ঘরদোর-ওয়ালা ক্লায়েণ্ট। ওদের চরিত্র সম্বন্ধে আমি সারটিফাই করে দিতে পারবো।' এই উকিলবাবু তাঁর ক্লায়েণ্টদের স্বপক্ষে যাই বলুন না কেন আমরা ঠিক করে ফেলেছিলাম যে এই উকিলবাবুটিকেও এই থানা ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে দেওয়া হবে না। এদিকে আমরা এই ধৃতিকৃত ব্যক্তিদ্বয়ের হেপাজতে পাওয়া 'বাড়ি ভাড়ার রসিদ' পরীক্ষা করে বুঝলাম যে আমাদের আসামীদ্বয় দস্যু-সর্দার হারু গোঁসাই ও রহমনিয়া খান—এই দিন অতর্কিতে ধরা পড়ে গেল। এর পর আমরা এই আসামীদের হাজতে পুরে উকিলবাবুকে থানায় নজরবন্দী রেখে বিচককে নিয়ে সান্ত্রী বোঝাই পুলিশ ট্রাকে উঠে সেই নামকরা বিস্তীর্ণ বস্তি গ্রামটির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

এই হারু গোঁসাই ও রহমনিয়া খানের অবর্তমানে ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজার বাবুটি যে একান্তরূপে অসহায় তা আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে নি। আমরা বুঝেছিলাম যে, এই প্রৌঢ় গোঁফওয়ালা বাবুর বুদ্ধি ব্যতিরেকে এই দুইজনও এখন তাঁরই মতন অসহায়। তাই ওদের বস্তিতে পৌঁছিয়ে আমরা কোনও বাধার সম্মুখীন না হওয়া সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু পুলিসদের পক্ষে ওভারকনফিডেণ্ট হওয়া যে কত বড়ো নির্বুদ্ধিতা তা আরো পরে বুঝেছিলাম। এদিকে এই যান্ত্রিক যুগে কালীঘাট-শ্যামবাজার এখন এপাড়া-ওপাড়ার সামিল হয়ে উঠেছে। আমরা ঐ বেনিয়াপুকুরের গুণ্ডা-বদমাস অধ্যুষিত বস্তিটা হতে বেশ একটু দূরে আমাদের পুলিসের ট্রাকগুলি থামিয়ে দিলাম।

'তোমাকে এইবার একটা কাজ করতে হবে বেচারাম! এই যে-উর্দি

রঙরুট সিপাই নিয়ে ঐ বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়ো', আমি বেচারামকে একজন বে-উর্দি সিপাইয়ের সঙ্গে গাড়ি হতে নামিয়ে দিয়ে বললাম, 'বেচারাম! তুমি এই বে-উর্দি সিপাইকে কৌশলে দূর হতে সেই ঘরটি দেখিয়ে দেবে। তারপর তুমি নিজে ছুতায়-নাতায় সেখানে অপেক্ষা করবে। এই বে-উর্দি সিপাই ফিরে এলে আমরা দুই দিক থেকে সাঁড়াশি অভিযান করে বস্তির সেই কুঠরীটা ঘিরে ফেলবো।'

বহুক্ষণ হোলো এই বে-উর্দি সিপাহীটাকে সঙ্গে করে বেচারাম দূরের ঐ বস্তির গহন-অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এদিকে প্রায় এক ঘণ্টার ওপর অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা বুকের ধুকধুকানির সঙ্গে তাল রেখে প্রতি ক্ষণ ও পল গুনে চলছি। বেচারাম জনসাধারণের একজন। তার জন্যে আমাদের কোনও (অফিসিয়াল) দায়িত্ব ছিল না। এতে নৈতিক দায়িত্ব থাকলেও তার জন্য ওপরওয়ালাদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কিন্তু আমাদের হঠকারিতায় কোনও সরকারী লোকের বিপদ ঘটলে আমাদের চাকুরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে। বলা বাহুল্য, পদ নির্বিশেষে প্রত্যেক সিপাহীশান্ত্রী ও অফিসার এজন্য খুব বেশিরূপে চিন্তিত হয়ে উঠছিল। আমি ট্রাক হতে নেমে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম।

'তাহলে এখন কি করা যায়, ভাই', আমি পায়চারি করতে করতে উদ্বেগপূর্ণস্বরে সহকারীদের উদ্দেশ করে বললাম, 'আরও খানিকক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবে—না ওদের খোঁজে এক্ষুণি ঐ বিস্তীর্ণ বস্তিগ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়বে? এই দিগন্তবিস্তৃত বস্তির মধ্যে খেই-হারা হয়ে আমরা সহজে কি ওদের খুঁজে বার করতে পারবো?'

আমার এই মন্তব্য আমি শেষ করেছি মাত্র। এমন সময় এক হৈ চৈ শব্দ শুনে আমরা একটু এগিয়ে গেলাম। এর একটু পরেই দেখা গেল যে, আমাদের সেই বে-উর্দি সিপাহী ক্ষতবিক্ষত দেহে ও ছিন্ন-ভিন্ন বস্ত্রে প্রাণভয়ে এই দিকে দৌড়িয়ে আসছে। তার পিছন পিছন বহু বস্তিবাসী তাকে প্রহার করতে করতে তাড়া করেছে। আমাদের এখানে দেখে লাঠি-সোঁটা ও ইট-পাটকেল ফেলে এই উন্মত্ত জনতা আবার পরিত্রাহি ছুটে ঐ বস্তির দিকে দৌড়িয়ে পালালো। বেচারামকে এই সিপাহীর সঙ্গে না দেখে আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে, এই হতভাগ্য সিপাহী ওদের বন্দীশালাটা দেখে আসতে পারলেও বেরুবার সময় বিচকের সাহায্য ব্যাতিরেকে আত্মগোপন করে উঠতে পারে নি।

এই আহত সিপাহীটিকে ফার্স্ট এড্ দিয়ে চিকিৎসা করা বা শুশ্রূষা করা আর হয়ে উঠলো না। এর কারণ—একমাত্র সেই আমাদের অকুস্থলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই বিষয়ে এই আহত সিপাহীটিরও উৎসাহ কম ছিল না। আমরা

তখুনি হুড়মুড় করে লরি থেকে নেমে সেই সাংঘাতিক বস্তিটি উদ্দেশ করে দৌড়তে শুরু করলাম। যুদ্ধরত সৈনিকের ন্যায় ঐ আহত সিপাহীটিই আমাদের আগে আগে ছুটে পথ দেখাচ্ছিল। আঁকা-বাঁকা গলির পথে বস্তির এ-বাড়ি ও-বাড়ির পাশ ঘেঁসে আবর্জনা স্তূপ, কর্দমাক্ত নালা ও উপনালা এড়িয়ে আমরা একটা ঝুঁকেপড়া বস্তি বাড়ির সামনে এসে দেখলাম যে—কয় ব্যক্তি প্রাণপণে একটি কক্ষের দরজা বাইরে থেকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে। এই জরাজীর্ণ দরজাটি তারা ভেঙেও প্রায় ফেলেছিল। তবুও ভিতর থেকে কেউ না কেউ এই দরজাটা ঠেলে ধরে প্রাণপণে প্রতিরোধ করে চলেছে। আমাদের সবুট পদশব্দ ও হৈ-হল্লা শুনে ঐ ঘরের ভিতর থেকে কে একজন চীৎকার করে বলে উঠলো—'স্যার! ঐ লোক দুটোকে ধরে ফেলুন। ওদের একটাকেও আপনারা ছাড়বেন না।' এই মনুষ্য কণ্ঠটি অনুধাবান করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে—ঘরের ভিতরে এই প্রতিরোধকারী সৈনিকটি আমাদের বিৎকে ওরফে বেচারাম ছাড়া অপর আর কেউই নয়।

আমরা এই গুণ্ডা দুটোকে পাকড়াও করে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলবার পূর্বেই ঘর্মাক্ত কলেবরে বেচারাম সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। মুখে চোখে তার এক অভূতপূর্ব তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমরা ঐ ঘরের মধ্যে ঢুকবার উপক্রম করলে সেখানে আর এক অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই চারিদিক হতে সেখানে বেপরোয়া ভাবে ইষ্টক বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। এখনও আমার মনে পড়ে—অফিসারদের দেহ অক্ষত রাখার জন্য উপস্থিত সাধারণ সিপাহী-শান্ত্রীর সে কি ব্যাকুলতা ও আকুলতা। নিজেরা আহত হয়েও তারা খোলার নিচু ছাউনির তলায় আমাদের জোর করে ঠেলে দিয়ে আমাদের মাথা বাঁচাচ্ছিল। এর পর আমরা নাচার হয়ে কয় রাউণ্ড ফাঁকা বন্দুকের গুলি ছোঁড়া মাত্র নিমেষে এই ইষ্টক বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি, এই বিরাট বস্তির এই বিশেষ অংশটির আশে-পাশে কোথাও জনপ্রাণী আর দেখা যায় না। যে দিকে ছুটে যাওয়া যায় বা যে বাড়িতেই ঢুকা যায়, সেইখানেই দেখা যায় একেবারে সর্বত্রই ফাঁকা। এই সময় কিন্তু আমার সকল ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে ঐ ধৃতিকৃত গুণ্ডা দুজনার উপরই এসে পড়লো। আমি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে এইখানে একটি নীতি ও রীতি বিগর্হিত অন্যায় কাজ করে বসেছিলাম।

'উল্লুক বদমায়েস কাঁহাকো। তোমলোককো এৎনা জুলুম,' দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণপণে তাকে কিল ঘুসি চড় ও লাথি মারতে মারতে আমি বললাম, 'তুমলোক ক্যা সোচা? তুমসে হাম কোহী কমতি গুণ্ডা হ্যায়?'

এই ভাবে আমার ক্রোধের উপশম ঘটলে আমি অবশ্য বিশেষ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠেছিলাম। সিপাহী জমাদারদের সামনে এইরূপ বে-আইনী দৃষ্টান্ত স্থাপন আমার সহকারীরাও পছন্দ করে নি। কিন্তু ওদিকে এই আসামীরা এই অঘটন সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার বললেই চলে। এইরূপ এক শাস্তি তারা তাদের পাওনারূপেই মেনে নিয়েছে। তারা আত্মরক্ষার জন্য সামান্য মাত্র চেষ্টা না করে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করছিল। এরা ছিল মধ্যযুগীয় মারসিনারি বা [পরদেশী] ভাড়াটে সৈন্যের মতো। ধরা পড়ার পূর্ব ক্ষণ পর্যন্ত তারা আপন কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে করেছে। কিন্তু ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ববিহীন হয়ে এখন এরা একান্তরূপে নিরপেক্ষ। এদের কোনও আঘাত না লাগলেও আমার ডান হাতটি ব্যথায় টনটনিয়ে উঠছিল। এই সময় আমার নজর পড়লো যে আমার হাতের হাত-ঘড়িটা এই ডামাডোলে কখন খুলে পড়ে গিয়েছে। আমার পায়ের নিচে ঘড়িটা পাওয়া গেলেও এই ঘড়ির কাঁচ ও রিমটা সেখানে দেখা গেল না। হঠাৎ অবাক হয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে—এই আসামীদেরই একজন খুঁজে পেতে ঐ দুটো সামগ্রী কুড়িয়ে সশ্রদ্ধ সম্মানের সঙ্গে আমার হাতে তুলে দিলে। এদের সেই উদারতার কারণ সেই দিন আমার পুলিসী মনে বুঝতে না পারলেও আজ আমার বিজ্ঞানী মনে তা ভালো করেই বুঝতে পারি। এই পুরানো পাপী মাত্রেরই কষ্টবোধ থাকে কম। উপরন্তু তাদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা বর্তিয়ে থাকে। এই জন্যে, তাদের যেমন মান-অপমানের বালাই নেই, তেমনি দৈহিক কষ্টও এরা অনুভব করে না। এই কারণে মারধর খেয়েও এরা আমার প্রতি অনুগত হতে পেরেছে। এটা ছিল তাদের আদিম মনুষ্য সুলভ মনোবৃত্তির একটি অভিব্যক্তি মাত্র। এ জন্যে তাদের এই ব্যবহারে সহকারীরা অবাক হলেও আমি অবাক হই নি।

'স্যার! ওদের সায়েস্তা আপনি পরে করলেও পারবেন', বেচারাম ব্যস্ত হয়ে আমাকে অনুযোগ করে বললো, 'সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত এক ব্যক্তি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এক্ষুণি ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে ওঁকে বাঁচানো শক্ত হবে।'

এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে পড়ে আমরা সকলেই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। এইবার তাড়াতাড়ি ঐ ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখি যে একটা ভাঙা তক্তপোষের ওপর একটা ছেঁড়া চটে মরণাপন্ন অবস্থায় এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। তার মাথায় একটা ময়লা নেকড়ার মামুলি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকলেও তলায় একটা বালিশও দেওয়া নেই। আমি প্রথম দৃষ্টিতেই এই ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছিলাম।

'আরে! একি! আপনাকে ওরা এখানে এনে আটকে রেখেছে?' আমি

তাড়াতাড়ি তাঁর মাথার শিয়রে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাকে সেই একদিন থানায় দেখলাম। তারপর প্রমীলা দেবীর বাড়িতে দেখলাম। এরপর এই তদন্ত সম্পর্কে আপনাকে কতো খুঁজলাম। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও আমরা আপনাকে পাই নি। যাক, আর ভয় নেই—আমরা ঠিক সময়েই এসে গিয়েছি।'

'স্যার! ঠিক সময়ে আপনারা আসেন নি, বরং বড্ড দেরি করে এলেন', ভদ্রলোক কাতরাতে কাতরাতে আমাকে বললেন, 'আমার জীবন তো শেষ হয়ে এলো। এখন প্রতিটি কথা আমি স্বীকার করবো। আপনি সেই মামলার আসামীকে এখনও খুঁজে পান নি। এখন সেই আসামী যে কে তা মৃত্যুর পূর্বে আপনাদের বলে যেতে চাই। আমি শীঘ্রই বোধ হয় বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে যাবো। এখুনি কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে বসুন এখানে।'

আমি বেচারামকে বার করে দেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত সকলকেই এই ঘর হতে বেরিয়ে যেতে বললাম। এই মুমূর্ষু ব্যক্তির বেচারামের পিতা হওয়া অসম্ভব ছিল না। এঁকে এমন সব কথা বলতে হতে পারে যা কোনও সন্তানের পক্ষে শুনা উচিত হবে না। এর কারণ, ইনি গত হলেও তাঁর সন্তান বেঁচে থাকবে।

'কিন্তু এঁকে এখুনি কি অ্যাম্বুলেন্স ডাকিয়ে হাঁসপাতালে পাঠানো উচিত হবে না?' আমার উদ্দেশ্য বুঝে জনৈক সহকারী আমাকে বললেন, 'এ ছাড়া একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে এনে এঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দীও লিপিবদ্ধ করানো দরকার।'

এই সহকারীর উপদেশের মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। আমি তাঁকে এই দুইটি কার্যেরই আশু ব্যবস্থা করতে বলে চৌকির এক কোণে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লাম। এরপর সত্বর কাগজপত্র বার করে এঁর একটি পুলিসী জবানবন্দী লিখতে শুরু করে দিলাম। এই মুমূর্ষু রোগীর দীর্ঘ বিবৃতির মাত্র প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমার প্রথম জীবন হতেই আমি আমার কাহিনী শুরু করছি। আমি ঐ প্রমীলা দেবীরই স্বগ্রামবাসী। এক সময় আমি তাঁকে বিবাহ করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমরা প্রায় সমবয়সী ব'লে আমার পিতা এই বিবাহে সম্মতি দেন নি। উপরন্তু তিনি অন্যত্র আমার বিবাহ দিলেন। আমাদের সময়ে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার চিন্তাও আমরা করতে পারতাম না। অগত্যা আমাকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র বিবাহ করে বাড়ি ফিরতে হলো। কিন্তু মনের প্রথম কাটা দাগ যে সহজে উঠে না—এই নির্মম সত্যটি আমি বহু পরে বুঝেছি। যাই হোক, প্রথম বিবাহে আমি সুখীই হয়েছিলাম। কিন্তু পর পর দুইটি সন্তানের জন্মের পরেই মৃত্যু ঘটায় আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। আমাদের তৃতীয় সন্তান হওয়ার পর আমার এক দূরসম্পর্কীয়

বোনকে এক কানাকড়ি নিয়ে আমার নবজাত শিশুটিকে বিক্রয় করে পরের ছেলে করে রাখি। তখনকার লোকেদের বিশ্বাস মতে এইরূপ ব্যবস্থায় আমাদের এই সন্তানটি জীবিত থাকবে। এই সূত্রেই আমার একমাত্র সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল বেচারাম। এরই মধ্যে আমরা পদ্মার ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়ে কলকাতায় চলে আসি। এইখানেই আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। এই সময় বেচারামকে নিয়ে আমি মুস্কিলে পড়ি। যে আত্মীয়ার কাছে তাকে একদিন আমরা নিয়মরক্ষার মত বেচেছিলাম—সেই সময় তাঁরা কলকাতাতে শানকিভাঙ্গা লেনের একটা বাড়িতে থাকতেন। আমি তাঁদের কাছে ছেলেটিকে রেখে কানপুরে ও পরে এলাহাবাদে চলে আসি। এই সময় আবার আমি নিঃসঙ্গতা অনুভব করছিলাম। এইটেই বরাবর ছিল আমার জীবনের জঘন্য দুর্বলতা। এই শহরে আমি আমার আশ্রয়দাতারই এক কন্যাকে বিবাহ করে তাদের ঘরজামাই হই। আমি তাদের কাছে বলি যে আমি অবিবাহিত। শ্বশুরের সাহায্যে ঠিকাদারী করে এইখানে বহু অর্থ উপার্জন করেছি। আমার এই নিঃসন্তান দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যু হওয়া মাত্র বেচারামের জন্য আমার মন কেঁদে উঠে। বহু দিনের জোর করে চেপে রাখা বাসনা হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। আমি কলকাতায় এসে শানকিভাঙা লেনে সেই বাড়ির চিহ্নও পাই না। অগত্যা সেইখানেই একটি ঘর ভাড়া করে থেকে এখানে ওখানে বেচারামের সন্ধান করেছি। পরে একটি সংবাদ মত শহরতলী অঞ্চলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুনরায় প্রমীলা দেবীর খপ্পরে পড়ে যাই। প্রথমে অবশ্য তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন। পরে দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের মারফৎ একটি পত্র পাঠিয়ে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি এক শর্তে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন। কিন্তু সেটা যে তাঁর একটা অভিনয় ছিল তা আমি বুঝি নি। তাঁর সেই এক কথা যে—তিনি কোনও এক যুবকের উপর প্রতিশোধ নিতে চান। এই কার্যে আমি তাঁর সহায়ক হলে তবে তিনি আমাকে বিবাহ করবেন। এইবার বোধ হয় বুঝতে পারছেন যে আমিই ঐ নির্দোষ অসহায় যুবকের চক্ষু দুটিতে ভিরল বিষ ঢেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর হতে প্রমীলার এই যুবকের প্রতি ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে যাই। প্রথমে আমাকে বুঝানো হয়েছিল যে পুলিসকে ধোঁকা দেবার জন্যে তিনি ইচ্ছা করে এই পথ অবলম্বন করেছিলেন। আমার দ্বারা এই ভাবে কার্যোদ্ধার করানোর পর একদিন সকালে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে ঢুকতেই দিতে চাইলেন না। আমি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পূর্বোক্ত পত্রটি প্রমাণস্বরূপ পুলিসে দাখিল করবো বলে তাঁকে শসিয়েছিলাম মাত্র। প্রমীলা দেবী তখন ভয় পেয়ে ঘণ্টা দুই পরে আমাকে তাঁর বাড়ি আসতে বললেন। ইতিমধ্যে আমার মোহ কেটে যাওয়ায় আমি সুস্থ হয়ে আমার স্বাভাবিক সত্তা ফিরে

পেয়েছি। এই জন্তে আমি আর তাঁর ঐ বাড়িতে ফিরে যেতে পারি নি। এর পর হতে আমি যেখানেই যাই সেখানেই কয়েকজন সন্দেহমান ব্যক্তি আমার পিছু নিতে থাকে। সুবিধা মতো স্থানে কয়েকবার তারা আমাকে আক্রমণ করবারও চেষ্টা করেছে। এরপর একদিন আমার অবর্তমানে আমার বাড়িতে চুরি হয়ে যায়। এই চুরির ধরন দেখে আমি বুঝতে পারি যে—ঐ পত্রটি হস্তগত করবার জন্যই এই চুরির অবতারণা করা হয়েছে। রিষড়া শ্রমিক ইউনিয়নের এক সম্পাদক আমার বিশেষ বন্ধু হতেন। একদিন তাঁর হাওড়ার বাড়িতে যাবার সময় সহসা একদল লোক আমাকে আক্রমণ করলো। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য বুঝার সঙ্গে সঙ্গে আমি পত্রটি পকেট হতে বার করে ঐ বন্ধুর হাতে তুলে দেবার সময় প্রচণ্ড একটি আঘাত পেলাম। এর পর জ্ঞান হওয়ার পর আমি দেখি যে এখানে বন্দী অবস্থায় শুয়ে আছি। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে আমার জমানো বত্রিশ হাজার ছয়শত টাকা গচ্ছিত আছে। বেচারামের পক্ষে আমি এই টাকা ও অন্যান্য সম্পত্তির একটা রেজিস্টারি উইলও তৈরি করেছি। এই উইল ও ব্যাঙ্কের পাশ বুক আমার পকেটেই রয়েছে। এরা আমাকে জামা-কাপড় না ছাড়ানোর জন্যে ওগুলো হারাই নি। দয়া করে বেচারামকে খুঁজে তাকে এইগুলো আপনাকে দিয়ে আসতে হবে। শানকিভাঙ্গার বাসার বাক্সে বেচারামের মায়ের একটা ফটোও তার জন্যে আমি রেখে এসেছি। এ জীবনে তার সঙ্গে আমার আর দেখা হলো না। কিন্তু সে যেন আমার এই সব কুকীর্তির কথা কোনও দিন না জানতে পারে।”

‘কেন তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না’,—আমি এইবার দয়াপরবশ হয়ে আমাদের প্রাথমিক সংবাদদাতা এই খগেন সরকার তথা বেচারাম ওরফে বিচকের পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ‘আপনার ঐ পুত্রই আপনাকে খুঁজে বার করেছে। আমরা এখুনি তাকে ডেকে আনছি।’

এইখানে বোধ হয় আমি না বুঝে একটি মস্ত ভুল করে ফেললাম। এই মুমূর্ষু রোগীর উত্তেজিত মানসিক অবস্থায় তার সামনে হঠাৎ এই ভাবে বেচারামকে এগিয়ে দেওয়া আমাদের উচিত হয় নি। বেচারাম ‘বাবা’ ব’লে দৌড়ে তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করা মাত্র ভদ্রলোক একবার মাত্র আশীর্বাদের ভঙ্গিমাতে তাঁর ডান হাতখানি উপরে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হাতখানি নিচে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে তিনিও নেতিয়ে পড়ে জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। ঠিক সময়েই একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও জনৈক ডাক্তারকে সঙ্গে করে আমাদের সহকারী অফিসাররা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে আমাদের অপর এক সহকারী একটি অ্যাম্বুলেন্স কারও এনে হাজির করেছেন। এই রোগীর পরীক্ষান্তে সূচীযন্ত্রে ঔষধ প্রয়োগ করে

ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁকে স্ট্রেচারে করে বস্তির বাইরে এনে তাঁকে অ্যাম্বুলেন্স সহযোগে হাঁসপাতালে পাঠাবার উপদেশ দিলেন। এইরূপ অবস্থায় এই ডাক্তারবাবু এবং হাকিম বাহাদুরের এই রোগী সম্পর্কে করবার কিছুই ছিল না। আমি বেচারাম ও একজন সহকারীকে সঙ্গে দিয়ে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে সদলবলে এই বস্তির বাইরে চলে এলাম। এরপর হাকিম ও ডাক্তারকে তাঁদের বাড়ি পৌঁছিয়ে ওখানকার ধৃতিকৃত আসামীদের সঙ্গে নিয়ে থানায় এসে উপস্থিত হলাম। কানুন মতো ঐ মুমূর্ষু রোগীটিকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই জন্য হাঁসপাতালে পাহারা রাখার ব্যবস্থাও করতে হলো।

হাঁসপাতালে পাঠানোর পূর্বে এই মুমূর্ষু খগেন সরকারকে আমি একটি মাত্র প্রশ্ন করতে পেরেছিলাম। যন্ত্রণা কাতর অবস্থাতে তিনি তার একটি সদুত্তরও দিয়েছিলেন। এই চিত্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তরটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—আচ্ছা! আপনি দুই-দুইবার বিগতদার হলেন। এতেও কি ঈশ্বরের প্রকৃত ইচ্ছা বুঝেন নি? আপনি তৃতীয়বার পাণিগ্রহণ করতে উৎসুক হলেন কেন?

উঃ—ঈশ্বরের এই পর পর দুটি অবিচার আমাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এজন্যে আমি নিজেকে অপমানিত মনে করছিলাম। তাই ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃতীয়বার সংসারী হতে মনস্থ করি। তবে মানুষের ঘটনাচক্র সম্ভূত মতিগতি সম্বন্ধে আপনাকে কি বুঝাবো।

এই মৃত্যুপথ-যাত্রী আসামী খগেন সরকারের এই প্রত্যুত্তর আমাকে নিরুত্তর করে দিলে। এ যে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান! কিন্তু খোদার উপর খিদমৎগারী কি সম্ভব? কিন্তু তা সম্ভবই বা নয় কেন? প্রতিটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই তো এই। বারে বারে বিফল হয়েও আখেরে প্রকৃতি রূপ ঈশ্বরকে এঁরা পরাজিত করেন। তবে পুত্রের নিকট পিতার পরাজয়ের মতো এটা যদি ঈশ্বরেরই একটা ইচ্ছা হয় তো সে কথা স্বতন্ত্র। তাই আমার মনে হয় যে প্রমীলা দেবী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত না হলে হয় তো ফল ভালই হতো। তাহলে সুশীল বাবাজীর বাকি জীবন এমন ভাবে ব্যর্থ হতো না। এই তত্ব কথা এখন থাক—

থানায় ফিরে আমার প্রথম কাজ হলো—এই সব গুণ্ডা আসামী ও তাদের নেতা হারু ও রহমনিয়ার বিবৃতি গ্রহণ করা। গুণ্ডাদের এই নেতৃদ্বয় ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছে যে আমরা তাদের কয়েদ-করা বন্দীকে জীবিত উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি। থানার লক-আপে বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধিদের যাওয়া-আসার বিরাম নেই। এক নূতন আনা অপরাধির মুখে বেনিয়াপুকুরের সেই বস্তিতে ধরপাকড় সম্পর্কীয় সমাচার তারা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে। এরপর এই অপরাধ সম্পর্কে কোনও বিষয়

অস্বীকার করায় লাভ নেই। তারা মনে মনে ঠিক করেছিল—পুলিসের কাছে স্বীকার করলেও হাকিমের কাছে এসব অস্বীকার করলেই চলবে। এদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বিবৃতি আমি লিপিবদ্ধ করে ফেলি। এরা সকলেই মূলত একই প্রকারের বিবৃতি দিয়েছিল। এদের সকলের বিবৃতির সারমর্ম একত্রিত করে উহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম—

'আজ্ঞে! আমরা যা কিছু করেছি তা এই বস্তির মালিকের বড়ো ম্যানেজার অমুকবাবু মহাশয়ের নির্দেশেই করেছি। ঐ দুটি বাড়িতে পর পর চুরি করবার জন্যে ম্যানেজারবাবুর হুকুমে এই বস্তিবাসী কয়েকজন তালাতোড় সেয়ানাদের আমরা নিযুক্ত করি। এই চোরদের তাঁবে রাখবার জন্যে চুরির সময় আমাদেরও ঐ গৃহ দুটির আশে পাশে মজুত থাকতে হয়েছে। এই গোঁফওয়ালা ম্যানেজারবাবুও আমাদের সঙ্গে বাইরের খোলা জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। এই সিঁদেল চোরদের ওপর শুধু কাগজ-পত্রসহ ড্রয়ার, বাক্সো ও বাণ্ডিল বার করে আনার নির্দেশ ছিল। এরা এগুলো বাইরের প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত স্থানে ও গলির পথে ব'য়ে আনলে ম্যানেজারবাবু স্বয়ং সেগুলো পরীক্ষা করে বাছতে থাকেন। কিন্তু এই দুই স্থানের কোনও স্থান হতেই ঐ প্রয়োজনীয় দলিল বা পত্রটি আমরা উদ্ধার করতে পারি নি।

এখন বিস্তারিত ভাবে আপনাদের আমরা প্রতিটি ঘটনা বলে যাবো। প্রথমে আমরা ঐ পত্রটি উদ্ধার করার জন্যে খগেন্দ্র সরকারের বাড়িতে হানা দিই। সেখানে ঐ পত্রটি না পাওয়ায় আমাদের ধারণা হয় যে ওটা খগেন্দ্র সরকার তাঁর পকেটে নিয়ে ঘুরাফিরা করেন। এই জন্যে কয়েকদিন আমরা খগেন সরকারকে যত্রতত্র অনুসরণ করতে থাকি। তিনি এই সময় তাঁর এক শ্রমিক-নেতা বন্ধুর সঙ্গে হাওড়ায় ও রিষড়া অঞ্চলে যাতায়াত করছিলেন। এই বস্তির পূর্বতন রেওয়ত কয়েকজন শ্রমিক ঐ রিষড়া মিলে রুজি-রোজগার করতো। বড়ো ম্যানেজার স্বয়ং ওখানে গিয়ে তাদের কাছ হতে তাদের শ্রমিক নেতাটির ও তাঁর এই বন্ধুটির আনাগোনার পথ ও সময় সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আসেন। এরপর আমরা একদিন পথে তাদের পাকড়াও করে ঐ পত্রটির অধিকাংশ উদ্ধার করতে পারি। ঐ সময় নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে আমরা খগেন সরকারকেও আমাদের প্ল্যান মাফিক্ অপহরণ করে নিয়ে আসি। বড় ম্যানেজার প্রমীলা দেবীর মৃত্যুবাণস্বরূপ এই পত্রটি প্রমীলা দেবীকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই বাবদে আমরা ওঁদের কবুল মত আড়াই হাজার টাকা বকশিস পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এর দু'দিন পরে এই পত্রসহ প্রমীলা দেবীর ভ্যানিটি ব্যাগটি প্রমীলা দেবীর বাটী হতে পুনরায় অপহৃত হলো। যেদিন ডাঃ সুরজিৎ রায় প্রমীলা দেবীর বাড়িতে ঐ আহত যুবকের কৃত্রিম চক্ষুর মাপ নিতে যান,

সেই দিনই ঐ বাড়ি থেকে ঐ পত্রসহ প্রমীলা দেবীর ভ্যানিটি ব্যাগটি খোয়া যায়। এই সময় বৌরাণীর বিশ্বস্ত বেচারামের বিবরণ মতো সকলের এই সুরজিৎ ডাক্তারের ওপরই সন্দেহ হচ্ছিল। এর কারণ এই যে, বহু-পুরাতন শখের ভ্যানিটি ব্যাগটি ডাঃ সুরজিৎ রায়ের সুপরিচিত ছিল। এই সময় ডাঃ সুরজিৎ রায় ও বেচারাম ছাড়া ঐ কক্ষে আর কেউই উপস্থিত ছিল না। আমরা শুনেছি যে ওঁর পূর্ব-প্রেমাস্পদের নাম ভ্যানিটি ব্যাগের উপর আঁকা বা লেখা ছিল। ওটাকে উঠিয়ে ফেলবো ফেলবো করেও তখন পর্যন্ত প্রমীলা দেবী ওটা মুছে ফেলেননি। এসব কথা বড় ম্যানেজার আমাদের বলেছিলেন। এই সুযোগে আমরা আরও আড়াই হাজার টাকা প্রমীলা দেবীর কাছে চেয়ে নিই। এই টাকাটার জন্য তিনি হারু গোঁসাই-এর নামে অমুক ব্যাঙ্কের ওপর চেক কেটে দিয়েছিলেন। এর কারণ, এই সময় তাঁর কাছে নগদ টাকা মজুত ছিল না। আমরা ঐ টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে ঐ রাত্রে ডাঃ সুরজিৎ রায়ের আস্তানাতে হানা দিই। কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় পত্রসহ ভ্যানিটি ব্যাগটি না পেয়ে আমাদের ধারণা হয় যে ওটা সুরজিৎ রায়ের হাতে হাতে ঘুরে। কিন্তু তাঁর একান্ত বিশ্বাসী ছোট ম্যানেজার আমাদের বলেন যে উহা সত্য নয়। এর পর আমরা এই ব্যাগ উদ্ধারের জন্য ঐ অপহৃত, আহত ও বন্দীকৃত খগেন সরকারকে বারে বারে পীড়া-পীড়ি করতে থাকি। এ'ছাড়া এই খগেন সরকারকে নিয়ে যে আমরা কি করবো তা'ও ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। এমন সময় আপনারা আমাদের এই বস্তিতে হানা দিয়ে আমাদের এই অপরাধী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালেন। এখন আমাদের গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজার কোথায় গিয়েছেন তা আমাদের কারুরই জানা নেই। তা জানা থাকলেও আমরা তা কাউকে বলতাম না। এর কারণ আমরা বদমাস হলেও বেইমান নই। এখন আমাদের সম্বন্ধে হুজুরদের যা অভিপ্রেত হয় তা করুন!"

এখন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের নিকট হুকুমনামা নিয়ে হারু গোঁসাইকে দেওয়া প্রমীলা দেবীর চেকটি ব্যাঙ্কের পুরানো ফাইল থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে। এই চেকটি আদালতে পেশ করে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে যে প্রমীলা দেবী হারু গোঁসাইকে অমুক দিন এই চেক প্রদান করেছিলেন, তা সহজেই আমরা প্রমাণ করতে পারবো। এইরূপ একটি প্রামাণ্য রেকর্ডের সন্ধান পাওয়ায় আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। এমন সময় আমার টেবিলের উপরকার টেলিফোন যন্ত্রটি সশব্দে বেজে উঠলো। আমি টেলিফোনের হ্যাণ্ডেলটি তুলে কানে রাখা মাত্র যন্ত্রের ওপার থেকে আমার এক সহকারীর প্রকম্পিত গলার স্বর শুনতে পেলাম।

'আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিচ্ছি, স্যার। আমাদের প্রধান আসামীকে আর পাওয়া যাবে না', খুব দুঃখের সঙ্গেই আমার সহকারী জানালো, 'হাঁসপাতালে আনার

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। এঁদের বড় ডাক্তার নিজে এঁকে দেখে বেডের কার্ডে লিখে গেছেন– 'সিন ডেড্।' এখন আমাদের প্রমীলা দেবীকে তাহলে এই মামলায় ১নং আসামী করতে হবে। আমি মৃতদেহ পুলিস মর্গে অপসৃত করে পোস্টমর্টেমের জন্য পুলিস সার্জেনকে সংবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এখানে বেচারামকে নিয়ে বড়ো মুস্কিল হলো। এ বারে বারে কাতর হয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ছে। একে এর মেসোমশাইদের বাড়িতে কিম্বা তার সেই এজমালী ঠানদির হেপাজতে রেখে থানায় ফিরবো।'

আমাদের বেচারামের এই দুঃসময়ে একমাত্র তার সেই নিঃসম্পর্কীয় এজমালী ঠানদিদিই সান্ত্বনা দিতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু সংবাদটি সত্যই দুঃসংবাদ বা সুসংবাদ তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের এই মামলার পক্ষে এটা একটা দুঃসংবাদ হলেও বেচারাম সম্পর্কীয় চক্ষুলজ্জা হতে আমরা রেহাই পেলাম। এই বেচারামকে সাক্ষী করে বেচারামের পিতাকে আদালতে সোপর্দ করার চিন্তাও যে আমাদের পক্ষে কষ্টকর! এই মামলায় আমরা বেচারামকে একজন অত্যুৎসাহী অপরিহার্য সাক্ষী রূপে তাহলে ফিরে পেলাম।

আমার হাতের কলম আর স্বাভাবিকভাবে সরতে চাইছে না। এবার আমার অজ্ঞাতেই কলম আঙুলের ফাঁকে নিচে পড়ে যেতে চায়। এদিকে রাত্রিও হয়ে আসছে। এখনি প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবীর বাড়িতে হানা দিলে কথা উঠবে। সারাদিন কাটিয়ে দুইজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে রাত্রে তাঁদের বাড়ি হানা দেওয়া অনুচিত। এদিকে এই সুযোগে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে পালানও অসম্ভব নয়। এদিকে সারা রাত্র ধরে এই তদন্তে মেতে থাকলে ভোরের পর বড় সাহেবের কাছে ডাইরি পাঠানো যাবে না। ঘরে-বাইরে হামলা সামলে কাজ করা যে কত শক্ত তা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বুঝা দুঃসাধ্য। আমি ধীরভাবে সকল দিক চিন্তা করে এই প্রমীলা দেবী ও তাঁর বান্ধবী বৌরাণীর বাড়ির চতুর্দিকে পাহারা রাখার ব্যবস্থা করে দিলাম। ঝানু পুলিসদের উপর ওই বাটীদ্বয় থেকে কোনও গাড়ি বা নারী বার হওয়া মাত্র তাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া ছিল। এদের পারস্পারিক সম্বন্ধের বিষয় ভেবে আমার মন এক অব্যক্ত বেদনায় ভরে উঠছিল। কিন্তু এত ভাবপ্রবণ হলে আমাদের পদের লোকেদের চলবে কেন? এখনও যে এই মামলা সম্পর্কে আমাদের অনেক করণীয় কার্যই বাকি রয়েছে।

॥ ৯ ॥

অতি প্রত্যুষে আমি ও আমার প্রত্যেক সহকারী স্ব স্ব কোআর্টার হতে নেমে থানার অফিসে এসে বসেছি। আজ অনেকগুলি করণীয় কার্য আমাদের একসঙ্গে হাতে নিতে হবে। আমাদের এই তদন্তরূপ মহাপটে দক্ষ হস্তে সাবধানে তুলির শেষ আঁচড় দিতে হবে। আমরা সকলে এই পরামর্শ-সভায় মিলিত হয়ে প্রথমে আমাদের আশু কর্তব্য কর্মের কয়েকটি ছক তৈরি করে নিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একই সময়ে প্রমীলা দেবীর ও বৌরাণীর বাটী ঘেরোয়া করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই বাড়ি দুটিতে খানা-তল্লাস করবো। ইতিমধ্যে এই মাননীয়া বরণীয়া মহিলা দুইটিকে গ্রেপ্তার করবার মতো যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণও আমরা সংগ্রহ করেছি। এতে এখন আর আমাদের ভয় পাবার বা দ্বিধা করবার কোনও কারণ নেই। আমরা ঠিক করলাম যে আমি প্রমীলা দেবীর বাড়িতে পৌঁছানো মাত্র ভক্তিবাবু বৌরাণীদের বাড়িতে হানা দেবেন। কনকবাবুকে সকালে খগেন সরকারের দেহের চেরাই কার্যের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই সুবোধবাবু ধৃতিকৃত গুণ্ডাদের আদালতে পেশ করে পুলিস হেপাজতীতে ফিরিয়ে আনবেন। আমরা আর দেরি না করে প্রয়োজনীয় লোকজন নিয়ে থানা থেকে বার হয়ে পড়ছিলাম। এমন সময় আমার টেবিলের উপরে ন্যস্ত টেলিফোন যন্ত্রটি আবার একবার সশব্দে বেজে উঠলো। আমি বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে এই যন্ত্রের হ্যাণ্ডেলটি তুলে নিয়ে কানে দেওয়া মাত্র যন্ত্রের ওপারে আমাদের বড় সাহেবের বাজখাঁই গলা শুনতে পেলাম।

'আরে! তোমাদের প্রেরিত প্রতিবেদন পড়ে তো আমি তাজ্জব বনে গিয়েছি। আমাদের পুলিস বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষকেও টেলিফোনে সব কথা জানালাম। তিনি তোমাদের এইরূপ এক ভালো কাজে খুব খুশি হলেন। তাহলে, শহরে এক সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর দস্যুদল গড়ে উঠেছে! তোমরা কি এতদিন সব নাকে কানে তুলা দিয়ে ঘুমাচ্ছিলে?' বড় সাহেব তাঁর খকখকে কাসি চেপে নরম গরম স্বরে আমাকে বললেন, 'এতো বড় একটা গ্যাঙ্গ এতো দিন শহরের উপর নির্বিবাদে মাতুনি করলে, কিন্তু এতোদিন তোমরা তার বিন্দুবিসর্গও খবর রাখো নি। না! এই জন্যে বাপু তোমাদের সব্বাইকে কৈফিয়ত দিতে হবে। আমাদের সর্বাধ্যক্ষ এজন্য বেনিয়াপুকুর থানার অফিসারদের কৈফিয়ৎ চাইবেন। কিন্তু তোমরা এখনও সব থানায় বসে

রয়েছো কেন? রাত্রেই ঐ মহিলা দুজনকে তোমাদের গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। এ কিন্তু তোমাদের ভেরি ভেরি ব্যাড্ এই—'

বড়সাহেবের মুখে এই অসন্তোষেব বাণী শুনে ভাবলাম—যাঃ! এতে উল্টো বুঝে হিতে বিপরীত হলো। এই মামলা আমরা কিনারা করায় আর পাঁচজন সহযোগী না মারা পড়ে। আমার সহকারী অফিসাররা বড় সাহেবের এই মধুমাখা বাণীটুকু আমার নিকট শুনতে চাইলেও আমি তাদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্যে এতো কথা আব তাদের জানালাম না। এখুনি তাদের এই সব কাজের সময় এই সব বারতা শুনিয়ে তাদের নিরুৎসাহ করে তোলা আমি উচিত মনে করি নি। এইসব তিরস্কাব ও পুরস্কার দেওয়াব মালিকদেব উচিত-অনুচিতের সম্বন্ধে ভাববার মতো পর্যাপ্ত সময়ও নেই।

আমাদের গন্তব্য স্থানের নিকট এসে পৌঁছিয়ে একটা মোড়েব মাথায় স্বল্পক্ষণের জন্য গাড়িগুলি থামিয়ে আমরা আপন আপন কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। এর পব প্রয়োজনীয় উপদেশ সহ সহকারী অফিসারকে মোড ঘুরে কাশীপুরের বৌরাণীদেব বাড়িতে পাঠিয়ে আমি নিজেব গাড়িটা প্রমীলা দেবীর বাড়িব সামনে এনে থামালাম। এই একাকিনী সাংঘাতিকা মহিলার বাড়িতে শত্রুভাবে প্রবেশ করার পূর্বে দুইজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সাক্ষীকে সঙ্গে নেওয়াই উচিত মনে করেছিলাম। তা' না হলে ঐ মহিলাটি অভিযোগ-মুখর হয়ে পুলিসের নামে যে বিশ্রী নোংরা অভিযোগ দায়ের করবেন না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? আমি সাবধানের মার নেই—প্রবাদটি সত্যরূপে মেনে নিয়ে সামনের বাড়ির সেই কেয়ারটেকার ভদ্রলোক ও তাঁর দাবা-খেলোয়াড় বন্ধুটিকে সাক্ষীরূপে সঙ্গে নিয়ে একেবারে প্রমীলা দেবীদের শয়নকক্ষের নিকট এসে উপস্থিত হলাম।

এইভাবে বিনা হুকুমতে ও এত্তালায় কয়জন বাহিরের লোকসহ পুলিস চমূ নিয়ে তাঁর বাড়ির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে আমাকে প্রবেশ করতে দেখে প্রমীলা দেবীর বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে নি। তাঁর সর্বশরীর কাঠের মতন শক্ত হয়ে উঠে থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। এর একটু পরেই মনস্থির করে তিনি চীৎকার করে আমাকে বললেন—'কোন প্রমাণে আপনারা আমাকে এ ভাবে অপমান করছেন? যদি প্রয়োজন হয় তো এজন্য আমি সুপ্রিম-কোর্ট পর্যন্ত লড়বো।' আমি কিন্তু এঁর এই অহেতুক অভিব্যক্তির কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবে তাঁর ঘর কয়টি তল্লাস করতে শুরু করে দিলাম।

এই খানা-তল্লাসীর প্রথম চোটেই ওঁর এই রাস্তার ধারের শয়নঘরটির জানালার চত্বরের ওপর খালি নীল রঙেব 'ভিরোল' উৎকীর্ণ একটি শিশি পড়ে রয়েছে দেখে

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি সাক্ষীদ্বয়ের সামনে এই শিশিটি প্রামাণ্য দ্রব্যরূপে আপন হেপাজতে নেওয়া মাত্র প্রমীলা দেবী হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে এগিয়ে এসে আমাকে একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়ে একেবারে স্তম্ভিত করে দিলেন।

'ওটা আপনি ওখানে পান কি করে?' স্থির ধীর স্বরে আমাকে উদ্দেশ করে এইবার প্রমীলা দেবী বললেন, 'আপনার এই সাক্ষীদের সম্মুখেই আমি এখুনিই বলে রাখছি। এই দ্রব্যটি নিশ্চয়ই কেউ বাইরে থেকে জানালা গলিয়ে এখানে প্ল্যাণ্ট করে রেখে গিয়েছে। আর এটা নিশ্চয় আপনাদের ঐ বালক ইনফরমার বেচারামেরই কাজ। এই প্রামাণ্য দ্রব্যটি এখানে এভাবে পাওয়া মাত্র আমি এই অভিযোগ করে রাখলাম। আশা করি আপনাদের এই ধর্মভীরু সাক্ষীদ্বয় হলপ করে এ' কথা আদালতকে জানাতে ভুলবেন না।'

আমি প্রমীলা দেবীর এই উপস্থিত বুদ্ধির বহর দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কি সাংঘাতিক অব্যর্থ ডিফেন্স্ না ইনি সঙ্গে সঙ্গে এখানেই করে রাখলেন। ইনি একত্রে ম্যানেজারী ও দস্যুগিরি করার মতো উপযুক্ত একজন নারী নেত্রীই বটে। এ'ছাড়া ঐ ধুরন্ধর পলাতক গোঁফওয়ালা ম্যানেজার যে এখনও এঁদের প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়ে কলকাঠি নেড়ে চলেছেন তাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। ঐ গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারকে সর্বপ্রথম গ্রেপ্তার না করে বোধ হয় এই তদন্তে আমাদের একটি পদও অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল না।

'আরও একটা অভিযোগ আপনাদের সামনে আমি এখুনি রাখবো', প্রমীলা দেবী খানাতল্লাসীতে উপস্থিত সাক্ষীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অপর একটি বক্তব্য পেশ করলেন, 'দেখুন! ডাঃ সুরজিৎ রায় হচ্ছে আমার একজন মহাশত্রু। একবার সে আমাকে প্রলুব্ধ করে তার নামের আদ্যক্ষর যুক্ত একটি ব্যাগ আমাকে উপহার দিতে আসে। কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিই। ইতিমধ্যেই আমার কানে এসেছে যে সেই ব্যাগটার মধ্যে একটা জাল পত্র পুরে ঐ দুশ্চরিত্র ডাক্তার বৈজ্ঞানিক সেটা বেচারামের মারফৎ পুলিসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। খুব সম্ভবত আপনারা বেচারামকে ঐ ডাক্তারের সাজানো লোক না বুঝে তাকে এইভাবে বিশ্বাস করে চলেছেন।'

'প্রমীলা দেবী! আপনি বোধ করি শেষ দিকে একটু ভুল করলেন', আমি খুব বিনয় সহকারে প্রমীলা দেবীকে বললাম, 'আপনার ঐ ভ্যানিটি ব্যাগটি যে বহুদিন হতে আপনার কাছে আছে, তা আর সকলের মতো আপনার নিজের অফিসের লোকেরাও প্রমাণ করতে পারবে। এ ছাড়া ঐ তথাকথিত জাল পত্রটি যে আপনার হস্তাক্ষরে লেখা, তা আপনার লেখা অন্যান্য পত্র ও অফিসে লেখা কাগজপত্রের সহিত

ঐ পত্রটির হস্তলিপি সরকারী হস্তরেখাবিশেষজ্ঞরা তুলনা করে সহজেই প্রমাণ করে দিতে পারবে। আপনাকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা' তো আপনি বুঝতেই পেরেছেন। এখন এই রোগীর ঘরে হাঙ্গামা বাধিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে কি লাভ আছে? যাতে এর একটুও ক্ষতি হতে পারে তা আপনার নিশ্চয়ই কাম্য নয়। আপনি এখন সব কথা খুলে না বললে আমরা এখুনি এই রোগীকে সব কথা বলে দেবো। আমাদের কাছে প্রতিটি সত্য বলে গেলে আমি অযথা আর এই যুবকটিকে উত্ত্যক্ত করবো না।'

আমার এই শেষ কথাটির মধ্যে কি শক্তি ছিল জানি না। এই একটি কথা শুনা মাত্র প্রমীলা দেবী ভেঙ্গে মুষড়ে পড়লেন। এমন কি, তাঁর পূর্ব ইচ্ছা মতো হাইকোর্টের জনৈক ব্যারিস্টার বন্ধুকে ফোন করবার জন্যও আর এগিয়ে গেলেন না এই সময় আমার নিকট খগেন সরকারের বিবৃতির একটা নকল ছিল। আমি খগেন সরকারের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে জানিয়ে তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীটার একটি নকল তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরবামাত্র প্রমীলা দেবী একেবারে বাক্‌শক্তি বিরহিত হয়ে গেলেন। এর পর এই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সাক্ষীদ্বয়ের সম্মুখে এই মামলা সম্পর্কে তাঁর একটি বিবৃতি আদায় করে নিতে আমাদের আর একটুকুও অসুবিধে হয় নি। প্রমীলা দেবীর অনুরোধে এই রোগীর ঘর থেকে বহু দূরে এসে আমি তাঁর এই বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে দিই। এই অদ্ভুত মামলার প্রধানতম নায়িকা প্রমীলা দেবীর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আশা করি আপনার প্রতিজ্ঞা মতো আমার এই বিবৃতি কোনও দিনই ঐ আহত যুবকটিকে শুনাবেন না। এতো কষ্টের পর এই কষ্ট পেলে সে তাহলে আর বাঁচবে না। আমি স্বর্গত খগেন সরকারের মৃত্যুকালীন করুণ বিবৃতিটির নকল পড়ে দেখলাম। এই অসহায় ভদ্রলোক একটু মাত্র সত্য তার এই বিবৃতিতে গোপন করে নি। এখানে পাওয়া এই ভিরোলের ব্যবহৃত শিশিটা এই বাড়িরই এক জায়গাতে ছিল। আমি যে কারণেই হোক ওটাকে ফেলে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নি। ইতিমধ্যে কাল রাত্রে বড় ম্যানেজারবাবু আপনাদের সতর্ক ওয়াচারদের নজর এড়িয়ে ছদ্মবেশে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। যে কোনও মুহূর্তে আপনারা আমাদের এখানে আসতে পারেন তা আমরা তাঁর কাছ হতেই জেনেছিলাম। কিন্তু বৌরাণী এ সব কথা বৌরাণীর স্বামীকে বা অন্য কাউকে জানাতে সাহস করে নি! ঐ বড় ম্যানেজারের পরামর্শ মতো ঐ ভিরোলের শিশিটা আদালতের সন্দেহ উৎপাদনের জন্য আমি রাস্তার ধারের জানালার চত্বরে রেখে দিয়েছিলাম। তবে এ' কথাও ঠিক যে আপনাদের কাছে সব দোষ স্বীকার করলেও আমি এই সব বিষয় আদালতে

অস্বীকার করবো। এর কারণ নিজেকে এই মামলার দায় থেকে মুক্ত করতে না পারলে এই অসহায় হৃতচক্ষু যুবকটির বাকি জীবনটুকু দুর্বহ হয়ে উঠবে। বলা বাহুল্য যে, শেষ পর্যন্ত আমি ছাড়া সকলেই ওকে গলগ্রহ মনে করবেই। এখন এই মূল ঘটনাটির বিষয়ে আমি একটি বিবৃতি দিচ্ছি, শুনুন। জীবনে বহু সাধ-আহ্লাদ আমি আমার নিজের দোষেই সময় থাকতে পূরণ করিনি। এইগুলি যে পরে অবচেতন মনে জমা হয়ে আমার মনকে অসুস্থ করে তুলবে তা তখন আমি বুঝি নি। এই সত্যটুকু এতোদিন বুঝিনি ব'লেই আজ আমি নিজের ও অপরের সর্বনাশের কারণ হলাম। একের পর এক লোক আমাকে আশান্বিত করে জীবনের প। থেকে সরে গিয়েছে। এমন কি ডাঃ সুরজিৎবাবুও ঘটনাচক্রে আমাকে কম দাগা দিয়ে সরে পড়েন নি। আমার এক মাত্র দোষ—বয়েস থাকতে সব ভাবলেও এই প্রয়োজনের বিষয় ভাবি নি। এর পর আমার জীবনে হঠাৎ ওই আহত যুবকটি এসে পড়লো। এর আরও দশ বছর বয়স বাড়লেও সে বিবাহ-যোগ্য পুরুষই থাকবে। কিন্তু সেই সময়টুকু অতিবাহনের পর আমি কি হবো,—তা ভেবে প্রায়ই আমি বিমর্ষ হয়ে উঠেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ'ও আর আমাকে পূর্বের মতন ভালবাসবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস হতো। অথচ আমি আমার এই শেষ বেশ অবলম্বনটিকে আর হারাতে রাজি ছিলাম না। আমার এই হেতুপূর্ণ সন্দেহের কথা আমি একমাত্র আমার বান্ধবী বৌরাণীকেই বলেছিলাম। আমাদের এই বৌরাণী আমার এই আশঙ্কার বিষয় জেনে পরিহাস করে বলেছিল, 'তুই ভাই তাহলে এক কাজ করিস। কোনও প্রকারে তুই ওর চোখ দুটো নষ্ট করে দে'না! তা'হলে তোর বয়েস বাড়ছে বা কমছে তা সে বুঝতেই পাববে না।' এই নির্দোষ পরিহাসটুকুও পরিশেষে আমাদের মহা কাল হয়ে দেখা দিল। আমার অবচেতন মনে এই নির্মম পরিহাসটুকু ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতেই আমার অবচেতন মনের মধ্যে দানা বেঁধে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমন কি একদিন আমার এই কদর্য ইচ্ছা মহাশক্তিশালী হয়ে উপরে উঠে এসে আমার চেতন মনেরও আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। ঠিক এই সময়েই আমার প্রথম প্রেমাস্পদ প্রায়-প্রৌঢ় খগেন সরকারের সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। একদিন কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে সে তার পুরানো প্রেম ঝালিয়ে নিতে চাওয়া মাত্র আমার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হলো। এই সময় আমাদের প্রেমের বিষয় অবগত হয়ে অধুনা অন্ধ সুশীলের পিতা তাকে কাশীতে ডাকিয়ে নিয়ে তার বিবাহের চেষ্টা করছিলেন। আমি বারে বারে পত্র লিখে আমার এই শেষ প্রেমাস্পদটিকে কলকাতায় আনাতে পেরেছিলাম। আমি গ্রামসুবাদে দাদা খগেনকে বোঝাই যে, নবাগত যুবক আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে। তার ওপর প্রতিশোধ নিতে পারলে

তবে আমি তার হবো। এই ভাবে আমি খগেন সরকারকে ধীরে ধীরে প্রলুব্ধ করে তুলতে থাকি। বহুবার বঞ্চিত হয়ে অন্যকে বঞ্চিত করার রীতিনীতিও আমার করায়ত্ত হয়েছিল। আমার পুনঃ পুনঃ বাক্‌ প্রয়োগে হত-বিহ্বল হয়ে খগেন সরকার একদিন সত্য সত্যই ঐ যুবকটিকে আমাদের কয়জনের সহযোগিতায় হৃতচক্ষু করে দিলে।"

আমি প্রমীলা দেবীর এইটুকু মাত্র বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে প্রমীলা দেবীর জলভরা চোখের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। হঠাৎ এই সময় আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট এই বাড়ির কেয়ার-টেকার ভদ্রলোক বলে উঠলেন—'হরিনারায়ণ—হরিনারায়ণ। নারায়ণ গতির্মম'। লৌহ তপ্ত থাকতেই তাতে ঘা' দেওয়া উচিত হয়ে থাকে। আমি আর দেরী না করে প্রমীলা দেবীকে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলাম; আমাদের প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আমি স্বীকার করি যে আপনি অকপটে প্রতিটি বিষয় স্বীকার করেছেন। এই সব বিষয়ে আপনার ওপর আমরা খুবই সহানুভূতিশীল। কিন্তু এই সব ভিরোলের শিশিটিশি আপনি যোগাড় করলেন কোথা থেকে? আর ঐ গোঁফওয়ালা ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার সংযোগ হলো কি করে?

উঃ—বৌরাণীদের এস্টেটের ঐ বড় ম্যানেজারের সঙ্গে আমার বহুকালের পরিচয়। আমি পূর্বে প্রায়ই বৌরাণীদের কাশীপুরের প্রাসাদে থেকে এসেছি। এই সূত্রে নব কাশীপুর গ্রামেতেই ওনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমাদের মিলে ও বাগানে শ্রমিক বিভ্রাটের দমনের সময় গাঁয়ে ও শহরে ইনি বহু লড়ায়ে লোক যোগাড় করে দিতেন। এই জন্যে বৌরাণীদের না জানিয়েই ইনি আমার মারফত আমাদের কাছ হতে বহু অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমি বৌরাণীর অজ্ঞাতে এঁর কাছেই আমার মনের বাসনা খুলে বলি। আমি এও তাঁকে বলি যে এই বিষয়ে সফল হলে তিনি বহু অর্থ পুরস্কার পাবেন। আমি তাঁকে কি কি করতে হবে তাই শুধু বলেছিলাম; কিন্তু কি ভাবে তা করতে হবে তা ছিল একান্তরূপে তাঁরই বিবেচ্য বিষয়। এই বড় ম্যানেজারই এই ভিরোলের শিশিটি আমাদের এনে দিয়েছিলেন। এর পর একটা অপরাধ হতে আমাদের বাঁচাতে গিয়ে তাঁকে আরও বহু বহু অপরাধ করতে হয়েছিল। আমাদের বৌরাণী শেষের দিকে এই সব জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভয়ে এই সব তাঁর অতিবড়ো আপনার জনকেও বলতে পারেন নি।

প্রঃ—আচ্ছা। সেই দিন খগেন সরকারকে তার বেয়াদবীর জন্য শিক্ষা দেবার জন্যে নিউ তাজমহল হোটেলে বড় ম্যানেজারকে আপনিই তাহলে টেলিফোনে জানিয়ে ছিলেন? এ ছাড়া খগেন সরকারের প্রতি আপনার বিরূপতা এবং

ডাঃ সুরজিৎ রায়ের উপর আপনার ক্রোধেরই বা কারণ কি—তা আমার জানতে ইচ্ছে হয়।

উঃ—আজ্ঞে! আমার কাছ হতে টেলিফোন পেয়ে বড় ম্যানেজার হারু ও রহমনিয়ার দলকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ভুল করে হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করেছিল। আমি তখুনি তা বুঝতে পেরে আমার বন্ধ জানালার গায়ে টোকা দিয়ে তাদের নিরস্ত করি। তা' না হলে তাদের হাতে আপনার প্রাণ হারানো অসম্ভব ছিল না। আমার ইশারা পেয়েই ওরা আর ছুরি ছোরা ব্যবহার না করে সেখান হতে সরে পড়েছিল। শ্রমিক বিভ্রাটের সময় নিয়োজিত হয়ে বহুবার আমার পদধূলি নিয়ে আমাকে এরা প্রণাম করে গিয়েছে। এই জন্য এদের প্রত্যেক ব্যক্তিই আমার চেনা-জানা ছিল।

এর পর এইখানে আমাদের আর কোনও কথা জিজ্ঞাস্য ছিল না। এখানে উপস্থিত দু'জনা নার্সকে প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রমীলা দেবী ঐ আহত যুবকটির দেখা-শুনার ভার দিলেন। অতি নিপুণ গৃহিণীর মতো এই রোগীর শুশ্রূষা সম্পর্কীয় করণীয় কার্য তিনি এই নার্সদ্বয়কে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তার পর নিজেই তাঁর এক পরিচারিকার মারফৎ একটি ট্যাক্সি আনিয়ে নিলেন। এই সময় এতো ঝি-চাকর বামনী এই বাড়িতে দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। আমি থানার ট্রাকের সিপাহীদের থানায় যাবার হুকুম দিয়ে প্রমীলা দেবীর আনা ট্যাক্সিতে তাঁকে তুলে থানায় ফিরে এলাম। এই সময় থানাতে পুলিস হেপাজতীতে প্রাপ্ত হারুগোঁসাই, রহমনিয়া খান ও ওদের অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ আসামীরাও মজুত ছিল। ধীর পদবিক্ষেপে একজন মহীয়সী নারীর ন্যায় প্রমীলা দেবী থানায় ঢুকা মাত্র এরা সকলেই সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে দূর হ'তে তাঁকে সেলাম করতে শুরু করে দিলে।

আমি প্রমীলা দেবীকে আমার আফিসে বসানো মাত্র সেখানে আমার সহকারী অফিসার বৌরাণীকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে থানায় ঢুকলেন। বৌরাণী কিন্তু প্রমীলা দেবীকে থানায় দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সম্ভবত বৌরাণীর ধারণা হয়েছিল যে বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে তাঁর এই শ্বশুর ও পিতৃকুলের এই প্রথম অবমাননার জন্যে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমীলা দেবীই দায়ী। আমি বুঝলাম যে এই উভয় বান্ধবীর মধ্যে এতো দিন পরে চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেল। এই জন্য আমি সহকারীকে বৌরাণীকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে পাশের একটা ঘরে বসাবার জন্য নির্দেশ দিলাম। আপাতত এই মামলার প্রয়োজনেও উভয়কে পৃথকীকৃত করে রাখা ভালো। এদিকে দেখতে দেখতে এই থানা উকিল, ব্যারিস্টার ও মহামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষণেকের মধ্যেই জনাকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। থানার গেটের কাছে প্রাইভেট মোটরের

হুস হাস শব্দে আনাগোনার আর বিরাম নেই। তাঁদের সকলেরই সেই একই কথা —গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারের নিকট হতে টেলিফোনে তাঁরা এঁদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে খবর পেয়েছেন। আমরা বুঝলাম যে এই বড়ো ম্যানেজার তাহলে এখনও কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও পালাতে পারেন নি। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর গোঁফের ও চেহারার বিবরণ সহ কলকাতার ও জিলা সমূহের বিভিন্ন থানাতে ও রেলপুলিসের ঘাঁটিসমূহে তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য টেলিগ্রাফে ও টেলিফোনে নির্দেশ পাঠাতে শুরু করে দিলাম। এমন সময় আমার সহকারী বৌরাণীর বাড়িতে খানা-তল্লাসীতে পাওয়া একটি মাত্র প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্য আমার সামনে মেলে ধরলেন। এই পত্রটি ছিল ঐ পলাতক বড় ম্যানেজারের লেখা বৌরাণীর নামে পাঠানো একটি পত্র। এই পত্রটি আজই জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি রাজপ্রাসাদের দরোয়ানের হাতে দিয়ে চলে গিয়েছে। এই অতি প্রয়োজনীয় পত্রটির সারমর্ম আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"শ্রীমতী বৌরাণী মহাশয়া, অধীনের প্রণাম গ্রহণ করুন। এখুনি কিছু কালের মতো অজ্ঞাতবাসের জন্য রওনা হলাম। এখন বুঝছি যে প্রমীলা দেবীর জন্য এতোটা না করলেও হতো। আমরা সোজা পথে গেলে এই একই ফল লাভ করতে পারতাম। কিন্তু বাঁকা পথ ধরায় আপনিও বোধ হয় বিপদে পড়লেন। এখন আপনার মতো নির্দোষ মহীয়ান মাও দোষী হলেন। প্রমীলা মা'কে আইনের হাত হতে বাঁচাতে হলে আমাকে বহুকাল ফেরার থাকতে হবে। এই মামলার বিচারের সময় আপনারা যত কিছু দোষ তা মৃত খগেন সরকার এবং এই পলাতক অধীনের উপর চাপিয়ে দেবেন। এ অবস্থায় আইন আপনাদের গাত্র স্পর্শ করতে পারবে না। আমি বাইরে থেকে ক্রমাগত এদের সাক্ষীসাবুত ভাঙ্গাতে ও সরাতে চেষ্টা করবো। আমাকে পাকড়াও করবার ক্ষমতা কোনও দেশের পুলিসেরই নেই। আপনারা না বুঝে না জেনে বেচারামকে আশ্রয় দিয়ে ভালো করেন নি। অবশ্য তারও শেষ দিন এইবার ঘনিয়ে এসেছে। প্রমীলা-মা'র সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে আমি সম্প্রতি জেনেছি যে এই বেচারাম হচ্ছে মৃত খগেন সরকারের একমাত্র পুত্র। এই বেচারামের বর্তমান বাসস্থানটি আমি এখন খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি। এই পত্রটি পাঠমাত্র ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলবেন।"

আশ্চর্যের বিষয় যে এই পত্রটি বৌরাণী বিনষ্ট করে ফেলেন নি। সহকারীর মুখে শুনলাম যে, তিনি খানাতল্লাসে কোন প্রামাণ্য দ্রব্য না পেয়ে তল্লাসী-পত্রে 'কিছু পাই নাই' লিখে তাতে সাক্ষীদের সই নিয়ে ওখানকার যা কিছু পর্ব 'ইতি' করে দিয়েছিলেন। কিন্তু থানায় নীত হবার অব্যবহিত পূর্বে বৌরাণী এক গোপন স্থান হতে এই পত্রটি বার করে সহকারীর হস্তে তুলে দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বেচারামের

জীবন রক্ষার্থে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁর অনুতপ্ত মাতৃহৃদয় বেচারামের বিপদ আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠেছিল।

এই পত্রটি পাঠ করে আমিও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে জনৈক সহকারীকে পুলিসের রক্ষণাধীনে বেচারামকে তার ঠানদিদির চিলের কোঠা থেকে থানায় এনে রাখবার জন্যে নির্দেশ দিলাম। তারপর মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে পরস্পরের সহিত মামলারত বিবদমান দুই জ্ঞাতি-শত্রু ভ্রাতা একত্রে একাত্মা হয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বড় তরফের বৌরাণীর স্বামী রায় বাহাদুর অমুকের ন্যায় তাঁর জ্ঞাতি-শত্রুমন্য ভ্রাতা ডাঃ সুরজিৎ রায়ও তাঁদের বংশের বৌরাণীর এই অবমাননায় ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসেছেন। এঁদের সঙ্গে কয়েকজন ব্যারিস্টার ও নামকরা উকিলও এসেছেন। এতো মন্দের মধ্যেও ভালো দিক এই যে, বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে নিমেষে সংশ্লিষ্ট উকিল-মোক্তারকে নিরাশ করে ভ্রাতৃ-বিরোধ বায়ু তাড়িত কর্পূরের মতো নিঃশেষে উবে গিয়েছে।

'বৌরাণীকে অবশ্য জামিন দিতে আমাদের কারুরই আপত্তি নেই। ওঁকে আসামী করার চেয়ে সাক্ষী করার আমি পক্ষপাতী', এঁর জন্য উদ্বিগ্ন ভদ্রলোকদের উদ্দেশ করে আমি বললাম, 'এঁর বিরুদ্ধে যে খুব বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তা নয়। তবে এ সম্বন্ধে বড় সাহেবকে জিজ্ঞেস না করে কিছু বলতে পারবো না। আপনারা বরং পাশের ঘরে ওঁর কাছে একটু বসুন। আমি লেখালেখির কাজ শেষ করে প্রমীলা দেবীকে হেড্ কোআর্টারের মহিলা হাজতে পাঠিয়ে দিই আগে।'

এই ধনীর দুলালী প্রমীলা দেবীরও লোকবল ও অর্থবল কম ছিল না। আমার এই উপদেশ শেষ হতে না হতে সেখানে প্রমীলা দেবীদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সেই বিরোধীপক্ষীয় প্রৌঢ় পুরুষ ডিরেকটরদ্বয় তাঁদের যাবতীয় অন্তর্বিরোধ ভুলে পুলিস কোর্টের কয়েকজন প্রবীণ অ্যাড্ভোকেটসহ হন্ত-দন্ত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের সকলকে এখন বিদ্বেষহীন ও একত্রিত দেখে আমি বুঝলাম যে তাহ'লে 'মোষের শিং বাঁকা। যোঝার সময় সোজা'—এই বাঙলা প্রবাদটির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। এঁদের মুখে শুনলাম যে এঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ তাঁরা বড় তরফের গোঁফওয়ালা ম্যানেজারবাবুর নিকট হতে টেলিফোন যোগে পেয়েছেন। আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম যে এই নেমকের চাকরটি অন্তত তাঁর নিয়োগ কর্তাদের বিরুদ্ধে নেমকহারামী কখনও করেন না। এই ভদ্রলোক তাঁর কর্তব্য কার্য বাহির থেকে সুষ্ঠুভাবেই করে চলেছেন। অথচ আমার সহযোগীরা সারা শহর তোলপাড় করে এখনও পর্যন্ত তাঁর অবস্থান বা গতায়াত সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পেলেন না। এদিকে এতো ডামাডোলের মধ্যেও ঠিক এই সময় আমার এক সহকারী এক ব্যক্তিকে

পাকড়াও করে থানায় আনলেন। এই ব্যক্তিটি B L T 44(C) ট্যাক্সির চালক। এই ব্যক্তিটিকে এই দিনই পেয়ে যাবো তা আমি আশা করি নি।

'স্যার! তাজমহল হোটেলের কাছাকাছি একে পেয়ে গেলাম,' এই নূতন আসামীকে আমার সামনে পেশ করে সহকারী বললেন, 'একে ঐ ট্যাক্সিতে দেখা মাত্র ট্রাক হতে আমি ওতে লাফিয়ে পড়ি। আমি তখুনি ষ্টিয়ারিং চেপে ধরে গাড়িটা থামিয়ে দিই। এই কারণে লোকটা গাড়ি নিয়ে পালাতে পারে নি। কিছুটা দূর পর্যন্ত অবশ্য আমাদের এক সঙ্গে রেশ দিতে হয়েছে। একবার ট্যাক্সিটা একটা গ্যাস-পোস্টে ধাক্কাও লাগালো। তবে কোনও বড় অ্যাক্সিডেণ্ট হতে দিই নি। এ একটা স্বীকারোক্তিও করেছে। খগেন সরকারকে অপহরণের কালে এ উপস্থিত ছিল। সেখানকার সেই দিনের খণ্ড-যুদ্ধের এ একজন সাক্ষী হতে পারবে। দেখি—একে আরও একটু তোয়াজ করে যদি আরও কিছু সংবাদ এর কাছ হতে সংগ্রহ করতে পারি।'

আসামীর সঙ্গে গাড়ির ষ্টিয়ারিং নিয়ে কাড়াকাড়ির সময় সহকারীর কপালে বেশ একটু আঘাত লেগেছিল। কিন্তু দারুণ উত্তেজনায় তিনি তা তখনও পর্যন্ত জানতেও পারেন নি। বস্তুত পক্ষে তাঁর কপোলদেশ হতে তখনও পর্যন্ত রক্তবিন্দু ঝরে পড়ছে। আমি এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি কপালের রক্ত ডান হাতে মুছে বলে উঠলেন, '—হ্যাঁ স্যার। রক্তই তো বটে!' সহকারীর এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য তারিফ করে তাঁকে হাসপাতাল হতে পট্টি ধরিয়ে আসতে হুকুম করলাম।

এদিকে এখন থানাতে আমাদের বহু কাজ বাকি। এ ব্যাপারে সহকারীকে সহানুভূতি জানাবার আমাদের অবকাশ কৈ? ইতিমধ্যে এই সামান্য আঘাতের সংবাদ উপরের কোয়ার্টারে তাঁর পরিজনবর্গের কর্ণে পৌঁছিয়ে গিয়েছে। এঁদের কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে থানার আফিসে নেমে এসেছেন। অতি কষ্টে তাঁদের আশ্বস্ত করে আমি পুনরায় এই মামলা সম্পর্কিত কাজকর্মে মনোনিবেশ করলাম। এদিকে থানার আফিসে ভিড় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একে একে বহু সাক্ষী-সাক্ষিনীর বিবৃতি গ্রহণ করতে হবে। কতো রাত পর্যন্ত থানায় কাজ করতে হবে তা কে জানে? তবে—

॥ ১০ ॥

বিগত কয়দিন ধরে এই মামলায় বহু সাক্ষী ও প্রমাণ্য দ্রব্য আমরা সংগ্রহ করেছি। এই মামলার সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রত্যেক অপরাধী ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে। ঐ গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারকে ক্বচিৎ কদাচিৎ এখানে ওখানে কেউ কেউ দেখলেও তাঁকে খুঁজে পেতে গ্রেপ্তার করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আমাদের এই ব্যর্থতার গ্লানির জন্য উর্ধ্বতন অফিসারদের নিকট আমাদের মুখ দেখানো ভার। তবু মন্দের ভালো যে, এই শহরের গোয়েন্দা বিভাগের বাঘা বাঘা অফিসাররাও এখন পর্যন্ত এঁর কোনও হদিস বার করতে পারেন নি। বৌরাণীকে উর্ধ্বতন অফিসারদের হস্তক্ষেপের ফলেও নিম্নতম আদালতের আদেশে পরদিন বেলা দশটার মধ্যেই আমরা জামিন দিতে বাধ্য হয়েছি। বস্তুতপক্ষে এই মহিলাটির জামিন আটকানোর পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল না। এদিকে প্রমীলা দেবীর জামিন নিম্ন আদালতে অগ্রাহ্য হলেও উচ্চ আদালত ইনি একজন মহিলা বিধায় এঁকে এক লক্ষ টাকার জামিনে মুক্তি দিয়েছিলেন। তবে এই উভয় মহিলাকে এই মামলা চলাকালীন স্ব স্ব বাটীর সীমানা অতিক্রম না করার জন্যে আদালতে মুচলেকা দিতে হয়েছে। এমন কি তাঁদের বাড়িতে টেলিফোন দুইটির সংযোগও আদালতের নির্দেশ মতো সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়ে নিতে হয়েছে। এদিকে আদালতের হুকুম মোতাবেক আমরাও এদের উভয় বাটীর সীমানায় ও পিছনে এবং সামনে দিবারাত্র পাহারা মোতায়েন রেখেছি। অধিকন্তু নিরাপত্তার জন্য বেচারামকে থানাতে এনে রাখা হয়েছে। কাল এই অদ্ভুত মামলা প্রাথমিক বিচারের জন্য নিম্ন আদালতে উঠবে। আজ আমি সরকারী উকিল অমুকবাবুর বাড়িতে ফাইল ও ডাইরি-পত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। কতো রাত্র পর্যন্ত যে সেখানে এই মামলা সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করতে হবে তা কে জানে।

'ঘটনা তো ভালো করেই বুঝে নিলাম, ভাই', পৃথক কাগজে ডাইরি হতে প্রয়োজনীয় নোট টুকে সরকারী উকিল অমুকবাবু বললেন, 'বড়ো ম্যানেজার ঠিকই বলেছিল যে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় না পেলে এই মামলা টেকানো যাবে না। আসামী খগেন সরকার বেঁচে থাকলে অবশ্য তাঁর সঙ্গে প্রমীলা দেবীও নির্ঘাত দোষী সাব্যস্ত হতেন। কিন্তু হৃতচক্ষু যুবকটি বড় জোর বলবে যে প্রমীলা

দেবীর একটি ভ্যানিটি ব্যাগ সে দেখেছে। অবশ্য এও সে বলবে যে এই ব্যাগের ওপর 'S' লেখা ছিল! এই 'S' লেখা ভ্যানিটি ব্যাগটি তোমরা উদ্ধার করলেও প্রমীলার আরও একটি 'S' আঁকা ব্যাগও তো থাকতে পারে? এদিকে প্রমীলা দেবী ও সুশীল বাবু প্রতিদিন জোড়ে আদালতে এসে জোড়েই আবার তাঁদের মধুকুঞ্জে ফিরে যাবেন! ভয় হয় যে প্রমীলা দেবীরূপ এই বড়ো মৎস্যটিই না আইনের জালের কোনও ফাঁকে বার হয়ে যায়। এখানে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বা একই অপরাধ সমাধা করেছে। একটি মাত্র সংকল্প বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী এরা কেউই এই সব অপকাজ একক বা যৌথভাবে সমাধা করে নি। এদের সকলের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের না করে এদের প্রত্যেক ব্যক্তির বা দলের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক স্থানে ও সময়ে অপরাধ করার জন্যে পৃথক পৃথক মামলা রুজু করলে ভালো হতো। এদিকে গ্যাং কেস চালানোর মতো মাল-মশলাও এদের বিরুদ্ধে নেই। আমার মতে ঐ বড়ো ম্যানেজারের গ্রেপ্তার পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু এই উপদেশ তো তোমাদের উর্ধ্বতন অফিসাররা কানে নিলেন না। এদিকে আদালতও এই বিষয়ে বেশি সময় দিতে রাজি হলেন না। যে ধারায় এদের চালান দেওয়া হয়েছে সেই ধারা মতে আমাদের লড়ে যেতে হবে। কাশীপুরের বৌরাণীকে সাক্ষী করে অবশ্য তোমরা ভালোই করেছো। তা' না হলে বর্তমান অবস্থায় ডাঃ সুরজিৎ রায়ের সাক্ষীও এই মামলায় পেতে না। এর মধ্যে আবার সবগুলি বিবদমান দল নিজেদের যা কিছু বিবাদ তা মিটিয়ে ফেলেছে। ওদের বৌরাণীকে না গ্রেপ্তার করলে এদের এই বিবাদটা জিইয়ে রেখে আমরা হয়তো কাজ হাসিল করতে পারতাম। কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ব হতে তোমরা আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে কৈ? প্রমীলা দেবী মুক্তি পেলেও অন্য আসামীদের কোনও না কোনও ধারায় আমি সাজা দেওয়াবো। কোনও মামলা প্রমাণ করতে হলে তার পিছনে উদ্দেশ্য বা মোটিভ্ আগে প্রমাণ করতে হবে। এই সাঙ্ঘাতিক জখমী মামলার এই মনস্তাত্ত্বিক মোটিভ্ বা উদ্দেশ্য দায়রা আদালতে জুরি মহোদয়দের কি বুঝানো যাবে? এটা মনগড়া একটা ভূতুড়ে কাণ্ড বা আজব ব্যাপার বলে তাঁরা এটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে এই আসামীদের সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দেবেন। একে এই আসামী একজন সম্ভ্রান্ত ধনীবংশের মহিলা। তদুপরি সে-ই আহত যুবককে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। এর চিকিৎসা বাবদ একটা মোটা অঙ্কের বিলও ইনি আদালতে নিশ্চয়ই পেশ করবেন। তবে বিচার সম্ভূত বিশ্বাস অবি-শ্বাসের বিষয় জোর করে বলা বড়ো শক্ত। এ তো আর পঞ্চায়েতের বিচার নয় যে সরজমিন তদন্ত করে তাঁরা প্রকৃত বিষয় বুঝে নিতে চেষ্টা করবেন। এই পঞ্চায়েতে

ভুল বিচার করলে তা তাঁরা জেনে-শুনেই করেছেন। নচেৎ সমধিক সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলেও তাঁরা ঠিক বিচারই করেন। ইংরাজ পদ্ধতির বিচারে যে আইনের নাগপাশ থেকে একটুও নড়বার উপায় নেই।'.

'এ্যাঁ। এ আপনি কি আমাকে বলছেন মশাই? এই মহিলাটি ছাড়া পেলে তো চমৎকার', আমি সরকারী উকিলবাবুর এই মন্তব্যে বিচলিত হয়ে বললাম, 'এইরূপ বিচার কিছুদিন চললে জনতা এদের বিচারের ভার নেবে। আদালত এদের মুক্তি দিলেও কোর্ট হতে বেরিয়ে রাস্তায় আসামাত্র এদের জনতার হাতে প্রাণ যাবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে গ্রামের মতো শহরেও এই পঞ্চায়েতের বিচার প্রথা প্রবর্তন করা উচিত হবে। এতে অন্তত সরকারী ও বেসরকারী দুর্নীতি ও জুলুম যে অনেক কমবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও শিক্ষার ন্যায় বিনা পয়সায় বিচার লাভের প্রয়োজন হয়েছে। মান-সম্মান প্রাণ নিয়ে দেশে বাস করতে হলে মানুষের এটাও যে দরকার। যাক্, ফলাফলের কথা না ভেবে এখন নিজেদের কর্তব্য তো করে যাওয়া যাক্।'

এমনি রাত্র দশটা পর্যন্ত সরকারী উকিলবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে এই মামলা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করার পর থানায় ফিরে দেখি যে আমাদের বেচারাম মুণ্ডিত-কেশে থান ও চাদর পরে থানায় বসে রয়েছে। এইদিন তার স্বর্গত পিতার মৃত্যুর কারণে প্রথা অনুযায়ী পিণ্ড-দান ও ঘাট-কামানোর দিন ছিল। আমি তার দিকে চেয়ে দেখলাম যে বর্ষার বারিধারার মতো তার দুই চোখ ব'য়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তবুও তাকে দেখলে সে যে শোকে ও দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে তা মনে হয় না। এইরূপ মনোবল সম্পন্ন বেচারামকে এই মামলার সাফল্যের জন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল।

'স্যার! আমার ঐ দিনকার চুরি রূপ পাপের জন্যে আমি শেষ বেশ আমার পিতাকে পেয়েও হারিয়ে ফেললাম', আমার দিকে সজল চোখে তাকিয়ে বেচারাম বললো, 'এই মহাপাপের ফল তো হাতে হাতে ফলে গেল। এখন আমি অপর একটা বিষয় ভাবছিলাম, স্যার। আমার বাবা আমাকে বহু টাকাকড়িই দিয়ে গেলেন। পিসেমশাইদের সংসারের জন্য আপনাদের অনেক টাকা আমি নিয়েছি। ঐ সরকারী টাকাগুলো এখন আমি সরকার বাহাদুরকে ফিরিয়ে দিতে চাই। এই টাকা কয়টা আপনারা আমাকে অপরেব সঙ্গে বেইমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে দিয়েছেন। এই পাপার্জিত অর্থ সামান্য হলেও তা আমি আপনাদের ফিরিয়ে দেবো।'

আমাদের বেচারামের মুখে এইরূপ নূতন ধরনের তত্ত্ব কথা শুনে আমি প্রমাদ গনলাম। তবে এইটুকু আমাদের ভরসা যে বেচারাম আদালতে সাক্ষ্য দিতে উঠে

এই একই কারণে একটিমাত্রও মিথ্যে কথা বলবে না। তখুনি আমার মনে হলো যে, এই বেচারামকে আমি চিনি তাই আজ একথা আমি ভাবতে পারছি। কিন্তু জজসাহেব ও জুরি মহোদয়গণ তো এর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত নন। ওখানে গুছিয়ে গুছিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিমাতে সুষ্ঠুরূপে সাক্ষ্য দেওয়ার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। কে বলতে পারে যে আমাদের এ হেন বেচারামই আদালতে জেরার মুখে ভীষণভাবে ভড়কে গিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলে মিথ্যে সাক্ষী রূপে প্রতিপন্ন হবে না! আদালতকক্ষাভ্যন্তরের বিচারের তুলনায় উন্মুক্ত প্রান্তরের বিচারের তো তফাৎ থাকবেই! বর্তমান ব্যবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিচারকগণ আইনের অজুহাতে নিজেরাই বহু বিষয়ে অসহায় অনুভব করে থাকেন।

আমার টেবিলের একপাশে কয়েকখানি হস্তলিপি বিশারদের প্রতিবেদন সাজান ছিল। বেচারামের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে সেগুলি পাঠ করে বুঝলাম যে আসামীদের স্বহস্ত-লিখিত পত্র ও চিরকুটগুলি তাদেরই হাতের লেখা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আসামীদের পূর্বতন হস্তলিপি জমিদারী ও ব্যবসায় সেরেস্তার দলিল দস্তাবেজ হতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছিলাম। কোনও সাক্ষীকে বিবিধ কারণে আদালত অবিশ্বাস করলেও এই নির্জীব প্রমাণকে অবিশ্বাস করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হবে! এই সব সাক্ষ্য নির্জীব বিধায় কথা না বলতে পারাতে মিথ্যে বলতেও অক্ষম। আমি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রামাণ্য দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করছিলাম। এমন সময় আমার হাতের কাগজের বাণ্ডিলের মধ্য থেকে শিশু বেচারাম ক্রোড়ে তার স্বর্গত মায়ের ফটো চিত্রটি উঠে এলো।

'তাহলে বেচারাম ভাই! তুমি আর এখানে বসে থেকে কি করবে?' আমি তাড়াতাড়ি এই ফটোটি পিতৃমাতৃহারা বেচারামের চোখের আড়াল করে তাকে বললাম, 'এই মামলা শেষ হলে তোমাকে আমি একটা শ্রেষ্ঠ উপহার দেবো। সেই উপহারটি হচ্ছে তোমার স্বর্গত মায়ের একটি সুস্পষ্ট সুন্দর ফটো। কিন্তু তোমাকে এইবার মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। এখন ভাই থাক ওসব কথা। এবার তুমি তোমার থানার ভিতরের শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আরও দিন কয় তোমাকে বাইরে না বেরিয়ে এখানেই থাকতে হবে। তোমার বাবা যে বহু অর্থ রেখে গিয়েছে সেকথা কিন্তু তুমি এখুনি কাউকে বলো না। তুমি মেকানিক্যাল কাজটি শিখে নিজের অর্থে একটা নিজস্ব ওয়ার্কশপ খুলে ফেলো। আমি অভিভাবক রূপে তোমাকে এইসব ব্যবস্থা করে দেবো, এখন।'

বেচারাম আফিস হতে চলে গেলে অমি আবার স্মারকলিপি লিখনে মনোনিবেশ করলাম। সহকারীরা এক একজন সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করতে ব্যস্ত।

আমি সাক্ষীদের বিবৃতিগুলি পড়ে পড়ে তার সারমর্ম মূল ডাইরিতে লিখে নিচ্ছি। নৈশভোজন শেষ করতে উপরে উঠবার আমাদের সময় নেই। দিন কবে শেষ হয়ে রাত্রিও শেষ হতে চলেছে। তখনও আমরা নিচের আফিসে বসে কাজকর্ম করে চলেছি। এই মামলা সম্পর্কে কাজের আমাদের বিরাম নেই। এদিকে ভোরের আলো ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে।

॥ ১১ ॥

এর পর কয়দিন যাবৎ আমরা আরও বহু সাক্ষ্য-সাবুদ সংগ্রহ করেছি। এই বিরাট মামলা আদালতেও পাঠানো হয়েছে। এইবার আদালতে আমাদের নূতন করে ভাগ্য পরীক্ষা শুরু হবে।

এই দিন সকালে এ'কবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা থানায় নেমে এলাম। দশটা প্রায় বেজে আসায় থানায় সাজ সাজ পড়ে গিয়েছে। একজন অফিসারকে জেল হতে আসামী আনতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আর একজন লরি করে বিভিন্ন স্থান হতে সাক্ষীদের তুলে আনবে। আমি নিজে ডাইরিপত্র সহ আদালতের উদ্দেশে বার হয়ে গেলাম। প্রশস্ত আদালত কক্ষের আসামীদের বিরাট ডকটি দেখতে দেখতে ভর্তি হয়ে গেল। আসামীদের রেলিং দেওয়া খাঁচার বাইরে একটি চেয়ার রাখা হয়েছে। এই চেয়ারটির উপর প্রমীলা দেবী আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিলেন। ওদিকে দূরে একটা বেঞ্চে সাক্ষিনী বৌরাণী এসে বসেছেন। অবশ্য তাঁকে ঘিরে তাঁর আত্মীয়েরাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই মহিলাদ্বয়ের কেউ কারুর দিকে তার চেয়েও দেখেন না। এজলাসের সামনে লম্বা টেবিলের পিছনের চেয়ারগুলি সরকারী তরফের ও বিপক্ষীয় আইনজীবীতে ভরে গিয়েছে।

উপরের এই তোড়জোড়ের ন্যায় আদালতের প্রাঙ্গণেও কম তোড়জোড় করা হয় নি। এইখানে দুইটা ক্যাম্পে সাক্ষী ও সাক্ষিনীদের বসবার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। এ'ছাড়া এখানে এদের খাওয়া-দাওয়ারও ব্যবস্থা দেখা যায়। বহুদূর হতে আসায় অনেক সাক্ষীরই মধ্যাহ্নে ভোজনের প্রয়োজন ছিল।

আমাদের সরকারী উকিলবাবু এইবার এই মামলার বিষয়বস্তু আদালতকে জ্ঞাপন ক'রতে উঠে দাঁড়াবেন। ঐ সময় আহত যুবকের মাতুল ভদ্রলোক একজন অ্যাড্ভোকেট মারফৎ আদালতে একটি বিশেষ আবেদন করলেন। তাঁদের বক্তব্য হলো যে আহত যুবকটিকে আসামী প্রমীলার হেপাজতী থেকে তার মাতুলের হেপা-

জতীতে দেওয়া হোক। এ বিষয়ে আমাদের সরকার তরফেরও সমর্থন ছিল। কিন্তু প্রমীলা দেবী তাঁর আইনজীবীর প্রতি চাওয়া মাত্র তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানালেন। এমনি কিছুক্ষণ বাদ-প্রতিবাদের পর 'যুবকটি ইতিমধ্যে সাবালক হয়েছে'—এই অজুহাতে আদালত এতে হস্তক্ষেপ করতে চাইলেন না। আহত যুবকের মাতুল তার এই ভাগিনেয়টিকে নিজ গৃহে আনতে পারলে এই মামলার ভবিষ্যৎ যে আরও উজ্জল হয়ে উঠতো তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এখানে পরম পুরুষ বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় অন্যরূপ ছিল।

এইবার গুরুগম্ভীর স্বরে আমাদের সরকারী উকিল বাহাদুর এই অদ্ভুত মামলার ভূমিকাসহ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝাবার জন্যে তাঁর প্রাথমিক বক্তৃতা শুরু করে দিলেন। তাঁর এই সুন্দর বক্তৃতা আজও আমার মনে আছে। এই প্রাথমিক [মুখ-বন্ধ] বক্তৃতা বা ওপেনিং স্পিচের প্রয়োজনীয় অংশ চিত্তাকর্ষক বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"মহামান্য আদালত স্যার। এই মামলাটির আমরা নামকরণ করেছি—একটি অদ্ভুত মামলা। অদ্ভুত বিষয়বস্তুর ন্যায় এর নায়ক-নায়িকারাও অদ্ভুত চরিত্রের ব্যক্তি। এই মামলার অপরাধের উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ততোধিকই অদ্ভুত। ['এটি মনগড়া ভূতুড়ে ব্যাপার'—জনৈক ডিফেন্স উকিলের উক্তি]। এর মধ্যে হত্যার চেষ্টা, অপহরণ, বেআইনী আটক, গুরুতর জখম, সিঁদেল চৌর্য, ইত্যাদি ভারতীয় দণ্ডবিধির বহু ধারা সংযুক্ত আছে। ['আমার বক্তৃতা আগে শেষ হোক মশাই'—সরকারী উকিলের জবাব] এই এতোগুলি মামলা কলিকাতার খাস শহর ও শহরতলী এবং হাওড়া নগরীতে সজ্ঘটিত হয়। এই জন্য অপরাধ সমূহেরজন্য ষড়যন্ত্র করার অপরাধ সমেত এই সবকয়টি অপরাধের একত্রে বিচারের জন্য হাইকোর্টের আদেশে আপনার এক্তিয়ারাধীন করা হয়েছে। এই মামলায় পরস্পরের সহিত সম্পর্ক শূন্য এবং অপরিচিত ধনী-নির্ধন, প্রাসাদ ও পঙ্কিল বস্তিবাসী, শিক্ষিত ও জঘন্য গুণ্ডা পৃথক ভাবে পৃথক সময়ে একটি মাত্র নেতার নির্দেশে ও উপদেশে বিবিধ স্থানে বিবিধ সাংঘাতিক অপরাধসমূহ নির্বিবাদে সমাধা করেছে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে এই আসামী প্রমীলা দেবীর যৌনজ-লালসা চরিতার্থের জন্যই এই বিরাট মামলার প্রথম অপরাধ সুসংঘটিত হয়। প্রধানত এই মূল অপরাধটির পর আত্মরক্ষার কারণে পর পর অপর অপরাধ সজ্ঘটিত হতে থাকে। এই অপরাধী দলের প্রধান তিন জন অপরাধির মধ্যে এক মাত্র প্রমীলা দেবীই এখানে উপস্থিত আছে। অপর দুজনার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অপর জন গুম্ফহীন হয়ে ফেরার হয়েছেন। সম্প্রতি এই ফেরারী আসামী এই মামলার সাক্ষীদের ভীতি প্রদর্শন

করছেন। বলা বাহুল্য, এই আসামীত্রয়কে সত্যকারের ক্রিমিন্যাল বলা চলে। এইরূপ এক নিয়ম লঙ্ঘনশীল অসৎ-হেতু-গর্ভ, লোকাতীত দ্বেষভাজন, ক্ষুদ্রাশয়, সৎ কার্যে দীর্ঘসূত্রী ও উদ্যোগবিহীন লুব্ধ কৃতঘ্ন, ধর্মবিবর্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপাচার-পরায়ণ, অকারণে শঙ্কিতচিত্ত, কুটিল, পরদার অপহারী, [সে তো ছোট ম্যানেজার'—বিপক্ষপক্ষীয়ের উক্তি] বান্ধব ব্যসনাশক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, অসত্যপরায়ণ ও কামাশক্ত ও মাত্র মনোগত কর্ম প্রয়াসী, অতিবুদ্ধি, কৃতঘ্ন ও নিষ্ঠুর সুরাপায়ী নির্দয় দুঃশীল অধীর নৃশংস ও বঞ্চক ['অনুপস্থিত আসামীকে গাল দেন কেন'—জনৈক বিপক্ষপক্ষীয় উকিলের মন্তব্য] নিষ্ঠুর ব্যক্তি সাধারণত পরিদৃষ্ট হয় না। এই হেন এক ব্যক্তিকেই কাশীপুরের জমিদার পরিবার তাঁদের ম্যানেজাররূপে নিযুক্ত করেন। এই আসামী প্রমীলা দেবী এঁকে দিয়ে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করতে গিয়ে এঁরই হাতে ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন। ভারত-যুদ্ধের যুধ্যমান ব্যক্তিদের ন্যায় এই মামলার প্রায় প্রত্যেকটি আসামী সাক্ষী ফরিয়াদী ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা কোনও না কোনও সূত্রে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। এই কারণে এই সাক্ষীরা শেষ বেশ কতোটা সত্যি কথা বলবে তা জানি না। সেই জন্যে এই মামলায় প্রামাণ্য দ্রব্য সম্ভূত প্রমাণ ও পরিবেশগত সাক্ষ্যের উপরই আমাদের অধিক নির্ভরশীল হতে হয়েছে। মহাভারতের উপাখ্যানেব মতোই এই মামলার মূল ঘটনা একটিই। কিন্তু পরে অন্যান্য বহু ঘটনা অবস্থা গতিকে এই মামলায় সংযুক্ত হয়েছে। আমি সর্বপ্রথমে এই মূল বা প্রধান ঘটনাটিই বিবৃত করতে চাই।

এইবার এই মামলার ঘটনাসম্ভূত কারণ ও ঘটনারাজির অন্তর্নিহিত হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এইরূপ এক অত্যদ্ভুত ঘটনা কেমন করে ঘটতে পারলো তা বিষয়-বস্তুর মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা আপনাদের সম্যকরূপে বুঝিয়ে বলা দরকার। এই ঘটনা ঘটার কারণ ছিল এই যে বর্তমানে মহাধনী এই প্রমীলা দেবী এককালে রূপসী হওয়া সত্বেও তাঁর বয়স ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। প্রথম জীবনের ভুলের কারণে তাঁর বয়স থাকতে সময় মতো বিবাহ করেন নি। অথচ আর পাঁচজন সাধারণ নারীর ন্যায় তিনিও কোনও এক স্বল্প বয়স্ক যুবককে বিবাহ করতে ইচ্ছা করলেন। ['এরূপ কমপ্লেক্স তো পুরুষদেরও আছে'—জনৈক ডিফেন্স প্লিডারের উক্তি] ভদ্রমহিলা নিজকর্মক্ষমতা ও ধন দৌলতে দিশেহারা হয়ে তাঁর যে বিবাহের বয়ঃসীমা অতিক্রম হতে চলেছে তা তিনি ভাবতেও পারেন না। এই প্রমীলা দেবী বহু যুবক কর্তৃক বহুবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তাঁর মধ্যে একটি 'বয়েস-ভীতি' রূপ মনো-জট্ বা কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়। তাঁর সকল সময়েই মনে হতো যে এইবুঝি তাঁর অধিক বয়সের অজুহাতে পুনরায় তিনি তাঁর শেষ সম্বল ঐ

যুবক [এক্ষণে হৃতচক্ষু] সুশীলবাবুর দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত হন। আমি সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করবো যে এই বয়েস-ভীতি রোগ এঁকে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত করতো। ['ওঁর গলা ধরে তা উনি বলেছেন'—জনৈক বিপক্ষীয় অ্যাড্ভোকেটের শ্লেষ] প্রমীলা দেবীর প্রায় মনে হতো যে আর বেশি দেরী করলে তাঁর যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে তাও তাঁর থাকবে না। ['এই তো সবে কলির আরম্ভ'—সরকারী উকিলের জবাব] তাঁর জীবন গড়িয়ে আসার মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব তাঁর পক্ষে অসহনীয়। এই আশু বিপদ হতে পরিত্রাণ পাবার বহু সম্ভাব্য উপায় চিন্তা করেও তিনি এর কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যে সময় তিনি এইরূপ মানসিক তৃষ্ণায় আকুলি বিকুলি করছিলেন, ঠিক সেই সময়ই তাঁর বান্ধবী বৌরাণী তাঁকে এক উত্তম অমৃতের সন্ধান দিলেন ['ওঃ আবার ওঁকেও জড়ালেন'—এক বিপক্ষ পক্ষীয়ের উক্তি] হাঁ। ঠিক এই সময়েই প্রমীলা দেবীর মনের মধ্যে তাঁর ঐ বান্ধবী বৌরাণী পরিহাসচ্ছলে এই সমস্যা সমাধানের এক অদ্ভুত সূত্র ঢুকিয়ে দিলেন। আমরা জানি যে বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্শনের ক্ষমতা কিরূপ অসীম। আমরা এ'ও জানি যে 'এ জগতে হারায় না কো কিছু'। এই বাক্প্রয়োগটি নিভৃতে ও গোপনে এই প্রমীলার অবচেতন মনের ['প্রমীলা দেবী বলুন'—ডিফেন্স ব্যারিস্টার] অন্তরতম প্রদেশে অঙ্কুর গেড়েছিল। এই অঙ্কুরটি প্রমীলা দেবীর অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে তাঁর অবচেতন মনে জেঁকে বসলো। এইখানে অপর একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আপনাদের বুঝিয়ে বলবো। মানুষের মনের অস্থিরতা, অবনমতা বা ডিপ্রেশন্ কিংবা দিশেহারা অবস্থায় কোনও একটি অনুকূল বা প্রতিকূল বাক্-প্রয়োগ কিংবা প্রয়োগ-নিদান বা ষ্টিমুলাস কারুর মনে স্ববাক [Auto-suggestion] প্রয়োগ বা পর-বাক্ প্রয়োগ দ্বারা আচম্বিতে ঢুকে গেলে মানুষ বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলে অপরাধ-রোগীতে পরিণত হয়ে উঠে। এই মানসিক রোগ একাগ্রমুখী হয়ে তখন একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে চায়। অন্যথায় উহা পুনঃ পুনঃ সূচীমুখী যন্ত্রণার সৃষ্টি করে মানুষকে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলে। এইখানে মানুষের মনকে একটা পোক্ বা সিক্ যুক্ত চক্রের সহিত তুলনা করা চলে। এই চক্রের এখানে মাত্র একটি বা দুইটি সিক্ স্থানচ্যুত হয়ে পট্পট্ শব্দ করলেও স্বস্থানে অবস্থিত অন্যান্য শিক্গুলি পূর্বের মতই স্ব স্ব কার্য করে চলে। এই জন্য এই মানসিক রোগ-গ্রস্ত মানুষরা এক প্রকারের উন্মাদ হলেও তাদের উন্মাদ বলে বাহির হতে বুঝা যায় না। ['এ তো আসামীর পক্ষে যাচ্ছে'— বিচারক জজ সাহেবের উক্তি]। তাই সম্ভাব্য বিপদ হতে অব্যহতি পাবার অন্য কোনও উপায় না থাকায় প্রমীলা দেবী এই অদম্য স্পৃহা দ্বারা আবিষ্ট হয়ে একজন অপরাধিনী রোগিণীতে পরিণত

হয়ে গেলেন। ['আমি সুবিচারে সাহায্য করছি'—সরকারী উকিলের জবাব] বহু মানুষ দৈহিক রোগের মত মানসিক রোগেও ভুগে থাকে। এইরূপ বহু মানসিক রোগ দৈহিক-রোগরূপে চালু হওয়ায় রোগী উপযুক্ত ও প্রকৃত চিকিৎসার অভাবে নিরাময় হতে পারে নি। এই অভাবনীয় ও সাধারণেব অবিশ্বাস্য রোগের বিষয় রোগীও কাউকে লজ্জা ও ভয়ে বলতে না পারায় নিরাময় হওয়া তাদের কষ্টসাধ্য হয়েছে। আমাদের অন্যতম আসামী প্রমীলা দেবী তাঁর এক অশুভ মুহূর্তে এইরূপ এক অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার অধিকারিণী হয়ে উঠলেন। এই সময় তাঁর অপরাধ-সম্পর্কিত প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটলেও তাঁর অন্যান্য বৃত্তি ও বুদ্ধি সম্পর্কীয় স্নায়ুক্ষেত্র এবং ক্রিয়াশীল মোটর নার্ভ সমূহ অটুটই থেকে গিয়েছে। এই জন্য ইনি তাঁর এই দুর্দমনীয় স্বার্থ প্রণোদিত অপরাধ স্পৃহাকে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ভালোরূপেই পরিচালিত করতে পেরেছিলেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে ইনি তাঁর এই বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজে যে পন্থায় ও উপায়ে অপরাধ-রোগিণীতে পরিণত হয়েছিলেন, সেই একই উপায়ে ও পন্থায় উনি তাঁর পূর্বপ্রেমাস্পদ খগেন [এক্ষণে মৃত] সরকারকেও মুহুর্মুহু বাক-প্রয়োগে অতিষ্ঠ করে তাঁর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বহির্বিকাশ ঘটিয়ে এই পাপকার্যে সহায়তার জন্যে তাঁকেও নিজের মতনই হুবহু একজন অপরাধ-রোগীতে পরিণত করে তুললেন। এই দুইজন অপরাধ-রোগীকে সহায়তা করার জন্যে পূর্বাপর কালে একে একে বহু নীরোগ-অপরাধী [Normal] যোগ দেয়। এই সব নীরোগ-অপরাধিদের মধ্যে 'স্বভাব, অভ্যাস, মধ্যম ও দৈব'— এই চারি প্রকারের অপরাধিদের আপনারা দেখতে পাবেন। ['যতো আজগুবি গল্প'— জনৈক বিপক্ষীয়ের উক্তি] পরে এদের সঙ্গে জনকয় পেশাদারী অপরাধিও যোগ দিয়েছিল। ['একটা ইংরাজি বই দেখাবো'—সরকারী উকিলের জবাব] এইসব অপরাধিদের মধ্যে এঁদের ঐ ছোট ম্যানেজার ছিলেন একান্তরূপে ['আর ইংরেজরাই চলে গেল'—জনৈক বিরোধী পক্ষীয়ের মন্তব্য] একজন দৈব অপরাধী। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেকে কিছুটা শুধরে নিলেও দৈবক্রমে আবার তিনি যৎসামান্য অপরাধ করতে উদ্যত হলেন। এঁর এই অপরাধের স্বল্পতার জন্যে এঁকে রাজসাক্ষী হবার আমরা সুযোগ দিয়েছি। ['ঐটেই তো পালের গোদা'— জনৈক অ্যাডভোকেটের উক্তি] আমাদের সাক্ষিনী বৌরাণীও আর একটু হলে এই একই কারণে দৈব-অপরাধির পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তেন। ['এক যাত্রায় পৃথক ফল'—বিপক্ষপক্ষীয় উকিলের টিপ্পনী] অপর অসামীদ্বয় হারুগোঁসাই এবং রহমনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত অনুধাবন ['আঃ! বাধা দেন কেন?'—হাকিমের নির্দেশ] করে ওদের আমি অভ্যাস অপরাধী বলে জেনেছি। এই আসামীদের মধ্যে বস্তিবাসী নিরক্ষর সিঁদেল

চোর হনুমানিয়া, কিষনিয়া, মদনিয়া, রুথমানিয়াকে আমি স্বভাব-অপরাধী বলে অভিহিত করবো। তবে এরা হচ্ছে 'সাম্পত্তিক অপরাধী' - অর্থাৎ এরা মাত্র সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে। ইহা আমি এদের অঙ্গুলীর টিপ পত্র ও পূর্ব নথিপত্র হতে প্রমাণ করবো। ডকের ডানদিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সকলেই শোণিতাত্মক অপরাধী। অর্থাৎ এরা শুধু খুন জখম প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তির বিরুদ্ধেই অপরাধ করে ['বড্ড সময় নষ্ট হচ্ছে'—বিপক্ষপক্ষীয়ের টিপ্পনী] এদের বড় ম্যানেজারের মধ্যে ['প্রফেসার ছাত্র পড়াচ্ছেন'—জনৈক উকিলের উক্তি] একাধারে স্বভাব ও অভ্যাস অপরাধির গুণাগুণ ও স্বভাব-চরিত্র বর্তিয়েছিল। একদিক থেকে ইনি ['দাঁড়ান! পরে বুঝবেন—সরকারী উকিলের জবাব] ক্রুর নিষ্ঠুর মহাপাপী ও ষড়যন্ত্রে বিশারদ হলেও অপর দিকে ইনি প্রভুভক্ত বুদ্ধিমান আইনজ্ঞ ও করিৎকর্মা ছিলেন। ইনি মধ্যম অপরাধী বিধায় বহু অপরাধী. বহু নিরপরাধ এবং তৎসহ বিভিন্ন মনোবৃত্তি সম্পন্ন বিভিন্ন অপরাধের অপরাধিদের একত্রিত করে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই পাঁচমেশালী অপরাধী সংগ্রহের ক্ষমতার মূল হেতু বুঝাবার জন্যেই আমি এতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ও তথ্যের অবতারণা করতে বাধ্য হলাম।

এইখানে আরও একটি বিষয় আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই। প্রারম্ভে মহামান্য হাকিম বাহাদুর আমাকে সাবধান করে বলেছিলেন যে আমি প্রমীলা দেবীকে অপরাধ-রোগী প্রমাণিত করে তাঁর স্বপক্ষেই ভাষণ দিচ্ছি। অজ্ঞান মাতাল কর্তৃক কোনও অপরাধ জ্ঞানত অপরাধ নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ঐ অপরাধ করার উদ্দেশ্যেই মদ্যপান করে থাকে, তাহলে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও সমাজবিধি তাকে কখনও ক্ষমা করে রেহাই দেয়নি। এইস্থানে প্রমীলা দেবী স্বইচ্ছায় শনৈঃ শনৈঃ নিজেকে অপরাধ-রোগীতে পরিণত করেছিলেন। [সব বাজে কথা'—বিপক্ষপক্ষীয় উকিলের উক্তি] কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদেরও যে যথেষ্ট অবকাশ আছে তা আমি স্বীকার করি। ['চুপ করুন'—হাকিমের ধমক] কিন্তু তিনি এই একই পন্থায় অপর এক স্বাভাবিক মানুষ মৃত আসামী খগেন সরকারকে অস্বাভাবিকমনা করে তুলে তাঁকে দিয়ে এই সাংঘাতিক অপকর্মটি সঙ্ঘটিত করালেন কেন? এইখানে আমরা প্রমীলা দেবীকে এই প্রত্যক্ষ অপরাধী খগেন সরকারের একাধারে নির্দেশক ও প্ররোচক অপরাধী রূপে কি বুঝছি না? এই কারণে প্রমীলা দেবীর অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য বলে আমি মনে করি।

এইবার উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় আমি মূল ঘটনারাজি বিবৃত করতে চাই। এতদ্বারা এই সব অপকর্মের উদ্দেশ্য বা মোটিভ্ পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট

হয়ে উঠবে। প্রমীলা দেবী ঠিক করেছিলেন যে তাঁর এই শেষবেশ প্রেমাস্পদ সুশীলের চক্ষুর্দ্বয় তিনি অন্ধ করে দেবেন। এই অবস্থায় প্রমীলা দেবীর বয়স বাড়লেও সুশীল তাঁকে যুবতী মনে করে চিরজীবন তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত থাকবে। তাঁর এই অসহায় অবস্থায় প্রমীলাকে পরিত্যাগ করে সে অন্য কোথায়ও চলে যেতে পারবে না। এইরূপ এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি তাঁর পূর্ব প্রেমাস্পদ খগেন্দ্র সরকারকে বুঝালেন যে ঐ সুশীলবাবু তাঁকে প্রবঞ্চনা করায় তার ওপর তিনি প্রতিশোধ নিতে চান। এখন যদি খগেন সরকার [ইনি মরে বেঁচে গেলেন] প্রমীলার এই ইচ্ছামত কাজ করে, তাহলে তিনি মনে প্রাণে ও দেহে একান্তরূপে তারই হবেন। এরপর প্রমীলা দেবী ঐ পলাতক আসামী বড় ম্যানেজারের মারফৎ এক ফাইল ভিরোল বিষ সংগ্রহ করলেন। এই কার্যের পর মৃত আসামী খগেন সরকারকে ইনি সাক্ষী এস্, ডাট মারফৎ একটি পত্র পাঠিয়ে শানকিভাঙ্গা লেনের বাসা হতে ডাকিয়ে আনলেন। এইদিনই সন্ধ্যার সময় প্রমীলা দেবী ঐ নির্বোধ যুবক সুশীলকে তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ করলেন। এই সুযোগে পূর্ব পরিকল্পনা মতো খগেন সরকার এই যুবকটির চক্ষে ভিরোল বিষ ঢেলে নিজেই থানায় গিয়ে একটি কল্পিত রাহাজানি সংবাদ মিথ্যা করে জানিয়ে এলেন। এই ভাবে কার্যসিদ্ধি করে প্রমীলা দেবী তাঁর পূর্ব প্রেমাস্পদ খগেন সরকারকে আর আমল দিলেন না। এমন কি একদিন প্রকাশ্যে তিনি বাড়ি হতে তাকে অপমান করে বিতাড়িতও করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাকে আশা দিয়ে তাঁর বাড়িতে আসতে বলেছিলেন। উদ্দেশ্য প্রহার দ্বারা ঘটনা স্থলে তিনি তাকে শেষ করে দেবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাজমহল হোটেলে ফোন করলে বড়ো ম্যানেজার ওখানে গুণ্ডা আমদানীও করেছিলেন। কিন্তু খগেন সরকারের স্থলে সেখানে থানার অফিসার তদন্তে আসায় তাঁদের একজন বিনা দোষে প্রহৃত হয়েছিলেন। এদিকে যে কোনও কারণে হোক প্রমীলা দেবী ও বড় ম্যানেজারের ধারণা হয়েছিল যে খগেন সরকার প্রমীলা দেবীর সেই পত্রটি থানায় দাখিল করে তদনুযায়ী একটি বিবৃতি দিয়ে তাদের বিপদ ঘটাবে। তবে যতদূর বুঝা যায় যে, এই ইচ্ছা খগেন সরকারের একটুও ছিল না। বলা বাহুল্য যে এই সম্পর্কে এঁরা অমার্জনীয়রূপে তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। এ সময় খগেন্দ্র বাবু প্রমীলাকে ভুলে তাঁর হারানো পুত্র বেচারামের খোঁজেই ব্যতিব্যস্ত। এই প্রামাণ্য পত্রটি খগেন সরকারের হেপাজত হতে উদ্ধার করার চেষ্টাতে পরবর্তী অপরাধ সমূহ সংঘটিত হয়। প্রথমে এঁরা সিঁদেল চোর পাঠিয়ে খগেন সরকারের বাড়ি থেকে ঐ পত্র চুরি করাতে সচেষ্টা হন। কিন্তু তাতে অপরাগ হয়ে তাঁরা এই জঘন্য শোণিতাত্মক অপরাধ সমূহের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের

পথ বেছে নিলেন। ঐ পলাতক আসামী বড় ম্যানেজার লোকজন মারফৎ খগেন সরকারকে হাওড়া হতে অপহরণ করে ঐ পত্রটি উদ্ধারও করেছিলেন। ঐ পত্রের একাংশ অবশ্য খগেনের বন্ধু শ্রমিকনেতা সাক্ষী অমুকের মুঠির মধ্যে থেকে গিয়েছিল। এই মূল পত্রটি বড়ো ম্যানেজার উদ্ধারের পর প্রমীলা দেবীকে ফেরতও দিয়েছিলেন। বিধাতার নির্মম পরিহাস এই যে ঐ পত্র চোরে চুরি করতে না পারলেও বেচারাম নামে এক বালক 'অ-চোর' পুলিসের নির্দেশে প্রমীলা দেবীর বাড়ি হতে উহার আধার ভ্যানিটি ব্যাগশুদ্ধু চুরি করে আনতে পেরেছিল। ঠিক এই দিনই বিরোধী পক্ষীয় ডাঃ সুরজিৎ রায়কে ধোঁকা দিয়ে এঁদের বাড়িতে ঐ যুবকের চিকিৎসার জন্য আনানো হয়। এই ডাঃ সুরজিৎ রায়ের প্রত্যাগমনের সঙ্গে প্রমীলা দেবীর সেই পত্রসহ ভ্যানিটি ব্যাগটিও অন্তর্হিত ও বেচারাম কর্তৃক গোপনে অপসারিত হওয়ায় এঁরা এই অপহরণের জন্য অকারণে ডাঃ সুরজিৎ রায়কে সন্দেহ করেন। অবশ্য এই অহেতুক সন্দেহের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক হেতুও ছিল। একদা ডাঃ সুরজিৎ বাবু তাঁর পূর্ব প্রণয়ী প্রমীলাকে ঐ ভ্যানিটি ব্যাগটি উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু এক অজ্ঞাত মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রমীলা দেবী পরবর্তী কালে ডাঃ সুরজিৎকে ত্যাগ করলেও তাঁর স্মৃতিযুক্ত ভ্যানিটি ব্যাগটি ত্যাগ করেন নি। এইরূপ আরও বহু অব্যক্ত কাহিনী সাক্ষীদের মুখে একে একে প্রকাশ পাবে। পলাতক বড় ম্যানেজারের নির্দেশে এই পত্রটি উদ্ধার করার জন্যে ডাঃ সুরজিৎ রায়ের বাড়িতেও সিঁদেল চোরদের পাঠানো হয়। এই সময় এই প্রয়োজনীয় পত্রটি বেছে নেবার জন্য স্বয়ং বড়ো ম্যানেজার অকুস্থলের নিকটে মজুত থেকেছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংশ্লিষ্ট ভিরোলের শিশিটি পলাতক বড়ো ম্যানেজার ওঁদের ছোট ম্যানেজারের মারফৎ ডাঃ সুরজিৎ রায়ের ল্যাবরেটারি থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ভদ্র মহোদয়গণ! এই হচ্ছে এই অদ্ভুত মামলার মোটামুটি কাহিনী। এখন বিবিধ সাক্ষীর মুখে এই মূল কাহিনী ও তৎসহ বহু চিত্তাকর্ষক ঘটনাবহুল উপকাহিনীও আপনারা শুনতে পাবেন।"

এই পর্যন্ত সওয়াল সরকারী উকিল বাহাদুর সমাপ্ত করার পর মধ্যাহ্ন ভোজনের কারণে আদালতের দুই ঘণ্টার জন্যে বিরতি হলো। জুতার ঘস্ ঘস্ শব্দ করে কেবল মাত্র আসামী ও পাহারাদার পুলিসকে সেখানে রেখে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই কিছুক্ষণের জন্যে আদালত কক্ষ ত্যাগ করে বিশ্রাম বা টিফিনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। এই সুযোগে আমি নিচে নেমে দেখি প্রাঙ্গণের একটি পুরা ক্যাম্প ভর্তি করে বেচারামের সেই বুড়ী ঠানদিদি তাঁর বাড়ির পরিবারবর্গ ও পাড়ার বহু নাতি-নাতনীসহ গম্ভীর ভাবে বসে আছেন। আমাদের অন্যতম সাক্ষী

বেচারাম তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে এক ভাঁড় লস্যি এনে সেটা ভুলিয়ে ভুলিয়ে তাঁকে খাওয়াচ্ছে।

'আপনি এখন এদিকটায় আর আসবেন না, স্যার,' আমার একজন সহকারী অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, 'ওখানে ওপাড়ার সেই এজমালী ঠাকুমা আপনার ওপরে ক্ষেপে রয়েছেন। ওঁর ধারণা, আপনার হুকুমেই ওঁকে মান সম্মান খুইয়ে অন্তঃপুর ছেড়ে আদালতে আসতে হয়েছে। ওঁকে আমরা কি কষ্ট করেই না এখানে আনতে পেরেছি। পাড়ার লোকেরা ওঁর স্বপক্ষে একটা রায়ট বাধিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল। ওঁর সেই একই কথা যে ওঁর পিতামহ নিজের বাড়িতে দরবার বসিয়ে বিচার করে কতো কাটা মুণ্ড গড়াগড়ি দিইয়েছেন। আর এখন তাঁদের বংশের এক বধূকে বৃদ্ধ বয়সে এই শহরের বিদেশীদের আদালতে হাজির হতে হবে। অবশেষে বেচারাম ওঁকে কতো বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখানে আসতে রাজি করালো। তবে তিনি তাঁর বডি-গার্ড স্বরূপ ওখানকার পাড়া শুদ্ধ লোককে এখানে এনেছেন। এর ফলে একটা ক্যাম্পে বাকি সাক্ষীদের রেখে পুরা এই ক্যাম্পটা এঁদের জন্য ছেড়ে দিতে হলো। এতো কাণ্ড করে এখানে আনা সত্বেও আজ যে এঁর সাক্ষ্য আদালত নেবেন তা তো মনে হয় না।'

এই সহকারী অফিসারের উপদেশ মত এই ক্রুদ্ধা ঠানদিদির সম্মুখে উপস্থিত হতে আমি সাহসী হই নি। দূর হতে আমাকে দেখে তিনি 'হুম' বলে একবার ভেঙচে অন্য দিকে মুখ ঘুরালেন। এইবার পুনরায় আদালত বসলে সরকারী উকিল তাঁর বাকি সওয়ালটুকু শেষ করে ফেললেন। সরকারী উকিলের সওয়ালের একটি অংশ বহু ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। সওয়াল-সাহিত্যে এই বাক্য বিন্যাস তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁর সওয়ালের এই চিত্তাকর্ষক অংশটি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"এবার আমি আপনাদের ডাকাতির মহড়ার বিষয় শুনাবো। প্রমীলা দেবী পরিহাসচ্ছলে সুরজিৎ বাবুকে বলেছিলেন—'আমার ইচ্ছে যে কেউ আমাকে হরণ করে বিয়ে করুক।' সেদিনকার চপলমতি যুবক সুরজিৎ রায় এই অভিনয় ওঁদের জমিদারীর সত্যকার লেঠেলের সাহায্যে করেছিলেন। মনে করুন প্রমীলা দেবী স্টেশন থেকে পাল্কি করে জমিদার বাড়ি যাচ্ছেন। এমন সময় সন্ধ্যার আবছায়ায় পথের দু'পাশের জঙ্গল থেকে বার হয়ে এলো জন চল্লিশ ষণ্ডামার্কা কৃষ্ণমূর্তি। এদের হাতে দেখা যায় তীক্ষ্ণ তরবারি, সড়কি ও দীর্ঘ যষ্টি। এই রায়বেঁশেদের মুখে সেই বহুশ্রুত রণহুঙ্কার—হা-রে-রে-রা-আ। প্রমীলা দেবী তাদের মুখোসপরা নেতাকে চিনতে পারলেন না। দৌড়াদৌড়িতে তাঁর সযত্ন বিন্যস্ত কেশরাজি খুলে স্কন্ধের উপর

ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর ঘর্মাক্ত মুখের মেক্‌আপ ফুঁড়ে বেড়িয়ে এলো রিংকলের সারি। তাঁর আলুথালু বেশ কাউকে মুগ্ধ করতে পারে না। মশালের উজ্জ্বল আলোকে তাঁর মস্তকে কয়েকটি শ্বেত কেশও দেখা যায়। তাঁর তখনকার প্রেমাস্পদ স্বরজিৎ বাবু বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে প্রায় বিগত-যৌবনা এক নারী তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর পর স্বভাবতই স্বরজিৎ বাবুর রঙিন নেশা ছুটে গিয়েছিল।

এই ঘটনা না ঘটলে আজ প্রমীলা দেবী ডাঃ স্বরজিতের সহধর্মিণী হতেন। এর ফলে এতগুলি সাজ্ঘাতিক অপরাধও এমন ভাবে সংঘটিত হতো না। এইবার আপনারা বুঝতে পারবেন যে একটি ঘটনা ঘটা বা না ঘটার সঙ্গে অপর একটি ঘটনা ঘটা বা না ঘটার সম্পর্ক কত বেশি। একটি মাত্র ঘটনা মানুষের জীবন সম্পূর্ণ রূপে বদলে দিতে সক্ষম। জাতীয় জীবনের ন্যায় ব্যক্তিগত্য জীবনেও ইহা একটি চরম সত্য।”

এই ভাবে এই মামলা সম্পর্কে একটি সুন্দর পটভূমিকা স্থাপন করে আমাদের সরকারী উকিল এই মামলার প্রতিটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের হেতুগর্ভ বা ইনার মোটিভ্ ও কার্যকারণ সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে আদালত শুদ্ধ ব্যক্তিকে মোহিত করে দিতে পেরেছিলেন। এর পর এই দিন হতে পর পর বহুদিন বহু সাক্ষী ও প্রামাণ্য দ্রব্য আমরা আদালতে পেশ করি। পরিশেষে এই নিম্ন আদালত বাদবিচার না করে প্রত্যেকটি আসামীকে শেষ বিচারের জন্যে দায়রা আদালতে সোপর্দ করে দিলেন।

এই মামলা দায়রায় সোপর্দনের পূর্বে হাকিম বাহাদূর সরকারী উকিলের শেষ সওয়ালের পর একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তুলেছিলেন। এটি কাব্যের উপেক্ষিতার ন্যায় এই তদন্তের একটি মস্ত বড় ফাঁক ছিল। আপশোষের বিষয় যে তদন্তকারী অফিসার ও সরকারী উকিল—এই উভয়ের কাহারও মনে এই প্রয়োজনীয় বিষয় একটিবারও উদয় হয় নি। হাকিম বাহাদুরের এই উল্লেখযোগ্য প্রশ্নটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমাদের নিরুপায় ভাবে অধোবদন হয়ে থাকতে হয়েছিল।

‘আচ্ছা! সরকারী উকিল বাবু!’ একটু ভেবে হাকিম বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনারা বলছেন যে প্রমীলা দেবীকে নিজের নামাঙ্কিত ভ্যানিটি ব্যাগটি স্বরজিৎ বাবু উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের উভয়ের চিরবিচ্ছেদের পর ডাঃ স্বরজিৎ রায় ঐ ব্যাগটি ফেরত পাবার চেষ্টা করেছিলেন কি? প্রমীলা দেবী ঐ ভ্যানিটি ব্যাগ ডাঃ স্বরজিতকে ফেরত দিতে অস্বীকার করেছিলেন কি না, তা'ও আমাদের জানা দরকার। এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে ডাঃ স্বরজিৎ রায়কে আপনাদের

প্রশ্ন করা উচিত ছিল। উপরের ঐ ব্যাগে আঁকা "S" আদ্যক্ষরটি ডাঃ সুরজিৎ বা সুশীল বাবুর নামের আদ্যক্ষর, তাও আপনারা সাক্ষীদের মুখে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন না কেন?'

দায়রা আদালতে প্রায় এক মাস যাবৎ এই মামলার শুনানী চলেছিল। কিন্তু জুরি মহোদয়রা কিছুতেই এই মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য বা মোটিভ্‌টি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। যা কিছু পৃথিবীতে স্বাভাবিক তাতেই শুধু ওঁরা বিশ্বাসী। পৃথিবীর অস্বাভাবিকতা এঁরা স্বীকার করতেই রাজি নন। এই নিঃসম্পর্কীয় হৃতচক্ষু যুবকটির প্রতি প্রমীলা দেবীর সেবা-যত্নের প্রমাণ বরং তাঁদের বিমুগ্ধ করে তুললো। এই অবস্থায় স্বভাবতই যতো কিছু দোষ তা মৃত খগেন্দ্র সরকার এবং পলাতক বড় ম্যানেজারের উপরই আরোপিত হলো। এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ প্রতিটি আসামীর দীর্ঘ মেয়াদি সশ্রম কারাদণ্ড হলেও প্রমীলা দেবী এই বিচারে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পেলেন। প্রমীলা দেবী যে মুক্তি পাবেন তা জুরিদের প্রতি জজসাহেবের মামলার চার্জ বুঝাবার ধরণ হতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম। জজসাহেবের এই মুক্তি জ্ঞাপক ভাষণ আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আমি বিরক্ত মনে আদালতকক্ষ হতে বার হয়ে উহার অলিন্দায় এসে দাঁড়ালাম। জুরিদের উপদেশ অনুযায়ী জজসাহেব তাঁর রায়ে প্রতিটি আসামীকে মেয়াদ দিলেও প্রমীলা দেবীকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দিলেন। আমি বাহির হতেই এই রায়ের পছন্দাপছন্দ সম্পর্কিত একটা চাপা মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেলাম। এইটুকু সান্ত্বনা যে এই মামলার অন্যান্য আসামীদের মেয়াদ হয়েছে। এই দিক হতে বিচার করলে মামলা অসফল হয়েছে তা বলা যায় না। তা' না হলে মামলার সামগ্রিক অসাফল্যের জন্যে উর্ধ্বতনদের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হতো। আমি হতাশ মনে এইবার আদালত ভবনের চৌহুদ্দি হতে উহার প্রাঙ্গণে নেমে এলাম। ঠিক এই সময় আদালতের একটি দরজা দিয়ে প্রমীলা দেবী ও তার অপর দরজা দিয়ে স্বজন পরিবৃতা বৌরাণী বার হয়ে এলেন। প্রমীলা দেবী স্থির দৃষ্টিতে বৌরাণীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বৌরাণী প্রমীলাকে দেখা মাত্র তাঁর ঘৃণা ব্যঞ্জক মুখটি বিপরীত দিকে ফিরালেন। পূর্ব-বান্ধবী প্রমীলা দেবীর অস্তিত্বটুকুও আজ তাঁর কাছে অসহনীয়। তাঁর দূরবস্থার জন্য দায়ী প্রমীলা দেবীকে আজ তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন। বৌরাণী আজ কল্পনাও করতে পারেন না, যে, একদা এমন দুর্মতি তাঁর কেন হয়েছিল। আত্মীয় পরিবৃতা বৌরাণী উৎসুক জনতার দৃষ্টি এড়িয়ে পর্দা ঘেরা বড়ো মোটর গাড়িতে উঠলে আমি প্রমীলা দেবীর প্রতি মোনোনিবেশ করলাম। এতক্ষণে প্রমীলা দেবীও ম্লান হাসি হেসে আমার দিকে তাকালেন। অতি প্রত্যুষে এঁদের উভয় বাড়ির মধ্যবর্তী দুয়ার

ইট দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এর আগেই এঁদের মনের কপাটে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে আজ প্রমীলা দেবীকে সকলেই সমভাবে ঘৃণা করে। এমন কি, যে জজ ও জুরি তাঁকে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দিলেন তাঁদেরও তিনি ঘৃণার পাত্রী। আদালতে উপস্থিত জনতার আক্ষেপের বিষয় না হয় বাদ দিলাম। বেশ বুঝা যায় যে জনতার বিচারে প্রমীলা দেবী মুক্তি পান নি। অথচ এই অসহায় জনতার মধ্য হতেই জুরিদের বেছে নেওয়া হয়েছে। দায়িত্বশীল জুরি জনতার মানুষ হলেও জনতা নয়। তাই এই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করাও অনুচিত। এই সময়ে প্রমীলা দেবীর কয়েকটি বাক্য আজও আমার মনে আছে। মুক্তির পর আদালতের গণ্ডি হতে বার হয়ে এসে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আমি এই প্রথম লক্ষ্য করলাম যে তাঁর মাথায় টকটকে লাল সিঁদুর। ইনি গত কয় দিনের ছুটির মধ্যে অন্ধকৃত ঐ যুবকের সঙ্গে রেজেস্ট্রি করে বিবাহ কার্য শেষ করে নিয়েছেন।

'আপনারা কিছু মনে করবেন না, স্যার', আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে প্রমীলা দেবী বললেন, 'এই মামলায় আমার মুক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমার পাপে নির্দোষ নিষ্পাপ একটি যুবক শাস্তি পাবে তা ঈশ্বরেরও কাম্য নয়। তা না হলে এই সাংঘাতিক মামলা হতে আমি নিশ্চয়ই মুক্তি পেতাম না। এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আমার মৃত্যুর আগে যেন আমার এই হতভাগ্য যুবক স্বামীর মৃত্যু হয়। আগে আমার মৃত্যু ঘটলে তাকে দেখা-শুনা করবার কেউ থাকবে না। এই জন্য একদিন না একদিন আমার বৈধব্য জীবনই আমি কামনা করি। ঈশ্বর যদি আমাকে কোনও শাস্তি দিতে চান তা হলে আমার স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যুর পর যেন তিনি তা আমাকে প্রদান করেন। এর পরও আমি বহুদিন বেঁচে থেকে ঈশ্বর বা মনুষ্যদত্ত যে কোনও শাস্তি হাসি মুখে গ্রহণ করবো।'

'আজ্ঞে। থাক এখন এসব অবান্তর কথা। এখন তা'হলে কি আপনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন?' আমি মৃদু হেসে অন্য দিকে মুখ করে প্রমীলা দেবীকে বললাম, 'আপনিও আমাদের সম্পর্কে কিছু ক্রোধ রাখবেন না। আমরা আমাদের কর্তব্য কর্মই মাত্র করেছি। আপনার ওপর ব্যক্তিগত ক্রোধের কারণ ঘটলেও আমরা তা দমন করেছি। এক্ষণে আপনি আদালত হতে নির্দোষ প্রমাণিত হবার পর আর সে প্রশ্ন এখানে উঠে না। অবশ্য আমরা আপনাকে দোষী প্রমাণ করবার জন্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করি নি। আর যদি—থাকুক ওসব কথা—'

'আজ্ঞে না। এখন আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারছি কই?' আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে প্রমীলা দেবী উত্তর করলেন, 'আমি একবার আমার অ্যাটর্নি বাড়ি,

হয়ে বাড়ি যাবো। যে করেই হোক ঐ হৃতচক্ষু যুবকের পিতার অন্যায় উইল আদালতের সাহায্যে খারিজ করাতে হবে। ওর পিতার প্রায় উন্মাদ অবস্থায় গৃহীত পোষ্যপুত্রের অধিকার আদালত হতে নাকচ হতে বাধ্য। এই সুযোগে আমি আরও একটি কথা আপনাদের বলে রাখতে ইচ্ছে করি। ঐ গোঁফওয়ালা বড় ম্যানেজারটিকে জনসাধারণের পক্ষে আমি নিরাপদ মনে করি না। ওকে বেশি দিন জেলের বাইরে রাখা আপনাদের পক্ষে উচিত হবে না। আমাদের ভয় এই যে এইবার সে ফিরে এসে আমাকে আবার ব্ল্যাক-মেইল করতে না চেষ্টা করে। অর্থের বিনিময়ে লোকটার অসাধ্য কোনও কাজ নেই।'

আমি সহকারীদের সমভিব্যাহারে থানায় ক্লান্ত দেহে ফিরে আপন সিটের ওপর দেহটি এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলাম ঐ নব-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী 'সুশীল-প্রমীলা কথা'। ঐ অন্ধ যুবকের বিবাহ তাহ'লে অন্ধকারেই সমাধা হলো। আমি পরে শুনেছি যে বিবাহের সাক্ষীরূপে সেখানে দু'জন ডিফেন্স কাউন্সিলার ব্যতীত অন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন না। হ্যাঁ, আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে এই ম্যারেজ সার্টিফিকেট রায়দানের পূর্বদিনে জুরিদের সামনে জজের নিকট উদ্দেশ্য-পূর্ণভাবে দাখিল করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এরপর জুরি মহোদয়দের মনে যা প্রতিক্রিয়া হবার তাই বোধ হয় হয়েছে। এই আসামী প্রমীলা এই যুবককে বিবাহ করবার জন্যে বহুদিন অধীর থেকে পরিশেষে তিনি তাকে বিবাহ করেছেন। সুতরাং সেই অদম্য প্রীতিপূর্ণ নারী কি তাঁর ঈপ্সিত স্বামীকে এমন করে জন্মান্ধ করে দিতে পারেন? এই সন্দেহ ভদ্র গৃহস্থ জুরি মহোদয়গণের মনে নিশ্চয় উদয় হয়েছিল। আমার এখনও বিশ্বাস যে ঐ ম্যারেজ-সার্টিফিকেটের উপস্থিতি এই মামলার মোড় সম্পূর্ণরূপে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ডিফেন্স কাউন্সিলাররাও বারে বারে বলেছিলেন যে সম্পত্তির লাভের ও লোভের প্রশ্ন এখানে আদপেই উঠে না। এর কারণ এই ঘটনার বহু পূর্বেই ঐ যুবক তার পিতা কর্তৃক আইন সম্মতভাবে ত্যাজ্যপুত্র হয়ে তার বিপুল সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়েছিল। এমনি বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে ক্রমশ গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে প্রমীলা দেবী প্রেমময়ী দেবীরূপা নারীমূর্তি হয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের সোপর্দকের তরফ হতে এ'কথাও উঠানো হয়েছিল যে ঐ প্রবঞ্চিত যুবকের পক্ষে তার বিপুল বৈভব ত্যাগ করে ঐ বর্ষীয়সী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোনও স্বাভাবিক কারণ ছিল না। কিন্তু এর উত্তরে বিপক্ষপক্ষীয় উকিলেরা একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে আমাদের বক্তৃতাটিকে ম্লান করে দিলেন। তাঁদের মতে সম্রাট এডওয়ার্ড যদি সসাগরা পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্য একজন ঈপ্সিতা ভার্যার জন্যে পরিত্যাগ করতে পারেন তাহলে এই যুবকও সেই তুলনায় তার এই

যৎসামান্য সম্পত্তিই বা এই একই কারণে পরিত্যাগ করবে না কেন? আমরা এদের বয়সের তারতম্য তুলে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত জুরি মহোদয়দের মনে এই মহিলাটির উপর বিতৃষ্ণা আনবারও কম চেষ্টা করিনি। কিন্তু বিপক্ষীয় উকিলগণ আধুনিক ভারতের এবং য়ুরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিবাহোপাখ্যান হতে প্রমাণ করে দিলেন যে সত্তর বৎসরের নারীর সহিত বিশ বৎসরের যুবকের বিবাহের নজির এই পৃথিবীতে কম নয়। এঁদের মতে বিভিন্ন রুচির মানুষের আইন সম্মত কার্যে বাধা দিলে বরং জুরি মহোদয়রা মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের দায়ে দায়ী হয়ে উঠবেন। এই সকল পূর্বাপর ভাষণগুলি এই সময় আমার মনে মূর্ত হয়ে উঠে বেদনা দিচ্ছিল। আমি গুম হয়ে অফিস ঘরে বসে ভাবছিলাম যে এবার তাহ'লে কি করা যায়? এমন সময় সহকারী সুবোধবাবুর একটি প্রশ্ন আচম্বিতে আমার কানে এসে আমার এই গভীর ধ্যান ভঙ্গ করে দিলে।

'প্রমীলা দেবী আদালতের বাইরে এসে আপনাকে কি বলছিল, স্যার,' আমার সহকারী অফিসার সুবোধবাবু ঘরে ঢুকে আমাকে বললেন, 'তবুও মন্দের ভালো অন্য আসামীরা কেউই এঁর সঙ্গে খালাস পায় নি। তা হলে আমাদের ওপর-ওয়ালাদের কাছে মুখ দেখানো ভার হতো। উপরন্তু আসামীরা ছাড়া পাওয়ায় কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হতো। কিন্তু এখন আবার আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকারও তো উপায় নেই। ঐ পলাতক বড়ো ম্যানেজারকে পাকড়াও করে আদালতে চালান দিতে হবে। এই অবস্থায় আমাদের সম্মুখে অপর আর এক নূতন সমস্যা দেখা দেবে। ঐ একই সাক্ষীর দলকে নিয়ে আবার নিম্ন হতে উচ্চ-আদালতে পূর্বের মতই আমাদের টানা পোড়েন করতে হবে। এদিকে সরকারী উকিলের মতে প্রমীলা দেবীকে ভুল বিচারে জজ ও জুরি ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের হাইকোর্টে এই মামলায় আপলি করবার জন্যে প্রস্তুত হতে বললেন। এই প্রমীলা দেবীকে হাইকোর্টের দৌলতে পুনর্বিচারে এনে সাজা তিনি দেওয়াবেনই। এবার আমাদের চেষ্টা করে কয়জন মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতকে জুরির দলে ঢোকাতে হবে, কিন্তু—'

'আমিও এতক্ষণ ঠিক এই একই কথা ভাবছিলাম, ভাই', আমি ক্ষুণ্ণমনে একটু আড়ামোড়া ভেঙে প্রত্যুত্তর করলাম, 'তা—এখুনি তুমি একটা মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষা করে আসতে পার, ভাই। তোমার নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রী ও বাড়িতে একজন বৃদ্ধা ঠাকুমাও আছেন। একদিন চক্ষু মুদ্রিত করে ঐ বুড়ী ঠাকুমার শুষ্ক মুখখানিতে হাত রেখে নিজের শয়ন কক্ষে গিয়ে তেমনি করেই চোখ বুজিয়ে আপন স্ত্রীর চন্দ্রানন ছুঁয়ে দেখ তো কোনও প্রভেদ বুঝা যায় কি না? এই কয়দিন এই উদ্দেশ্যে আমি

ক্রমাগত বিভিন্ন বয়সী নরনারীর মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে দেখেছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে বয়সের সঙ্গে প্রথমে ঘাড়ে ও কানের নিচে খাঁজ দেখা দেয়। এর কিছু পরে ধীরে ধীরে কপালে ও চোখের নিচে অল্প-স্বল্প কুঞ্চন ধরে। এইগুলি চর্মচক্ষে দেখা গেলেও খুব সম্ভবত স্পর্শ দ্বারা বুঝা যায় না। এরও বহু বৎসর পরে গণ্ডদেশ তুবড়ে গেলে তা হস্তস্পর্শ দ্বারা বোধগম্য হতে পারে। এই দিক হতে বিচার করলে প্রমীলা দেবী কোনও বিজ্ঞান সম্মত ভুল করেছিলেন ব'লে মনে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে ওঁকে আমরা সহজে ছাড়ছি না। উচ্চ-আদালতে আপিল আমরা করবো এবং আমরা তাতে জিতবোও। এই পুনর্বিচারে আসামীর কাঠগড়ায় প্রমীলা দেবীর সঙ্গে পলাতক বড় ম্যানেজারকেও আমরা দাঁড় করাতে পারবো।'

আমি আর দেরি না করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র গুছিয়ে সহকারীকে সঙ্গে করে দায়রা আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টে আপিলের ব্যবস্থা করবার জন্যে সরকারী উকিলের গৃহের উদ্দেশে এই সন্ধ্যাতেই রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

এই মামলার আরম্ভ হতে গত কয়মাস আমরা বহু পাপ-পুণ্যের লুকোচুরি দেখলাম। তবু আরও দুইটি বিষয় দেখা আমাদের এখনও বাকি রয়েছে। এর একটি হচ্ছে বেচারামের পিতৃদত্ত ত্রিশ হাজার টাকা প্রাপ্তির বিষয় শুনে তার সেই অথর্ব পিসেমশাইয়ের মুখের ভাব কিরূপ হলো তা দেখা এবং এর অপরটি হচ্ছে, সত্য সত্যই শেষ পর্যন্ত চক্ষু-বিশারদ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার সুরজিৎ রায়ের সঙ্গে কাশীর সেই মহাধনী ভদ্রলোকের সুন্দরী কন্যার বিবাহ হলো কি না তা জানা। এছাড়া ঐ পলাতক বড়ো ম্যানেজারের ভবিষ্যৎ পরিণতির বিষয়ও আমি ভেবেছি। এইসব কাহিনী পরবর্তী এক পুস্তকে আমি বিবৃত করবো। যে সময় আমি এইসব বিষয় ভাবছিলাম ঠিক সেই সময় থানায় আর এক কাণ্ড ঘটে গেল।

'আরে, স্যার! বেচারাম বোধ হয়—তাহলে এবার সে নিশ্চয়ই মার্ডার্ড', আমি থানায় এসে বসা মাত্র সহকারী সুবোধবাবু দৌড়ে এসে বললেন, 'একটু আগে খবর পেলাম যে বেচারামকে পাওয়া যাচ্ছে না। এদানী সময় পেলেই সে শ্মশানে চলে যেতো। যে স্থানে তার পিতাকে দাহ করা হয়—সেই স্থানে তাকে শেষ দেখা গিয়েছে। পাড়ার লোকের সন্দেহ যে পথিমধ্যে গোঁফওয়ালা ম্যানেজার তাকে অপহরণ করেছে। যে ভুল ওরা ওর পিতার সম্পর্কে করেছে সেই একই ভুল ওরা বেচারামকে নিয়ে করবে না। তাই আমার মনে হয়—'

বেচারাম সম্পর্কে এই নূতন সংবাদ আমাকে স্বভাবতই উতলা করে দিলে। কিন্তু

ঠিক সময়ে এই সরকারী উকিলের বাড়িতেও যেতে হবে। বেচারাম সম্পর্কে অন্বেষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্যে উপদেশ দিয়ে আমি সরকারী উকিলের বাটীর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। তারপর রাত দশটা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে সময় কেটে গিয়েছে। সরকারী উকিলের বাড়িতে আপিলের ব্যবস্থা করে থানায় ফিরেছি। কিন্তু এতোখানি সময়ের ব্যবধানেও বেচারামকে কেহ খুঁজে বার করতে পারে নি। এই মামলার পুনর্বিচারের যে আদেশ হবে সে সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত। কিন্তু এদিকে বেচারামের অন্তর্ধান সম্পর্কিত এই হরিষে বিষাদের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। বেচারামকে সাক্ষীরূপে না পেলে পুনর্বিচারে সাফল্য অসম্ভব। তাহলে কি বড়ো ম্যানেজার এখনও প্রমীলা দেবীকে সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর? আমার অন্তর ফুঁড়ে মাত্র একটা শব্দ বেরিয়ে আসে- হা বেচারাম, হা বেচারাম! এর পর অবশ্য এও আমার মনে হয় যে পিতৃশোকে বিকৃতমনা হয়ে বেচারাম শেষে আত্মহত্যা করলো না তো! কিংবা এমনও হতে পারে যে বেচারাম কাউকে না বলে অন্য কোথাও কোনও কাজে গিয়েছে। কিন্তু এতো সব ভাববারও আমাদের সময় নেই। আমি বেচারামকে খুঁজতে দিকে দিকে কয়েকজন অফিসার পাঠালাম।